খোলাফায়ে রাশিদিনের জীবনাদর্শের সমাহার

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয'র رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ৪২৫টি ঘটনা

- স্বপ্নে সম্মানিত পিতার যিয়ারত লাভ
- মৃত্যুর স্মরণে কেঁদে দিলো
- প্রথম পরামর্শ
- খেদমতের সময়ের স্মৃতিচারণ
- সুগন্ধিযুক্ত কাপড় ধুয়ে দিলো
- আপন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিলো
- বাচ্চাদের মায়ের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ

উপস্থাপনায়: আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

“খোলাফায়ে রাশিদের জীবনাদর্শের মাদানী পুস্পগুচ্ছ”

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ৪২৫টি ঘটনা

উপস্থাপনায়

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ)

প্রকাশনা

মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

কিতাবের নাম : হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ৪২৫টি ঘটনা
উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ)
প্রকাশকাল : আগষ্ট ২০২০ ইংরেজি, মুহাররম ১৪৪২ হিজরি।
প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা

সত্যায়ন পত্র

তারিখ: ২১ রমযানুল মোবারক ১৪৩৬ হিজরি উদ্ধৃতি নং- ১৭২

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصۡحَابِہٖ اَجۡمَعِیۡنَ

এই মর্মে সত্যায়ন করা হচ্ছে যে,

“হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ৪২৫টি ঘটনা”

(প্রকাশনা মাকতাবাতুল মদীনা) এর উপর কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ এর পক্ষ থেকে পূণরায় নিরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিভাগটি এতে আকীদা, কুফরী বাক্য, চারিত্রিক, ফিকহী মাসআলা এবং আরবী ইবারত ইত্যাদি বিষয়ে যথাসম্ভব নিরীক্ষণ করেছে, তবে কম্পোজিং বা লিখার ভূলের জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ
(দা’ওয়াতে ইসলামী)
২২-০৮-২০১১ইং

www.dawateislami.net, E.mail: bdtarajim@gmail.com

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবটি পাঠ করার ১৪টি নিয়্যত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।"

(আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি, ৬/১৮৫, হাদীস- ৫৯৪২)

✿ ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি।

(১) প্রতিবার হামদ ও (২) সালাত এবং (৩) তাউয (اَعُوْذُ بِاللّٰه) (৪) তাসমিয়া (بِسْمِ الله) সহকারে শুরু করবো (এই পৃষ্ঠার প্রারম্ভে দেওয়া আরবী ইবারতটি পাঠ করাতে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) যথা সম্ভব এই কিতাবটি ওযু সহকারে এবং (৬) কিবলামুখী হয়ে পাঠ করব (৭) কোরআনের আয়াত ও (৮) হাদীসে মোবারাকার যিয়ারত করবো (৯) যেখানে **"আল্লাহ"** পাকের নাম আসবে সেখানে "عَزَّوَجَلَّ" এবং (১০) যেখানে **"নবী"**র নাম মোবারক আসবে সেখানে "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" পাঠ করবো। (১১) শরীয়াতের মাসআলা শিখবো। (১২) যদি বিষয় বুঝে না আসে তবে আলিমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করবো (১৩) অপরকে এই কিতাব পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করবো। (১৪) কিতাবের লিখা ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা লিখিতভাবে অবহিত করব। (প্রকাশক ও প্রকাশকদেরকে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বলাতে তেমন কোন উপকার হয়না।)

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ)-র পক্ষ থেকে:

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحۡسَانِہٖ وَ بِفَضۡلِ رَسُوۡلِہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো, **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের کَثَّرَھُمُ اللّٰہُ السَّلَام সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাবাদি বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরূপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র প্রধান কাজ হচ্ছে, আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দুর্লভ মহামূল্যবান

কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদার স্বার্থে যথাসাধ্য সহজ ও সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া' মজলিশ সহ সকল মজলিশকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি

মুমিনের সম্মান পবিত্র কাবার চেয়েও বেশি

সুনানে ইবনে মাযাহ শরীফে বর্ণিত আছে: **মদীনার তাজেদার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কাবা শরীফকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন: "হে কাবা! মুমিনের সম্মান তোমার চেয়েও বেশি।"

(সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

নং	বিষয়	নং	বিষয়

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
যেসব মনীষীদের মানুষ স্মরণ রাখে	২১	জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখতে পারেননি	৪০
হাদীস শরীফ বর্ণনার পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন	২৪	তিনি স্মরণ রাখলেন আর আমি ভুলে গেলাম	৪১
প্রাথমিক জীবনাবস্থা	২৪	তিনি তাবেয়ীও ছিলেন	৪১
শ্রদ্ধেয় পিতা	২৪	হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ হতে বর্ণিত হাদীসে মোবারাকা	৪১
হে দুনিয়া! আমরা প্রতারণায় রয়েছি	২৫		
স্বপ্নে সম্মানিত পিতার দর্শন লাভ	২৬	(১) নেকীর দাওয়াত না দেওয়ার পরিণতি	৪২
অন্তরের মরিচা পরিস্কার	২৬	(২) পছন্দনীয় যুবক	৪২
শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান	২৬	(৩) রমযানের প্রতি ভালবাসা	৪৩
সৌভাগ্যবতী মুবাল্লিগা হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর পুত্রবধু কীভাবে হলো?	২৭	(৪) গোসল ফরয অবস্থায় ঘুমানো	৪৩
		(৫) আল্লাহর যিকির না করাতে আক্ষেপ	৪৩
শরীয়াত বিরোধী কাজে মাতা-পিতার আনুগত্য জায়েয নেই	২৮	(৬) ইসলামের সৌন্দর্য হলো লজ্জাশীলতা	৪৪
		শুভ পরিণয়	৪৪
দুধে পানি মিশানো	২৯	ঐতিহাসিক সম্মাননা	৪৫
বিবাহের সম্পর্ক স্থাপনের সময় কী দেখা উচিত?	৩১	ব্যয় নির্বাহের ধরন	৪৫
		স্ত্রী ও সন্তানগণ	৪৬
সম্পর্কের খোঁজে	৩২	সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা	৪৬
আমি তাঁর মত হতে চাই	৩৩	সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার চিন্তা সম্বলিত একটি চিঠি	৪৭
নিজের মামাবাড়িতেই ছিলেন	৩৩		
মৃত্যুর কথা স্মরণে আসতেই কান্না জুড়ে দিলেন	৩৪	সন্তানের প্রতি উপদেশ মূলক চিঠি	৪৭
		মুসলমানদের সম্পর্কে সুধারণা রেখো	৪৯
মৃত্যুর স্মরণের উপকারিতা	৩৫	সুধারণা পোষণ করা উত্তম ইবাদত	৪৯
সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সুসবাদ	৩৫	মুসলমানদের অবস্থাকে যতটুকু সম্ভব ভাল বলে মনে করা ওয়াজিব	৫০
ফারুকী স্বপ্নের ব্যাখ্যা	৩৬	মুসলমানদের উক্তির মন্দ ব্যাখ্যা করাও হরো কুধারণা	৫০
নিজেই মদীনা শরীফ যাওয়ার আবেদন করেন	৩৭		
		উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবে	৫০
মাথা মুন্ডিয়ে দিলেন	৩৭	স্বপ্নে বিশেষ দোয়া শেখালেন	৫১
আল্লাহ পাকের মহিমায় পূর্ণ বক্ষ	৩৮	গভর্ণর নিযুক্ত হলেন	৫২
আকৃতি শরীফ	৩৯	গভর্ণর পদ গ্রহণ করতে শর্ত আরোপ করেছিলেন	৫২
বুযুর্গানে দ্বীনের দরবারে উপস্থিতি	৩৯		
পুরো রাত মাদানী মুযাকারা চলতে থাকে	৪০	জুলুমের পরিণতি হলো ধ্বংস	৫২
তৎক্ষণাৎ উত্তর	৪০	জুলুম কাকে বলে?	৫৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
নিঃস্ব কে?	৫৩	দাঁড়িয়ে স্বাগতম জানালেন	৭০
কেঁপে উঠুন!	৫৪	নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুসংবাদ	৭১
প্রথম মাদানী পরামর্শসভা	৫৪	জিনদের তিনটি প্রকার	৭১
পরামর্শ করা সুন্নাত	৫৬	জিনদের বিভিন্ন আকৃতি	৭১
সৌভাগ্যবান কে?	৫৬	গভর্ণর পদ হতে পদত্যাগ	৭২
পরামর্শ বরকত লাভের চাবিকাঠি	৫৭	পদত্যাগ না কি পদচ্যুতি?	৭৩
‘পরামর্শ’-এর গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কিত ৫টি বর্ণনা	৫৭	কেবল একজন গোলামই সাথে ছিলো	৭৪
		ব্যাকুল হয়ে গেলেন	৭৪
জ্ঞানের মূল্যায়নকারী	৫৮	অশুভ প্রথা প্রত্যাখান করা	৭৪
জ্ঞানার্জনের উপায়	৫৮	অশুভ প্রথা কী?	৭৫
আমলকারী আলিম হও	৫৯	অশুভ প্রথা বলতে কিছুই নাই	৭৫
জ্ঞান হলো ধনীর সৌন্দর্য	৫৯	খলিফার উপদেষ্টা হয়ে গেলেন	৭৬
জ্ঞানের ফযীলত	৫৯	অন্যায়ভাবে হত্যা করা থেকে বারণ করলেন	৭৬
জ্ঞান (ইলমে দ্বীন) সম্পদ হতে উত্তম	৬০		
জ্ঞানকে সংরক্ষণ করার উপায়	৬০	হাজ্জাজের ষড়যন্ত্র	৭৭
আপনি পুনরায় আপনার স্থানে ফিরে যান	৬১	সত্য কথা বলাতে ভয় করেননি	৭৯
আদব সম্পন্নরাই সৌভাগ্যবান	৬১	নেকীর দাওয়াত দেয়ার সাওয়াব	৮০
আলিমে দ্বীনকে সম্মান করার প্রতিদান	৬২	বুঝানো কখন ওয়াজিব?	৮০
ওলামায়ে কিরামের সম্মানে অলসতা করবেন না	৬২	শুধুই উপকার	৮১
		যুগের কলঙ্কিত ব্যক্তির তাওবা	৮১
হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে অপছন্দ করতেন	৬৩	প্রতারণা করা থেকে রক্ষা করলেন	৮২
হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মদীনা প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা	৬৪	মানুষ তা-ই অর্জন করবে, যা সে পূর্বে পাঠিয়ে থাকবে	৮৩
অন্য প্রান্তে চলে গেলেন	৬৪	বৃষ্টি থেকে শিক্ষা অর্জন	৮৪
খেদমতের সময়ের স্মৃতিচারণ	৬৫	এটি সদকার চেয়ে উত্তম	৮৪
রাসুলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ন্যায় নামায	৬৬	দুনিয়াকে দুনিয়াই ভক্ষণ করছে	৮৫
		এরা আপনার প্রতিপক্ষ	৮৫
ধীরে ধীরে নামায পড়ার ফযীলত	৬৬	শরীয়াতের বিধানকে প্রাধান্য	৮৫
মাটির উপর সিজদা করতেন	৬৭	মহিলাদেরকেও সম্পত্তির ভাগ দিন	৮৬
আগে পড়তে পারেননি	৬৭	কুষ্ঠরোগীদের জীবন রক্ষা করলেন	৮৬
মদীনার ভালবাসা	৬৮	অঙ্গহানি করা থেকে রক্ষা করলেন	৮৭
বাহ! মদীনার কথাই বা কী বলব!!	৬৯	অঙ্গহানি করা থেকে নিষেধ করতেন	৮৭
আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা	৬৯	উদারতার স্বরূপ	৮৮
আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসার উপকারিতা	৬৯	খলিফার অবমাননায় হত্যার নির্দেশ	৮৮
		সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের স্বীকারোক্তি	৮৯

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
মিথ্যার প্রতি প্রবল ঘৃণা	৮৯	আপনি দুঃখিত কেন?	১০৮
মিথ্যার নিন্দা সম্পর্কিত প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী:	৯০	শাহী বাহনে আরোহন করতে অস্বীকৃতি	১০৮
		আমাকে তোমাদের ন্যায় মনে করো	১০৯
হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য	৯১	শাহী তাঁবুতে যাননি	১০৯
		তিনটি তাৎক্ষণিক নির্দেশ	১১০
হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام কে?	৯১	প্রথম ভিক্ষুকের সাহায্য	১১১
ঈমান সতেজকারী স্বপ্ন	৯২	খলিফার বাসভবনে অবস্থান করেননি	১১২
কীভাবে খলিফা হলেন?	৯৫	সাবেক খলিফার বিশেষ জিনিসপত্র বাইতুল মালে জমা করিয়ে দেন	১১২
উভয়ের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য?	৯৬		
আমার নামই নিবেন না	৯৭	সুন্দরী দাসী উপস্থাপন	১১৩
খেলাফতের ঘোষণা	৯৭	এখন তোমার প্রতি আর আকর্ষণ রাইলো না	১১৩
দায়িত্ববোধের কারণে কাঁদতে লাগলেন	৯৮		
সুগন্ধিমাখা কাপড় ধুয়ে ফেললেন	১০০	নেতৃত্বের কারণে অশ্রু বিসর্জন	১১৪
তোমাদের নিকট ন্যায় পরায়ণতা ও বিনয় আসছে	১০০	অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হবে	১১৪
		দায়িত্বশীল এবং জিম্মাদারদের চিন্তা করার মতো হাদীস শরীফ	১১৫
খেলাফতের সুসংবাদ	১০১		
হেদায়তপ্রাপ্ত খলিফা	১০১	সহচরদের জন্য শর্তাবলী	১১৭
হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপদেশ	১০২	সিকিউরিটি গার্ডদের উপেক্ষা	১১৮
এই দু'জনের ন্যায় খেলাফত পরিচালানা করা	১০২	নিরাপত্তা প্রহরীর জন্য নামাযী ব্যক্তি নির্বাচন করলেন	১১৮
হাজ্জাজের মুখে খেলাফতের আলোচনা	১০২	কবিদের চিড়া ভিজেনি	১১৮
সোলায়মানের জন্য সুসংবাদ	১০৩	এই ব্যক্তি কবিদের নয় দারিদ্র-পীড়িতদের দান করেন	১১৯
খেলাফতের দায়ভার থেকে মুক্ত হওয়ার প্রস্তাব	১০৩		
		খলিফা হওয়ার পর তিনজন ফকীহের সাথে মাদানী পরামর্শ	১২০
খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর সংশোধন মূলক বয়ান	১০৪		
		ন্যায়পরায়ণতা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করবো?	১২১
সিদ্দীকি ও ফারুকী শাসনামলকে স্মরণ করিয়ে দেন	১০৫	পরিপূর্ণ মুসলমান কে?	১২১
		নেককার ও পরহেযগারদের সহচর্য	১২২
খেলাফতে রাশেদা কাকে বলে?	১০৬	আমাকে সতর্ক করে দিবেন	১২২
খোরাসানবাসীর স্বপ্ন	১০৭	নিজের উপর নজরদার নিযুক্ত করেন	১২২
খলিফা নিযুক্তকারী সম্পর্কে ভাল ধারণা	১০৭	বেশি সহযোগী ছিলো না	১২৩
লোকেরা বাইয়াত গ্রহণের জন্য উপচে পড়ে	১০৭	সহযোগী ও সাহায্যকারী	১২৩
		হকপন্থিদেরকে গুরুত্ব প্রদান	১২৩
বাইয়াতের শব্দমালা	১০৭	উপদেশদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন	১২৪
আমার এই পদের চাহিদা ছিলো না	১০৮	ক্ষমা চাইলেন	১২৫

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসাধারণ বিনয়	১২৬	আত্মত্যাগের মাদানী বাহার	১৪১
		৩০ হাজার দিরহাম বাইতুল মালে জমা দিয়ে দিলেন	১৪২
ক্ষমা চেয়ে নিন	১২৭		
রিসালত ও খেলাফতের পদগত পার্থক্য	১২৮	খলিফার পরিবারের অলংকারাদি	১৪৩
চোখ হতে অলসতার পর্দা উঠিয়ে দিলেন	১২৮	কালোকে সাদা এবং সাদাকে কালো করে দাও	১৪৪
সর্বোত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য	১২৯		
সিকিউরিটির সমস্যা	১৩০	স্ত্রীদের উপর স্বামীর অধিকার	১৪৪
বিশ্রামের সময় পেতেন না	১৩০	পরিবারের ব্যয়ে স্বল্পতা	১৪৫
নিজের রাগ প্রশমিত করুন	১৩১	স্ত্রীর সম্মানী	১৪৫
হকদারদেরকে তাদের হক আদায় করে দিয়েছেন	১৩২	তাদের দুনিয়াবী সুখের জন্য নিজের আখিরাত ধ্বংস করতে পারি না	১৪৫
ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমি ফিরিয়ে দেওয়ার সাধারণ ঘোষণা	১৩২	বোকে কে?	১৪৬
		মন্দ ব্যবসা	১৪৬
সন্তানদেরকে আল্লাহ পাকের উপর সৌপর্দ করছি	১৩৩	কিয়ামতের দিন পরিবার-পরিজনের দাবী	১৪৬
		সন্তানের মায়ের প্রতি ইনফিরাদি কৌশিশ	১৪৭
ভরসার প্রতিদান	১৩৪	ঘুমানোর পদ্ধতিতে সংশোধন	১৪৮
আংটির পাথরও ফেরত দিয়ে দিলেন	১৩৫	শয়ন ও জাগরনের ১৫টি মাদানী ফুল	১৪৯
খায়বরের জায়গা-জমি	১৩৫	পরিধানের কাপড় ছিলো না	১৫০
নিজের সম্পদ আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় করে দিলেন	১৩৫	মোটা কাপড়	১৫১
		হাজারো ক্ষুধার্তের পেট ভরে দাও	১৫১
খলিফার দৈনিক সম্মানী	১৩৬	বাইতুল মাল সতীন জমা করার জন্য নয়	১৫২
নিজের খাবারের মূল্য সরকারি ক্যান্টিনে জমা করাতেন	১৩৬	শাহজাদীদের ঈদ	১৫২
		মশুর ডাল ও পিয়াজ দিয়ে পেট ভর্তি করলেন	১৫৪
বাইতুল মাল থেকে কখনও অন্যায়ভাবে বস্তু নেননি	১৩৬	নিজেকে ধ্বংসের দিকে ধাবিতকারী দূর্ভাগা	১৫৫
গভর্ণরদের বড় অংকের বেতন আর হযরত ওমররের দারিদ্রতা	১৩৬	যিম্মীকে তার জমি পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ালেন	১৫৫
ব্যক্তিগত উপার্জনও বাইতুল মালে জমা করে দিলেন	১৩৭	সাততি জমির মালা	১৫৬
উপার্জন কমে গেলো	১৩৮	দোয়া কবুল হলো না	১৫৬
কি রেখে গেছে?	১৩৯	দায়িত্ববোধই কাঁদিয়ে দিলো	১৫৭
সম্পদ গ্রহণ করতেন না	১৩৯	মজলুমের সাহায্য	১৫৭
জমি-জমা থেকে পাওয়া লভ্যাংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিলেন	১৩৯	গোলাম আযাদ করে দিলেন	১৫৮
		নিজের এলাকায় ফিরে যাও	১৫৮
আত্মত্যাগের কথা কি আর বলব	১৪১	গ্রাম্য আরবীদেরকে জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন	১৫৯

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
তাঁর প্রশাসনিক কর্মচারীদেরকে এ বিষয়ে তাগাদা দেন	১৫৯	খারেজীরা তাঁর সাথে যুদ্ধ করলো না	১৮১
		বুযুর্গানে দ্বীনদের দরবারে যেতেন	১৮২
গড়িমসিকারী প্রশাসকের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ	১৬০	১. মৃত্যুকে নিজের মাথার পাশে রাখবেন	১৮২
অধিকার আদায়ে সাবধানতা	১৬০	২. কারো কাছ থেকে সাহায্যের আশা করবেন না	১৮২
তোমার কোনো হক নষ্ট করা হয়নি	১৬১	৩. এই নসিহতই যথেষ্ট	১৮৩
ভিক্ষুকের প্রতি সমবেদনা	১৬১	৪. মন্দ খিলাফতের সাক্ষী আমি	১৮৩
প্রশাসনিক কর্মচারীর প্রদি ইনফিরাদি কৌশিশ	১৬২	৫. সৎ ও অভিজাতদেরকে দায়িত্ব প্রদান করুন	১৮৩
প্রটোকল বাতিল করে দিলেন	১৬২	৬. সংক্ষিপ্ত নসিহত	১৮৪
সকলের জন্য করা দোয়া কবুল হয়ে থাকে	১৬৩	৭. মতলববাজদের সাহচর্য এড়িয়ে চলুন	১৮৪
সবার সাথে সমান হয়ে বসবে	১৬৩	৮. আহ! আমি যদি এ কথা না বলতাম!	১৮৪
ওলামায়ে কিরামদেরকে নিজের নিকটবর্তী করে নিলেন	১৬৪	৯. বেহুশ হয়ে গেলেন	১৮৫
		১০. চোখের পানিতে চুলা নিভে গেছে	১৮৬
ধীরগামী বাহনে বসবেন	১৬৪	১১. নসিহতপূর্ণ চিঠি	১৮৬
আপন বংশীয়দের সাথে মেলামেশা কমিয়ে দিলেন	১৬৫	১২. তকদীরের উপর ধৈর্য ধারণ করুন	১৯১
বিশ হাজার দীনার দিতে অস্বীকার	১৬৫	১৩. খালিদ বিন ছাফওয়ানের নসিহতপূর্ণ বয়ান	১৯১
ফুফী সাহেবার বেতন	১৬৭	১৪. ধোঁকাবাজ নববধু	১৯৪
আল্লাহ পাকের হুকুমের পক্ষে	১৬৯	দুনিয়ার নিন্দায় চারটি হাদীস শরীফ	১৯৭
আগামীতে একটি দিরহামও দেব না	১৬৯	১. দুনিয়ার জন্য সম্পদ সঞ্চয়কারীরা নির্বোধ	১৯৭
দোকানগুলো ফিরিয়ে দিন	১৭০		
উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না	১৭১	২. দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পরকালের ক্ষতির কারণ	১৯৭
‘বুঝানোর’ অপর কৌশল	১৭২		
আমি কিয়ামতের শাস্তিকে ভয় পাচ্ছি	১৭৩	৩. আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার স্থান	১৯৮
ফুফী সাহেবার সুপারিশ	১৭৩	৪. মৃত মেষ শাবক	১৯৯
খেলাফতের প্রতি অমুখাপেক্ষীতা	১৭৪	**আমীরুল মুমিনীনের বিনয়**	১৯৯
ওমর বিন ওয়ালিদের চিঠি ও তার উত্তর	১৭৫	মাটিতেই বসে পড়লেন	১৯৯
আপন বংশীয়দের সম্মানবোধ	১৭৭	১. আমার মর্যাদার কোন ধরনের কমতি তো ঘটনি	২০০
বাইতুল মালে কাদের হক রয়েছে?	১৭৭		
হারাম সম্পদ সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান	১৭৮	উচ্চ মর্যাদা দান করবেন	২০০
ইস্তাম্বুলের মুসলমান কায়েদীদের জন্য মুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন	১৭৯	বিনয় কতটুকু করা যাবে?	২০১
		২. কুশল জিজ্ঞাসাকারীকে উত্তম	২০১
কার্পণ্যের ভয়	১৭৯	৩. সেবিকার সেবা	২০১
দাসীদের ফিরিয়ে দেন	১৮০	৪. চাদরটি জড়িয়ে দিলেন	২০২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
৫. লেখা ছিঁড়ে ফেলতেন	২০২
৬. চিনতে পারতো না	২০২
৭. আমাকে 'ওমর'ই মনে করো	২০২
৮. প্রশংসাকারীকে উত্তর	২০৩
৯. খলিফাতুল্লাহ'র (আল্লাহ পাকের প্রতিনিধির) প্রতিফলন	২০৩
১০. ইসলাম আমাকে উপকৃত করেছে	২০৪
১১. মান ও সম্মান দেখানোর উপর নিষেধাজ্ঞা	২০৪
১২. বৈঠক মূলতবী করার পদ্ধতি	২০৪
১৩. সালাম দিতে যখন ভুলে গেলেন	২০৫
দৈনন্দিন রুটিন	২০৬
খলিফার আহার	২০৭
যয়তুনের তরকারি	২০৭
পাঁজরের হাঁড়গুলো গননা করা যেতো	২০৭
মশুর ডাল আর পিঁয়াজ	২০৭
'মশুরের' কথা কী বলবো!	২০৮
যাদেরকে বুঝানোর দরকার তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন	২০৯
আহার করতে পারলেন না	২০৯
বেশি খাবার সামনে আনাতে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন	২০৯
পেট ভরে কীভাবে খাবো?	২১০
কখনও পেট ভরে খাননি	২১০
তোমাদের মুনিবের এটাই আহার	২১০
খাবার কতটুকু খাওয়া উচিৎ	২১১
আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা	২১১
ডাল ও কাটা পিঁয়াজ দিয়ে মেহমানদারি	২১১
খাবারে অপব্যয় করা ছেড়ে দিলেন	২১২
বয়ানের সময় কাঁদতে লাগলেন	২১৩
তাকওয়া ও পরহেযগারী	২১৪
১. রাজকীয় ঘোড়া বিক্রি করে দিলেন	২১৪
২. বাইতুল মালের গরম পানি	২১৫
৩. প্রচন্ড শীতের এক রাত	২১৫
৪. বাইতুল মালের টাকায় নির্মিত ঘরে অবস্থান করা অশোভন মনে করলেন	২১৫

বিবরণ	পৃষ্ঠা
৫. ব্যক্তিগত প্রদীপ জ্বালালেন	২১৬
৬. বাইতুল মালের কয়লা	২১৮
৭. শসা উপহার	২১৮
৮. বাইতুল মালে দুই দীনার জমা করালেন	২১৯
৯. সুগন্ধ নিতে সাবধানতা	২২০
সুগন্ধ ধুয়ে ফেললেন	২২০
১০. আপেলের কারণে কি নিজের ধ্বংস করবো?	২২১
১১. আগুনের ফুলকি	২২১
১২. চেহারাও দেখবো না	২২১
১৩. খেজুরের মূল্য জমা করালেন	২২২
১৪. দুধে কয়েক চুমুক	২২২
১৫. মধুগুলো বিক্রি করে দিলেন	২২৪
১৬. এই মাংসগুলো তুমিই খেয়ে নাও	২২৪
খেলাফতের পূর্বের আমার আয়েশ এবং পরবর্তী জীবন-পরীক্ষা	২২৫
তিনি চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি থেকে অনেক দূরে ছিলেন	২২৫
ওমরী চলন	২২৬
লোহার শিকল	২২৬
আমীরুল মুমিনীনের পোশাক	২২৭
একটিই জামা	২২৭
'আটশ' দিরহামের চাদর আর আট দিরহামের কম্বল	২২৮
১২ দিরহামের পোশাক	২২৮
সাধাসিধে পোশাক	২২৮
সাদাসিধে পোশাকের ফযীলত	২২৯
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্ব প্রদান	২২৯
নামাযের হেফাজতের তাগাদা	২৩০
রাত্রি জাগরণ	২৩০
ইবাদতকারীদের রাত	২৩১
রহমতের চারটি রাত	২৩১
যাকাত আদায় ও নফল রোযার গুরুত্ব প্রদান	২৩১

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
চিনির বস্তা সদকা করতেন	২৩২	কাটা মুরগির ন্যায় ছটফট করতেন	২৪৯
কোরআন তিলাওয়াতের প্রবল আগ্রহ	২৩২	নরম হাদীস শরীফ বয়ান করতাম	২৪৯
এক দিকে ঝুঁকে গেলেন	২৩২	শরীরের লোম খাড়া হয়ে যেতো	২৫০
সম্পূর্ণ আয়াত পাঠ করতে পারলেন না	২৩৩	আমন্ত্রণকারীর নিকট কতক্ষণ থাকবে?	২৫০
ক্রন্দনকারীরাই জান্নাত পাবে	২৩৩	জানাযা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো	২৫১
কান্না করার নিয়ম	২৩৪	মৃত্যুকে স্মরণ করো	২৫১
১. অশ্রুর বন্যা	২৩৫	স্বাদকে নস্যাৎকারী	২৫২
২. ফুঁকিয়ে ফুঁকিয়ে কাঁদতে লাগলেন	২৩৫	কিয়ামতের ভয়	২৫৩
৩. ছেলে হতে তিলাওয়াত শুনলেন	২৩৬	আমীরুল মুমিনীনের জান্নাতবাসী ও দোযখবাসীদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা	২৫৩
৪. ভুল বের করার হুশ ছিলো!	২৩৬		
৫. তিলাওয়াত এমনি হওয়া উচিত!	২৩৭	আমি যেনো দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যাই	২৫৪
আমীরুল মুমিনীনের খোদাভীতি	২৩৯		
আল্লাহ পাকের প্রতি ভীতি পোষণ করার প্রয়োজনীয়তা	২৩৯	বেহেশত-দোযখের আলোচনায় কেঁদে দিলেন	২৫৪
আমার জন্য দোয়া করবেন	২৩৯	হাওজে কাউছারের পেয়ালাভর্তি পানি পান করার অদম্য বাসনা	২৫৫
খোদাভীতির প্রভাব	২৪০		
নিজের স্ত্রীর সাক্ষ্য	২৪০	**কিয়ামতের পরীক্ষার ভাবনা**	২৫৫
আমীরুল মুমিনীনের মৃত্যুর স্মরণ	২৪১	কিয়ামতের ৫টি প্রশ্ন	২৫৬
কবরবাসীদের কথা ভাবতেন	২৪১	পরীক্ষা তো মাথার উপর	২৫৬
মৃত্যুর কথা স্মরণ করো	২৪২	কেবল একটি নেকী চাই	২৫৭
বাপ-দাদার কবরগুলো থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন	২৪২	পুলসিরাত অতিক্রম করো	২৫৮
		আল্লাহ পাকের শাস্তির ভয়	২৫৯
আখিরাতের ভাবনা সৃষ্টিকারী এক চিঠি	২৪৩	মেঘ দ্বারা যেনো শাস্তি না হয়	২৬০
মৃত্যুকে ভয় করো	২৪৪	কেউ জান্নাতে যাবে আর কেউ জাহান্নামে	২৬০
একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যুই	২৪৪	অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত আর হাসেননি	২৬১
কবরের হৃদয়-বিদারক কাহিনী	২৪৪	**আমীরুল মুমিনীনের নবীপ্রেম**	২৬৩
আখিরাতের সম্বল তৈরি করে নিন	২৪৬	**প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পাঠাতেন	২৬৩
নষ্ট না হওয়া কাফন	২৪৬		
মৃত্যুকে স্মরণ করার উপকারিতা	২৪৬	পবিত্র লিপিকে চুম্বন করলেন	২৬৩
দুনিয়াবী দুঃখ-বেদনার প্রতিকার	২৪৭	চুম্বন করে চোখে রাখলেন	২৬৪
কাঁটাযুক্ত কাঠি	২৪৭	হজ্বের বাসনা	২৬৪
দুনিয়াতে আসা সহজ, এখান থেকে যাওয়া কঠিন	২৪৮	লুটের টাকায় হজ্ব করা লোকের পরিণতি	২৬৫
বেহুশ হয়ে গেলেন	২৪৮	তাবাররুকের প্রতি আমীরুল মুমিনীনের ভালবাসা	২৬৬
কিরামাইন কাতিবিনের মুখোমুখি	২৪৯	কবরে মৃতের সাথে তাবাররুক দিন	২৬৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অসিয়ত	২৬৬	মুর্খ কে?	২৭৭
		বয়ান বন্ধ করে দিলেন	২৭৭
তাবাররুকাত সংরক্ষণ করে রাখার নিয়ম	২৬৭	কম বলার অভ্যাস	২৭৮
আমিও আলীর গোলাম	২৬৭	চুপ থাকাই মুক্তির উপায়	২৭৯
আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিই আমীরুল মুমিনীনের সন্তুষ্টি	২৬৮	আপনি চুপ কেন?	২৭৯
		কথার প্রকারভেদ	২৭৯
তার উপর আমার দয়া রয়েছে	২৬৮	চুপ থাকার অভ্যাস কীভাবে গড়বেন?	২৮০
নম্রতার উপকারীতা	২৬৯	হিংসুক অত্যাচারীও আবার অত্যাচারিতও	২৮১
নম্রতার ফযীলত সম্পর্কিত **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী	২৭০	হিংসা কাকে বলে?	২৮১
		হিংসা নেক আমলগুলো গিলে খায়	২৮১
মাতা-পিতার অবাধ্যদের সাথে সম্পর্ক করবেন না	২৭১	হিংসার চারটি স্তর	২৮১
		হিংসার প্রতিকার	২৮২
বেহেশত বা দোযখের দরজা	২৭১	ধৈর্য মুমিনের সাহায্যকারী	২৮৩
অলসতাও এক প্রকারের নেয়ামত	২৭১	অপছন্দনীয় বিষয় এড়িয়ে চলতেন	২৮৩
মেধার স্বীকৃতি	২৭২	ধৈর্য নেয়ামত থেকে উত্তম	২৮৪
তড়িৎ আনুগত্যের পুরস্কার	২৭২	সর্বোত্তম কল্যাণ	২৮৪
আমীরুল মুমিনীন আর মুখের কুফ্লে মদীনা	২৭৩	ধৈর্য তিন প্রকার	২৮৪
		অন্তরের জন্য উপকারী বস্তু	২৮৫
ব্যঙ্গ ও রসিকতাকারীদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ	২৭৩	সাপ ও বিচ্ছু থেকে বাঁচার ওযীফা	২৮৫
		দয়া গ্রহণ করো না	২৮৫
শোরগোল করাকে অপছন্দ করতেন	২৭৪	সফল কে?	২৮৬
লজ্জাশীলতার আদর্শ	২৭৪	লোভ কাকে বলে?	২৮৬
নিশ্চুপ প্রকৃতির লোকের সংস্পর্শে থাকো	২৭৪	মানুষের পেট তো কেবল মাটিই ভরাতে পারে	২৮৬
জিহ্বা ধ্বং-ভান্ডারের চাবি	২৭৪		
বক্তা লাভবান থাকে	২৭৫	অল্পেতুষ্টিই হলো ফিকহে আকবর	২৮৬
ভাল কিছু শিক্ষা দান করা নীরব থাকার চেয়ে উত্তম	২৭৫	সাফল্যের রহস্য	২৮৭
		ইমাম গাযালীর উপদেশ	২৮৭
নিজের কথাবার্তাকে আমলের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার উপকারিতা	২৭৫	আমীরুল মুমিনীনের ঘরে বিশেষ কোন আসবাবপত্র ছিলো না	২৮৮
জিহ্বার হেফাজত	২৭৫	দাবাকের রাতগুলো	২৮৮
দোয়া দেওয়ারও একটি পদ্ধতি থাকা চাই	২৭৬	ইবাদতগুজার তো ওমর বিন আব্দুল আযীযই	২৮৯
দীর্ঘ নয় পুতঃপবিত্র জীবনের দোয়া করুন	২৭৬		
একাগ্রতা সহকারে দোয়া করুন	২৭৬	দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি কাকে বলে?	২৮৯
বলাতে বাধা	২৭৭	দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির পুরস্কার	২৯০
তিনটি ক্ষতিকর দোয়া	২৭৭	কোন ব্যক্তিগত প্রাসাদ নির্মাণ করেননি	২৯০

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
একটি ইটও অপর ইটের উপর রাখবো না	২৯০	সিজদার জায়গা অশ্রুতে ভিজা ছিলো	৩০৫
অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে নিরুৎসাহিতকারণ	২৯১	অশ্রুতে রক্ত	৩০৫
প্রত্যেক সফরের জন্য পাথেয় আবশ্যক	২৯২	দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি	৩০৫
আমীরুল মুমিনীনের ক্ষমা ও মার্জনা	২৯২	সকলেই কান্না করতে লাগলেন	৩০৬
দু'টি উত্তম অভ্যাস	২৯৩	খলিফার প্রভাব প্রজাদের উপর	৩০৭
(১) মাথা নত করে নিলেন	২৯৩	ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُاللّٰهِ عَلَيۡهِ এর মুনাজাত	৩০৭
(২) শাস্তি প্রদানে সাবধানতা	২৯৩		
(৩) আমি তোমার নিকট কিসাস (বদলা) নিতাম	২৯৪	**আমীরুল মুমিনীনের তাঁর অধীনস্তদের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ**	৩১১
(৪) তাকওয়া মুখে লাগাম লাগিয়ে দিয়েছে	২৯৪	একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি	৩১১
		সেনাপ্রধানের নিকট পত্র	৩১৪
(৫) গালি প্রদানকারীকে কিছু বললেন না	২৯৪	তাকওয়াই উত্তম পাথেয়	৩১৪
(৬) গালমন্দকারীর সাথে সদ্ব্যবহার	২৯৫	আমাদের মর্যাদা টাকায় কেনা গোলামের ন্যায়	৩১৫
(৭) আমি পাগল নই	২৯৫		
(৮) গাল থেকে রক্ত বেরিয়ে আসলো	২৯৬	হাজ্জাজের কর্মপদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকবেন	৩১৬
(৯) শাস্তির পরিবর্তে ভাতা নির্ধারণ	২৯৬		
(১০) রাগান্বিত অবস্থায় শাস্তি দিও না	২৯৭	এজিদকে আমীরুল মুমিনীন বলার কারণে ২০টি চাবুক মারলেন	৩১৬
(১১) অযথা রাগ প্রদর্শন উচিৎ নয়	২৯৭		
(১২) গালমন্দ করো না	২৯৭	অসৎ কাজে বাধা না দেওয়ার পরিণতি	৩১৭
(১৩) শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন	২৯৮	অমুসলিমদের পদ হতে অপসারণ	৩১৯
আমীরুল মুমিনীনের কোমল-হৃদয়	২৯৯	নওমুসলিমদের উপর কোন কর নাই	৩২০
পশুদেরকেও তিনদিন আরাম করতে দিও	২৯৯	রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ছিলো খোদাভীতির উপর	৩২১
জীব-জন্তু সম্পর্কে নির্দেশনা	২৯৯		
মীমাংসা করিয়ে দিলেন	৩০০	গভর্ণর হবো না	৩২২
মীমাংসা করানো সুন্নাত	৩০১	দায়িত্বপ্রাপ্তদেরকে ভিন্ন ভিন্ন নসিহত	৩২২
মীমাংসা করানোর সাওয়াব	৩০২	বিশ্বস্ত কীভাবে হবে	৩২৩
শুশ্রুষা ও সমবেদনা জ্ঞাপন	৩০২	এটা আমার জন্য ঘুষ	৩২৩
মৃতরা মৃতদের সমবেদনা জ্ঞাপন করে থাকে	৩০২	আপেলের বড় থালা	৩২৪
		কলম চিকন করে নিন	৩২৬
শোক প্রকাশের ধরন	৩০৩	মোমের স্থলে প্রদীপ জ্বালান	৩২৬
ধৈর্য ও সন্তুষ্টির মাঝে পার্থক্য	৩০৩	ন্যায়ের দূর্গ বানিয়ে নিন	৩২৭
আমীরুল মুমিনীনের অশ্রু বিসর্জন	৩০৪	সাক্ষীর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিন	৩২৭
নালা দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে	৩০৪	বিচারককে কেমন হওয়া উচিৎ?	৩২৮
দাঁড়ি অশ্রুসিক্ত ছিলো	৩০৪	খোদাভীতি সম্পন্ন লোককেই বিচারক নিযুক্ত করলেন	৩২৮
চোখের পানিকে গনীমত মনে করো	৩০৫		

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
গভর্ণর বানানোর পূর্বে পরীক্ষা করে দেখলেন	৩২৯	সরকারি পদে নিয়োগ পদ্ধতি	৩৪৮
		কর্মকর্তা নিয়োগের মাদানী ফুল	৩৪৯
কোন কাজের সিদ্ধান্ত কীভাবে নিবে?	৩৩০	হাজ্জাজের চালচলনে অভ্যস্থ হতে বারণ করতেন	৩৫১
তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দিতেন	৩৩০		
নসিহত করার অধিকার	৩৩০	কাজকর্মের তদারকিও করতেন	৩৫২
আমার শরীয়াত-বিরুদ্ধ নির্দেশ ছুঁড়ে ফেলে দিবেন	৩৩১	বন্দিদের অধিকার সংরক্ষণ	৩৫২
		গীর্জার মামলা	৩৫৩
ক্ষমা করাতে ভুল করা শাস্তি প্রদানে ভুল করার চেয়ে উত্তম	৩৩১	কর আদায়ে শৈথিল্য	৩৫৩
		নম্রতা প্রদর্শন করো	৩৫৪
ন্যায় বিচারকের ন্যায় বিচার	৩৩১	অত্যাচারের নিদর্শনগুলো মিটিয়ে দাও	৩৫৪
বন্দিদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়েছে	৩৩২	বাড়তি টাকা ফেরত দিয়ে দিলেন	৩৫৪
হাজ্জাজের সাথে যারা কাজ করতো তাদেরকে গভর্ণর বানাননি	৩৩২	কয়েদীদের সুযোগ সুবিধা দাও	৩৫৫
		মুসলমান কয়েদীদের ফিদিয়া	৩৫৬
হাজ্জাজের সাথে যারা কাজ করতো তাদেরকে গভর্ণর বানাননি	৩৩৩	শাস্তির সীমা নির্ধারণ করে দিলেন	৩৫৬
		লোকজনকে কষ্টে অভ্যস্ত করছি	৩৫৬
প্রকাশ্য পরীক্ষা	৩৩৩	তোমাদের অন্তর থেকে লোভ ও লালসা দূর করে দিতে চাই	৩৫৭
চল্লিশটি বেত্রাঘাত করলেন	৩৩৪		
অভিযুক্ত ও অপরাধীর মাঝে পার্থক্য	৩৩৫	মুসলমানদের কষ্ট দেয়া পছন্দ করতেন না	৩৫৭
কারো প্রতি গুনাহের ইঙ্গিত করা	৩৩৬	নিজের হাত, পেট ও মুখকে সংযত করবে	৩৫৮
লোক দেখানো কাজের পরিণাম	৩৩৬	নেক বান্দারা একটি পিঁপড়াকেও কষ্ট দেয় না	৩৫৮
যব শরীফের জাউ	৩৩৭		
খলিফার নামে এক হাবশী দাসীর চিঠি ও সমস্যার তড়িৎ সমাধান	৩৩৯	তরবারির ব্যবহার করতে বারণ করলেন	৩৫৮
		রক্তপাতের অনুমতি দিলেন না	৩৫৯
আমীরুল মুমিনীনের ক্লান্তিময় ব্যস্ততা	৩৪১	ক্ষেতের মালিকের অভিযোগ	৩৫৯
আনন্দ ভ্রমণের পরামর্শদাতাকে উত্তর	৩৪১	জনকল্যাণ মূলক কাজ	৩৬১
সময়ের মূল্য	৩৪২	মুসাফিরদের কল্যাণ কামনা করা	৩৬১
সময় বরফের ন্যায়	৩৪৩	সর্বসাধারণের লঙ্গরখানা	৩৬২
বাইতুল মালের সংশোধন	৩৪৩	চারণভূমি উম্মুক্ত করে দিলেন	৩৬২
আপনি শপথ করুন	৩৪৫	মুখাপেক্ষীদের অন্বেষণ	৩৬২
রাজস্ব খাতে সংশোধন	৩৪৫	অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও এতিমদের কল্যাণ কামনা	৩৬২
কর নিবেন না	৩৪৬		
নও-মুসলিমদের কাছ থেকে কর সংগ্রহকারী গভর্ণরকে অপসারণ করলেন	৩৪৭	অন্ধ ও প্রতিবন্ধীদের দেখাশোনার জন্য গোলাম দিয়ে দিতেন	৩৬৩
কর মুলতবী করে দিলেন	৩৪৭	প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন	৩৬৩
বাইতুল মালে বরকত	৩৪৮	দুর্ভিক্ষ কবলিতদের সাহায্য	৩৬৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
লজ্জা হয়	৩৬৪	হাদীস শরীফ সংকলনে ব্যবস্থাপনা	৩৭৬
শিশুদের ভাতা	৩৬৫	সব গভর্ণরকেই হাদীস শরীফ সংকলন করার দায়িত্ব অর্পন করলেন	৩৭৭
প্রত্যেকেই সমান ভাতা পেতো	৩৬৫		
ভাতা বৃদ্ধি পেতে থাকতো	৩৬৫	সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি তাগাদা	৩৭৭
অভাবীদের সাহায্যের অন্যান্য মাধ্যম	৩৬৬	সুন্নাতের গুরুত্ব	৩৭৮
গোলাম কীভাবে মুক্তি পেলো?	৩৬৬	একশত শহীদের সাওয়াব	৩৭৮
সর্বজনপ্রিয় খলিফা	৩৬৭	মদ্যপায়ীর তাওবা	৩৭৯
মাঝি-মাল্লাদের হিতাকাঙ্ক্ষী	৩৬৮	ইলমে দ্বীনের প্রচার	৩৮০
সফরের ব্যয় দান করেন	৩৬৯	আলিমদের প্রতি খলিফার নির্দেশ	৩৮১
ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ	৩৬৯	ইলম বিহীন আমল করা বিপজ্জনক	৩৮১
মৃত ব্যক্তিদের ঋণও বাইতুল মাল থেকে পরিশোধ	৩৭০	ইলম শিখার জন্য প্রশ্ন করাতে লজ্জাবোধ করবে না	৩৮১
জনগণের সুখ-শান্তি	৩৭০	মুহাদ্দিসগণের খেদমত	৩৮২
সুখ-শান্তির কয়েক ঝলক	৩৭০	৩০ দিরহাম পেশ করলেন	৩৮২
যাকাত গ্রহণকারীরা যাকাত প্রদানকারী হয়ে গিয়েছিলো	৩৭০	প্রত্যেককে একমত দীনার করে দিন	৩৮২
		ইলমের মারকায (কেন্দ্র সমূহ) প্রতিষ্ঠা করেন	৩৮৩
যাকাত দেয়ার জন্য কোন ফকির পাওয়া গেলো না	৩৭১		
		ওলামাদের প্রভাব	৩৮৪
আমরা এখন আর পশুর খাদ্য বিক্রি করি না	৩৭১	গাযওয়া ও সাহাবাগণের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বলিত শিক্ষা ও প্রচার-প্রসার	৩৮৫
ধন-সম্পদে বরকত	৩৭১	ইউনানী বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ	৩৮৫
প্রজাদের সুখ-শান্তিতে আনন্দ	৩৭২	নামাযের তাগাদা	৩৮৫
নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন	৩৭৩	কোরআনে ৯০ বারেরও অধিক নামাযের কাথা উল্লেখ রয়েছে	৩৮৬
নেয়ামতকে হেফাজত করার পদ্ধতি	৩৭৩		
নেয়ামতের আলোচনা করাও কৃতজ্ঞতা	৩৭৩	নামাযে অসংখ্য রোগের প্রতিকার রয়েছে	৩৮৭
কৃতজ্ঞতার তৌফিক অর্জিত হওয়াও সৌভাগ্যের বিষয়	৩৭৩	জুমার নামায পড়ে যান	৩৮৭
		মুয়াজ্জিনদের জন্য বেতন ধার্য্য করেন	৩৮৮
কৃতজ্ঞতা কীভাবে করবে?	৩৭৪	যাকাত ও সদকা	৩৮৮
নেক আমল করতে পারায় আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করো	৩৭৪	খেলাধুলা ও শোকগাঁথার নিষেধাজ্ঞা	৩৮৯
		মদ্যপান প্রতিরোধ	৩৮৯
কৃতজ্ঞতার কারণে নেয়ামত বৃদ্ধি হয়	৩৭৪	মহিলাদেরকে গোসলখানায় যাওয়া বন্ধ করে দিলেন	৩৯০
বোনের জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন	৩৭৪		
		আমীরুল মুমিনীন ও ইসলামের দাওয়াত	৩৯১
মুজাদ্দিদ রূপে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয	৩৭৫	অন্যান্য বাদশাহদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত	৩৯২

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
সিন্ধুর প্রশাসকদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত প্রদান	৩৯২	সরদার কে হন?	৪০৯
		রিযিক পাবেই	৪১০
চার হাজার যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করে নেন	৩৯২	তাওয়াক্কুল কিরূপ হতে হবে?	৪১০
পশ্চিমাদের (ইউরোপীয়দের) প্রতি ইসলামের দাওয়াত	৩৯৩	বদ-মাযহাবদের সহচর্য থেকে বিরত থাকো	৪১১
আমাদের অবস্থা কৃষকদের ন্যায়ই রয়ে যাক	৩৯৩	ভাল ও মন্দ সঙ্গীর উপমা	৪১১
		আমাদের কী করা উচিত?	৪১২
সু-ধারণা রেখো	৩৯৪	ভূমিকম্প, সদকা ও দোয়া	৪১২
শরীয়াতের প্রতি আমলের উৎসাহ প্রদান	৩৯৪	ভূমিকম্প কীভাবে আসে?	৪১৩
সংশোধনের ধরন	৩৯৪	ভূমিকম্প আসে গুনাহের কারণে	৪১৫
অন্যের সংশোধনের জন্য নিজের আখিরাত নষ্ট করো না	৩৯৫	ফরয সমূহ আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ	৪১৬
		উত্তম ইবাদত	৪১৬
সংশোধনের কাজে বাধা সমূহ	৩৯৫	গুনাহের তিনটি মূল শেকড়	৪১৬
চোগলখুরীর সংশোধন	৩৯৬	দুনিয়া উপকার কম দেয় অপকার করে বেশি	৪১৭
ভালবাসার চোর	৩৯৭		
দেওয়ালে কোরআন লেখা	৩৯৭	দশ প্রকারের মানুষ প্রতারণার শিকার	৪১৮
নিহের পরিকার-পরিজনকে হালাল রিযিকই খাওয়া	৩৯৮	না-মুহরিম (বেগানা) মহিলার সাথে একাকীত্বে অবস্থান করা থেকে দূরে থাকো	৪১৮
তুমি কান্না করছো কেন?	৩৯৮	তৃতীয়জন শয়তান হয়ে থাকে	৪১৯
আমল যেনো কাজে আসে	৪০০	অজ্ঞতার চেয়ে বড় কোন দুঃখ ও গুনাহ্র চেয়ে বড় কোন রোগ নাই	৪২০
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মুশতাককে বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন	৪০১		
		গুনাহের পর গুনাহ্ করতে থাকা ধ্বংসাত্মক	৪২০
অপবাদ লেপনকারীদের পরিণতি	৪০২		
দোযখীদের পুঁজের মধ্যে তাদের অবস্থান করতে হবে	৪০৩	তাওবার দরজা বন্ধ হয় না	৪২১
		নেয়ামত সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উত্তম ইবাদত	৪২১
জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা শাস্তি	৪০৪		
আমাদের নাজুক শরীর	৪০৪	দারিদ্রতার ক্রন্দনরতকে অনন্য নসিহত	৪২২
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী হতে দূরে থাকুন	৪০৫	কে কাকে দেখবে?	৪২২
		আপন বুযুর্গদের আঁচল ধরে রাখুন	৪২৩
কোন আমলটি উত্তম	৪০৫	তিনটি উপদেশ	৪২৪
দাঁড়ির লোম উপড়ানোর কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি	৪০৫	অন্তরের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা	৪২৪
		ক্ষমা চাইতে হয় এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকো	৪২৫
দাঁড়ি লম্বা করুন	৪০৬		
মৃত্যুর পর হৃদয়বিদারক দৃশ্য	৪০৬	উপদেশের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন	৪২৬
দাঁড়ি মুন্ডাতেই মৃত্যু	৪০৮	অন্তর নাড়া দেয়ার মতো উপদেশ	৪২৭

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
আমীরুল মুমিনীনের পুত্রকে উপদেশ	৪২৮	বরকতের বহিঃপ্রকাশ	৪৪৮
সন্তানের মৃত্যু থেকে শিক্ষা গ্রহণ	৪২৯	সেখানেই ফিরিয়ে দাও	৪৪৯
আমরাও তোমাদের পরে আসছি	৪৩০	পরবর্তী খলিফার প্রতি অসিয়ত	৪৫০
ধোকায় পড়ে থেকো না	৪৩১	একদিন আপনাদেরও এরূপ হতে হবে	৪৫১
ধৈর্যের অনন্য উদাহরণ	৪৩২	আমি নিজেকে এর যোগ্য মনে করি না	৪৫১
পুত্রকে দাফন করার পর বক্তব্য	৪৩২	কবরে তাবাররুক রাখার জন্য অসিয়ত	৪৫১
সমবেদনার প্রতিক্রিয়া	৪৩৩	কবরের জায়গা কিনে নিলেন	৪৫২
কারো মৃত্যুতে বলা কুফরি বাক্য সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর	৪৩৪	সাধারণ কাফন	৪৫২
		দুনিয়া হতে কী নিয়ে যাচ্ছি?	৪৫২
‘আল্লাহ পাকের এমন করা উচিত হয়নি’ বলা কেমন?	৪৩৪	মৃত্যুর কঠোরতার উপকারিতা	৪৫৩
		মৃত্যুর সময় কাঁদতে লাগলেন	৪৫৩
‘নেককার লোকদের আল্লাহরও প্রয়োজন হয়’ বলা কেমন?	৪৩৫	কলেমা শরীফ পাঠ করলেন	৪৫৩
		মৃত্যুকালে কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করার ফযীলত	৪৫৪
‘তাকে হয়তো আল্লাহর প্রয়োজন ছিলো’ বলা কেমন?	৪৩৫		
		বিদায়কালে কোরআন তিলাওয়াত করেন	৪৫৫
‘হে আল্লাহ! তোমার কি শিশুদের প্রতিও মায়া হলো না!’ বলা কেমন?	৪৩৫	ওফাত কালে তাঁর বরকতময় বয়স	৪৫৫
		শ্রেষ্ঠ মানবের ইন্তিকাল হয়ে গেলো	৪৫৫
‘হে আল্লাহ! তোমার কি ভরা যৌবনের প্রতিও দয়া হলো না’ বলা	৪৩৬	গুণাবলী বর্ণনা কারীর জন্য ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সুসংবাদ	৪৫৬
‘হে আল্লাহ! আমরা তোমার কী ক্ষতি করেছি’ বলার শরয়ী বিধান	৪৩৬	চারিত্রিক গুণাবলী	৪৫৬
		জাতির অভিজাত ব্যক্তি	৪৫৬
ভালবাসার মানদন্ড	৪৩৬	ওফাতের পর চেহারা ঝলমল করে উঠলো	৪৫৬
নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বার্তা	৪৩৭	আসমানী চিরকুট	৪৫৭
আমীরুল মুমিনীনের মৃত্যুর ভাবনা	৪৪০	আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদপত্র	৪৫৭
মৃত্যুর জন্য দোয়া করালেন	৪৪১	বৃদ্ধ পাদ্রীর ভক্তি	৪৫৮
মৃত্যুর আগ্রহ	৪৪২	সিদ্দীকের কবর	৪৫৮
মুযাহিম সেরা মন্ত্রী	৪৪৩	সিমআন ভূ-খন্ডের সৌভাগ্য	৪৫৮
নিরাপদ মৃত্যুর ফরিয়াদ	৪৪৩	খেলাফত থেকে ওফাত পর্যন্ত সফর	৪৫৯
মৃত্যুর জন্য ফরিয়াদ করা কেমন?	৪৪৪	খেলাফতের পূর্বে ও খেলাফতের পরে	৪৫৯
তাঁকে কি জাদু করা হয়েছিলো?	৪৪৫	পাখির ন্যায় ছটফট করতে লাগলেন	৪৬১
তাঁকে বিষ দেওয়া হয়েছিলো কেন?	৪৪৬	গরীব ইসলামী বোনের মঙ্গল কামনা	৪৬২
লোকজনের প্রতি সমবেদনা	৪৪৬	এক মুসলমান কয়েদীর ঘটনা	৪৬৪
জামাবিহীন থাকতে হবে	৪৪৬	রোম সম্রাটের দুঃখ-বেদনা	৪৬৬
সন্তানদের অসিয়ত	৪৪৭	‘নাবাতী’র অশ্রু	৪৬৬
আমীরুল মুমিনীনের মাদানী চিন্তাধারা	৪৪৮	তাঁর ওফাতে জ্বীনদের দুঃখ প্রকাশ	৪৬৭

www.dawateislami.net

যেসব মনীষীদের মানুষ স্মরণ রাখে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই পৃথিবীতে প্রতিদিন হাজারো মানুষ জন্ম নিচ্ছে, তারা তাদের নিজস্ব অংশের জীবন অতিবাহিত করছে এবং এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়, কিছুদিন পর মানুষও তাদের ভুলে যায় কিন্তু কতিপয় মনীষী এমন মহৎভাবে নিজের জীবন অতিবাহিত করেন যে, যুগ যুগ পর জন্ম নেওয়া মানুষেরাও তাঁদেরকে স্মরণ করে করে থাকে এবং তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে অথচ তাঁদেরকে দেখেওনি। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ ইসলামের ইতিহাসে এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ৬১ কিংবা ৬৩ হিজরি সনে বনু উমাইয়া বংশে মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا জন্মগ্রহণ করেন। মদীনা শরীফেই ইলম ও আমলের ধাপগুলো অতিক্রম করে মাত্র ২৫ বছর বয়সে মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা ও তায়েফের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ৬ বৎসর এই গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে পালন করে পর পদোন্নতি পেয়ে তিনি খলিফার বিশেষ উপদেষ্টা পদ লাভ করেন এবং সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের ওফাতের পর ১০ সফরুল মুযাফ্ফর ৯৯ হিজরি সনে প্রায় ৩৬ বছর বয়সে জুমা মোবারকের দিন তিনি খলিফা নিযুক্ত হন এবং এমনই প্রশংসনীয়ভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন যে, ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, প্রায় আড়াই বৎসর খলিফা পদে নিয়োজিত থাকার পর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ ২৫ রজবুল মুরাজ্জব ১০১ হিজরি বুধবার প্রায় ৩৯ বছর বয়সে নিজের ইহজীবন সমাপ্ত করেন এবং আপন সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তাঁকে হালবের নিকটে দায়রে সিমআনে সমাহিত করা হয়, যা সিরিয়ায় অবস্থিত।

হাম্বলী মাযহাবের প্রবর্তক হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: اِذَا رَاَيۡتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ عُمَرَ بۡنَ عَبۡدِ الۡعَزِيۡزِ وَيَذۡكُرُ مَحَاسِنَهٗ وَيَنۡشُرُهَا فَاعۡلَمۡ اَنَّ مِنۡ وَّرَاءِ ذٰلِكَ خَيۡرًا اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ অর্থাৎ তুমি যখন দেখবে যে, কোন মানুষ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ কে ভালবাসছে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করছে আর তা প্রসার করার ব্যবস্থা করছে, তবে এর পরিণাম শুভই শুভ, اِنۡ شَآءَ اللّٰه। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৭৪ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর ইবাদত-বান্দেগীর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তিনি ছিলেন ইবাদতগুজারদের সরদার, খোদাভীতি ও তাকওয়ার প্রতি লক্ষ্য করুন তবে سُبۡحٰنَ اللّٰه তাঁর খোদাভীতি দেখে ঈর্ষা হবে, কোরআন তিলাওয়াতের

আগ্রহ সম্পর্কে পড়লে চোখে অশ্রু এসে যাবে, জ্ঞানের পরিধীকে পরিমাপ করতে চান তবে বড় বড় ওলামাদের তাঁর সামনে হাঁটু বিছিয়ে শিষ্য রূপে দেখা যাবে, নতুনত্বের কৃতিত্বের পরিসংখ্যান করবেন তবে ইসলামের সর্বপ্রথম ও অন্যতম মুজাদ্দিদ হিসাবে তাঁকে পাবেন, রাষ্ট্র পরিচালনার ধরন প্রত্যক্ষ করবেন তবে সফল শাসক এবং এমন সফল যে, খোলাফায়ে রাশিদীনেই তাঁকে গণ্য করা হয়, খলিফা হিসাবে তিনি যা কিছু করে দেখিয়েছেন, তা সত্যিই অকল্পনীয়। **"হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয** رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **এর ৪২৫টি ঘটনা"** কিতাবটি তাঁরই মোবারক জীবনাদর্শের আলোকে রচিত। নিঃসন্দেহে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এমন একজন মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর মহত্ব বর্ণনাকারীরা দ্বিধায় পড়ে যায় যে, কোথা হতে শুরু করবে এবং কোথায় শেষ করবে? কোন ঘটনাটি আগে বর্ণনা করবে আর কোনটি পরে? তারপরও হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জীবনকে দু'টি অংশে ভাগ করে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। (১) খিলাফতের পূর্বেকার জীবন এবং (২) খিলাফতের পরবর্তী জীবন। এভাবে প্রায় ৪৫৬টি ঘটনা (যাতে প্রায় ৪২৫টি ঘটনাই হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এরই) মাদানী পুস্পগুচ্ছ আপনাদের সম্মুখে পেশ করা হলো, হতে পারে কোন ঘটনা পূর্ব থেকেই জানেন কিন্তু এই কিতাবে সেই ঘটনাটি পরে সন্নিবেশ করা হয়েছে, এমনিভাবে ঘটনা বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আগে-পিছে হয়েছে কিন্তু এতে করে কোন বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি হবে না, কেননা পুস্পগুচ্ছের সুগন্ধ এই গুরুত্ব দেয় না যে, কোন ফুলটি কোনস্থানে রাখা হয়েছে! এই সুঘ্রাণ নিন এবং আপনার মস্তিষ্ককে সুবাসিত করুন। এই কিতাবে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ বর্ণনা ও ঘটনা হযরত আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে জওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কিতাব **"সীরাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয"** এবং হযরত আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হিকাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কিতাব **"সীরাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয"** থেকে নেওয়া হয়েছে, এই দু'টি কিতাবই হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জীবনাদর্শ ভিত্তিক তথ্য সমৃদ্ধ লেখনী, এছাড়াও তারিখে দামেশক, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ত্বাবাকাতে ইবনে সা'আদ, তারিখে তাবারী এবং ইহইয়াউল উলুম ইত্যাদি গ্রন্থ থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে কিন্তু পাঠক মহলের আগ্রহ বৃদ্ধির শাব্দিক অনুবাদ না করে বরং মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

সম্ভবতঃ এই কিতাবটি পাঠ করার পর আপনাদের মনে দু'টি আক্ষেপের সৃষ্টি হবে: (১) আহ! আমিও যদি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ন্যায় হতে পারতাম! এবং (২) আহ! আমি যদি তাঁর যুগে জন্ম নিতাম! তাঁর যুগে জন্ম

নেওয়া তো সম্ভব নয়, তবে তাঁর ন্যায় হবার চেষ্টা অবশ্যই করা যেতে পারে। যেহেতু পূর্ববর্তী মনীষীগণের জীবনী পর্যালোচনা করা কেবল চিত্ত বিনোদনের জন্য নয়, বরং নিজের সংশোধনের জন্যও হওয়া উচিত, তাই যথাসম্ভব এই কিতাবে উল্লেখিত বর্ণনা ও ঘটনা থেকে প্রাপ্ত মাদানী ফুল ও শিক্ষণীয় বিষয়কে লিখিতভাবে রূপ দান করা হয়েছে। সে কারণে যদিও কিতাবটি একটু দীর্ঘায়িত হয়েছে কিন্তু এই দীর্ঘ হওয়া অনর্থক নয়, কেননা প্রত্যেকে এসব শিক্ষণীয় বিষয় বের করার ক্ষমতা রাখে না। কোনো কোনো স্থানে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও রিসালা থেকে প্রয়োজন সাপেক্ষে শাব্দিক ভাবে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে, যতদূর সম্ভব এর বরাতও দেওয়া হয়েছে। এই কিতাবে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ শেরও তাঁর কাব্যগ্রন্থ **“ওয়াসায়িলে বখশীশ”** থেকে নেওয়া হয়েছে।

“হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **এর ৪২৫টি ঘটনা”** কিতাবটি নিজেও পরিপূর্ণভাবে অধ্যয়ন করুন এবং অপর ইসলামী ভাইদেরও অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার সাওয়াব অর্জন করুন।

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া হলো, আমাদেরকে **“নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা”** করার **মাদানী ইনআমাত** অনুযায়ী আমল এবং **মাদানী কাফেলা**র মুসাফির হওয়ার তৌফিক দান করুক আর যেন **দাওয়াতে ইসলামী**র **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ** সহ সকল বিভাগের দিন দিন উন্নতি প্রদান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা’ওয়াতে ইসলামী)

২১ রমজানুল মোবারক, ১৪৩২ হিজরি। ২২ আগস্ট, ২০১১ ইংরেজী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ؕ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

হাদীস শরীফ বর্ণনার পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা আবু আরূবা হাররানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন কারো সামনে হাদীস শরীফ বর্ণনা করতেন তখন প্রথমে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন আর বলতেন: হাদীস শরীফের বরকতেই দুনিয়ায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয় এবং اِنْ شَآءَ الله আখিরাতে জান্নাতের নেয়ামতও নসীব হবে। (মাসালিকুল হুলাফা লিল কাস্তুলানী, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

পড়োসী খুলদ মেঁ ইয়া রব বানা দেয় আপনে পেয়ারে কা,
এহি হে আরজু মেরি এহি দিল সে দোয়া নিকলে।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৬২ পৃষ্ঠা)

প্রাথমিক জীবনাবস্থা

ন্যায়পরায়নতার মূর্ত প্রতীক খলিফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৬১ অথবা ৬৩ হিজরি সনে পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا জন্মগ্রহণ করেন। (সীরতে ইবনে জওযী, ৯ পৃষ্ঠা)

শ্রদ্ধেয় পিতা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযীয ছিলেন আরব-ভূখন্ডের অভিজাত 'কুরাইশ' বংশের একটি শাখা 'বনু উমাইয়া'র একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, তিনি ২০ বছরেরও অধিক সময় মিশরের গভর্ণর ছিলেন[১] এবং অনেক স্মরণীয় কর্মকান্ড সম্পাদন করেন, যেমন 'হুলওয়ানে' অসংখ্য নতুন মসজিদ নির্মাণ করেন, মিশরের জামে মসজিদ নতুনভাবে নির্মাণ করেন,[২] লোকজনের সুবিধার্থে মিশর উপসাগরীয় অঞ্চলে দু'টি

১. তারিখে দামেশক, ৩৬তম খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা।
২. হুসনুল মুহাযিরা, ১ম খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা।

সেতু নির্মান করেন,[১] ওলামায়ে কিরামদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি খুবই গুরুত্ব দেন, তাঁদের জন্য অধিক সম্মানজনক হাদিয়া নির্ধারণ করেন। যখন বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেন তখন হিসাব রক্ষককে বললেন: আমাকে আমার সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ হালাল ৪০০ দীনার এনে দাও, আমি নেক পরিবার থেকে বিবাহ করতে চাই।[২] জমাদিউল উলা ৮৫ হিজরিতে তিনি ওফাত লাভ করেন।[৩] ইন্তিকালের সময় এই বাক্যটি তাঁর মুখে ছিল: " يَا لَيْتَنِيْ لَمْ اَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا اَلَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ كَهٰذَا الْمَاءِ الْجَارِىْ اَوْ كَنَبَاتَةِ الْاَرْضِ আহ! আমি যদি উল্লেখযোগ্য কিছু না হতাম, আহ! আমি যদি কোন বস্তুই না হতাম, আহ! আমি যদি প্রবাহিত পানির ন্যায় হতাম বা কোন খড়-খুটো হতাম।"[৪]

কাশ! কেহ্ মেঁ দুনিয়া মেঁ পয়দা না হুয়া হোতা, কবর ও হাশর কা হার গম খতম হে গেয়া হোতা।
আহ! সব ঈমাঁ কা খওফ খায়ে জাতা হে, কাশ! মেরি মাঁ নে হি মুঝ কো না জনা হোতা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৫৬ পৃষ্ঠা)

হে দুনিয়া! আমরা প্রতারণায় রয়েছি

হযরত আবদুল আযীয বিন মরওয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে এলো তখন বললেন: "আমাকে সেই কাফন দেখাও, যা তোমরা আমাকে পরিধান করবে।" যখন কাফন সামনে আনা হলো তখন তা দেখে বলতে লাগলেন: আমার এতো সম্পদ হতে কেবল এটিই আমার সঙ্গে যাবে! এবং মুখ ফিরিয়ে কান্না করতে লাগলেন, অতঃপর বললেন: হে দুনিয়া! তোমার প্রতি আফসোস, কারণ তোমার সম্পদ যত বেশি হোক না কেন, তবু কম পড়ে আর যদি সামান্য হয়, তবে যথেষ্ট হয়ে যায়, আহ! আমরা তোমার পক্ষ থেকে প্রতারণায় রয়েছি।

(দুররে মনছুর, ৪র্থ খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

মেরে দিল সে দুনিয়া কি চাহাত মিটা কর,
কর উলফত মেঁ আপনি ফানা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

---

১. হুসনুল মুহাযিরা, ২য় খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা।
২. সীরাতে ইবনে জাওযী, ২৮৭ পৃষ্ঠা।
৩. আল বাদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা।
৪. তারিখে দামেশক, ৩৬তম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

স্বপ্নে সম্মানিত পিতার দর্শনলাভ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আমার সম্মানিত আব্বাজানকে তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে দেখলাম: একটি বাগানে তিনি হাটাহাটি করছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: اَیُّ الۡاَعۡمَالِ وَجَدۡتَّ اَفۡضَلَ؟ অর্থাৎ আপনি কোন আমলটিকে উত্তম হিসাবে পেয়েছেন? বললেন: “ইস্তিগফারকে” (ক্ষমা প্রার্থনা করাকে)। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

অন্তরের মরিচা পরিস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসংখ্যবার ক্ষমা প্রার্থনার ফযীলত বর্ণনা করেছেন, যেমন হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “اِنَّ لِلۡقُلُوۡبِ صَدَاً کَصَدَاِ الۡحَدِیۡدِ وَجَلَاؤُهَا الۡاِسۡتِغۡفَارُ নিশ্চয় লোহার ন্যায় অন্তরেও মরিচা ধরে যায় এবং এর পরিচ্ছন্নতা হলো ইস্তিগফার করা তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা।”(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৭৫৭৫)

হার খতা তো দর গুযার কর বেকস ও মজবুর কি,
ইয়া ইলাহী! মাগফিরাত কর বেকস ও মজবুর কি। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান হলেন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আছিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا, হযরত সায়্যিদুনা আছিম বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর শাহাজাদী এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর নাতনী ছিলেন, এই হিসাবে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শিরায় ছিল ফারুকে আযমের রক্ত, হয়ত এই কারণেই তাঁর কার্যকলাপ ও আচার-আচরণে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সৌভাগ্যবতী মুবাল্লিগা হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পুত্রবধু কীভাবে হলো?

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নানীজানের আমীরুল মুমিনীন, ন্যায় পরায়নতার ইমাম, হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পুত্রবধূ হওয়ার ঘটনাটিও অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। যেমনিভাবে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজ প্রজাদের দেখাশোনা ও প্রয়োজনাদি মিটানোর জন্য অধিকাংশ সময় রাতের বেলায় মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন যে, কোথাও কোন দুঃখী মানুষ কিংবা নিপীড়িত কেউ সাহায্যের অপেক্ষায় নেই তো। হযরত সায়্যিদুনা আসলাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা হচ্ছে: এক রাতে আমিও মাদানী দাওরায় আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সঙ্গে ছিলাম। হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ক্লান্ত হয়ে এক স্থানে বসে গেলেন এবং একটি ঘরের দেওয়ালের সাথে হেলান দিলেন। হঠাৎ একটি আওয়াজ রাতের নিরবতা ভেদ করে তাঁর কানে এসে পৌঁছল, আসলে তা ছিলো কানাকানির শব্দই কিন্তু নীরব পরিবেশের কারণে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো। সেই ঘরে এক মহিলা তার কন্যাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলছিলো: "কন্যা! উঠো আর গিয়ে দুধে কিছু পানি মিশিয়ে দাও।" কিছুক্ষণ পর কন্যার আওয়াজ শোনা গেলো: "আম্মাজান! আপনি কি জানেন না যে, আমীরুল মুমিনীন একথা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, কেউ যেন দুধে পানি না মেশায়।" মা বললো: এই মুহুর্তে আমীরুল মুমিনীন ও ঘোষক তোমাকে কোথায় দেখছে! যাও এবং দুধে পানি মেশাও। কিন্তু মেয়েটি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো: "আম্মাজান! **আল্লাহর** শপথ! এটা আমার দ্বারা কখনও হতে পারে না যে, আমি মানুষের সামনে আমীরুল মুমিনীনের আনুগত্য করবো আর একাকীত্বে বিরোধিতা!" হযরত সায়্যিদুনা আসলাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মা-মেয়ের কথাবার্তা শুনে আমাকে বললেন: "আসলাম! এই জায়গাটি ভালভাবে চিনে রাখো।" অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনুরূপভাবে সারা রাতব্যাপী অলিতে-গলিতে ঘুরা ফেরা করতে থাকেন, সকাল হলে আমাকে সেই ঘরের মালিক (বসবাসকারী) সম্পর্কে জানার জন্য পাঠালেন। আমি

খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, ঘরে একজন বিধবা মহিলা তার এক কুমারী মেয়েকে নিয়ে বসবাস করে, আমি খলিফার দরবারে উপস্থিত হয়ে আমার প্রতিবেদন উপস্থাপন করলাম। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের সব ছেলেদের একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা কি কেউ বিবাহ করতে চাও।" হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ এবং সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا আরয করলেন: "আমরা তো বিবাহিত।" কিন্তু তৃতীয় পুত্র হযরত সায়্যিদুনা আছিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বিয়ে করার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। অতএব হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই মেয়ের ঘরে নিজের শাহাজাদাকে বিয়ে করার বার্তা পাঠালেন, যা গৃহীত হয়েছিলো, বিয়ে হয়ে গেলো, **আল্লাহ পাকের** দয়ায় তাঁদের ঘরে এক সৌভাগ্যবতী কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর যখন তাঁর বিয়ে হয় তখন তাঁর উদরে জন্ম নেন 'ওমরে সানী' অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ জন্মগ্রহণ করেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দুধে পানি মেশাতে অস্বীকারকারীনী সেই সৌভাগ্যবতী মুবাল্লিগার এই সৎকাজের জন্য কীরূপ উত্তম প্রতিদান অর্জিত হলো যে, একদিকে আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পুত্রবধু অন্য দিকে **ওমরে সানী** আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নানী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِیۡن بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِیۡن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বানা দেয় মুঝে নেক নেকোঁ কা সদকা, গুনাহোঁ সে হার দম বাচা ইয়া ইলাহী!
ইবাদত মেঁ গুযরে মেরি জিন্দেগানী, করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

শরীয়াত বিরোধী কাজে মাতা-পিতার আনুগত্য জায়েয নেই

উক্ত শিক্ষণীয় ঘটনা হতে একটি মাদানী ফুল এটাও অর্জিত হলো যে, যদি পিতামাতা শরীয়াত বিরোধী কোন আদেশ দেয়, যেমন: মিথ্যা বলতে, হারাম

উপার্জন করতে কিংবা দাঁড়ি মুন্ডাতে বলে, তবে এ আদেশ মান্য করা যাবে না, তাঁরা যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন, এতে আপনি অবাধ্য বলে গণ্য হবেন না, বরং যদি তাদের শরীয়াত বিরোধী আদেশ পালন করেন, তবে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্য হয়ে যাবেন, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَاطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** বিরোধীতায় কারো আনুগত্য জায়েয নেই, আনুগত্য কেবল সৎকাজের জন্যই হতে পারে।" (মুসলিম, ১০২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৮৪০) আ'লা হযরত, মুজাদ্দীদে দীন ও মিল্লাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জায়িয কাজে পিতামাতার আদেশ পালন করা ফরয আর যদি কোন না-জায়িয কাজের আদেশ দেয়, তবে এতে তাদের আনুগত্য জায়েয নেই। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

গুনাহোঁ সে মুঝ কো বাচা ইয়া ইলাহী! বুরি আদতেঁ ভি ছোড়া ইয়া ইলাহী!
মুতয়ী আপনে মাঁ বাপ কা কর মেঁ উন কা, হার এক হুকুম লাওঁ বাজা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৯, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুধে পানি মিশানো

উল্লেখিত ঘটনাতে দুধে পানি মেশানোরও আলোচনা রয়েছে, যদি দুধ বিক্রেতা গ্রাহককে স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, আমি এতে এতটুকু হারে (যেমন: ১০%) পানি মিশিয়ে থাকি, তবে এমন দুধ বিক্রি করা জায়িয, অথবা সেই স্থানে যদি প্রচলন থাকে যে, দুধে শতকরা দশ ভাগ পানি মেশানো হয়ে থাকে, আর ক্রেতারাও সে কথা জানে, তবে তাও জায়িয। কিন্তু যদি প্রচলন আছে শতকরা দশ ভাগ বা গ্রাহককেও জানানো হয়েছে দশ ভাগ বলে, অথচ পানি মেশানো হয়েছে এর চেয়ে বেশি, তবে সেই দুধ বিক্রি করা না-জায়িয, কেননা এখানে প্রতারণা পাওয়া যায়, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ অর্থাৎ যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, প্রতারণাকারী ও ধোঁকাবাজ জাহান্নামী।"

(আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং: ১০২৩৪, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৮)

দুধে পানি মিশ্রনের মাসআলাটি আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক ফতোয়া দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন: যেমনটি তাঁর নিকট মিশ্রণযুক্ত ঘি বেচা-কেনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ১৭তম খন্ডের ১৫০ পৃষ্ঠায় বলেন: যদি এই মিশ্রিত নকল ঘি সেখানে সাধারণভাবে বিক্রি করা হয় যে, সকলে এর ভেজাল সম্পর্কে অবহিত এবং জানা সত্ত্বেও তারা যদি তা ক্রয় করে আর ক্রেতাও সেই এলাকারই হয়, ভিনদেশী না হয়, কোথাও হতে নতুন এসেছে, মুসাফির, ভেজাল সম্পর্কে অজ্ঞ লোক না হয়, আর ঘিও অধিক পরিমানে ভেজাল না হওয়া, যা সেখানকার লোকেরা সাধারণভাবে জানে অথবা কোনো কৌশলে ভেজাল হওয়ার কথা গোপন করা না হয়, মোট কথা ক্রেতার নিকট যদি ঘি এর অবস্থার কথা পরিষ্কার থাকে, ধোঁকা ও প্রতারণা যদি না থাকে, তবে এর (অর্থাৎ মিশ্রিত ঘি) ব্যবসায় জায়িয, ঘি বিক্রি করাও জায়িয এবং এতে যা মেশানো হয়েছে তাও বিক্রি করা জায়িয, যেমন বাজারের দুধ, সবাই জানে যে, এতে পানি রয়েছে এবং তা জানা সত্ত্বেও ক্রয় করছে, এটি (না জায়িয) তখনই হবে, যখন বিক্রেতা বিক্রয় কালে দুধের মূল অবস্থা ক্রেতার নিকট প্রকাশ না করে আর সে যদি নিজেই বলে দেয়, তা হলে **যাহিরুর রিওয়াইয়া**[১] ও ইমাম আযম আবু হানিফা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর মত অনুযায়ী সাধারণভাবে জায়িয, ঘি'তে যতই ভেজাল দেওয়া হোক না কেন, যদিও ক্রেতা ভিনদেশী হয় যে, তার বলে দেওয়াতে তো আর প্রতারণা রইলো না। মোটকথা হলো, প্রতিটি বিষয় তার মূল রূপটি প্রকাশের উপরই নির্ভর করে, চাই তা নিজে নিজে প্রকাশ পেয়ে যাক, যেমন গমের মধ্যে যব (এমনিতেই দেখা যায়), কিংবা প্রচলন ও প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে ক্রেতার নিকট তা প্রকাশ পায়, যেমন: দুধে সামান্য পরিমাণ পানি, চাই এর বাস্তব অবস্থা বিক্রেতা নিজেই পরিস্কারভাবে বলে দেয়। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৭ তম খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা)**

---

১. হানাফী ফিকাহ শাস্ত্রে **যাহিরুর রিওয়াইয়া** সেই সব মাসআলাকে বলা হয়, যা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছয়টি কিতাব (১) জামে সাগীর, (২) জামে কবীর, (৩) সীয়রে কবীর, (৪) সীয়রে সাগীর, (৫) যিয়াদাত, (৬) মাবসুত ইত্যাদিতে রয়েছে।

মাদানী পরামর্শ: সেই সকল ইসলামী ভাই যারা দুধ বিক্রয় কিংবা অনুরূপ অন্য কোনো ব্যবসা করেন, যাতে মিশ্রনের সম্ভাবনা কিংবা ব্যবস্থা প্রচলন আছে, তবে তাদের উচিত, তারা যেন নিজের ব্যবসা সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দারুল ইফতা (ফতোয়া বিভাগ) থেকে শরীয়াতের বিধান জেনে নেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বিশ্বের বিভিন্ন দেশে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যবস্থাপনায় **'দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত'** এর বেশ কয়েকটি শাখা রয়েছে, যেখানে যোগাযোগ করে ফতোয়া নেওয়া যাবে।

বিবাহের সম্পর্ক স্থাপনের সময় কী দেখা উচিৎ?

একটি মাদানী ফুল এটাও রয়েছে, যখনই বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন করা হবে, তখন তাকওয়া ও পরহেযগারীতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেমনটি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ করেছেন। **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও আমাদেরকে এই মাদানী ফুল উপহার দিয়েছেন: "কোনো মহিলার সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিতে রাখতে হবে: (১) তার সম্পদ (২) জাত ও বংশ (৩) দৈহিক সৌন্দর্য এবং (৪) দ্বীনদারি।" অতঃপর ইরশাদ করেন: "فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّیْنِ অর্থাৎ তোমরা দ্বীনদার মহিলা খোঁজার চেষ্টা করো।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্, হাদীস নং: ৫০৯০, ৩য় খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের সমাজে সাধারণত বরপক্ষের এই বাসনা থাকে যে, কোনো ধনীর কন্যা ঘরে আসুক, যেন আমাদের সন্তানের সব ইচ্ছা পূরণ হয়, এমন যৌতুক আসুক যে, ঘর ভরে যাক বরং বর্তমানে তো নির্দ্বিধায় দাবী করা হয় যে, যৌতুক স্বরূপ অমুক অমুক জিনিসগুলো দিলে, তবেই এ বিয়ে হবে, পক্ষান্তরে কনে পক্ষের সম্মুখে যদি কোনো নেককার, পরহেজগার ইসলামী ভাইয়ের সম্পর্কের কথা পেশ করা হয়, এমতাবস্থায় কখনও কখনও কেবল এই কারণেই নাকচ করে দেওয়া হয় যে, সে তো দাঁড়ি রেখেছে, সুন্নাতের অনুসারী, অথচ তার বিপরীতে এমন কোনো যুবকের প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দেয়াতে আনন্দ অনুভব করে, যে সম্পদশালী, হোক সে নিজের মন্দ আমলের মাধ্যমে **আল্লাহ পাক**কে অসন্তুষ্ট

করে জাহান্নামে যাওয়ার ব্যবস্থা করুক, তার সঙ্গ তাদের কন্যাকেও খোদাভীতি থেকে উদাসীন এবং ইবাদত থেকে বিমুখ করে দিতে পারে। আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ এই বিষয়ে কতই না মাদানী চিন্তা রাখতেন, নিচের ঘটনাটি থেকে অনুমান করুন:

সম্পর্কের খোঁজে

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শাহী বংশের সাথে সম্পর্কীত ছিলেন, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুনিয়াবী কর্মকান্ড থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর একটি কন্যা ছিলো, যে রূপবতীর পাশাপাশি গুনবতীও ছিলো। একদিন সেই কন্যার জন্য কিরমানের বাদশাহ বিয়ের প্রস্তাব পাঠালো। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চাইতেন না যে, রাজরাণী হয়ে তাঁর কন্যা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে যাক। তাই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাদশাহের প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিলেন আর মসজিদে মসজিদে ঘুরে কোনো খোদাভীরু যুবক খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে এক যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লো, যার চেহারায় ইবাদতের নূর আলোকিত ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: “তোমার কি বিয়ে হয়েছে?” সে ‘না’ বোধক উত্তর দিলো। আবার জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কি এমন এক মেয়েকে বিয়ে করতে চাও, যে কোরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, নামায রোজায় নিয়মিত, সুন্দরী, সতী সাধ্বী এবং নেককার।” সে বললো: “আমি তো একজন গরীব মানুষ, এরূপ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মেয়ের সম্পর্ক আমার সাথে কে করবে?” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “আমি করছি, এই দিরহামগুলো নাও, এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের তরকারি আর এক দিরহামের সুগন্ধি কিনে নিয়ে এসো।” যুবকটি তা নিয়ে এলো। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কন্যার বিয়ে এই নেককার ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী যুবকটির সাথে দিয়ে দিলেন। কন্যাটি যখন বিধায় নিয়ে যুবকটির ঘরে এলো, তখন দেখলো যে ঘরে পানির একটি পাত্র ব্যতীত কিছুই নাই। পাত্রটির উপর রাখা একটি রুটি দেখে সে জিজ্ঞাসা করলো: “এই রুটিটি কিসের?” যুবকটি উত্তর দিলো: “এটি গতকালের বাসি রুটি, আমি

www.dawateislami.net

ইফতারের জন্য রেখে দিয়েছিলাম।” এ কথা শুনে মেয়েটি বললো: “আমাকে আমার ঘরে রেখে আসুন।” যুবকটি বললো: “আমি তো আগেই সন্দেহ করেছিলাম যে, শায়খ কিরমানীর কন্যা আমার মত গরীবের ঘরে থাকতে পারবে না।” শাহাজাদী প্রত্যুত্তরে বললো: “আমি আপনার অভাবী অবস্থার কারণে ফিরে যাচ্ছি না বরং এ কারণেই যাচ্ছি যে, আমি আপনার **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা খুবই কম দেখছি, আমি আমার আব্বাজানের প্রতি হতবাক যে, তিনি আপনাকে সচ্চরিত্রবান, পবিত্র ও সৎ কীভাবে বললেন। আপনার **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসার এই অবস্থা যে, রুটি বাঁচিয়ে রাখতে হয়।” এই কথাগুলো শুনে যুবকটি খুবই প্রভাবিত হলো এবং লজ্জিত হলেন। মেয়েটি পুনরায় বললো: “আমি এমন ঘরে থাকতে পারি না, যে ঘরে এক বেলার খাবার সংরক্ষণ করে রাখা হয়, এ ঘরে হয় আমি থাকবো, না হয় রুটি!” যুবকটি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল এবং রুটিটি দান করে দিলো।

(রওযুর রিয়াহীন, আল হিকায়তুস সানিয়াতু ওয়াত তিস্ঊন বাৎদাল মিয়া, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি তাঁর মত হতে চাই

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শৈশবে তাঁর আম্মাজানের চাচাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর খেদমতে অধিকহারে উপস্থিত হতেন এবং তাঁর আম্মাজানের নিকট প্রায় এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতেন যে, আমি তাঁর (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) মত হতে চাই। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২০ পৃষ্ঠা)

বানা দেয় মুঝে নেক নেকোঁ কা সদকা,
গুনাহোঁ সে হার দম বাচা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

নিজের মামাবাড়িতেই ছিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন একটু বড় হলেন, তখন তাঁর আব্বাজান সায়্যিদুনা আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মিসরের গভর্ণর

নিযুক্ত হন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী “উম্মে আছিম” এর নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, ছেলেকে নিয়ে মিসর চলে আসুন। হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আছিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا আপন চাচাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর স্বামীর সংবাদ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বললেন: “ভাতিজী! তোমার স্বামী যখন তোমাকে ডেকেছে, তবে যেতেই হবে।” তিনি যখন যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا তাঁকে উপদেশ দিলেন: এই মাদানী ছোট সন্তানকে (অর্থাৎ ওমর বিন আব্দুল আযীয) আমার কাছেই রেখে যাও, সে তোমাদের চেয়ে আমাদের পরিবারের সবার সঙ্গে বেশিই মিল রাখে। আপন চাচাজানের কথা উপেক্ষা করা তাঁর ভাল মনে হলো না, সুতরাং তিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে সেখানেই রেখে গেলেন। যখন মিশরে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অত্যন্ত খুশি ভাব নিয়ে নিজের সন্তানকে এগিয়ে আনার জন্য বের হলেন, তিনি যখন আপন কলিজার টুকরোকে দেখলেন না, তখন জিজ্ঞাসা করলেন: “আমার সন্তান ওমর কোথায়?” হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আছিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا এর জোরাজোরীর কারণে তাকে মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا রেখে আসার ঘটনা খুলে বললে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং আপন ভাই খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানকে সমস্ত ঘটনা লিখে পাঠালেন, তিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক এক হাজার দিনার সম্মানী নির্ধারণ করে দেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২১ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর কথা স্মরণে আসতেই কান্না জুড়ে দিলেন

আরাম আয়েশের পরিবেশে বেড়ে উঠা সত্ত্বেও হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অন্তর **আল্লাহ পাকের** মহত্ব ও ভয়ে পরিপূর্ণ ছিলো, সুতরাং তাঁর মন-মানসিকতা শৈশব থেকেই পবিত্র এবং খোদাভীতি ও নেকীর প্রতি আসক্ত ছিল। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যেদিন পবিত্র কোরআনের হিফয শেষ করলেন, তখন হঠাৎ কান্না জুড়ে দিলেন, সম্মানিতা আম্মাজান সায়্যিদাতুনা উম্মে আছিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا

জানতে পারলেন এবং কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে বললেন: "ذَكَرْتُ الْمَوْتَ অর্থাৎ আমার মৃত্যুর কথা স্মরন এসে গিয়েছিলো।" আপন ছোট্ট সন্তানের আখিরাতের স্মরন দেখে তাঁর মন আনন্দে ভরে গেল এবং চোখ দিয়ে অশ্রুর বর্ষণ হতে লাগলো। (তারীখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫)

আহ! এসব পবিত্রাত্মার সদকায় আমাদের চোখ থেকেও অলসতার পর্দা সরে যাক আর আমরাও নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণকারী হয়ে যাই, যদিও এ বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী যে, 'একদিন মরন হবেই, অবশেষে মৃত্যুই অপেক্ষা করছে'। কিন্তু মৃত্যুর কথা স্মরণ করা উপকারই উপকার।

মৃত্যুর স্মরণের উপকারিতা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " فَمَنْ اَثْقَلَهُ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَجَدَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ মৃত্যুর স্মরণ যাকে ভীত করে তোলে, কবর তার জন্য জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়ে যাবে।" (জমউল জাওয়ামে, হাদীস নং: ৩৫৭৬, ২য় খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)

আহ! হার লামহা গুনাহ কি কসরত ও ভরমার হে,
গালাবায়ে শয়তান হে উওর নফসে বদআতওয়ার হে।
যিন্দেগী কি শাম ঢলতি জা'রাহি হে হায় নফস!
গরম রোয ও শব গুনাহোঁ কা হি বাস বাজার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সুসংবাদ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একদা একটি স্বপ্ন দেখলেন এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বললেন: "আমার বংশের মধ্যে এক ব্যক্তি যার চেহারায় আঘাতের চিহ্ন থাকবে, পৃথিবীকে ন্যায় পরায়নতায় ভরপুর করে দিবে। তাঁর শাহাজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا প্রায়

বলতেন: "لَيۡتَ شَعۡرِیۡ مَنۡ هٰذَا الَّذِیۡ مِنۡ وَلَدِ عُمَرَ فِیۡ وَجۡهِهٖ عَلَامَةٌ يَمۡلَؤُ الۡاَرۡضَ عَدۡلًا" অর্থাৎ আহ! আমি যদি জানতাম যে, আমার আব্বাজানের (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) এর বংশের মধ্যে সে কে, যার চেহারায় চিহ্ন থাকবে, আর পৃথিবীকে ন্যায় পরায়নতা দ্বারা ভরপুর করে দেবে?" সময় গড়াতে থাকে, দিনের পর মাস, মাসের পর বৎসর অতিবাহিত হতে থাকে এবং "ফারুকী খান্দান" হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্বপ্নের তাবীর (মর্মার্থ) দেখার অপেক্ষায় ছিলেন, অবশেষে হযরত আছিম বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর দৌহিত্র হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জন্ম হলো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১০,১১ পৃষ্ঠা)

ফারুকী স্বপ্নের ব্যাখ্যা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর সম্মানিত পিতার সাথে সাক্ষাত করতে মিসর আসলে কিছু দিন সেখানে অবস্থান করেন। একদা তিনি গাধার উপর আরোহী ছিলেন, হঠাৎ মাটিতে পড়ে যান, তাঁর কপালে আঘাত পেলেন, তাঁর স্বল্পবয়সী সৎ ভাই আছবাগ বিন আব্দুল আযীয যখন তাঁর কপাল থেকে রক্ত ঝড়তে দেখে আনন্দে লাফাতে লাগলো, যখন তাঁর পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবদুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই ঘটনা জানতে পারলেন, তখন খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন: তুমি আপন ভাইয়ের আহত হবার ঘটনায় হাসছো! আছবগ ঘটনা ব্যাখ্যা করলো: আমি তাঁর বিপদে কখনও আনন্দিত হতে পারি না এবং না তাঁর পড়ে যাবার কারণে হেসেছি বরং আমার আনন্দের কারণ ছিলো, আমি দেখছিলাম যে, তাঁর মাঝে "اَشَجُّ بَنِیۡ اُمَیَّه" এর সব কটি নিদর্শনই বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু কপালে আঘাতের কোনো চিহ্ন নাই, যখন তিনি বাহন থেকে পড়ে যান আর কপালে আঘাত পান, তখন আমি নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠি। এ কথা শুনে শ্রদ্ধেয় পিতা চুপ হয়ে গেলেন এবং বললেন: যার প্রতি এই ধরনের আশা-ভরসা সম্পৃক্ত রয়েছে তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা মদীনা মুনাওয়ারাতেই زَادَهَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِیۡمًا হওয়া উচিত। অতএব, তাঁকে মদীনা শরীফ পাঠিয়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম,

২১ পৃষ্ঠা) আর সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা সালিহ্ বিন কায়সান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে তাঁর গৃহশিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন।

নিজেই মদীনা শরীফ যাওয়ার আবেদন করেন

কতিপয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর পিতার নিকট আবেদন করেন, আমাকে পড়া লেখার জন্য যেন মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا পাঠিয়ে দেওয়া হোক, সুতরাং **আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া** কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: হযরত আবদুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে নিজের সঙ্গে মিসর থেকে সিরিয়া নিয়ে যেতে চাইলে তিনি আবেদন করেন: আব্বাজান! আমি কি আপনাকে এমন পরামর্শ দেব না, যাতে আমাদের উভয়েরই উপকার হয়! পিতা বললেন: সেটা কী? আবেদন করলেন: আপনি আমাকে মদীনা শরীফের জ্ঞানময় পরিবেশে পাঠিয়ে দিন, যাতে করে আমি সেখানকার ফকীহ্গণ ও মাশায়িখগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام হতে ইলম ও আমলের মাদানী ফুল অর্জন করতে পারি। পরামর্শটি তাঁর পিতার মনোপূত হলো, তিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে একজন খাদিমের সঙ্গে করে মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا পাঠিয়ে দিলেন।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

মাথা মুন্ডিয়ে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা সালিহ্ বিন কায়সান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যেরূপ সততা ও পরিশ্রমে তার যোগ্য শাগরিদ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আচার-আচরণ ও ভাব-বচনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন, এর অনুমান এই বিষয় থেকে করা যায় যে, একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নামাযের জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বললেন: "সে সময় আমি চুল আঁচড়াচ্ছিলাম।" ওস্তাদ রেগে বললেন: "চুল সাজানোকে নামাযের উপর প্রাধান্য দিয়েছো!" এবং এই কথা মিসরে তাঁর আব্বাজানকে জানিয়ে দিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তানকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁর

বিশেষ লোক পাঠিয়ে দেন, যিনি মদীনা শরীফ পৌঁছাই সর্বপ্রথম তাঁর মাথা মুন্ডিয়ে দিলেন, তারপরই অন্য কথা বললেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৪ পৃষ্ঠা) সেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলশ্রুতি ছিলো যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব সেসব চারিত্রিক ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলো, যাতে বনু উমাইয়ার অনেক যুবক লিপ্ত ছিলো।

এই ঘটনাটিতে সেসব পিতা-মাতার জন্য শিক্ষা নিহিত রয়েছে, যারা নিজেদের সন্তানকে মাদানী শিক্ষা দেয়ার প্রতি তেমন আগ্রহ রাখেন না, তাদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষা সম্পর্কে জবাবদিহিতা করেন কিন্তু নামায আদায় করার কোনরূপ উৎসাহ প্রদান করেন না, মনে রাখবেন, সন্তানদের শিক্ষা প্রদান মানে এই নয় যে, তাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি সহ সুখময় জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দেয়া, বরং তাদেরকে **আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত ও আজ্ঞাবহ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করাও পিতা-মাতার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।[১]

ইয়া রব বাচা লে তু মুঝে নারে জহীম সে,
আওলাদ পে ভি বলকেহ্ জাহান্নাম হারাম হো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের মহিমায় পূর্ণ বক্ষ

যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আব্বাজান হজ্বের উদ্দেশ্যে আগমন করলেন এবং তাঁর সন্তানের সম্মানিত ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা সালিহ্ বিন কায়সান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তিনি মাদানী মুন্নার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করে বললেন: আমি আজ পর্যন্ত এমন কোন শিশু দেখিনি, যার অন্তরে আপন প্রতিপালকের এতোই মহিমা বিদ্যমান রয়েছে, যতটুকু এই শিশুর অন্তরে বিদ্যমান রয়েছে। (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

১. সন্তানের উন্নত প্রশিক্ষণ কীভাবে প্রদান করা যায়, তা জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত '**তরবিয়তে আওলাদ**' কিতাবটি অবশ্যই পাঠ করবেন।

আকৃতি শরীফ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গায়ের রঙ শুভ্র, চেহারা হালকা-পাতলা, চক্ষু গভীর এবং মুখে সুন্দর দাঁড়ি মোবারক ছিলো, শৈশবে গাধা তাঁর কপালে লাথি মেরেছিল, সেই চিহ্ন অবশিষ্ট ছিলো, তাই তাঁকে বলা হতো "اَشَجُّ بَنِى اُمَيَّه"। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

বুযুর্গানে দ্বীনের দরবারে উপস্থিতি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শিশুকালেই কোরআন শরীফ হিফয করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তাছাড়া তিনি হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক, সায়িব বিন ইয়াজিদ এবং ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ এর ন্যায় মহান সাহাবী ও তাবেয়ীনদের দরসের বৈঠকেও অংশগ্রহণ করেন। এভাবে সেসব বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বরকতময় সহচর্যে কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করতঃ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই মর্যাদা অর্জন করেন যে, তাঁর সমসাময়িক বড় বড় মুহাদ্দিসগণও তাঁর দয়া ও উৎকর্ষতা স্বীকার করতেন, সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর আলোচনা এভাবে করেন: "তিনি ছিলেন বড় মাপের ইমাম, ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ, মুজতাহিদ, হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী এবং নির্ভরযোগ্য একজন হাফিযে কোরআন।" (তাজকিরাতুল হুফ্ফা, ১ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা মাইমুনা বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে মুয়াল্লিমুল উলামা (আলিমদের শিক্ষক) ঘোষণা দেন এবং বলেন: "আমরা তাঁর নিকট এই ভেবে এসেছিলাম যে, হয়তো তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী হবেন, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে, আমরা তাঁর শাগরেদ হওয়ারই উপযুক্ত।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৫ পৃষ্ঠা) এক ভদ্রলোক যিনি হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর ন্যায় জ্ঞানভান্ডার ব্যক্তিত্বের সহচর্যে ছিলেন, তাঁর বর্ণনা হলো, যখনই আমি কোনো মাস্আলা জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি, তবে তার উত্তর আমি হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট থেকেই পেয়েছি, নিঃসন্দেহে তিনি সবার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

পুরো রাত মাদানী মুযাকারা চলতে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন তাউস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি দেখলাম, আমার সম্মানিত আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা তাউস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইশার নামাযের পর এক ব্যক্তির সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, পুরো রাতই মাদানী মুযাকারা চলতে থাকল, এমনকি ফযরের আযান শুরু হয়ে গেলো। আমি নিজের সন্দেহ দূর করার জন্য আব্বাজানের নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: তিনি ছিলেন বনু উমাইয়া বংশের সব চাইতে নেককার ব্যক্তি হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

তৎক্ষণাৎ উত্তর

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন অসাধারণ ফকীহ ও আলিম ছিলেন যে, বড় বড় ওলামায়ে কিরামেরা তাঁকে কঠিন প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করতেন, আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৎক্ষণাৎ সেগুলোর উত্তর দিয়ে দিতেন। একবার হিজায ও সিরিয়ার কিছু ওলামা উপস্থিত ছিলেন, তারা তাঁর শাহাজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে ২২ পারার সূরা সাবার ৫২ নম্বর আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করুন:

اَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۵۲﴾
(পারা: ২২, সূরা: সাবা, আয়াত: ৫২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এখন তারা তাকে কীভাবে পাবে এতো দূর থেকে?

তিনি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বললেন: "اَلتَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ" দ্বারা সেই তাওবা উদ্দেশ্য, যেটার এমন অবস্থায় বাসনা করা হয়, যাতে মানুষ তাতে সক্ষম নয়।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৭ পৃষ্ঠা)

জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখতে পারেননি

রাষ্ট্রীয় দায়ীত্বে নিয়োজিত হওয়ার কারণে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জ্ঞানচর্চা আর অব্যাহত রাখতে পারেননি, তিনি স্বয়ং

বলেন: “ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَمَا مِنْ رَجُلٍ اَعْلَمُ مِنِّىْ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الشَّامَ نَسِيْتُ অর্থাৎ আমি মদীনা তাইয়েবা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে এক অসাধারণ আলিম হয়ে বের হয়েছিলাম, কিন্তু সিরিয়া আগমন করার পর (ব্যস্ততার কারণে) ভূলে গেছি।”

(তাজকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা)

তিনি স্মরণ রাখলেন আর আমি ভুলে গেলাম

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একরাতে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং কথাবার্তার মাঝে কিছু হাদীস শরীফ শুনালে তিনি বলেন: “ كُلَّ مَا حَدَّثْتَ بِهٖ فَقَدْ سَمِعْتُهٗ. وَلٰكِنَّكَ حَفِظْتَ وَنَسِيْتُ ” যেসব হাদীস শরীফ আপনি বর্ণনা করলেন, সেগুলো আমিও শুনেছিলাম। কিন্তু আপনি তা স্মরণ রেখেছেন আর আমি ভুলে গেছি। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৭ পৃষ্ঠা)

তিনি তাবেয়ীও ছিলেন

‘তাবেয়ী’ সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকেই বলা হয়, যিনি কোনো সাহাবী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। (তদরীবুর রাবী ফি শরহি তকরীবিন নাওয়াবী, ৩৯২ পৃষ্ঠা) তাঁর আব্বাজানের ন্যায় হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন তাবেয়ী, কেননা তিনি অনেক সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত হাদীসে মোবারাকা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং সমসাময়িক যুগের তাবেয়ীগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام হতে অনেক হাদীসে মোবারাকা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাষ্ট্রীয় দায়ীত্বে নিয়োজিত থাকার কারণে হাদীস শরীফ বর্ণনায় তেমন মনোযোগ দিতে পারেননি, এই কারণেই তাঁর পক্ষ থেকে স্বল্পসংখ্যক হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে, হাফিয বাগুন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

'মুসনাদে ওমর বিন আব্দুল আযীয' এর নামে হাদীস শরীফের একটি সংকলন গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। যাইহোক হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহ থেকে ছয়টি হাদীস শরীফ বরকতের জন্য এখানে উল্লেখ করা হলো:

(১) নেকীর দাওয়াত না দেওয়ার পরিণতি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছেন: " لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِكُمْ تَدْعُوْنَهٗ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই সৎকাজে আহ্বান করবে এবং অসৎকাজে বারণ করবে, অন্যথায় তোমাদের উপর বাহির থেকে এমন শত্রু নিযুক্ত করে দেয়া হবে যে, তোমরা তার বিরুদ্ধে দোয়া করবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮ পৃষ্ঠা)

না নেকী কি দাওয়াত মেঁ সুস্তি হো মুঝ সে,
বানা শা'য়িকে কাফেলা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৫ পৃষ্ঠা)

(২) পছন্দনীয় যুবক

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণনা করেন, **নবীয়ে আকরাম, রাসুলে মুহতাশাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الشَّابَّ الَّذِىْ يُفْنِىْ شَبَابَهٗ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** সেই যুবককেই পছন্দ করেন, যে তার যৌবন **আল্লাহ পাকের** আনুগত্যের মাধ্যমে অতিবাহিত করে।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৯ পৃষ্ঠা)

রিয়াযত কে এহি দিন হেঁ বুড়াপে মেঁ কাহাঁ হিম্মত,
জু করনা হে আব করলো আভি নূরী জওয়াঁ তুম হো।

(৩) রমযানের প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা উবাদা বিন ছামিত رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন রমযান আসতো, তখন **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করতেন: "اَللّٰهُمَّ سَلِّمۡنِىۡ لِرَمَضَانَ وَسَلِّمۡ لِىۡ رَمَضَانَ وَتُسَلِّمۡهُ مِنِّىۡ مُقۡبِلًا অর্থাৎ হে **আল্লাহ!** আমাকে রমযানের জন্য নিরাপদ রাখো এবং রমযানকে আমার জন্য প্রশান্তিময় বানিয়ে দাও আর আমার পক্ষ থেকে একে জামিন স্বরূপ কবুল করে নাও।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১ পৃষ্ঠা)

তুঝ পে সদকে জাওঁ রমজান! তো আযীমুশ্শান হে,
কেহ্ খোদা নে তুঝ মেঁ হি নাযিল কিয়া কোরআন হে।
হার ঘড়ি রহমত ভরি হে হার তরফ হেঁ বরকতেঁ,
মাহে রমজান রহমতোঁ অওর বরকতোঁ কি কান হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

(৪) গোসল ফরয অবস্থায় ঘুমানো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ্ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে আর তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا থেকে বর্ণনা করেন: " كَانَ رَسُوۡلُ اللهِ اِذَا اَرَادَ اَنۡ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوۡءَهٗ لِلصَّلَاةِ অর্থাৎ যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গোসল ফরয অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, তখন নামাযের ন্যায় ওযু করে নিতেন।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭ পৃষ্ঠা)

(৫) আল্লাহর যিকির না করাতে আক্ষেপ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ্ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে এবং তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছেন: " مَامِنۡ سَاعَةٍ تَمُرُّ بِابۡنِ اٰدَمَ لَمۡ يَكُنۡ ذَاكِرًا لِّلّٰهِ فِيۡهَا بِخَيۡرٍ اِلَّاحَسِرَعَلَيۡهَا يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ অর্থাৎ আদম-সন্তান যখন

এমন কোনো সময় অতিবাহিত করবে, যে সময়ে সে কল্যাণ সহকারে **আল্লাহ পাকের** যিকির করবে না, তবে কিয়ামত দিবসে সে কারণে তাকে লজ্জিত হতে হবে।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭ পৃষ্ঠা)

রাহে যিকর আটোঁ পেহের মেরে লব পর,
তেরা ইয়া ইলাহী তেরা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

(৬) ইসলামের সৌন্দর্য হলো লজ্জাশীলতা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যুহরী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে, তিনি হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মালিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণনা করেন, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “اِنَّ لِكُلِّ دِيۡنٍ خُلُقاً وَاِنَّ خُلُقَ الۡاِسۡلَامِ الۡحَيَاءُ” অর্থাৎ নিশ্চয় প্রত্যেক ধর্মেরই একটি সৌন্দর্য থাকে আর ইসলামের সৌন্দর্য হলো লজ্জাশীলতা। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩১ পৃষ্ঠা)

উঠে না আঁখ্ কাভি ভি গুনাহ কি জানিব,
আতা করম সে হো এয়সী মুঝে হায়া ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুভ পরিণয়

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ স্বভাবগত ভাবেই সৎ ও নেককার ছিলেন, এই কারণেই হয়ত তাঁর চাচা খলিফা আব্দুল মালিক তাঁকে সর্বদা অন্যান্য উমাইয়া শাহজাদাদের তুলনায় বেশি ভালবাসতেন এবং সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন আর তাঁর আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওফাতের পর তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا কে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৬ পৃষ্ঠা)

ঐতিহাসিক সম্মাননা

হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর এক অনন্য ঐতিহাসিক সম্মাননা অর্জিত ছিলো, যা কোনো কবি তার এক কবিতায় বর্ণনা করেছেন:

بِنْتُ الْخَلِيْفَةِ وَالْخَلِيْفَةُ جَدُّهَا   أُخْتُ الْخَلَائِفِ وَالْخَلِيْفَةُ زَوْجُهَا

অর্থাৎ তিনি এক খলিফার (অর্থাৎ আব্দুল মালিক) কন্যা ছিলেন, তাঁর দাদাও (অর্থাৎ মারওয়ান) খলিফা ছিলেন, তিনি খলিফাদের (অর্থাৎ ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক, সোলাইমান বিন আব্দুল মালিক এবং এজিদ বিন আব্দুল মালিক) বোন ছিলেন, তাঁর স্বামীও (অর্থাৎ ওমর বিন আব্দুল আযীয) খলিফা ছিলেন।

(তারিখুল খোলাফা, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

ব্যয়-নির্বাহের ধরন

সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে লিখেন: খলিফা আব্দুল মালিক বিন মাওরয়ান হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহের সময়কার ব্যায়ের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলেন: "সৎকর্ম হচ্ছে, দু'টি মন্দকর্মের মাঝখানে।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৬ পৃষ্ঠা) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাও সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত, আর তা হচ্ছে, অপব্যয় ও কার্পণ্যের মাঝামাঝি, যা উভয়টি হচ্ছে মন্দ কাজের অন্তর্ভুক্ত। এতে আব্দুল মালিক বুঝে নিলেন যে, তিনি সূরা ফুরকানের ৬৭ নম্বর আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করছেন:

وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

(পারা: ১৯, ফোরকান, ৬৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ওই সব লোক যখন ব্যয় করে তখন তারা না সীমাতিক্রম করে না কার্পণ্য করে, আর সে দু'টির মাঝখানে মধ্যমপন্থায় থাকে।

(খাযাইনুল ইরফান, ৬৭ নং আয়াতের পাদটিকা)

স্ত্রী ও সন্তানগণ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মোট তিনটি বিবাহ করেছিলেন, বাকি দুইজন স্ত্রীর নাম যথাক্রমে লামিছ বিনতে আলী বিন হারিছ এবং উম্মে ওসমান বিনতে শুআইব বিন যিয়্যান আর তাঁর এক কানিয (দাসী) উম্মুল ওয়ালাদ[১] ছিলেন। এই চার জনের প্রত্যেকেরই সন্তান ছিলো, কানিয থেকে সাত পুত্র সন্তান অর্থাৎ আব্দুল মালিক, ওয়ালীদ, আছিম, এজিদ, আব্দুল্লাহ, আবদুল আযীয, যিয়্যান এবং দুই কন্যা সন্তান আমীনা ও উম্মে আব্দুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। "উম্মে ওসমান" থেকে শুধুমাত্র এক পুত্র সন্তান ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেন, দুই পুত্র সন্তান আব্দুল্লাহ্ ও বকর এবং এক কন্যা সন্তান উম্মে আম্মার "লামিছ বিনতে আলী"র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য সন্তানরা অর্থাৎ ইসহাক, ইয়াকুব এবং মূসা "ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক" এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে তাঁর (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) সর্বমোট ১৬জন সন্তান ছিলো, যাতে ১৩জন পুত্র সন্তান এবং ৩জন কন্যা সন্তান ছিলো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যেমন; প্রখ্যাত মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা সালিহ্ বিন কায়সান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি তাঁরও ওস্তাদ ছিলেন, তাঁকেই আপন সন্তানদের বিশেষ দায়িত্বভার সমর্পন করেন। (আত তুহফাতুল লতীফা ফি তারিখিল মদীনাতিশ শরীফা, হরফুস স'দ, ১ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা) তাছাড়া তাঁর আযাদকৃত গোলাম সাহালও সন্তানদের দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেও তাদের উন্নত শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনোযোগী থাকতেন, যেমনিভাবে একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

---

১. "উম্মুল ওয়ালাদ" সেই কানিয বা দাসীকে বলা হয়, যার গর্ভে সন্তান জন্ম নিয়েছে এবং মালিকও তা স্বীকার করেছে যে, এ সন্তান তারই। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৯ম অংশ, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার চিন্তা সম্বলিত একটি চিঠি

আমি খুবই ভেবে চিন্তে আপনাকে আমার সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য নির্বাচন করেছি, তাদেরকে সঙ্গ পরিত্যাগ করার প্রতি মনোযোগ দিবেন, কেননা তা উদাসীনতা সৃষ্টি করে, তাদের কম হাসতে দিবেন, কেননা হাসি অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয়, আপনার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শিক্ষা পাবে তা হলো গান-বাজনার প্রতি তাদের ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া, কেননা গান-বাজনা দ্বারা অন্তরে এমনভাবে নিফাক (কপটতা) সৃষ্টি হয়, যেমন পানি দ্বারা ঘাস উদ্গত হয়, আমার সন্তানদের দৈনিক রুটিনে এটাও থাকবে যে, তারা কোরআন শরীফ খুলবে এবং খুবই সাবধানতার সহিত তা তিলাওয়াত করবে, যখন তা থেকে অবসর হয়ে যাবে, তখন হাতে তীর ও ধনুক নিয়ে খালি পায়ে বেরিয়ে পড়বে এবং সাতটি তীর দ্বারা তীরন্দাজীর চর্চা করবে, এরপর কাইলুলা (অর্থাৎ দুপুরের বিশ্রাম) করার জন্য ফিরে আসবে, কেননা হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: “কাইলুলা করো, কেননা শয়তান কায়লুলা করে না।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৯ পৃষ্ঠা)

সন্তানের প্রতি উপদেশ মূলক চিঠি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সরাসরি তাঁর সন্তানদেরও শিক্ষা ও উপদেশের মাদানী ফুল উপহার দিয়ে ধন্য করতেই থাকতেন, তাই নিজ সন্তানের নামে একটি চিঠিতে লিখেন: তুমি নিজের এবং তোমার পিতার উপর **আল্লাহ পাকের** দয়াগুলোকে স্মরণ রেখো, অতঃপর তোমার পিতার সেসব কাজে তাকে সাহায্য করো, যার উপর সে ক্ষমতাবান এবং সেসব কর্মকান্ডেও সাহায্য করবে, যেসব ব্যাপারে তুমি এরূপ মনে করবে যে, তোমার পিতা তা সম্পন্ন করতে অপারগ। তুমি তোমার জীবন, স্বাস্থ্য এবং যৌবনের প্রতি যত্নবান হও, যদি সম্ভব হয় তবে নিজের জিহ্বাকে **আল্লাহ পাকের** তাসবীহ্ ও প্রশংসার মাধ্যমে সিক্ত রাখবে, কেননা তোমার কথাবার্তার মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট বাক্য **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা ও **তাঁর** যিকিরই। যে ব্যক্তি জান্নাতের আশা রাখে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়, তবে সেই অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির তাওবা কবুল হয়ে থাকে, তার গুনাহ

ক্ষমা করে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময় (মৃত্যু) আসার আগে, আমলের সুযোগ শেষ হওয়ার পূর্বে, জ্বীন ও মানুষের আমলের প্রতিদান দেয়ার পূর্বে, **আল্লাহ পাক** তাদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান এমন জায়গায় দিবেন, যেখানে ফিদিয়া গ্রহণ করা হবে না এবং যেখানে কোন কৈফিয়ত শোনা হবে না, যেখানে গোপন সব বিষয় প্রকাশিত হয়ে যাবে, লোকেরা তাদের আমলের প্রতিদান নিয়ে ফিরবে, আলাদা হয়ে নিজেদের জন্য নির্ধারিত স্থানের দিকে গমন করবে, ব্যস সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য করেছে এবং সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অবধারিত, যে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করেছে, সুতরাং **আল্লাহ পাক** যখন তোমাকে সম্পদ দান করে পরীক্ষা নিবেন, তখন তুমি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে অনুগত করে নাও আর নিজেদের সম্পদে **আল্লাহ পাকের** হকগুলো আদায় করো এবং সম্পদশালী থাকা অবস্থায় সেই কথাগুলোই বলবে যা হযরত সুলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বলেছিলেন:

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ ۖ لِیَبْلُوَنِیْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ
(পারা: ১৯, সূরা: নমল, আয়াত: ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ‘এটা আমার **রবে**র অনুগ্রহ থেকে; যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যেন আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, না অকৃতজ্ঞ হই!

আর তুমি অংহকার ও আত্মগর্ব থেকে বিরত থেকো এবং আপন **প্রতিপালকের** পক্ষ হতে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পর্কে এ মনোভাব রেখো না যে, তোমার কোনো না কোনো বিশেষ যোগ্যতার কারণে এসব অর্জন করেছো বা কোন বিশেষ ফযিলতের ভিত্তিতে অর্জিত হয়েছে, যা ওসব মানুষের মাঝে নাই, যাদেরকে **আল্লাহ পাক** এই সম্পদ দান করেননি, অতএব তোমরা যদি **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে উদাসীন হয়ে থাকো, তবে তোমাদেরকে সম্পদহীনতার ও ক্ষুধার স্বাদ আস্বাদন করতে হবে আর সেসব লোকদের পর্যায়ভূক্ত হবে যারা সম্পদশালী হওয়ার কারণে অবাধ্য হয়েছিলো এবং তাদের আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, নিশ্চয় আমি তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি অথচ আমি নিজেও নফসের প্রতি অনেক অত্যাচার করে থাকি, অনেক কাজে ভুল করে থাকি এবং যদি মানুষ

নিজের কাজে পরিশুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এবং **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আপন ভাইকে উপদেশ না দেয়, তবে মানুষ সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ করা বাদ দিয়ে দিতো এবং হারাম কাজকে হালাল মনে করা শুরু করে দিতো, এবং উপদেশদাতা ও পৃথিবীতে **আল্লাহ পাকের** জন্য মানবতার মঙ্গলকামনা হ্রাস পেতো। অতএব সকল প্রশংসা **আল্লাহ পাকের** জন্যই, যিনি পৃথিবী ও আসমানসমূহের প্রতিপালক। পৃথিবী ও আসমানে **তাঁর** মহানত্ব প্রতীয়মান আর তিনিই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের সম্পর্কে সুধারণা রেখো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন সন্তানদের বাহ্যিক (জাহেরী) শিক্ষা-দীক্ষার পাশাপাশি অভ্যন্তরীন (বাতেনী) শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও ভরপুর সচেষ্ট ছিলেন, যেমনটি একবার তাঁর শাহাজাদাকে নসিহত করলেন: "اِذَا سَمِعْتَ كَلِمَةً مِنْ اَمْرِءٍ مُسْلِمٍ فَلَا تَحْمِلْهَا عَلٰى شَيْءٍ مِنَ الشَّرِ مَا وَجَدْتَّ لَهَا مَحْمَلًا عَلَى الْخَيْرِ অর্থাৎ যখনি তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের মুখে কোনো কথা শুনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা মন্দ মনে করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এতে ভাল ধারণা করার জন্য সামান্য পরিমানও সম্ভাবনা থেকে যায়।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩১২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা উক্ত মাদানী ফুলের উপর সুদৃঢ়ভাবে আমল করি, তবে আমাদের এমন রূহানী প্রশান্তি অর্জিত হবে, যার স্বাদ বর্ণনাতীত, মনে রাখবেন! মুসলমান সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখাতে উপকার ছাড়া আর কিছুই নেই, এটি একটি ইবাদতও বটে। যেমন;

সুধারণা পোষণ করা উত্তম ইবাদত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ সুন্দর ধারণা পোষণ করা, উত্তম ইবাদত।"

(সুনানে আবু দাাউদ, কিতাবুল আদব, ৪র্থ খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪৯৯৩)

মুসলমানদের অবস্থাকে যতটুকু সম্ভব ভাল বলে মনে করা ওয়াজিব

ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে"** লিখেন: "মুসলমানদের অবস্থাকে যতটুকু সম্ভব ভাল বলে মনে করা ওয়াজিব।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯তম খন্ড, ৬৯১ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের উক্তির মন্দ ব্যাখ্যা করাও হলো কুধারণা

সদরুল আফাযিল, হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে** লিখেন: "নেককার মুসলমানের প্রতি কুধারণা করা নিষেধ, অনুরূপভাবে তার কোন কথা শুনে মন্দ অর্থ গ্রহণ করা, এতদসত্ত্বেও যে, এর অন্য বিশুদ্ধ অর্থও থাকে, আর মুসলমানের অবস্থাও অনুরূপই হয়, তবে তাও ঐ কুধারণারই অন্তর্ভুক্ত[১]।" (খাযাইনুল ইরফান, পারা ২৬, হুজরাত, ১২)

মুঝে গীবত ও চুগ্‌লি ও বদগুমানি,
কি আফত সে তো বাঁচা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবে

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন সন্তানের প্রতি এক চিঠিতে নসীহত করেছেন: "اِحْذَرِ الصَّرعَةَ عَلَى الْغَفْلَةِ وَلَاتَغْتَرَنَّ بِطُوْلِ الْعَافِيَةِ অর্থাৎ উদাসীনতা থেকে বেঁচে থেকো এবং দীর্ঘস্থায়ী সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে কখনও ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়োনা।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪২ পৃষ্ঠা)

---

১. কুধারণা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত "কু-ধারণা" কিতাবটি অবশ্যই পাঠ করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত মাদানী ফুলের সুরভীকে সারা জীবনের জন্য আপনাদের হৃদয়ে গেঁথে রাখুন, নিঃসন্দেহে বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে বড় একটি নেয়ামত, কিন্তু এর কারণে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়া সরাসরি অলসতাই। কেননা **আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের** পাকড়াও অতিশয় কঠোর। যেমন ৩০ পারায় সূরা বুরূজের ১২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿۱۲﴾

(পারা: ৩০, সূরা: বুরূজ, আয়াত: ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অবশ্যই আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও নিতান্ত কঠিন।

স্বপ্নে বিশেষ দোয়া শেখালেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি এজিদ বিন ওয়ালিদের যুগে পবিত্র হারামাইন তাইয়্যিবাইনের (মক্কা ও মদীনার) গভর্ণরও ছিলেন, তিনি বলেন: হাদীস শাস্ত্রের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ করার আমার খুবই ইচ্ছা ছিল, অবশেষে আমি স্বপ্নে তাঁর দীদার লাভ করলাম। আমি আরয করলাম: জনাব! কোনো বিশেষ দোয়া শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন: “ لَااِلٰهَ اِلَّااللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ وَ اَسْاَلُكَ اَنْ تُعِيْذَنِىْ وَذُرِّيَّتِىْ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই, তিনি এক, **তাঁর** কোনো অংশীদার নেই, আমার ভরসা **তাঁরই** উপর, যিনি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যু বরণ করবেন না, হে **আল্লাহ!** আমি তোমার নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি আর আমি তোমার দরবারে ফরিয়াদ করছি যে, তুমি আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান হতে নিরাপত্তা দান করো।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গভর্ণর নিযুক্ত হলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জ্ঞানময় মর্যাদা ও উৎকর্ষতা প্রকাশের সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম ছিলো দরস ও পাঠদান কিন্তু খলিফা-বংশের সম্পৃক্ততা তাঁকে খিলাফতের পদ পর্যন্ত নিয়ে যায়, অথচ ইতোপূর্বে তিনি 'খুনাসেরা' অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا কেবল ২৫ বছর বয়সে গভর্ণর পদেও অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু এ পদের দায়িত্বও তিনি সহজভাবে গ্রহণ করেননি। অতএব,

গভর্ণর পদ গ্রহণ করতে শর্ত আরোপ করেছিলেন

সমসাময়িক খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا, মক্কা মুকাররামা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا ও তায়েফের গভর্ণর নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি এই দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করতে থাকেন, খলিফা কর্তৃক বারংবার বলার প্রেক্ষিতে এই শর্তে তিনি গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, আমাকে পূর্বের গভর্ণরদের মতো জনসাধারণের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করতে বাধ্য করা যাবে না। ওয়ালিদ এই শর্ত গ্রহণ করতঃ বললেন: "اِعْمَلْ بِالْحَقِّ وَاِنْ لَّمْ تَرْفَعْ اِلَيْنَا اِلَّا دِرْهَماً وَاحِداً অর্থাৎ আপনি ন্যায়ের উপর আমল করুন, যদিওবা আমাদের এক দিরহামই উসুল হোক না কেন।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৪৩ পৃষ্ঠা)

জুলুমের পরিণতি হলো ধ্বংস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাদানী মনোভাব সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, গভর্ণরের ন্যায় পদ, যা ক্ষমতার মূল কেন্দ্র ছিলো, তাও তিনি এই শর্তে গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁকে জুলুম করতে বাধ্য করা যাবে না, নিঃসন্দেহেই মানুষের উপর জুলুম করাতে দুনিয়া-আখিরাতের অসংখ্য অকল্যাণ রয়েছে, এতে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতাও রয়েছে এবং বান্দার অধিকারের উপরও হস্তক্ষেপ।

সুতরাং আমাদের যদি কোনো পদ বা দায়িত্বভার অর্জিত হয়ে যায়, তবে এই বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মর্যাদা ও শক্তির দাপটে যেন আমাদেরকে মানুষের উপর নিপীড়ন করতে বাধ্য না করে, যার পরিণামে আমরা কিয়ামতের ময়দানে লাঞ্ছিত ও অপমনিত হয়ে যাই।

জুলুম কাকে বলে?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা “**জুলুমের পরিণতি**” এর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত জুরজানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর রচিত কিতাব ‘**আত্-তারিফাত**’ এ **অত্যাচারের সংজ্ঞা** প্রদান করতে গিয়ে বলেন: কোন জিনিসকে তার স্থানের পরিবর্তে অন্য স্থানে রাখা। (আত্-তারিফাত লিল্ যুরযানী, ১০২ পৃষ্ঠা) ইসলামী শরীয়াতে জুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, কারো হক আত্মসাৎ করা, কাউকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা, কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেয়া। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)

নিঃস্ব কে?

হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশায়রী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস সংকলন “**সহীহ মুসলিম শরীফে**” উদ্ধৃত করেন: **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কী জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে যার কাছে টাকা পয়সা ও ধন সম্পদ নেই, সেই নিঃস্ব। ইরশাদ করলেন: “আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিনে নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে এভাবে উপস্থিত হবে যে, একে গালি দিয়েছিল, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল, কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছিল, আর তার নেকীসমূহ থেকে এই মজলুমকে কিছু দিয়ে দেয়া হবে, অমুক মজলুমকে কিছু দিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর যদি তার দায়িত্বে কারো হক থেকে থাকে, তা আদায় করার পূর্বে তার নেকীর ভান্ডার

শেষ হয়ে যায় তবে সেই মজলুমদের পাপের বোঝা নিয়ে সে জালিমের ঘাঁড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

(সহীহ মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৫৮১)

কেঁপে উঠুন!

হে নামাযীরা! হে রোযাদাররা! হে হাজীরা! হে পূর্ণমাত্রায় যাকাত আদায়কারীরা! হে দান-অনুদান প্রদানকারীরা! হে নেককারের বেশধারীরা! সাবধান হয়ে যান! কেঁপে উঠুন! প্রকৃত নিঃস্ব হচ্ছে সে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, হজ্জ, সদকা, যাকাত, দান-খয়রাত, জন কল্যাণমূলক কাজ এবং বড় বড় নেকীর পাহাড় নিয়ে উপস্থিত হওয়ার পরও সাওয়াব শুন্য হয়ে খালি হাতই রয়ে যাবে! যাকে কখনো গালি দিয়ে, শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া ধমক দিয়ে, অপমানিত-লাঞ্চিত করে, মারধর করে, জিনিস ধার নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেরত না দিয়ে, ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করে দিয়ে, মনে আঘাত দিয়ে অসন্তুষ্ট করেছিল, কিয়ামতের দিন তারা তার সমস্ত সাওয়াব নিয়ে নেবে এবং তার সাওয়াবের ভান্ডার শেষ হয়ে যাওয়াবস্থায় তাদের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে বহন করে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

(জুলুমের পরিণতি, ৯ পৃষ্ঠা)

হামেশা হাত ভালায়ি কে ওয়াস্তে উঠেঁ, বচানা জুলুম ও সিতম সে মুঝে সদা ইয়া রব!
রাহেঁ ভালায়ি কি রাহোঁ মেঁ গামযন হার দম, করেঁ না রুখ মেরে পাওঁ গুনাহ কা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৬, ৯৭ পৃষ্ঠা)

প্রথম মাদানী পরামর্শসভা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পৌঁছলেন, তখন সেখানকার বড় বড় ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদেরকে رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মাদানী পরামর্শের জন্য একত্রিত করলেন এবং তাঁদের খেদমতে আরয করলেন: আমি আপনাদেরকে এমন একটি কাজের জন্য আহ্বান করেছি, যাতে আপনারা সাওয়াব পাবেন এবং আপনারা সত্যের সহায়ক রূপে পরিগণিত হবেন। আপনারা যদি কাউকে জুলুমের শিকার হতে দেখেন কিংবা আমার

কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক কারো উপর জুলুম হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানেন, তবে আমি আপনাদেরকে **আল্লাহ পাকের** দোহাই দিচ্ছি যে, সে সংবাদ আমাকে অবশ্যই পৌঁছাবেন। ফকীহ্গণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام তাঁর এই উদ্যোগময় চেতনায় অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং সকলে তাঁকে কল্যাণময় দোয়া করে ধন্য করলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৪১ পৃষ্ঠা) সম্ভবতঃ এই মাদানী পরামর্শেরই প্রভাব ছিল যে, যখনই হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কোনো কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ মদীনা শরীফের ফকীহ্গণের সমন্বয়ে গঠিত মজলিশে শূরা হতে সেটির পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তারই বরকতে তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল থেকে পরিত্রাণ পেতো। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা রবী‘ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর নিকট হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর কোনো বিচারের কথা আলোচনা হলে তিনি বলেন: **ওয়াল্লাহ! (আল্লাহর** শপথ) তিনি কখনও ভুল বিচার করেননি।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩২, ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ এবং প্রাশাসনিক কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا গভর্ণর পদে দায়িত্ব পালণের সূচনা করেন মদীনা শরীফের ফকীহগণের সাথে মাদানী পরামর্শের মাধ্যমেই এবং অপরদিকে আমরা, যখনই আমাদের কোনো দায়িত্ব বা পদ অর্জিত হয়, তখন অধীনস্থ কারো সাথে পরামর্শ করা তো দূর যদি তারা নিজ থেকেও আমাদের পরামর্শ দেবার সাহস করে বসে, তবে আমরা তাদেরকে বে-আদব, অসভ্য, গলাবাজ বলে মনে করি বরং কখনও কখনও নিজের পদের দাম্ভিকতায় এসে তাকে গালমন্দ করে, মানহানিকর আচরণের মাধ্যমে তার মন ভেঙ্গে চুরমার করে দিই। নিঃসন্দেহে দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়াদিতে পরামর্শের বড়ই গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বরকত রয়েছে। আহ! আমরা যেন শিষ্টতার শিক্ষা নিয়ে আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরামর্শ করার সুন্নাতের উপর আমল করি এবং উদার মনে নিজেদের অধিনস্থ ইসলামী ভাইদের মতামত নেয়ার স্বভাব বানিয়ে নিই আর তাদের গ্রহণযোগ্য মতামত গ্রহণ করি।

www.dawateislami.net

পরামর্শ করা সুন্নাত

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করেন:

وَشَاوِرۡهُمۡ فِی الۡاَمۡرِ
(পারা: ৪, আলে ইমরান, ১৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর কার্যাদিতে তাদের সাথে পরামর্শ করুন!

এই আয়াতের তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে উল্লেখ রয়েছে: এতে তাদের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশও রয়েছে এবং তাদেরকে মর্যাদা প্রদানও বিদ্যমান রয়েছে। আর এ উপকারও রয়েছে, পরামর্শ করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে এবং উম্মতগণ ভবিষ্যতে এটা দ্বারা উপকার ভোগ করতে থাকবে। (খাযায়িনুল ইরফান)

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী ও দ্বাহহাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا হতে বর্ণিত, **আল্লাহ পাক নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **তাঁর** সাহাবার সাথে পরামর্শ করার জন্য নির্দেশ এই কারণে দেননি যে, **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাদের পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, বরং এ কারণেই যে, তাদেরকে পরামর্শ করার গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো এবং **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরবর্তীতে উম্মতগণ যেন পরামর্শ গ্রহনে **তাঁর** আনুগত্য ও অনুসরণ করে।

(তাফসীরে কুরতুবী, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

সৌভাগ্যবান কে?

হযরত সাহাল বিন সাআদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে বর্ণনা করেন: "مَا شَقِيَ قَطُّ عَبۡدٌ بِمَشۡوَرَةٍ وَمَا سَعَدَ بِاسۡتِغۡنَاءِ رَأۡيٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরামর্শ গ্রহণ করে সে কখনও হতভাগ্য হয় না, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজস্ব মত এবং অপরের পরামর্শ গ্রহণ করে না সে কখনও সৌভাগ্যবান হয় না।"

(আল জামিউ লিআহকামিল কোরআন, আল জুযউর রাবি, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

পরামর্শ বরকত লাভের চাবিকাঠি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “ اِنَّ الْمَشْوَرَةَ وَالْمُنَاظَرَةَ بَابَا رَحْمَةٍ وَمِفْتَاحَا بَرَكَةٍ لَا يَضِلُّ مَعَهُمَا رَأْىٌ وَلَا يُفْقَدُ مَعَهُمَا حَزْمٌ অর্থাৎ পরামর্শ এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় পরস্পর মত-বিনিময় রহমতের দরজা ও বরকতের চাবিকাঠি, যেটার কারণে কোনো মতামত পথভ্রষ্ট হয় না এবং দূরদর্শিতা প্রতিষ্ঠিত থাকে।”

(বাদায়িআস্ সালাক ফি তাবায়িয়িল মলিক, মাশওয়ারাতু যাওয়ি রায়িন, ১ম খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

‘পরামর্শ’-এর গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কিত ৫টি বর্ণনা

১. হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَنْ اَرَادَ اَمْراً ، فَشَاوَرَ فِيْهِ وَقَضَى اِهْتَدَى لِأَرْشَدِ الْاُمُوْرِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করে আর সে ব্যাপারে কোনো মুসলমান ব্যক্তি হতে পরামর্শ গ্রহণ করে, **আল্লাহ পাক** তাকে সঠিক কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।” (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৭ম খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

২. হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “কোন জাতি যখনই পরস্পর পরামর্শ করে **আল্লাহ পাক** সেই জাতিকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।” (কুরতুবী, ৪র্থ খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

৩. হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَاخَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَانَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَاعَالَ مَنِ اقْتَصَدَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইস্তেখারা করবে, সে অকৃতকার্য হবে না এবং যে ব্যক্তি পরামর্শ করবে, সে লজ্জিত হবে না আর যে ব্যক্তি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে, সে নিঃস্ব হবে না।”(তাবারানী আওসাত, ৫ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬৬৩৭)

৪. কোনো বিজ্ঞ লোক থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন বিষয়টি মেধার জন্য বেশি সহায়ক, আর কোন বিষয়টি বেশি ক্ষতিকর। তিনি বললেন: বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনটি বিষয় বেশি উপকারী, (১) ওলামায়ে কিরামদের সাথে পরামর্শ করা, (২) কাজে অভিজ্ঞতা থাকা, (৩) কাজ ধীরে-সুস্থে করা, অপর দিকে বেশি

ক্ষতিকারকও তিনটি বিষয়। (১) নিজের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া, (২) অনভিজ্ঞতা (৩) তাড়াহুড়া। (আল ইকদুল ফরিদ, ১ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

৫. হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা আলী মরতুজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "خَاطَرَ مَنِ اسۡتَغۡنٰی بِرَاۡیِہٖ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের মতামতকেই যথেষ্ঠ মনে করেছে, সে বিপদে পড়ে গেছে।[১] (আল মুস্তাতরাফ, ৩য় খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

জ্ঞানের মূল্যায়নকারী

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নিজেই কেবল একজন অসাধারণ আলেমই ছিলেন না বরং জ্ঞান ও জ্ঞানীদেরকে মূল্যায়নকারীও ছিলেন, যেমনটি তিনি বলেন: "اِنِ اسۡتَطَعۡتَ فَکُنۡ عَالِمًا فَاِنۡ لَّمۡ تَسۡتَطِعۡ فَکُنۡ مُتَعَلِّمًا فَاِنۡ لَمۡ تَسۡتَطِعۡ فَاَحِبَّھُمۡ فَاِنۡ لَّمۡ تَسۡتَطِعۡ فَلَا تُبۡغِضۡھُمۡ" অর্থাৎ তোমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় তবে একজন আলেম হও, যদি তা সম্ভব না হয়, তবে শিক্ষার্থী হও, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে ওলামায়ে কিরামের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখো, তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ তাদের বিরুদ্ধে ঘৃনাভাব রেখো না।" অতঃপর বলেন: "যে ব্যক্তি এই উপদেশ মেনে নিয়েছে, তার জন্য মুক্তির কোনো না কোন পথ বের হয়ে যাবেই اِنۡ شَآءَ اللّٰہ।"

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হিকাম, ১১৩ পৃষ্ঠা)

মুঝ কো এ্যয় আত্তার সুন্নী আলেমোঁ সে পেয়ার হে,
اِنۡ شَآءَ اللّٰہ দো জাঁহা মেঁ মেরা বেড়া পার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

জ্ঞানার্জনের উপায়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত একে মুর্খতার উপর অগ্রাধিকার দেবে না আর কখনও সত্যকে অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যাকে পরিহার করবে না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা)

---

১. 'পরামর্শ' সম্পর্কে আরো মাদানী ফুল অর্জন করতে দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত 'রাসায়িলে দাওয়াতে ইসলামী' কিতাবে সংযুক্ত 'মাদানী কামোঁ কি তাকসীম' রিসালার ৩০ থেকে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অবশ্যই পাঠ করে নিন।

www.dawateislami.net

আমলকারী আলিম হও

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত আব্দুর রহমান বিন নুআইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এক চিঠিতে লিখেন: "নিশ্চয় জ্ঞান ও আমল খুবই নিকটবর্তী, সুতরাং আমলকারী আলিম হও, কেননা যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখে, কিন্তু আমল করে না, তার জ্ঞান তার জন্য শাস্তিতে পরিণত হয়ে যায়।"

(তারিখে তাবারি, ৪র্থ খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা)

জ্ঞান হলো ধনীর সৌন্দর্য

অন্যত্র তিনি বলেন: " تُعَلِّمُوْا الْعِلْمَ فَاِنَّهٗ زَيْنٌ لِلْغَنِيِّ وَعَوْنٌ لِلْفَقِيْرِلَااَقُوْلُ اِنَّهٗ يَطْلُبُ بِهٖ وَلٰكِنَّهٗ يَدْعُوْ اِلَى الْقَنَاعَةِ অর্থাৎ জ্ঞানার্জন করো! এটা হলো ধনীর সৌন্দর্য এবং দরিদ্রের সাহায্যকারী, আমি এটা বলছি না যে, দরিদ্ররা জ্ঞানের মাধ্যমে ভিক্ষা করবে, বরং জ্ঞান তাকে অল্পতুষ্টির প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।" (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৪৬ ১)

জ্ঞানের ফযীলত

রাসুলে আকরাম, নুরে মুজাসসাম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ অর্থাৎ জ্ঞানীর মর্যাদা আবিদের (ইবাদতকারীর) উপর তেমনি, যেমন পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মর্যাদা নক্ষত্ররাজির উপর।" (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২২৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ইলমে দ্বীনের অপরিসীম ফযীলত ও গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু বর্তমান যুগে এই ব্যাপারে আমাদের অবস্থা একেবারে বর্ণনাতীত, পদমর্যাদার লোভ ও সম্পদ-পিপাসা আমাদের অন্তরকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে যে, আমরা সম্মান, প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য দুনিয়ার যেকোনো কাজ শিখতে প্রস্তুত হয়ে যাই, কিন্তু নিজের আখিরাতকে সাজাতে ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য আমাদের নিকট সময় হয় না, মনে রাখবেন! ইলম সম্পদ হতে উত্তম, যেমন;

www.dawateislami.net

জ্ঞান (ইলমে দ্বীন) সম্পদ হতে উত্তম

মওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: ইলমে দ্বীন সম্পদ হতে সাতটি কারণে উত্তম: (১) ইলমে দ্বীন হচ্ছে পয়গম্বরদের রেখে যাওয়া সম্পদ, পক্ষান্তরে সম্পদ হচ্ছে ফেরআউন, হামান ও নমরূদের (২) সম্পদ ব্যয় করলে কমে যায়, পক্ষান্তরে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় (৩) মানুষ সম্পদের রক্ষনাবেক্ষণ করে, পক্ষান্তরে জ্ঞান স্বয়ং মানুষেরই রক্ষণাবেক্ষণ করে (৪) মৃত্যুর পরে সম্পদ পৃথিবীতেই রয়ে যায়, পক্ষান্তরে জ্ঞান সাথে কবরেও গমন করে (৫) সম্পদ মুমিন ও কাফির সবাই অর্জন করতে পারে, পক্ষান্তরে ইলমে দ্বীনের উপকারিতা ভোগ করতে পারে একমাত্র মুমিনেরাই (৬) কেউ আলিম ছাড়া চলতে পারে না, কিন্তু এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের ধনীর প্রয়োজন হয় না (৭) জ্ঞান দ্বারা পুলসিরাত পার হওয়ার ক্ষমতা অর্জিত হয়, পক্ষান্তরে সম্পদের কারণে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

(তাফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

জ্ঞানকে সংরক্ষণ করার উপায়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "اَيُّهَا النَّاسُ قَيِّدُوْا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ অর্থাৎ হে লোকেরা! লেখার মাধ্যমে জ্ঞানকে সংরক্ষন করো।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই দ্বীনি জ্ঞান অর্জন কিংবা প্রজ্ঞাময় কোনো বিষয় শিখবেন, তবে তা লিখার অভ্যাস গড়ে তুলুন, ইলমে দ্বীনের বিষয় লিখে নেয়াতে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়ে যায় এবং তার স্থায়ী করে রাখারও একটি ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবু কিলাবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "ভুলে যাওয়ার চাইতে লিখে রাখা অনেক উত্তম।" (জামে বয়ানুল ইলম ওয়া ফাদলিহি, পৃষ্ঠা ১০৩) নাহু শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত খলীল বিন আহমদ তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "যা কিছু আমি শুনেছি, লিখে নিয়েছি আর যা কিছু লিখেছি, মুখস্থ করে নিয়েছি এবং যা কিছু মুখস্থ করেছি, তা থেকে উপকারও ভোগ করেছি।" (প্রাগুক্ত, ১০৫ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আছাম

বিন ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উপকারী বিষয়াদি লিখে রাখার জন্য এক দিনার দিয়ে একটি কলম কিনে নিয়েছিলেন। (তালিমুল মুতাআল্লিম, ১০৮ পৃষ্ঠা) (তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫ম অংশ)

আপনি পুনরায় আপনার স্থানে ফিরে যান

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে যদিও প্রশাসনিক কারণে সব শ্রেণীর লোকজনের সাথে মেলামেশা করতে হতো, তথাপি তাঁর সর্বাধিক মেলামেশা ছিল জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে, সে কারণে বিভিন্ন ভাবে তাঁদের গুণকিত্তন করতেন, যেমন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا অবস্থান করছিলেন, একজন দূত হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসাইয়াব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নিকট প্রেরণ করেন যে, তাঁর কাছ থেকে যেন একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আসেন। দূতটি ভূলে বলে দিলেন যে, আপনাকে "আমীর" ডেকেছেন, হযরত সাঈদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কোন শাসক বা খলিফার নিকট যাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না, কিন্তু আহ্বান তো ছিল হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ন্যায় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকেই, এ জন্য হযরত সাঈদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর আহ্বানে না যাওয়াকে ভাল মনে করলেন না, তৎক্ষণাৎ তিনি জুতো পরিধান করে দূতের সঙ্গে চলতে লাগলেন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন দেখলেন, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه স্বশরীরে উপস্থিত হয়েছেন, তখন তিনি তা ব্যাখ্যা করলেন: জনাব! আমি দূতকে আপনাকে ডাকার জন্য পাঠাইনি বরং তাকে আমি এ কারনেই পাঠিয়েছিলাম যে, সে যেন আপনার কাছ থেকে একটি মাস্আলা জেনে আসে। এটা তার ভুল যে, সে আপনাকে এখানে আসার কষ্ট দিয়েছে, **আল্লাহর** ওয়াস্তে আপনি আপনার স্থানে ফিরে যান, আমার দূত সেখানে গিয়েই আপনার কাছ থেকে মাস্আলাটি জেনে আসবে। (আত তাবক্বাতুল কুবরা, ২য় খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা)

আদব সম্পন্নরাই সৌভাগ্যবান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আলিমে দ্বীনের কীরূপ সম্মান করলেন আর দূতের ভূলের

বিষয়টিকে কীভাবে নিরসন করিয়ে দিলেন! আমাদেরও উচিত যে, ওলামায়ে কিরামের আদব ও সম্মানে কোনরূপ কমতি না রাখা, আলিমের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী প্রতিটি বস্তুই এমনকি মাছেরাও আলিমের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে আর আলিমের ফযীলত ইবাদতকারীর তুলনায় এমন, যেমনিভাবে পূর্ণিমা রাতে চাঁদের ফযীলত নক্ষত্ররাজির উপর এবং আলিমগণ হচ্ছেন আম্বিয়ায়ে কিরামের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত, আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্পদ টাকা পয়সা নয়, তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে শুধুমাত্র জ্ঞানকেই রেখে গেছেন, তাই যে ব্যক্তি তা অর্জন করলো, সে যেন পুরোটাই অর্জন করে নিলো।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, বাবু মা'জা ফি ফদলিল ফিকহা, হাদীস নং: ৩৬৯১, ৪র্থ খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)

আলিমে দ্বীনকে সম্মান করার প্রতিদান

এক ব্যক্তির ইন্তিকালের পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? সে উত্তরে বললো: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। স্বপ্ন দেখা লোকটি জিজ্ঞাসা করলো: কোন আমলটি কাজে এসেছে? উত্তর দিলো: একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ নদীর তীরে ওযু করছিলেন এবং সেখানে আমিও উঁচু একটি জায়গায় ওযু করতে বসলাম, আমার দৃষ্টি যখনই ইমাম সাহেবের উপর পড়লো, তখনি আমি নিচে নেমে আসি। ব্যস, এই আমলটিই আমার কাজে এসে গেলো, আমি ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে গেলাম। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১৯৬ পৃষ্ঠা)**

ওলামায়ে কিরামের সম্মানে অলসতা করবেন না

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه ওলামায়ে কিরামের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে গিয়ে লিখেন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত সকলের বরং সমস্ত মুসলমানদেরই আবশ্যক যে, তারা যেন কখনও ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সাথে সংঘর্ষে না জড়ান, তাঁদের আদব ও সম্মানে কোনরূপ অলসতা করবেন না, ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের

অবমাননা করা থেকে সর্বদা বিরত থাকুন। হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত, “আলিমরা জমিনে **আল্লাহ পাকের** দলিল ও প্রমাণ স্বরূপ, অতএব যে ব্যক্তি আলিমের দোষ বের করলো, সে ধ্বংস হয়ে গেলো।” (কানযুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) আমার আক্বা আ'লা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: “তাঁদের (অর্থাৎ আলিমের) ছিদ্রান্বেষণ (অর্থাৎ দোষ-ত্রুটি বের করা) এবং তাঁদের প্রতি আপত্তি পেশ করা হারাম এবং সে কারণে দ্বীনের পথপ্রদর্শন থেকে দুরে সরে থাকা আর মাস্‌আলা শিক্ষার সুবিধা পরিহার করে চলা তার জন্য বিষ তুল্য।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৭১১ পৃষ্ঠা) সেসব মুর্খ লোকদের ভীত হওয়া উচিত, যারা কথায় কথায় ওলামায়ে কিরাম সম্পর্কে অপমানজনক বাক্য বলে দেয়, যেমন, ‘ভাই! একটু বেঁচে থাকবেন ‘আল্লামা সাহেব’ তো, আলিমরা লোভী হয়ে থাকে, আমাদের খেয়ে চলে, আমাদের কারণে তাদের কোন দাম নাই, বাদ দাও তো, সে তো আস্ত একটা মৌলভী (مَعَاذَ اللّٰہ আলিমদের বিদ্ধেষে লোকেরা ঘৃণাভরে বলে দেয়) ‘এরা তো মোল্লা’ ইত্যাদি ইত্যাদি। (কুফরিয়া কলিমাত কে বারে মেঁ সোয়াল জাওয়াব, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

সারে সুন্নী আলেমোঁ সে তু বানা কর রাখ্ সদা,
কর আদব হার এক কা, হোনা না তু উন সে জুদা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে অপছন্দ করতেন

গভর্ণরদের মধ্যে “হাজ্জাজ বিন ইউসুফ” ওয়ালিদের যুগে বেশি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলো, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ তাকে তার অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে নিকৃষ্ট মনে করতেন আর বলতেন: যদি কিয়ামতের দিন দুনিয়ার সকল গোত্র দুষ্ট লোকের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় আর প্রত্যেক গোত্র যদি নিজেদের দুষ্ট লোকদেরকে প্রতিযোগিতার জন্য নিয়ে আসে, তখন আমরা হাজ্জাজকে এগিয়ে দিয়ে সমগ্র দুনিয়ার উপর প্রাধান্য লাভ করবো।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১০৮ পৃষ্ঠা)

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মদীনা প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মদীনা শরীফের গভর্ণর ছিলেন, তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে 'আমীরুল হজ্ব' বানানো হয়েছিল। তাই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খলিফার নিকট পত্র লিখলেন: দয়া করে হাজ্জাজের মদীনা আগমনের ক্ষেত্রে বিরত রাখবেন। খলিফা হাজ্জাজকে বললেন: ওমর বিন আব্দুল আযীয (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) এ বিষয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি তোমার আগমনকে পছন্দ করে না, যদি তুমি তাঁর নিকট না যাও, তবে এতে অসুবিধা কী? অতএব, হাজ্জাজ মদীনায় গেলো না। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২৫ পৃষ্ঠা)

অন্য প্রান্তে চলে গেলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ গভর্ণর থাকাবস্থায় এক রাতে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হন, এবং উচ্চ স্বরে কিরাত[১] সহকারে নামায পড়তে লাগলেন, কণ্ঠ খুবই আকর্ষণীয় ছিলো, ঘটনাক্রমে নিকটে কোথাও হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর উপস্থিতির কথা জানতেন না, অতএব তিনি তাঁর গোলাম 'বুর্দ'কে বললেন: "এই কিরাত পাঠকারীকে এখান থেকে সরিয়ে দাও, তার আওয়াজ আমাকে ব্যথিত করছে।" গোলামটি এই কাজে সাহস করতে পারছিলো না আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যথারীতি নামায পড়েই যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর হযরত সাঈদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ গোলামটিকে পুনরায় বললেন: "বুর্দ! বড়ই পরিতাপের বিষয়! আমি বললাম: এই কিরাত পাঠকারীকে এখান থেকে সরিয়ে দাও, কিন্তু তুমি এখনও সরালে না।" বুর্দ আরয করলো: "হুযুর! মসজিদ তো আমাদের কারও নিজস্ব সম্পদ না।" এ কথাটি যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কানে আসলো, তখন তিনি নিজের জুতো উঠিয়ে নিলেন এবং মসজিদের অপর প্রান্তে চলে গেলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২৩ পৃষ্ঠা)

---

১. দিনের নফল নামাযে কিরাত নিম্ন স্বরে পড়া ওয়াজিব এবং রাতের নফল নামাযে একা পড়লে অনুমতি রয়েছে, আর জামাআত সহকারে রাতের নফল নামায পড়লে, তবে উচ্চ স্বরে পড়া ওয়াজিব। (দুররে মুখতার মাআ রদ্দে মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

খেদমতের সময়ের স্মৃতিচারণ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا খেদমতের সময়ে নতুনভাবে মসজিদে নববীর সংস্কার করেন। যদিও আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর যুগ থেকেও মসজিদে নববীর বেশ কিছু কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিলো তবে বিশেষ করে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ একে খুবই আলিশান করে বানিয়েছিলেন, অতঃপর আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পর থেকে আব্দুল মালিক পর্যন্ত মসজিদে নববীতে কোন প্রকার কাজ হয়নি, ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক যখন খেলাফতের মসনদে আসীন হলেন, তখন মসজিদে নববীকে নতুন আঙ্গিকে বানাতে চাইলেন, অতএব তিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে চিঠি লিখলেন: মসজিদে নববীকে নতুন রূপে নির্মাণ করা হোক। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদের আশপাশের জায়গাগুলো ক্রয় করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং মদীনার ফোকাহায়ে কেরামগণ মসজিদে নববীর নতুন রূপে বিনির্মাণের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন আর মসজিদ নির্মাাণের কাজ শুরু হয়ে গেলো। পূর্বে মসজিদে ইমামের জন্য আকর্ষনীয় মেহরাব হতো না। সর্বপ্রথম হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মেহরাব তৈরি করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই নব আবিষ্কারটি (বিদআতে হাসানা) এতোই সর্বজনগৃহীত হলো যে, এখনও পর্যন্ত সরা দুনিয়ায় মসজিদের পরিচয় এই মেহরাব দিয়েই হয়ে থাকে। পবিত্র রওজা শরীফের চতুর্দিকে ডবল দেওয়াল তৈরি করেন, মদীনার আশেপাশে যেসব মসজিদে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামায আদায় করেছেন, সেগুলোকে নকশাদার পাথর দিয়ে সংস্কার করেন, মদীনা

মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পানির কূপ খনন করান এবং রাস্তাগুলো সমতল করিয়ে দেন। (আল হিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ন্যায় নামায

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন মদীনার গভর্ণর ছিলেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ খাদেম জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ইরাক হতে মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا আগমন করলে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পেছনে নামায আদায় করেন। তাঁর নিকট হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামায খুবই পছন্দ হলো। অতএব, নামায পড়ার পর বললেন: "مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَشْبَهَ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ مِنْ هٰذَا الْغُلَامِ অর্থাৎ আমি এই যুবকের চেয়ে বেশি **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ন্যায় নামায পড়তে আর কাউকে দেখিনি।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৪ পৃষ্ঠা)

ধীরে ধীরে নামায পড়ার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নামায ধীরে ধীরে এবং প্রশান্তি সহকারে পড়া উচিৎ, যেন আমাদের নামায কবুলিয়তের দরজা (মেরাজ) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা ওবাদা বিন সামিত رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে অতঃপর নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়, রুকু, সিজদা ও কিরাত পরিপূর্ণরূপে আদায় করে, তখন নামায বলে: '**আল্লাহ পাক** তোমাকে হেফাজত করুক, যেভাবে তুমি আমার হেফাজত করলে।' অতঃপর সেই নামাযকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় আর তার জন্য চমক ও নূর হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, এক পর্যায়ে তা **আল্লাহ পাকের** দরবারে পেশ করা হয় এবং সেই নামায ওই নামাযীর পক্ষে **আল্লাহ পাকের** দরবারে সুপারিশ করে। পক্ষান্তরে সে যদি রুকু, সিজদা ও কিরাত পরিপূর্ণ আদায়

না করে, তখন নামায বলে: ‘**আল্লাহ পাক** তোমাকে ধ্বংস করুক, যেভাবে তুমি আমাকে ধ্বংস করলে।’ অতঃপর এই নামাযকে এমনভাবে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে যে, এর উপর অন্ধকার আচ্ছন্ন থাকবে এবং এর জন্য আসমানের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। অতঃপর সেই নামাযকে পুরাতন কাপড়ের ন্যায় মুড়িয়ে ঐ নামাযীর মুখে নিক্ষেপ করা হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৩১৪০)

মে পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়োঁ বা জামাআত, হো তৌফিক এয়সী আতা ইয়া ইলাহী!
মে পড়তা রহোঁ সুন্নাতেঁ ওয়াক্ত হি পর, হোঁ সারে নাওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাটির উপর সিজদা করতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (কাপড় ইত্যাদির পরিবর্তে) সর্বদা মাটিতেই সিজদা করতেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

মাদানী ফুল: সিজদা সরাসরি মাটিতে কোন কিছুর অন্তরাল ব্যতিত করা মুস্তাহাব। যদি কোন কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজদা করা হয়, তবে কোনো অসুবিধা নাই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৫২৯, ৫৩৮ পৃষ্ঠা)

আগে পড়তে পারেননি

হযরত সায়্যিদুনা মাকাতিল বিন হাইয়্যান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি যখন তিলাওয়াত করতে করতে ২৩ পারার সূরা ছাফফাতের ২৪ নম্বর আয়াত وَ قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَ ﴿۲۴﴾ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তাদেরকে থামাও, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে) এ এসে পৌঁছালেন, তখন কান্না করতে লাগলেন, এই আয়াতটি বার বার পড়তে লাগলেন, কিন্তু সামনে অগ্রসর হতে পারলেন না।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৭ পৃষ্ঠা)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উক্ত আয়াতের পাদটীকায় লিখেন: (অর্থাৎ) পুলসিরাতের পাশে (থামাও), হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: কিয়ামত দিবসে বান্দা আপন স্থান ত্যাগ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না: (১) তার জীবন সম্পর্কে, সে তার জীবনটি কীভাবে অতিবাহিত করেছে? (২) তার ইলম সম্পর্কে, সে এর উপর কী আমল করেছে? (৩) তার সম্পদ সম্পর্কে, উপার্জন কীভাবে করেছে, আর কোথায় ব্যয় করেছে? (৪) তার শরীর সম্পর্কে, সে তা কোন কাজে ব্যবহার করেছে? (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৪২৫)

তুলেঁ মেরে আমাল মীযাঁ পে জিস দম,
পড়ে এক ভি নেকি না কম ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا আদব, সম্মান ও মর্যাদার প্রতি খুব বেশি লক্ষ্য রাখতেন, যেমন মদীনা শরীফের হেরেমের যে সীমারেখা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে কোনো বৃক্ষ বা ঘাস কর্তন করা যেত না, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত ইব্রাহীম عَلَيۡهِ السَّلَام মক্কাকে হেরেম বানিয়েছেন এবং আমি মদীনাকে হেরেম বানাচ্ছি এর আশপাশকেও, এর মধ্যে রক্তপাতও চলবে না, শিকারও করা যাবে না, আর এখানকার বৃক্ষও কাটা যাবে না।

(মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস নং: ১৩৬২, ৭০৯ পৃষ্ঠা)

সম্ভবতঃ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীটির প্রতি লক্ষ্য রেখে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতেন: এক ব্যক্তিকে আমার সামনে এ অবস্থায় আনা হলো যে, সে মদ নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটা অসহ্য যে, কোনো ব্যক্তিকে আমার সামনে এ অবস্থায় আনা হয় যে, সে মদীনার হেরেম শরীফ হতে কোনো কিছু কেটে নিয়ে যাচ্ছে। (মু'জামুল বুলদান, বাবু জীম ওয়াদ দাল, ৪র্থ খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)

বাহ! মদীনার কথাই বা কী বলব!!

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন আর মদীনা নগরীর দেওয়ালগুলো দেখতেন, তখন এর ভালবাসার কারণে নিজের বাহনকে দ্রুতবেগে চলাতেন আর যদি ঘোড়ায় আরোহী থাকতেন, তবে ঘোড়াকে গোড়ালী দিয়ে চাপ দিতেন। (বুখারী, কিতাবুল হাজ্ব, হাদীস নং: ১৮০২, ১ম খন্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা)

তু আত্তার কো চশ্‌মে নম দেয় কেহ হার দম,
মদীনে কে গম মেঁ রুলা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আহ্‌লে বাইতের প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ পবিত্র আহ্‌লে বাইতদের (নবী-পরিবারের পবিত্রাত্মা সদস্যগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) প্রতি অনেক ভালবাসা পোষণ করতেন, এমনকি যখন কোনো কিছু **আল্লাহ পাকের** পথে পেশ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন বলতেন: اِبۡتَغُوۡا اَهۡلَ بَيۡتٍ بِهِمۡ حَاجَةٌ অর্থাৎ ঐ আহলে বাইতদের খোঁজ করো, যাঁরা অভাবগ্রস্ত। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৪২ পৃষ্ঠা)

আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসার উপকারিতা

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَحِبُّوا اللّٰهَ لِمَا يَغۡذُوۡكُمۡ مِنۡ نِعَمِهٖ وَاَحِبُّوۡنِيۡ بِحُبِّ اللّٰهِ وَاَحِبُّوۡا اَهۡلَ بَيۡتِيۡ لِحُبِّيۡ অর্থাৎ **আল্লাহ পাককে** ভালবাস, কেননা তিনি তোমাদেরকে আপন নেয়ামত হতে রিযিক দান করেন এবং **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা পাবার জন্য আমাকে ভালবাস আর আমার ভালবাসা পাবার জন্য আমার আহলে বাইতকে ভালবাস। (তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৮১৪, ৫ম খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীস শরীফের পাদটীকায় লিখেন: অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা

অর্জনের জন্য আমাকে ভালবাস, কেননা আমি **আল্লাহ পাকের** প্রিয়পাত্র, প্রিয়তমের প্রিয়পাত্র স্বয়ং নিজেরই প্রিয়পাত্র হয়ে যায়, আমার ভালবাসা অর্জনের জন্য আমার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, সম্মানিত বিবিগণ (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) কে ভালবাস, কেননা তারা আমার প্রিয়পাত্র। মোটকথা হলো, এ ভালবাসায় ক্রমবিন্যাস এরূপ যে, আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা **হুযুর পুরনূর** (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ভালবাসার মাধ্যম। আর **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি ভালবাসা হচ্ছে **আল্লাহ পাককে** ভালবাসার মাধ্যম। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৮ম খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

সাহাবা কা গদা হোঁ অউর আহলে বাইত কা খাদেম,
ইয়ে হে আপ হি কি তো ইনায়ত ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

দাঁড়িয়ে স্বাগতম জানালেন

যেসব ব্যক্তি নবী-পরিবারের সদস্যদের সাথে সামান্যতমও সম্পর্ক রক্ষা করতেন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁদের সাথে খুবই সম্মানজনক আচরণ করতেন। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ছিলেন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আযাদকৃত গোলাম, তাঁর কন্যা একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট এলে তিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগতম জানালেন, নিজের জায়গায় বসতে দিলেন আর তাঁর সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে দিলেন। (তারিখুল খোলাফা, ২৩৯ পৃষ্ঠা) অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খলিফা হওয়ার পর একবার বনু উমাইয়া গোত্রের অনেক লোক তাঁর অপেক্ষায় দরজায় বসে ছিলো, কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا এর গোলামকে সর্বপ্রথম বের হওয়ার সুযোগ দিলেন, তখন হিশাম রেগে গিয়ে বললো: এত কিছুর পরও কি ওমর বিন আব্দুল আযীয শান্তি পেলেন না যে, তিনি একটি গোলামকে সুযোগ দিলেন যে, আমাদের গলায় ফাঁস দিয়ে চলে যাবে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৯২ পৃষ্ঠা)

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুসংবাদ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ মক্কা শরীফের দিকে যাচ্ছিলেন, পতিমধ্যে মরুপ্রান্তরে তিনি একটি মৃত সাপ দেখতে পেলেন। তিনি একটি গর্ত খুঁড়লেন আর সাপটিকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে সেই গর্তে দাফন করে দিলেন। হঠাৎ অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পেলেন: "হে সুররাক! তোমার উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি **আল্লাহ পাকের রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: হে সুররাক! কোনো এক মরুপ্রান্তরে তোমার মৃত্যু হবে আর আমার উম্মতের সেরা ব্যক্তি তোমাকে দাফন করবে।" একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আওয়াজদাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "**আল্লাহ পাক** তোমাকে দয়া করুক, তুমি কে?" সে বলল: "আমি হলাম একজন জিন আর এ হলো সুররাক, আমরা সেসব জিনদের মধ্য হতে একজন, যারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে, আমরা দু'জন ব্যতীত তাদের মধ্য হতে আর কেউ জীবিত নেই, আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "হে সুররাক! তোমার মরুপ্রান্তরে মৃত্যু হবে আর আমার উম্মতের সেরা ব্যক্তি তোমাকে দাফন করবে।"

(দালায়িলুন নুবুয়ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা)

জিনদের তিনটি প্রকার

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জিনদের তিনটি প্রকার রয়েছে, প্রথমটি হলো: যাদের পাখা আছে আর এরা বাতাসে উড়ে বেড়ায়, দ্বিতীয়টি হলো: সাপ আর কুকুর এবং তৃতীয়টি হলো: যারা ভ্রমন ও অবস্থান করে।"

(আল মুস্তাদরিক লিল হাকিম, আল জিন ছলাছতু আছনাফিন, হাদীস নং: ৩৭৫৪, ৩য় খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

জিনদের বিভিন্ন আকৃতি

আল্লামা বদরুদ্দীন শিবলী হানাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আপন 'আকামুল মরজান ফি আহকামিল জান' নামক কিতাবে লিখেছেন: "নিঃসন্দেহে জ্বিনেরা মানুষ ও প্রাণীদের

আকৃতি ধারণ করে নেয়, যেমনটি তারা সাপ, বিচ্ছু, উট, ষাঁড়, ঘোড়া, ছাগল, খচ্চর, গাধা এবং পাখিদের আকৃতি ধারণ করতে থাকে।[১]

(আকামুল মরজান ফি আহকামিল জান, আল বাবুস সাদিস ফি তাতাওরিল জ্বিন্নে ও তাশকীলিহিম, ২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গভর্ণর পদ হতে পদত্যাগ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৮৭ হিজরি থেকে ৯৩ হিজরি পর্যন্ত প্রায় ৬ বৎসর মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন, এ সময় তায়েফ ও মক্কায়ে মুকাররামাও زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا তাঁর পরিচালনাধীন ছিলো। তাঁর ন্যায়পরায়নতা মক্কা-মদীনাবাসীদের মন জয় করে নেন, কিন্তু এক দুঃখজনক ঘটনার কারণে তিনি গভর্ণর পদ হতে পদত্যাগ করেন, ঘটনাটি ছিলো, খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক তাঁকে সংবাদ পাঠালো যে, খুবাইব বিন আব্দুল্লাহ্ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) কে গ্রেফতার করুন এবং ১০০বার বেত্রাঘাতের শাস্তি দিন। অতএব হযরত খুবাইব বিন আব্দুল্লাহ্ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) কে গ্রেফতার করা হলো আর তাঁকে যখন একশটি বেত্রাঘাত করা হলো, তখন একটি কলসিতে ঠান্ডা পানি এনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেওয়া হলো, যা তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত খুবাইব বিন আব্দুল্লাহ্ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর গায়ে ঢেলে দিলেন, শীতকাল ছিলো, তাঁর কাঁপুনি শুরু হয়ে গেলো। যখন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন এবং নিজের কর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে ঘরে নিয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন, অতএব তিনি (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) তাঁর সাহায্যকারী 'মাজেশুন' কে অবস্থাদি জানার জন্য তাঁর ঘরে পাঠালেন। মাজেশুন যখন তাঁর ঘরে পৌঁছালেন, তখন হযরত খুবাইব বিন আব্দুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মরদেহ তার সামনে কাফনে জড়ানো দেখতে পেলেন। মাজেশুন এর

১. জিনদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'জিন্নাত কি হিকায়াত'** এবং ২৬২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'কওমে জিন্নাত অওর আমীরে আহলে সুন্নাত'** অধ্যয়ন করুন।

বর্ণনা হচ্ছে যে, যখন আমি পুনরায় হযরত সাইয়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট পৌঁছালাম, তখন তিনি অস্থিরভাবে উঠা বসা করছিলেন, আমাকে দেখতেই বিচলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কী অবস্থা? যখন আমি হযরত খুবাইব বিন আব্দুল্লাহ্ (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ) এর মৃত্যুর সংবাদ দিলাম, তখন তিনি বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, কিছুক্ষণ পর "اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ" বলতে বলতে উঠলেন এবং গভর্ণর হতে পদত্যাগ করলেন। এই ঘটনার জন্য তিনি সারা জীবন আফসোস করেন, এমনকি যখনই কোনো কাজের জন্য কেউ তাঁর প্রশংসা করতো যে, 'আপনি খুবই মহৎ কাজ করেছেন', তখন তিনি বলতেন: "কিন্তু আমি খুবাইবের সাথে কিরূপ করেছিলাম?" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৪৪ পৃষ্ঠা)

পদত্যাগ না কি পদচ্যুতি?

কিছু বর্ণনা অনুযায়ী প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে ওয়ালিদ নিজেই তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا গভর্ণর পদ থেকে পদচ্যুত করে দিয়েছিলেন, এর বিস্তারিত এরূপ যে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তদানীন্তন খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মলিকের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন, যাতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিলো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন তা জানতে পারলো, তখনই অগ্নিশর্ম্মা হয়ে ওয়ালিদকে একটি চিঠিতে লিখল যে, অনেক দুস্কৃতিকারী লোক ইরাক থেকে দেশান্তর হয়ে মক্কা ও মদীনায় বসবাস করা শুরু করেছে, যা এক প্রকার রাজনৈতিক দুর্বলতাই (এবং এর দায়-দায়িত্ব সেখানকার গভর্ণরের)। ওয়ালিদ উত্তরে লিখলো: আমাকে গভর্ণর পদের জন্য দু'টি নাম প্রস্তাব করো, যাদেরকে সেখানকার গভর্ণরের দায়িত্ব অর্পন করা যায়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খালিদ বিন আব্দুল্লাহ্ এবং ওসমান বিন হাইয়্যানের নাম লিখে পাঠায়, অতএব ওয়ালিদ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে পদচ্যুত করে খালিদ বিন আব্দুল্লাহ্কে মক্কা মুকাররামা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا এবং ওসমান বিন হাইয়্যানকে মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে। (তারিখে তাবারী, ৪র্থ খন্ড, ১৯৯-২১৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষপিত)

কেবল একজন গোলামই সাথে ছিলো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا আগমন করেছিলেন, তখন তাঁর নিজস্ব মালপত্র উটে করে এনেছিলেন, কিন্তু যখন পদচ্যুত হওয়ার পর রাতের অন্ধকারে যখন দামেশক যাবার জন্য বের হলেন, তখন তাঁর সাথে কেবল 'মুযাহিম' নামের একজন গোলাম সাথে ছিলো। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাকুল হয়ে গেলেন

মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا হতে বিদায়ের সময় হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই হাদীস শরীফটি স্মরণে এলো: اَلۡمَدِيۡنَةُ كَالۡكِيۡرِ تَنۡفِىۡ خَبَثَهَا অর্থাৎ মদীনা হল চুল্লীর ন্যায়, কেননা তা ময়লা-আবর্জনা ও গ্লানিসমূহকে দূরীভূত করে দেয়। (আল ইহসানু বিতরতীবি ইবনে হাব্বান, হাদীস নং: ৩৭২৪, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা) এ কারণে তিনি ব্যাকুল হয়ে গেলেন এবং গোলাম মুযাহিমকে বললেন: نَخۡشٰى اَنۡ نَّكُوۡنَ مِمَّنۡ نَّفَتِ الۡمَدِيۡنَةُ অর্থাৎ আমার ভয় হচ্ছে, আমিও যেন তা না হই, যা মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا বের করে দেয়। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৩ পৃষ্ঠা)

আফসোস ওয়াক্তে রুখসত নযদিক আ রাহা হে,
এক হোক উঠ রহি হে দিল বেয়ঠা জা রাহা হে।
আহ! আল ফিরাক আক্বা! আল ওয়াদা মওলা!
আব ছোড় কর মদীনা আত্তার জা রাহা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪১৩ পৃষ্ঠা)

অশুভ প্রথা প্রত্যাখান করা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গোলাম মুযাহিমের বর্ণনা হলো: আমরা যখন মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا থেকে বের হলাম, তখন আমি দেখলাম যে, চাঁদ 'দাবারানে' অবস্থান করছে। আমি তাঁকে এরূপ বলা সঙ্গত মনে করলাম না, বরং এভাবে বললাম: "একটু চাঁদের দিকে

দৃষ্টি দিন, খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে।” তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দেখলেন যে, চাঁদ ‘দাবারানে’[১] অবস্থান করছে। তিনি বললেন: “তুমি সম্ভবত আমাকে এ কথা বলতে চাইছো যে, চাঁদ এখন দাবারানে রয়েছে?” মুযাহিম! আমরা চাঁদ আর সূর্যের সঙ্গে নয়, বরং **আল্লাহু পাক একক ও কাহ্হারের** নির্দেশ ও ইচ্ছায় বের হই।”

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২৭ পৃষ্ঠা)

অশুভ প্রথা কী?

কোনো বস্তু বা কাজ দেখে কিংবা কোনো শব্দ শুনে তা নিজের পক্ষে ভাল বা মন্দ অনুমান করাকে শুভাশুভ নিদর্শন বলা হয়। এটি দুই প্রকার: **(১)** ভাল ও **(২)** মন্দ। যেমন, কোনো ব্যক্তি কোথাও যাবার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলো, এমন সময় একটি কালো বিড়াল তার সামনে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেলো, এটিকে সে তার পক্ষে অপয়া বলে মনে করলো এবং সে পুনরায় ফিরে গেলো অথবা মনে মনে এই ধারণা পোষণ করলো যে, আজ আমার কোনো না কোনো ক্ষতি হবেই, এটি হলো অশুভ প্রথা, যার ব্যাপারে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আর যদি ঘর থেকে বের হতেই কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির সাক্ষাত হয়ে যায়, আর এটিকে সে তার পক্ষে মঙ্গলজনক বলে মনে করে, তবে এটি ভাল নিদর্শন এবং এটি জায়িয।

অশুভ প্রথা বলতে কিছুই নাই

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: لَا طِيَـرَةَ وَ خَيۡرُهَا الۡفَالُ অর্থাৎ অশুভ প্রথা বলতে কিছুই নাই এবং শুভ নিদর্শন গ্রহণ উত্তম বিষয়। লোকেরা আরয করলো: مَا الۡفَالُ؟ শুভাশুভ নিদর্শন কী জিনিস? **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “اَلۡكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسۡمَعُهَا অর্থাৎ ভাল বাক্য যা কারো থেকে শোনে।” (বুখারী, হাদীস নং: ৫৭৫৪, ৪র্থ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ কোথাও যাবার সময় কিংবা কোনো কাজের ইচ্ছা পোষণ

---

১. ‘দাবারান’ চাঁদের একটি গন্তব্যের নাম, এ সময় চাঁদ সপ্তর্ষি নক্ষত্র ও মিথুনের মাঝামাঝি অবস্থান করে, আরবে গণকদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলো যে, চাঁদের এরূপ অবস্থা অপয়া হয়ে থাকে, মুযাহিমের ইঙ্গিত সেদিকেই ছিলো।

www.dawateislami.net

করার সময় কারো মুখ দিয়ে যদি ভাল কোনো শব্দ বের হয়ে যায়, তবে তা হলো উত্তম শুভ নিদর্শন গ্রহণ। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

খলিফার উপদেষ্টা হয়ে গেলেন

গভর্ণর হতে পদচ্যুত হবার পর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'সুয়াইদা' এসে পৌঁছলেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন, অতঃপর মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় দামেশক স্থানান্তরিত হবার ইচ্ছা পোষণ করলেন এবং খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের পাশেই বসবাস করতে থাকেন, যেন তাকে ভাল পরামর্শ দিতে পারেন এবং যথাসম্ভব তাকে অত্যাচার ও নিপীড়ন করা থেকে বারণ করতে পারেন, এভাবেই তিনি দামেশক দারুল খিলাফতে ওয়ালিদের মারকাযি মজলিশে শুরার রোকন (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় উপদেষ্ঠা পরিষদের সদস্য) নিযুক্ত হলেন।

অন্যায়ভাবে হত্যা করা থেকে বারণ করলেন

যখনই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুযোগ পেতেন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সমসাময়িক বিচারকদের সংশোধন করিয়ে দিতেন। একদিন ওয়ালিদকে বললেন: "আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই, যখনই আপনি অবসর হবেন আমাকে স্মরণ করে ডেকে নেবেন।" ওয়ালিদ বললো: "এখনই বলুন!" উত্তরে বললেন: "আপনি এখন প্রশান্তিতে এবং মনোযোগ সহকারে শুনতে পারবেন না।" কিছুক্ষণ পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিরিয়ার একটি দলের সাথে খলিফার দরবারে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় ওয়ালিদ বললো: আবু হাফস! বলুন আপনি কী বলতে চেয়েছিলেন? তিনি বললেন: "**আল্লাহ পাকের** নিকট শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, আপনার গভর্ণর এবং প্রশাসনের লোকজন অন্যায়ভাবে হত্যা করছে অতঃপর আপনার নিকট তাদের কিছু মিথ্যা অপরাধ লিখে পাঠাচ্ছে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে আপনিও বিচারের সম্মুখিন হবেন, কেননা তাদেরকে আপনিই গভর্ণর নিয়োগ করেছেন, অতএব আপনি তাদের নিকট পত্র

লিখে পাঠান যে, কোন গভর্ণর কাউকে হত্যা করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অপরাধের শরীয়াত সম্মত সাক্ষ্য আপনার নিকট পৌঁছাবে না আর আপনিও তাকে হত্যা করা ওয়াজিব বলে সিদ্ধান্ত দিবেন না। "مِزَاجِ شَاهَاں تَابِ سُخَنْ نَدَارَدْ অর্থাৎ বাদশাহী মেজাজ কথার তাপ সহ্য করতে পারে না" এর ন্যায় ওয়ালিদের রাগ তো আসলো সীমাহীন কিন্তু সে তার রাগ সংবরণ করে নিলো এবং বললো: **আল্লাহ পাক** আপনার উপর বরকত অবতীর্ণ করুক। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১৪ পৃষ্ঠা)

হাজ্জাজের ষড়যন্ত্র

তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পরামর্শ অনুযায়ী ওয়ালিদ সকল গভর্ণরদেরকে এই আদেশ লিখে প্রেরণ করে দিলো। কেবল হাজ্জাজ ব্যতীত কেউ এ আদেশে কুণ্ঠাবোধ করল না, তার নিকট এই আদেশ খুবই কঠিন অনুভব হলো এবং সে এতে খুবই অস্থির হয়ে উঠলো, প্রথম প্রথম সে মনে করেছিলো যে, এই আদেশ কেবল তাকে ব্যতিত অন্য কাউকেও দেয়া হয়নি, কিন্তু সে যাচাই করলো তখন বুঝতে পারলো, তার এ ধারণা সঠিক নয়। সুতরাং সে বলতে লাগল: এ আপদ আমার উপর কোত্থেকে এসে পড়ল? আমীরুল মুমিনীনকে এ পরামর্শ কে দিলো? তাকে বলা হলো যে, এই কাজ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযেরই (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ)। এ কথা শুনে সে বললো: আহ! পরামর্শদাতা যদি ওমরই হয়, তবে এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। এরপর হাজ্জাজ একটি চক্রান্ত করলো, আর তা হলো: বকর বিন ওয়ায়িল গোত্রের এক গ্রাম্য লোককে সে ডেকে পাঠালো, যে ছিলো বড়ই বদ-মেজাজী ও আকীদা ছিলো খারেজী, হাজ্জাজ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলো: মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا) সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? সে তাঁর ছিদ্রান্বেষণ করলো। আবার জিজ্ঞাসা করলো: এজিদ সম্পর্কে কি অভিমত? সে এজিদকে গালমন্দ করলো, অতঃপর জিজ্ঞাসা করলো: আব্দুল মালিক কেমন ছিলো? সে বললো: অত্যাচারী ছিলো। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলো: বর্তমান খলীফা ওয়ালিদ কেমন? সে বললো: সে সবচেয়ে বড় অত্যাচারী, কেননা সে তোমার অত্যাচার-নিপীড়নের কথা জেনেও আমাদের উপর তোমাকে চাপিয়ে দিয়েছে। তার এমন উত্তর শুনে হাজ্জাজ চুপ হয়ে

গেলো, কেননা তার লোকজনকে হত্যা করার প্রমাণ দরকার ছিলো আর সে তা পেয়েও গিয়েছিলো। তাই সে খারেজীটিকে ওয়ালিদের নিকট পাঠিয়ে দিলো এবং সাথে একটি পত্রও পাঠিয়েছিলো তাতে লেখা ছিলো: "আমি আমার দ্বীনের বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানী, যেসব প্রজাদের উপর আপনি আমাকে প্রশাসক নিয়োজিত করেছেন, আমি তাদের যথোপযুক্ত দেখভাল করি যে, এমন কোনো লোককে হত্যা করা থেকে এড়িয়ে চলতে চাই, যে অনুরূপ শাস্তি পায় না। নিন! আমি আপনার কাছে এই লোকটিকে পাঠালাম, তার কথাবার্তাগুলো শুনুন আর বিশ্বাস করুন যে, আমি এ ধরনের লোকদেরকেই তাদের ভুল ধারণার ভিত্তিতে হত্যা করতাম। এখন আপনি জানেন আর সে জানে!" সেই খারেজীটিকে ওয়ালিদের দরবারে উপস্থিত করা হলো। সে সময় মজলিসে সিরিয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও স্বয়ং হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও উপস্থিত ছিলেন, ওয়ালিদ খারেজীটিকে বললো: তুমি আমার সম্পর্কে কী বলো? সে বললো: অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী। ওয়ালিদ বললো: আর আব্দুল মালিকের ব্যাপারে? খারেজীটি বললো: স্বেচ্ছাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী। ওয়ালিদ বললো: মুয়াবিয়া (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)? খারেজীটি বললো: অত্যাচারী (مَعَاذَ الله)। ওয়ালিদ আপন জল্লাদ "ইবনে রাইয়্যান"কে আদেশ দিলো: "এর গর্দান উড়িয়ে দাও।" মুহূর্তেই খারেজীর মস্তক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। অতঃপর ওয়ালিদ সেখান থেকে উঠে ঘরে চলে গেলো এবং খাদেমকে বললো: ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে একটু ডেকে নিয়ে আসো। যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার নিকট উপস্থিত হলেন, তখন বলতে লাগলো: "আবু হাফস! আপনার কী মতামত? আমি কি ঠিক করলাম, না ভুল? বললেন: আপনি তাকে হত্যা করে ঠিক করেননি, উত্তম হতো যে, আপনি যদি তাকে জেলে পাঠিয়ে দিতেন, অতঃপর সে হয়ত **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা করে নিতো, না হয় মৃত্যুর শিকার হতো।" ওয়ালিদ রাগতঃ স্বরে বললো: সে আমাকে আর (আমার পিতা) আব্দুল মালিককে গালি দেয়! তদুপরি সে ছিল খারেজী, কিন্তু তারপরও কি আপনি মনে করেন, আমি তাকে হত্যা করে ঠিক করিনি? হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: জী, হ্যাঁ! ঠিক

করেননি। ওয়াল্লাহ! আমি তা জায়িয মনে করি না, আপনি তো তাকে বন্দীও করতে পারতেন আর যদি ক্ষমা করে দিতেন, তাও ভাল হতো। এ কথা শুনে ওয়ালিদ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে চলে গেলো। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১৪ পৃষ্ঠা)

সত্য কথা বলাতে ভয় করেননি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একদিন স্বভাব বিরোধী দুপুরের সময় খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক আমাকে ডাকলেন, আমি যখন গেলাম তখন তিনি তাঁর খাস কামরায় ছিলেন এবং রাগান্বিত দেখাচ্ছিলো। তিনি আমাকে তার সামনে এমনভাবে বসালেন যেন কোনো অপরাধীকে বসানো হয়ে থাকে, সেখানে তখন আমরা দু'জন ছাড়াও তার জল্লাদ খালিদ বিন রাইয়্যান ছিলো, যে উদ্যত তাওবারি হতে দন্ডায়মান ছিলো। ওয়ালিদ গর্জন করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কী, যে খলিফাদের সম্পর্কে ভাল-মন্দ বলে থাকে? তাকে কি হত্যা করা হবে, না কি না? আমি চুপ রইলাম, তিনি আবার গর্জে উঠলেন: উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আমি এবারও নীরব রইলাম, কেননা তিনি আমাকে দিয়ে 'হাঁ' বলাতে চাচ্ছিলেন। তিনি যখন একই কথা তৃতীয়বার বললেন, তখন আমি বললাম: "আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চান?" তিনি বললেন: "না, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে খলিফাদের সম্মান নিয়ে।" এবার আমি সাহস করে বললাম: তা হলে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, এমন ব্যক্তিকে খলিফাদের অবমাননার অপরাধে শাস্তি দেওয়া যায়। ওয়ালিদ মাথা উঠিয়ে জল্লাদের দিকে দেখলো, আমার এমন মনে হল যে, তিনি জল্লাদকে আমাকে হত্যা করার জন্য ইঙ্গিত করলেন, তবে এমনটি হলো না এবং খলিফা ক্ষোভে এই বলে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন যে, এ তো খুবই 'অহঙ্কারী'। তার চলে যাওয়ার পর জল্লাদ আমাকেও চলে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলো আর আমিও সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام নেকীর দাওয়াত ও অসৎকাজে বারণ করার ব্যাপারে শাহী প্রতিপত্তিকেও পাত্তা দিতেন না। হায়! আমাদেরও যদি اَمۡرٌ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ نَہۡیٌ عَنِ الۡمُنۡکَرۡ

(অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত দেয়া ও অসৎকাজে বারণ করার) ন্যায় মহান দায়িত্বের অনভূতি সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং আমরাও যদি এর বিপরীতে প্রাপ্ত সাওয়াবের জন্য সচেষ্ট হয়ে যেতাম।

নেকীর দাওয়াত দেয়ার সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে **দয়াময় প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি আপন ভাইকে আহ্বান করে এবং তাদের নেকীর আদেশ দেয় আর অসৎকাজে বাধা প্রদান করে, তবে তার প্রতিদান কী হবে? ইরশাদ হলো: "আমি তার প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিই এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেয়াতে আমার লজ্জা হয়।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, বাবু ফিল আমরি বিল মারূফ, ৪৮ পৃষ্ঠা)

বুঝানো কখন ওয়াজিব?

স্বাভাবিক অবস্থায় নেকীর দাওয়াত দেয়া যদিও মুস্তাহাব, কিন্তু অনেক সময় তা ওয়াজিবও হয়ে যায়, ওয়াজিব হওয়ার অবস্থা এরূপ যে, যখন কোন ব্যক্তি গুনাহ করছে আর আমাদের প্রবল ধারণা যে, যদি তাকে বারণ করা হয়, তবে সে মানবে, তবে এমতাবস্থায় তাকে বলা, বুঝানো, নিষেধ করা ওয়াজিব। এখন আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে, এই ওয়াজিব কাজটি কে আদায় করছে? যেমন, আপনি দেখছেন যে, অমুক ব্যক্তি শরীয়াতের বিনা অপারগতায় নামাযের জামাআত বর্জন করার গুনাহে লিপ্ত রয়েছে, সে আপনার চেয়ে ছোটও, বরং সে আপনারই অধীনস্থ কিংবা আপনার সন্তানও হতে পারে এবং আপনার প্রবল ধারণাও যে, তাকে বুঝানো হলে সে মেনে নেবে, কিন্তু যদি আপনি তাকে সংশোধন করার চেষ্টা না করেন, তা হলে আপনি গুনাহ্গার হবেন। (যালযালা অওর উস কে আসবাব, ৫ পৃষ্ঠা)

আতা হো "নেকি কি দাওয়াত" কা খুব জযবা কেহ্,
দোঁ ধূম সুন্নাতে মাহবুব কি মাচা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

শুধুই উপকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর কথা বলা, গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির এবং এসব কাজের জন্য কারো উপর ইনফিরাদি কৌশিশের সাওয়াব লাভের জন্য এ কথা আবশ্যক নয় যে, যাকে বুঝানো হচ্ছে, সে তা গ্রহণ করে নিলে তবেই সাওয়াব পাওয়া যাবে বরং যদি সে গ্রহণ না-ও করে তবুও اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবই সাওয়াব এবং যদি আপনার ইনফিরাদি কৌশিশের মাধ্যমে কেউ যদি গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতেভরা জীবন অতিবাহিত করা শুরু করে দেয়, তবে اِنْ شَآءَ الله আপনারও তরী পার হয়ে যাবে। আসুন! এরই প্রেক্ষিতে ইনফিরাদি কৌশিশের একটি মাদানী বাহার শুনি।

যুগের কলঙ্কিত ব্যক্তির তাওবা

পাঞ্জাবের মদীনাতুল আউলিয়া (মুলতান) এর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকত লাভ করার পূর্বে আমি আমার এলাকার একজন চিহ্নিত কলঙ্কিত ব্যক্তি ছিলাম। প্রায় দু'একদিন পর পর থানায় আমার নামে কোনো না কোনো অভিযোগ পৌঁছে যেতো। লোকেরা আমাকে দেখলে পালাতো আর পরিবারের সদস্যরাও আমার আচরণে অত্যন্ত মর্মাহত ছিলো। অতঃপর এমন এক সময়ও এসে গেলো যে, এলাকায় আমার সুনামও হয়ে গেছে এবং আমি আমার ঘরের সদস্যদের নয়নের মণিতে পরিণত হয়েছি। তা এভাবে সম্ভব হলো যে, আমি যেখানে চাকরি করতাম সেখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগ কোনো কাজে এসেছিলো। তিনি আমার সাথেও সাক্ষাৎ করেন আর ইনফিরাদি কৌশিশের মাধ্যমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বাহার শুনানোর পর আমাকে উপহার স্বরূপ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ানের ক্যাসেট **"কবর কি পেহলী রাত"** দিলেন। আমি যখন বয়ানটি শুনলাম, ভয়ে আমার লোম খাড়া হয়ে গেলো। বিগত জীবনের বর্ণনাতীত অবস্থাগুলো আমার চোখের সামনে ঘুরতে লাগলো। আমি নিজেকে **আল্লাহ পাকের** একজন অবাধ্য বান্দা হিসাবে পেলাম। নিজের পরিণতির

কথা ভেবে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। নিজের গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ আমার **খালিক** ও **মালিকের (আল্লাহ পাকের)** দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম এবং সত্যিকার তাওবা করে নিলাম। অতঃপর **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমার উপর এমনভাবে মাদানী রঙ ছড়ালো যে, প্রত্যক্ষদর্শী হতবাক হয়ে যেতে লাগলো এবং তাদের ঘৃণা ভালবাসায় রূপ নিতে শুরু করলো। একটি বাসনা বারংবার আমাকে ব্যাকুল করছিলো যে, আহ! যদি আমি সেই ওলিয়ে কামিলের অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর যিয়ারতের শরবত পান করতে পারতাম যাঁর প্রতিষ্ঠিত "**দা'ওয়াতে ইসলামী**"র বদৌলতে আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে গেছে! অবশেষে আমার সৌভাগ্য চরম শিখরে আরোহন করে এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সম্ভবতঃ কোনো মাদানী পরামর্শের জন্য মদীনাতুল আউলিয়া ঈদগাহ মুলতানে উপস্থিত হন। সেখানে আমি তাঁর পবিত্র হাত মোবারকে বাইয়াত গ্রহণ পূর্বক আত্তারী হয়ে গেলাম এবং পুরো রাত মুর্শিদের দর্শন-স্বাদও মেটাতে থাকলাম। এই লেখা পর্যন্ত আমি এলাকায়ি মুশাওয়ারাতের খাদেম (নিগরান) হিসাবে মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর সৌভাগ্য অর্জন করছি।

মকবুল জাহাঁ ভর মেঁ হো দা'ওয়াতে ইসলামী,
সদকা তুঝে এ্যয় রাব্বে গাফফার মদীনে কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতারণা করা থেকে রক্ষা করলেন

ওয়ালিদের ভাই সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক ছিলো তারই স্থলাবিষিক্ত। কিন্তু সে তাকে স্থলাবিষিক্ততা থেকে সরিয়ে নিজের পুত্রকে খেলাফত প্রদান করতে চাইতো আর এ কাজটি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাহায্য ব্যতিত সম্ভব ছিলো না। যখন ওয়ালিদ এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ করলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সত্য বলার সৎগুণ প্রদর্শনপূর্বক বললেন: "يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّا بَايَعْنَا لَكُمَا فِيْ عُقْدَةٍ وَّاحِدَةٍ فَكَيْفَ نَخْلَعُهُ وَ نَتْرُكُكَ অর্থাৎ হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনারা উভয়ের একিই সাথে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম, এখন

শুধুই সোলায়মানকে একা কীভাবে বাইয়াত থেকে আলাদা করবো? (সীরাতে ইবনে জওযী, ৫২ পৃষ্ঠা) এতে ওয়ালিদ অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বন্দি করে নিলেন। তাঁকে অনেক দিন বন্দি করে রাখা হয় কিন্তু তবু তিনি তাঁর মন্তব্যে অটল ছিলেন, অবশেষে কারো সুপারিশে তিনি মুক্তি পান। সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিশ্বস্ততা ও উদারতাকে স্মরণ রাখেন, অতএব তিনি তাঁর পরবর্তীতে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেই নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। (তারিখুল খুলাফা, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মানুষ তা-ই অর্জন করবে, যা সে পূর্বে পাঠিয়ে থাকবে

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফা সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের সাথে কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তিনি তাঁর আসবাবপত্র ও তাঁবু ইত্যাদি পূর্বেই পাঠিয়ে দেননি। গন্তব্যে পৌঁছতেই প্রত্যেকে আপন আপন তাঁবুতে চলে গেলো যা তারা পূর্বে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। সোলায়মানও তাঁর তাঁবুতে চলে গেলেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কোথাও দেখা গেলো না, তখন সোলায়মান বললেন: তাঁকে খুঁজে বের করো, সম্ভবতঃ তিনি কোন তাঁবু পাঠাননি। খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো তিনি একটি বৃক্ষের নিচে বসে কান্না করছিলেন। সোলায়মানকে জানানো হলো, তিনি তাঁকে ডাকলেন আর জানতে চাইলেন: "আবু হাফস! কেন কান্না করছিলেন?" তিনি বললেন: "আমীরুল মুমিনীন! আমার কিয়ামতের দিনের কথা স্মরণে এসে গিয়েছিলো, দেখুন আমি ঘর থেকে কোনো জিনিস আগে পাঠাইনি, সে কারণে এখানে আমি কিছুই পাইনি, অনুরূপভাবে কিয়ামতেও যে ব্যক্তি যা পূর্বে প্রেরণ করবে, তাই সে পাবে। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হায়! হুসনে আমল নিহিঁ পল্লে, হাশর মেঁ মেরা হোগা কিয়া ইয়া রব!
খওফ আতা হে নারে দোযখ সে, হো করম বেহরে মুস্তফা ইয়া রব!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বৃষ্টি থেকে শিক্ষা অর্জন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের সাথে হজ্বে গমন করলেন। হজ্বের পর তায়েফ গেলেন তখন পথিমধ্যে বজ্রসহ মুষলধারে বৃষ্টি হলো, সোলায়মান তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন: “আবু হাফস! কখনও কি এরূপ বৃষ্টি দেখেছেন?” তিনি বললেন: “ هٰذَا عِنْدَ نُزُوْلِ رَحْمَتِه فَكَيْفَ لَوْكَانَ عِنْدَ نُزُوْلِ نِقْمَتِه অর্থাৎ এখন তো **আল্লাহ পাকের** রহমতের বৃষ্টি হচ্ছে, যদি তাঁর গযবের বৃষ্টি হয় তবে কী অবস্থা হবে?” (সীরাতে ইবনে জওযী, ৫২ পৃষ্ঠা)

গর তো নারাজ হুয়া মেরি হালাকত হোগি,
হায়! মে নারে জাহান্নাম মেঁ জ্বলোঙ্গা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯১ পৃষ্ঠা)

এটি সদকার চেয়ে উত্তম

এক মরুভূমিতে অনুরূপ আরও একটি ঘটনা ঘটলে সোলায়মান শঙ্কিত হয়ে এক লক্ষ দিরহাম হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সদকা করার জন্য প্রদান করেন, যেন এর বরকতে মেঘের গর্জন এবং বজ্র-বিদ্যুতের এই বিপদ দূর হয়ে যায়। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাকে পরামর্শ দিলেন: এর চেয়ে উত্তম একটি কাজ আছে। সোলায়মান জিজ্ঞাসা করলেন: তা কী? বললেন: আপনি অনেকের সম্পত্তি দখল করে আছেন, তা তাদের ফিরিয়ে দিন। এই ইনফিরাদি কৌশিশ কাজে এলো, সোলায়মান তাদের সমস্ত সহায়-সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৫৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি হতে আমরা দু’টি শিক্ষা পেলাম, যখনই কোনো বিপদ এসে পড়বে, তখন তা থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করা ও দান-

খয়রাত করার পাশাপাশি আমাদের এও ভাবা উচিৎ যে, আমরা কারো জমি-জমা, সহায়-সম্পদ বা সম্পত্তি অবৈধ ভাবে দখল করে আছি কি না এবং যদি **আল্লাহ্** না করুন, এমন হয়ে থাকে তবে দখলকৃত সম্পদ তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দেয়া উচিৎ, তবেই اِنْ شَآءَ الله বিপদ দূর হওয়ার পাশাপাশি দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণও নসিব হবে।

দুনিয়াকে দুনিয়াই ভক্ষণ করছে

একবার সফরাবস্থায় উসফান নামক স্থানের নিকট পৌঁছে সোলায়মান তার সৈন্য এবং সারি সারি তাঁবুগুলো দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: "كَيْفَ تَرٰى مَا هٰهُنَا يَا عُمَرُ؟ অর্থাৎ এসব কিছু দেখে কী মনে হচ্ছে?" তিনি উত্তরে বললেন: "اَرٰى دُنْيَا يَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا اَنْتَ الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا وَالْمَاخُوْذُ بِمَا فِيْهَا অর্থাৎ আমি তো এমনই দেখছি যে, দুনিয়াকে দুনিয়াই ভক্ষণ করছে, আপনাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন এবং জবাবদিহিতা করতে হবে।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৫২ পৃষ্ঠা)

এরা আপনার প্রতিপক্ষ

আরাফাতে অবস্থানকালে সোলায়মান সমবেত ময়দানের দিকে লক্ষ্য করে বললেন: অনেক লোক সমবেত হয়েছে! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে আখিরাতের ভাবনা প্রদান করতে গিয়ে বলেন: এরাই আপনারই প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এরাই আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে)।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১২৯ পৃষ্ঠা)

শরীয়াতের বিধানকে প্রাধান্য

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সোলায়মান বিন আব্দুল মালিককে বললেন: আমার পিতার (অর্থাৎ আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) কতিপয় কন্যার আব্দুল মালিকের সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে, তা আদায় করে দিন। সোলায়মান উত্তরে বললেন: আব্দুল মালিক একটি লিখা রেখে গেছেন যে, তাদের যেন অংশ না

দেওয়া হয়। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলেন, দ্বিতীয় বার একই বিষয়ে কথা বললে সোলায়মান মনে করলেন, হয়ত ইনি তার কথায় বিশ্বাস করছেন না, অতএব খাদেমকে বললেন: আব্দুল মালিকের কিতাবটি নিয়ে আসো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আপনি কি কিতাবুল্লাহ আনতে বলেছেন? (অর্থাৎ শরীয়াত যেখানে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে কেউ নিজের লেখা দ্বারা কিভাবে তা মিটিয়ে দিতে পারে?) এ কথা শুনে সোলায়মান নীরব হয়ে গেলেন এবং সে কোন উত্তর দিতে পারলো না। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২৭ পৃষ্ঠা)

মহিলাদেরকেও সম্পত্তির ভাগ দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে শরীয়াতে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেই শরীয়াতেই মহিলাদের অংশও নির্ধারণ করে দিয়েছে, সুতরাং পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টনের সময় পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও তাদের অংশ দিয়ে দেয়া আবশ্যক, কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, আমাদের সমাজের কিছু লোক মহিলাদের অংশ প্রদানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বরং কোনো ইসলামী বোন যদি তার শরীয়াত-নির্ধারিত অংশ নিয়ে নিতে চায়, তবে প্রথমে তো তাকে অংশ দিতেই অস্বীকার করে বসে অথবা হুমকি দেওয়া হয় যে, যদি তোমার অংশ নিয়ে নাও, তবে আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তাছাড়া অংশ নেওয়াটাকে দোষণীয়ও মনে করা হয়, এটি সঠিক নয়।

কুষ্ঠরোগীদের জীবন রক্ষা করলেন

খলিফা সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক এক রাতে মক্কা মুকাররামার নিকট দিয়ে বাহনে করে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর তন্দ্রা এসে গেলো, ইত্যবসরে কুষ্ঠরোগীদের শোরগোল এবং ঘণ্টাধ্বণির আওয়াজ এলো আতঙ্ক ও অস্থিরতায় তার চোখ খুলে গেলো, তাদের এমন আচরণে খুবই আঘাত পেলেন এবং তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে হুকুম দিলেন, এদের আগুনে জ্বালিয়ে দাও, যে লোকটিকে তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন সে খুবই চিন্তাগ্রস্থ হলো যে, এখন কী করা যায়? ইত্যবসরে হযরত

সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে তার সাক্ষাৎ হলো, সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করলো। তিনি বললেন: "একটু অপেক্ষা করো, আমি আমীরুল মুমিনীনের সাথে সাক্ষাত করছি।" অতএব হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সোলায়মানের নিকট গেলেন, কিছুক্ষণ কথাবার্তা চললো, অতঃপর তিনি বললেন: "আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি কখনও এই বিপদের শিকার (কুষ্ঠরোগীদের) লোকদের ন্যায় কাউকে দেখেছেন? **আল্লাহ পাক তাঁর** হিফাজতে রাখুক, আহ! আপনি যদি এদেরকে এখান থেকে বহিষ্কার করার আদেশ দিতেন!" সোলায়মান স্বীকারোক্তিমূলক বললেন: "আপনি ঠিক বলেছেন, এদেরকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হোক।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফিরে এসে সেই লোকটিকে বললেন: আমীরুল মুমিনীন তাদেরকে (জ্বালিয়ে মারার পরিবর্তে) এখান থেকে বহিষ্কার করে দেবার আদেশ দিয়েছেন।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২৬ পৃষ্ঠা)

অঙ্গহানি করা থেকে রক্ষা করলেন

একবার সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের কিছু সৈন্য সারা রাত গান-বাজনায় মত্ত থাকে, সকালে সোলায়মান তাদের ডেকে ধমকালেন আর শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে খাসি (অর্থাৎ পুরুষত্বহীন) বানিয়ে দেবার আদেশ দিয়ে দিলেন, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "هٰذَا مُثْلَةٌ وَلَاتَحِلُّ" অর্থাৎ এ তো অঙ্গহানি আর তা জায়িয নয়। তখন সোলায়মান তাদের ছেড়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৪৯ পৃষ্ঠা)

অঙ্গহানি করা থেকে নিষেধ করতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমরান বিন হুসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **নবী করীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে অঙ্গহানি করা থেকে নিষেধ করতেন।

(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২৬৬, ৩য় খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "مُثْلَةٌ" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কঠিন শাস্তি, পরিভাষায় মৃতব্যক্তি বা হত্যাকৃত ব্যক্তির হাত, পা, চোখ, নাক, কান, লিঙ্গ ইত্যাদি কেটে নেওয়াকে বলা হয়। (মিরআতুল মানাজীহ, ৫ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

উদারতার স্বরূপ

একবার সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا আগমন করলে সেখানে তিনি অনেক সম্পদ বিতরণ করলেন, অতঃপর প্রশংসা পাওয়ার দৃষ্টিতে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আবু হাফস! আপনি তো দেখলেন, আমি যে কীরূপ উদারতা প্রদর্শন করলাম! তখন তিনি বললেন: আমার তো মনে হয়, আপনি ধনীদের সম্পদে বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন আর গরীবদেরকে তাদের সেই অবস্থায় ছেড়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা হতে আমরা এই মাদানী ফুল অর্জন করলাম, দান-খয়রাতের প্রথম হকদার হলো অভাবীরা, ধনীরা নয়, যাদের পেট আগে থেকেই ভরা আছে তাদের মুখে গ্রাস ঠেলে দেয়ার পরিবর্তে ক্ষুধার্থদের কলিজাকে শীতল করা উচিৎ। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে পরিশুদ্ধ জ্ঞান দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খলিফার অবমাননায় হত্যার নির্দেশ

এক ব্যক্তি সকলের সম্মুখে খলিফা সোলায়মান বিন আব্দুল মালিককে যা-তা বললো এবং তার প্রচন্ড অবমাননা করলো। সোলায়মান তার বিষয়ে পরামর্শ করলো যে, তাকে কী শাস্তি দেয়া যেতে পারে? উপস্থিত সকলে বললো: তৎক্ষণাৎ তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয

رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চুপ রইলেন। সোলায়মান বললেন: ওমর! আপনি কিছু বললেন না! উত্তরে বললেন: আপনি যদি আমার নিকটই জিজ্ঞাসা করেন তবে শুনুন: **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত অন্য কারো অপমানকারীর রক্তপাত জায়িয নেই। এই উত্তর শুনে সবাই দাঁড়িয়ে গেলো আর সোলায়মানও এই বলে দাঁড়িয়ে গেলো: হে ওমর! **আল্লাহ পাক** তোমাকে আনন্দে রাখুক। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১৪ পৃষ্ঠা)

সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের স্বীকারোক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কর্তৃক শরীয়াত অনুযায়ী প্রদত্ত পরামর্শগুলোর ফলশ্রুতি এই ছিলো যে, খলিফা সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক তাঁর মহত্বতা স্বীকার করতেন। যেমন তিনি বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যদি কখনো আমার নিকট উপস্থিত না থাকে তখন আমি এমন কোন ব্যক্তি পায় না, যে তাঁর চেয়ে বেশি অবস্থা অনুযায়ী এবং সঠিক পরামর্শ প্রদানকারী হবে।" (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, পৃষ্ঠা ১০২)

মিথ্যার প্রতি প্রবল ঘৃণা

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খলিফা সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের সাথে আবহাওয়া পবির্তনের উদ্দেশ্যে কোনো মনোরম স্থানে গেলেন, সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গোলাম এবং খলিফা সোলায়মানের গোলামদের মাঝে কোনো বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়ে গেলো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গোলামরা খলিফা সোলায়মানের গোলামদেরকে পিটিয়ে দিলো, তারা এই অভিযোগটি খলিফা সোলায়মানকে করলো, সোলায়মান হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে ডাকলেন এবং অভিযোগের স্বরে বললেন: "আপনার গোলামরা আমার গোলামদের মেরেছে।" তিনি বললেন: "আমি তো জানতাম না।" সোলায়মান বিগড়ে গিয়ে বললেন: "আপনি মিথ্যা বলছেন।" তখন তিনি বললেন: "যখন থেকে আমার বুদ্ধি হয়েছে আর আমি

জানলাম যে, মিথ্যা মানুষের ক্ষতি সাধন করে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কখনও মিথ্যা বলিনি।” (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মিথ্যাকে কীরূপ ঘৃণা করতেন! আর মিথ্যাকে ঘৃণা করাই উচিত, কিন্তু খুবই আফসোসের বিষয়! বর্তমানে অধিকহারে মিথ্যা বলাকে চরম উৎকর্ষতা ও উন্নতির নিদর্শন আর অপর দিকে সত্য বলাকে বোকামী ও উন্নতিতে প্রতিবন্ধক মনে করা হয়, বরং কখনো কখনো তো খারাপ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মিথ্যা শপথ করাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। মনে রাখবেন! মিথ্যুক দুনিয়ায় যতই উন্নতি ও সফলতা লাভ করুক না কেন, আখিরাতে ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনা তাকে স্বাগতম জানাবে, সুতরাং! আমাদের উচিত, নিজেকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখা।

মিথ্যার নিন্দা সম্পর্কিত প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী:

(১) اَلَا اِنَّ الْكِذْبَ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ وَالنَّمِيْمَةَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ অর্থাৎ “মিথ্যা মানুষকে লাঞ্চিত করে আর চোগলখুরী কবর আযাবের কারণ।”

(আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদবি, হাদীস নং: ৪৫২০, ৩য় খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা)

(২) اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَاجَاءَ بِهٖ অর্থাৎ “বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন ফিরিশতা তার দুর্গন্ধে এক মাইল দূরে চলে যায়।”

(সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৯৭৯)

(৩) اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ كَذَّابًا অর্থাৎ “সত্য নেকীর দিকে আর নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় এবং নিশ্চয় বান্দা যখন সত্য বলতে থাকে, তখন তাকে এক পর্যায়ে সিদ্দীক হিসাবে লিখে দেওয়া হয়। অপর দিকে মিথ্যা ফাসিকি এবং গুনাহের দিকে আর ফাসিকি এবং গুনাহ জাহান্নামে নিয়ে যায়। বান্দা মিথ্যা বলতে থাকে আর এক পর্যায়ে তাকে মিথ্যুক হিসাবে লিখে দেয়া হয়।” (মুসলিম, কিতাবুল আদব, বাবু ফতহুল কিযব, হাদীস নং: ২৬০, ১৪০৫ পৃষ্ঠা)

মে ঝুট না বোলোঁ কভি গালি না নিকালোঁ,
আল্লাহ মরয সে তো গুনাহোঁ কে শিফা দেয়। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এক রাত্রিতে একাকী বাহনে আরোহন করে কোথাও যাওয়ার জন্য বের হলেন, তাঁর গোলাম মুযাহিমও তাঁর পিছু নিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তার আগে কিছুটা দূরত্বে ছিলেন, মুযাহিম দেখলো, তাঁর সাথে আরো একজন ব্যক্তি রয়েছে, যে তাঁর হাতখানি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কাঁধে রেখেছিলো, অথচ তিনি ঘর থেকে একাই বের হয়েছিলেন। মুযাহিমের বর্ণনা হলো: আমি ভাবলাম এ কোনো পথ-নির্দেশক হবে, পথ দেখাবার জন্য তাকে সাথে নেওয়া হয়েছে। আমি আমার গতি বাড়িয়ে দিলাম যেন তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারি। আমি তাঁর নিকট পৌঁছতেই দেখলাম, তিনি একাই পথ চলছেন, তাঁর সাথে আর কেউ নাই। আমি আরয করলাম: আমি তো এখনই আপনার সাথে একজন মানুষ দেখলাম, সে তার হাত আপনার কাঁধের উপর রেখে আপনার সাথে পথ চলছিলো, আমি মনে করলাম, সে কোনো পথ-প্রদর্শক হবে, কিন্তু আমি যখন আপনার নিকটে এলাম দেখছি আপনি একাই। তিনি বললেন: মুযাহিম! তুমি কি বাস্তবেই তাঁকে দেখেছো? আরয করলাম: জী, হ্যাঁ। বললেন: আমার ধারণা যে, তুমি সৎ লোক, আসলে তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيْهِ السَّلَام, তিনি আমাকে বলছিলেন: আমাকে এই (খেলাফতের) দায়িত্ব পালন করতে হবে আর (**আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে) এ কাজে আমাকে সাহায্য করা হবে। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২৭ পৃষ্ঠা)

হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام কে?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মলফুযাতে আ'লা হযরত'** কিতাবের ৪৮৩ পৃষ্ঠায়

বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيْهِ السَّلَام হচ্ছেন নবী, তিনি জীবিত। (ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যাকারা ফি যিহাবে মূসা..., ২য় খন্ড, ৮৪ ও ৮৫ পৃষ্ঠা) ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে রয়েছে: **আল্লাহ পাকই** হচ্ছেন জল-স্থলের মালিক এবং **তাঁরই** দানক্রমে **হুযুর সায়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام জল ও স্থল উভয়ের ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬তম খন্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈমান সতেজকারী স্বপ্ন

হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه জর্দানের অধিবাসী ছিলেন, তাঁর যুগের অনেক বড় আবিদ, সৎচরিত্রবান, বিচক্ষণ, ধৈর্যশীল এবং অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন, খলিফারা তাঁকে খুবই মর্যাদা প্রদান করতেন আর তাঁকে নিজেদের মন্ত্রী, উপদেষ্টা সহ নিজেদের প্রশাসক এবং সন্তান-সন্ততিদের রক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করতেন। খলিফা সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের সাথে তাঁর খুবই গভীর সম্পর্ক ছিলো, তিনি তাঁর উপর বিশেষ ভরসা করতেন এবং তার গোপন বিষয় তাঁকে বলতেন। অপরদিকে বনি মারওয়ানের বংশে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সোলাইমানের নিকট উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান অর্জিত ছিলো এবং তাঁর সাথে ছিলো বিশেষ সম্পর্ক। যখন সোলায়মান হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا গভর্ণর বানালেন তখন হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন যেন তিনি তাঁর নিয়ম-নীতি, শাসন-পদ্ধতি, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি অবলোকন করে আসেন। সম্ভবতঃ সোলায়মানের মনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে তাঁর পরবর্তীতে খলিফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা ছিলো, তিনি এই কথাটিই জানতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি এই দায়িত্ব পালনে কতটুকু যোগ্যতা রাখেন। হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নিকট এলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর যথেষ্ট সমাদর করলেন। বেশ

কিছুদিন তিনি এখানে অবস্থান করলেন। তাঁর এই অভ্যাস ছিলো যে, প্রতিদিন সকালে ফযরের নামাযের পর তিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট চলে যেতেন, দুইজনের চমৎকার বৈঠক হতো, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বিদ্যমান থাকতেন ততক্ষণ পর্যন্ত কারো ভিতরে প্রবেশের অনুমতি ছিলো না। একদা তিনি যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট গেলেন, তখন কথা তো তাঁর সাথেই বলছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন অন্য মনস্ক। আসলে তিনি রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই ভাবনায় পড়ে ছিলেন। যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর নিকট জানতে চাইলেন: কী ব্যাপার? আপনার মন যে অন্য কোন দিকে ধাবিত হয়ে আছে? তিনি বললেন: আসলে আমি আজ রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি, আর সেই স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে হতবাক হয়ে যাচ্ছি। বললেন: "**আল্লাহ পাক** আপনাকে দয়া করুক, বলুন তো, আপনি কী স্বপ্ন দেখেছেন?" তিনি বললেন: আমি আজ রাতে দেখলাম, আসমানের দরজাগুলো যেন খুলে গেলো, আমি তখনও আসমানের সেই খুলে যাওয়া দরজাগুলো দেখছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দুইজন ফিরিশতা অবতরণ করলো, তাঁদের সাথে একটি সিংহাসন ছিলো, আমি এমন সুন্দর সিংহাসন কখনো দেখিনি, এই সিংহাসনটি তারা মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِیۡمًا নিয়ে রাখলেন এবং যে পথ দিয়ে এসেছিলো সে পথ দিয়েই চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর তারা উভয়ে পুনরায় আগমন করলো, এবার তাদের নিকট সাদা পোশক ছিলো, আমি এমন উন্নত পোশক কখনো দেখিনি, এর সুগন্ধি আমার মস্তিষ্ককে সুরভিত করে তুলছিলো, আমি তাদের নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: এই কাপড়গুলো কীসের? তারা বললো: এগুলো হলো 'সুন্দুস' ও 'ইস্তাবারাক'। অতঃপর তারা আবার উপরের দিকে চলে গেলো এবং কিছুক্ষন পর আবারো এলে তাদের সাথে এক নূরের মূর্তপ্রতীক বুযুর্গও ছিলো, তাঁর আকৃতি ছিলো এরূপ: চোখগুলো বড় সুন্দর আকর্ষণীয় লাল ও সাদা আর সুরমা সমৃদ্ধ, চুলগুলো ঘন কালো কানের লতি পর্যন্ত লম্বা, দুই কাঁধের মাঝে বেশ দূরত্ব, সুঠাম দেহী এবং ব্যক্তিত্বে আপাদমস্তক আভিজাত্য ও প্রতাপের ছাপ, ফিরিশতা দু'জন এই নূরানী

বুযুর্গটিকে সেই সিংহাসনে যাতে সুন্দুস ও ইস্তাবারাকের মেঝে পাতানো ছিলো তাতে এনে বসিয়ে দিলেন, আমি নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "এই বুযুর্গটি কে?" ফিরিশতারা বললো: "**রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم!" একথা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম, এবং সম্মানার্থে পিছু হটে কিছুটা দূরে সরে দাঁড়ালাম, কিন্তু সেখান থেকেও পুরো দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছিলো এবং কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছিলো। সেই মুহূর্তে আরো একজন বুযুর্গ সেখানে আগমন করলেন, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর দিকে দৃষ্টি প্রদান করলেন, ইসলামে তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা করলেন এবং ইরশাদ করলেন: আপনি হলেন আবু বকর সিদ্দীক, আমার গুহার সাথী, কিন্তু এখানের ব্যাপারটি অন্য কারো জন্য। হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যথারীতি দাঁড়িয়েই রইলেন, কিছুক্ষন পর আওয়াজ এলো: তাঁকে মুক্তি দেয়া হলো। অতএব তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সিংহাসনের একপাশে মাটিতে বসে গেলেন।

অতঃপর আরেকজন ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে উপস্থিত হলেন, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর দিকে তাকালেন, ইসলামে তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা করলেন এবং ইরশাদ করলেন: আপনি হলেন ফারুক, যাঁর মাধ্যমে **আল্লাহ পাক** দ্বীনেকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি অন্য কারো জন্য। তিনিও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, অতঃপর আওয়াজ এলো: তাঁকে মুক্তি দেয়া হলো। অতএব তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পাশে বসে গেলেন। অনুরূপভাবে এক একজন খলিফাকে নিয়ে আসা হচ্ছিলো, এক পর্যায়ে আপনার পালা এলো, হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একথা শুনতেই কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন: "হ্যাঁ! আবুল মিকদাম! একটু দ্রুত বলো, আমার সাথে কি হলো?" তিনি বললেন: আপনার উভয় হাত ঘাঁড়ের সাথে বাঁধা ছিলো, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো, অবশেষে মুক্তি দেয়ার আদেশ হলো আর আপনাকে হযরত আবু বকর ও হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর পাশে বসিয়ে দেওয়া হলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই স্বপ্নে খুবই আশ্চর্য হলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে বললেন: যদি আমি আপানার

খোদাভীতি ও ইবাদত-বন্দেগী, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্থতা এবং বন্ধুত্ব ও সঙ্গ ইত্যাদিতে বিশ্বাস না করতাম তবে আমি এটাই বলতাম যে, আপনার স্বপ্ন সঠিক নয়। কেননা, আমি আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি যে, খেলাফতের দায়িত্ব আমি কখনও গ্রহণ করব না, কিন্তু আপনার স্বপ্ন আর আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এই উম্মতের খেলাফতে নিযুক্ত হতেই হবে। **আল্লাহ**র শপথ! যদি আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করি, তা হলে এতে দুনিয়ার মর্যাদা তো আছেই, কিন্তু আমি اِنْ شَآءَ الله এর মাধ্যমে আখিরাতের মর্যাদাও অর্জন করে নিবো।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

কীভাবে খলিফা হলেন?

দাবিক নামক স্থানে (যা ছিলো সৈন্যদের সমাবেশস্থল) খলিফা সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লো। জীবনের আশা যখন প্রায় ক্ষীণ মনে হলো তখন তিনি তার অল্পবয়স্ক পুত্র আইয়ুবের নামে খেলাফতের ওসীয়তনামা লিখে দেন, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه পরামর্শ দিলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! এটি আপনি কী করলেন? খলিফাকে তার কবরে নিরাপদ রাখার একমাত্র রক্ষাকবচ হলো, কোনো নেককার ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচন করা। একথা শুনে সোলায়মান বললো: এ বিষয়ে আমি ইস্তিখারা করবো, কেননা এখনও আমার পুত্র আইয়ুবকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা আমার দৃঢ় ইচ্ছা নেই। এক দু'দিন পর সোলায়মান সেই লেখাটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে বললেন: আমার পুত্র দাঊদ বিন সোলায়মানের ব্যাপারে আপনার কী মত? তিনি তো এখান থেকে অনেক দূরে ইস্তাম্বুলে রয়েছেন এবং এটাও জানা নেই যে, তিনি জীবিত আছেন কি না! দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করার পর সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক জিজ্ঞাসা করলে: ওমর বিন আব্দুল আযীয (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) এর

ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? হযরত রাজা বিন হাইওয়াত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: **আল্লাহর** শপথ! আমি তাঁকে একজন উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ মুসলমান মনে করি। সোলায়মান তাকে সমর্থন করলো এবং বললো: **আল্লাহর** শপথ! তিনি অবশ্যই উত্তম, কিন্তু যদি আব্দুল মালিকের সন্তানদের বাদ দিয়ে আমি তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করি তবে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং তারা তাঁকে শান্তিতে খেলাফত পরিচালনা করতে দেবে না, তবে হ্যাঁ! একটি উপায় অবশ্য রয়েছে, যদি আমি ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পর আব্দুল মালিকের সন্তানদের কাউকেও খলিফার খেতাব দিয়ে দিই তবে তারা তা মেনে নেবে। অতএব সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং এজিদ বিন আব্দুল মালিককে পর্যায়াক্রমে নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য নিজ হাতে এই খেলাফতনামাটি লিখেন: "**আল্লাহ পাকের** নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু! এই লেখা **আল্লাহ পাকের** বান্দা আমীরুল মুমিনীন সোলায়মানের পক্ষ থেকে ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি। নিশ্চয় আমি আমার পরবর্তীতে তাঁকে খেলাফতের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করলাম এবং তাঁর পরবর্তীতে এজিদ বিন আব্দুল মালিককে, অতএব তোমরা সবাই তাঁদের মান্য করবে আর তাঁদের বাধ্য থাকবে আর **আল্লাহ পাক**কে ভয় করবে এবং পরস্পর মতবিরোধ করবে না।" এই ওসীয়তনামাটি লিখে মোহর লাগিয়ে "কাআব বিন জাবির" নামের পুলিশ অফিসারের হাতে তুলে দিলেন, তিনি যেন বনু উমাইয়াদের নিকট থেকে এই ওসীয়তনামার উপর বাইয়াত গ্রহণ করেন। অতএব সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের জীবদ্দশাতেই এর উপর বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। যেহেতু সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের বনু উমাইয়ার পক্ষ থেকে ভয়ের আশঙ্কা ছিলো, তাই হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এ ব্যাপারে আবারো বাইয়াত গ্রহণ করার তাগাদা দেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৬০, ৬১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উভয়ের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য?

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: প্রথমবার যখন সোলায়মানের জীবদ্দশাতেই নতুন খলিফার পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করা হলো এবং লোকেরা চলে গেলো, তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ আমার নিকট এসে বলতে লাগলেন: নিঃসন্দেহে সোলায়মান আমাকে খুবই সম্মান করেন, আমাকে অনেক ভালবাসেন এবং স্নেহ-মায়া-মমতা প্রদর্শন করেন, এ কারণে আমার সন্দেহ হয় যে, এই ওসীয়তনামাতে আমার নাম লিখে দিলো কি না? যদি এমন হয়, তবে আমাকে বলুন, আমি এক্ষুনি তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবো। কিন্তু আমি উত্তর দিলাম: "**আল্লাহ**র শপথ! আমি আপনাকে এর একটি অক্ষরও বলবো না।" তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। হিশাম বিন আব্দুল মালিক আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললো: নিঃসন্দেহে সোলায়মানের দৃষ্টিতে আমার প্রতি খুবই ভালবাসা ও সম্মান রয়েছে, আমাকে বলুন তো, এই ওসীয়তনামাটি কি আমার জন্য করা হয়েছে? যদি এমন হয় তবে ভাল, অন্যথায় আমি তার সাথে এক্ষুণি কথা বলছি, কেননা আমার বর্তমানে অন্য কাউকে খলিফা নিযুক্ত কীভাবে করতে পারে! আমি আপনার নাম কাউকে বলবো না, আমাকে অবশ্যই বলুন। তখন আমি অস্বীকার করলাম এবং বললাম: "**আল্লাহ**র শপথ! আমি তোমাকে একটি অক্ষরও বলবো না।" হিশাম নিরাশ হয়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলো এবং হাত মলতে মলতে বলছিলো: "তবে কি খেলাফত আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং খেলাফত কি আব্দুল মালিকের সন্তানদের হাতছাড়া হয়ে যাবে?" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৬১ পৃষ্ঠা)

আমার নামই নিবেন না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ কে খেলাফতনামা লেখার পূর্বেও শপথ দিয়ে বলেছিলেন: সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক যদি 'খেলাফতের স্থলাভিষিক্ত' হিসাবে আমার নাম উল্লেখ করে, তবে আপনি নিষেধ করে দিবেন এবং যদি আমার নাম না নেয়, তবে আপনিও নিবেন না। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২৮ পৃষ্ঠা)

খেলাফতের ঘোষণা

যখন সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক এর ইন্তিকাল হয়ে গেলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সন্দেহ হলো, বনু উমাইয়ারা সহজভাবে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেলাফতকে মেনে নেবে না, তাই কিছু দিনের জন্য সোলায়মানের মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখলেন, এমনকি দাবিকের জামে মসজিদে বনু উমাইয়ার লোকজনকে জড়ো করে পুনরায় বাইয়াত নিয়ে নেন। এরপর সোলায়মানের মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা হলো এবং ওসীয়তনামাটি খুলে পাঠ করা হলো, যাতে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে খলিফা করার ওসীয়ত লিপিবদ্ধ ছিলো, অতএব তাঁর খলিফা হবার কথা জনসমক্ষে ঘোষণা করে দেওয়া হলো, কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছিলো না। যখন খোঁজা হলো তখন মসজিদের এক কোণায় মাথা ঝুঁকিয়ে বসাবস্থায় পাওয়া গেলো। খেলাফতের জন্য নাম উচ্চারণ হওয়ার পর তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিলো, এমনকি উঠার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললেন। লোকেরা সাহায্য করে তাঁকে মিম্বরের নিকট নিয়ে আসলো এবং সেখানে বসিয়ে দিলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দীর্ঘক্ষণ নীরব হয়ে বসে ছিলেন, অবশেষে এই কথাটিই প্রথম বললেন: "হে লোকেরা! **আল্লাহ**র শপথ! আমি প্রকাশ্যে এবং গোপনে কখনো **আল্লাহ পাকের** নিকট খেলাফতের আবেদন করিনি।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৬৪, ৬৯ পৃষ্ঠা) এভাবেই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ১০ সফর ৯৯ হিজরি সনের পবিত্র জুমার দিনে খলিফা নিযুক্ত হন। (ত্ববকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

দায়িত্ববোধের কারণে কাঁদাতে লাগলেন

হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খলিফা নিযুক্ত হলেন তখন কাঁদতে লাগলেন। যখন আমি কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: "হাম্মাদ! আমার এই দায়িত্বের প্রতি খুবই ভয় হয়।" আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনার অন্তরে ধন-সম্পদের প্রতি ভালবাসা কিরূপ?" তিনি বললেন: "মোটেও না।" তখন আমি আরয করলাম: "তবে আপনি ভয় করবেন না, **আল্লাহ পাক**ই আপনাকে সাহায্য করবেন।"

(তারিখুল খুলাফা, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

মেরা দিল পাক হো সরকার! দুনিয়া কি মুহাব্বাত সে,
মুঝে হো জায়ে নফরত কাশ! আক্বা মাল ও দৌলত সে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করলেন যে, না চাইতেও খেলাফতের উচ্চ পদ পাওয়াতে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে দায়িত্ববোধের কারণে কিরূপ চিন্তাগ্রস্থ হয়ে গেলেন এবং অপরদিকে আমরা, যারা পদ ও মর্যাদা অর্জনের জন্য দৌঁড়াদৌঁড়ি করি এবং লক্ষ্য অর্জিত হলে খুশিতে ফুলে ফেঁপে যাই, কিন্তু যদি আমাদের সংগ্রাম সফল না হয় তবে আমাদের মুড অফ হয়ে যায়। শুধু তাই না, বরং (مَعَاذَ الله) হিংসা-বিদ্বেষ, চোগলখুরী-গীবত, অপবাদ ও দোষ অন্বেষণের মতো জঘন্য কর্মকান্ড শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে শান্তনা প্রদানকারীর মাদানী চিন্তাকেও সাধুবাদ জানাই যে, যদি ধন-সম্পদের লোভ না থাকে, তবে اِنْ شَآءَ الله নিরাপত্তা ও প্রশান্তি নসীব হবে, কেননা সম্পদের লোভ অনেক প্রকারের ধ্বংসের কারণ। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা কাআব বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِيْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهٖ অর্থাৎ দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে যদি ছাগলের পালে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে তা এমন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যেমন সম্পদের লোভ ও পদমর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের ক্ষতি সাধন করে থাকে।” (জামে তিরমিরযী, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং: ২৩৮৩, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীসে পাকের পাদটীকায় বলেন: খুবই সুন্দর উপমা, উদ্দেশ্য এটাই, মুমিনের দ্বীন যেন ছাগলের পালের মতোই এবং তার সম্পদের প্রতি লোভ ও পদমর্যাদার লোভ যেন দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে। কিন্তু এই দু’টি নেকড়ে মুমিনের দ্বীনকে এর চাইতে বেশি ধ্বংস করে যেমন প্রকাশ্য কোনো ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালের ক্ষতি সাধন করে, কেননা, মানুষ সম্পদের লোভে পড়ে হারাম-হালালের পার্থক্য করে না, নিজের

মূল্যবান সময়কে সম্পদ অর্জনেই ব্যয় করে, আবার সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করার জন্য এমন সব কাজ করে যা পুরোপুরি ইসলাম পরিপন্থী।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

আহ! আমাদেরও যদি এমন খোদাভীতি নসীব হয়ে যেতো যে, যার কারণে যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট হয়ে যেতো এবং লোভ-লালসাও, কোনরূপ ‘বাহবা’ এর বাসনাও থাকতো না আর ‘আহ’ এর দুর্ভাবনাও এবং শুধুই **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিই আমাদের লক্ষ্য হতো।

আপনি রিযা[১] কা দেয় দেয় মুচদা[২]
ইয়া আল্লাহ মেরি ঝোলি ভর দেয় (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুগন্ধিমাখা কাপড় ধুয়ে ফেললেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই উত্তম পোশক এবং উন্নত সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, কিন্তু যখন তাঁকে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পন করা হয় তখন হাঁটুতে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন, লোকেরা মনে করলো; হয়তো খেলাফত লাভের আনন্দে কান্না করছেন, কিছুক্ষণ পর মাথা তুললেন, চোখ মুছলেন এবং দোয়া করলেন: “اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ عَقْلًا يَنْفَعُنِيْ وَاجْعَلْ مَا اُصِيْرُ اِلَيْهِ اَهَمَّ مَا يَزُوْلُ عَنِّيْ অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! আমাকে উপকারী জ্ঞান দান করো এবং যে কাজ আমি করতে যাচ্ছি, তা আমার দৃষ্টিতে সেই বস্তুর বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দাও যা আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।” অতঃপর তিনি ঘরে গেলেন এবং সুগন্ধিমাখা সব কাপড় পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১২৩ পৃষ্ঠা)

তোমাদের নিকট ন্যায় পরায়ণতা ও বিনয় আসছে

১. সন্তুষ্ট হওয়া
২. সুসংবাদ

যেদিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খেলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন, তার একরাত পূর্বে কেউ স্বপ্নে দেখলো, এক ব্যক্তি আসমান থেকে বলছে: "হে লোকেরা! তোমাদের নিকট ন্যায় ও বিনয় আসছে। এবার মুসলমানদের মাঝে নেকীর চর্চা হবে।" স্বপ্নদ্রষ্টা জিজ্ঞাসা করলো: "তিনি কে?" তখন আওয়াজদাতা আসমান থেকে মাটিতে অবতরণ করলো এবং নিজের হাতে লিখে দিলেন "ওমর!!" (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৩১ পৃষ্ঠা)

খেলাফতের সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা ওহাইব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: একদা আমি মকামে ইব্রাহীমের পাশে ঘুমিয়েছিলাম, স্বপ্নে আমি এক ব্যক্তিকে বাবে বনী শায়বা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে দেখলাম, তিনি বলছিলেন: "হে লোকেরা! **আল্লাহ পাক** তোমাদের প্রতি একজন অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "তিনি কে?" তিনি নিজের নখের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তাতে লেখা ছিলো "ع م ر" অর্থাৎ 'ওমর'। এরপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাইয়াতের ঘটনা ঘটলো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠা)

হেদায়তপ্রাপ্ত খলিফা

আবু আব্বস বর্ণনা করেন: আমি খালিদ বিন এজিদ বিন মুয়াবিয়ার সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদে দন্ডায়মান ছিলাম। এমন সময় এক যুবক এসে খালিদকে সালাম দিলো, খালিদ সালামের উত্তর দিলো এবং মুসাফাহা করলে যুবকটি বললো: هَلۡ عَلَيۡنَا مِنۡ عَيۡنٍ অর্থাৎ আমাদের উপর কি কোনো অভিভাবক রয়েছে? খালিদের পরিবর্তে আমি তাড়াতাড়ি বললাম: "হ্যাঁ! তোমার উপর **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে একজন অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন অভিভাবক রয়েছেন।" এ কথা শুনে যুবকটির ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করলো। যখন সে চলে গেলো, আমি খালিদের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: ইনি কে ছিলেন? বললেন:

তুমি কি তাকে চিনো না? তিনি হলেন ওমর বিন আব্দুল আযীয আর তুমি যদি জীবিত থাকো তবে তাঁকে হেদায়াত প্রাপ্ত খলিফা হিসাবে পাবে।

(সীরতে ইবনে জওযী, ৭৫ পৃষ্ঠা)

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপদেশ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম খুযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে যিয়ারত করলে তিনি ইরশাদ করলেন: অচিরেই তুমি আমার উম্মতের ব্যবস্থাপনার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত হবে, তখন তুমি রক্তপাত পরিহার করে চলবে, রক্তপাত পরিহার করে চলবে, কেননা মানুষের মাঝে তোমার নাম ওমর বিন আব্দুল আযীয এবং **আল্লাহ পাকের** নিকট তোমার নাম হচ্ছে 'জাবির'। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৮৬ পৃষ্ঠা)

এই দু'জনের ন্যায় খেলাফত পরিচালনা করা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা মোবারক স্বপ্নে যিয়ারত করলাম, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে কাছে ডেকে ইরশাদ করলেন: "يَا عُمَرُ! اِذَا وُلِّيتَ فَاعْمَلْ فِيْ وِلَايَتِكَ نَحْواً مِّنْ عَمَلِ هٰذَيْنِ অর্থাৎ হে ওমর! যখন তোমাকে খলিফা নিযুক্ত করা হবে, তখন এমন সব কাজ করবে যেমনি এই দু'জন তাদের খেলাফত কালে করেছিলো।" আমি আরয করলাম: "এই দু'জন কারা?" ইরশাদ করেন: আবু বকর ও ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا)। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৮৪ পৃষ্ঠা)

হাজ্জাজের মুখে খেলাফতের আলোচনা

আম্বাসাহ্ বিন সাঈদ বর্ণনা করেন: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তন্দ্রাবস্থায় হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কথা বললে আমি হাজ্জাজকে খুশি

করার জন্য তাঁর সমালোচনা করলাম, কিন্তু হাজ্জাজ সেই অবস্থাতেই বলতে লাগলো: “চুপ! আমি বলছি যে, তিনি খেলাফতের সর্বোচ্চ পদে সমাসীন হবেন এবং সাম্য ও সুবিচার করবেন।” অতঃপর আমি সেখান থেকে চলে এলাম, জাগ্রত হয়ে হাজ্জাজ আমাকে ডেকে বললো: যে কথা তন্দ্রা অবস্থায় আমার মুখ থেকে বের হয়েছিলো, তা যদি তুমি কাউকে বলো তবে আমি তোমার গর্দান নেবো।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১৮ পৃষ্ঠা)

সোলায়মানের জন্য সুসংবাদ

সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক খলিফা হওয়ার পূর্বেই এক ব্যক্তি তাকে সংবাদ দিয়েছিলো যে, কিছুদিনের জন্য তুমি খেলাফত অর্জন করবে, অতঃপর এমনই হলো। যখন সেই লোকটি দ্বিতীয়বার খলিফা সোলায়মানের নিকট আসলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আমার পরে কে খলিফা হবেন? সে বলল: আমি জানি না। সোলায়মান বললো: তোমার জন্য আফসোস! তুমি কি আমার সন্তান আইয়ুবকে দেখোনি! সে বললো: আমি আইয়ুবকে খলিফাদের তালিকায় দেখতে পাচ্ছি না, তবে এতটুকু অবশ্য জানি যে, আপনি এমন এক ব্যক্তিকে খলিফা বানাবেন, যে আপনার অনেক গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১২১ পৃষ্ঠা)

খেলাফতের দায়ভার থেকে মুক্ত হওয়ার প্রস্তাব

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খেলাফতের গুরুদায়িত্ব পালনে ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন। তাই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বললেন: “হে লোকেরা! আমার কাঁধে খেলাফতের ভারী বোঝা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা পরিচালনা করতে সক্ষম নই, তাই আমার প্রতি বাইয়াতের যেই শিকল তোমাদের কাঁধে রয়েছে তা আমি নিজেই খুলে নিচ্ছি, তোমরা যাকে চাও তোমাদের খলিফা বানিয়ে নাও।” উপস্থিত জনগণ এ কথা শুনে অস্থির হয়ে গেলো এবং সকলে এক বাক্যে বললো: “আমরা আপনাকেই খলিফা নিযুক্ত করেছি, আমরা আপনার উপরই সন্তুষ্ট, আমরা সবাই আপনার খেলাফতেই একমত।”

www.dawateislami.net

আপনি **আল্লাহ পাকের** নাম নিয়ে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন, **আল্লাহ পাক** এতে আপনাকে বরকত দান করবেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৬৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর সংশোধন মূলক বয়ান

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন লোকদের এমন ভক্তিমূলক মনোভাব দেখলেন এবং তাঁর যখন এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন হয়ে গেলো, লোকজন আনন্দচিত্তে তাঁর খেলাফত গ্রহণ করতে রাজি আছে, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** হামদ ও সানা পাঠ করলেন এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করার পর লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন: "হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে **আল্লাহ পাককে** ভয় করার ওসীয়ত করছি, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো এবং নিজের আখিরাতের জন্য নেক আমল করো। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আখিরাতের জন্য নেক আমল করবে, **আল্লাহ পাক** তার দুনিয়াবী চাহিদাগুলো স্বয়ং পূরণ করে দিবেন। হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের বাতিনের সংশোধনের চেষ্টা করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের বাহ্যিক দিককে পরিশুদ্ধ করে দিবেন। অধিকহারে মৃত্যুর কথা স্বরণ করো আর মৃত্যুর পূর্বেই নিজের জন্য নেক আমলের ভান্ডার সঞ্চয় করে নাও মৃত্যু সকল স্বাদ ধুলিস্যাৎ করে দেবে। হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো, তারাও দুনিয়াতে আগমন করেছিলো এবং জীবন অতিবাহিত করে চলেও গেছে, এভাবে তোমরাও চলে যাবে। যদি তোমরা তাদের পরিনামকে স্মরন না রাখো, তবে মৃত্যু তোমাদের জন্য খুবই কঠিনতম হবে, সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে নাও, আর নিশ্চয় এই উম্মতেরা তাদের **প্রতিপালক আল্লাহ পাক, তাঁর নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** কিতাব কোরআনে মজিদের ব্যাপারে পরস্পর ঝগড়া

করবে না, বরং তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ তো টাকা-পয়সার কারণেই হবে। **আল্লাহর** শপথ! আমি কাউকেও অন্যায়ভাবে কোনো কিছু প্রদান করবো না এবং হকদারকে তার হক অবশ্যই প্রদান করবো।" এরপর তিনি বলেন: "হে লোকেরা! যে **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য করে, তোমাদের উপর তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব আর যে **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য পোষণ করবে না, তোমরা কখনও তার আনুগত্য পোষণ করো না। আমি যতদিন **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য পোষণ করে চলবো, ততদিন পর্যন্ত তোমরা আমার আনুগত্য পোষণ করবে, যদি তোমারা দেখো যে, (مَعَاذَ الله) আমি **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য করছি না, তবে সেই বিষয়ে কখনোই আমার আনুগত্য করো না।" (উয়ূনুল হিকায়াত, ৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দীকি ও ফারুকী শাসনামলকে স্মরণ করিয়ে দেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফা হওয়ার পর মুসলমানদের হকের প্রতি যত্নবান, **আল্লাহ পাকের** বিধি-বিধান পালন ও প্রয়োগের চিন্তায় বিভোর থাকতেন, যে কারণে প্রায় চেহারায় দুশ্চিন্তা ও অনুশোচনার ছাপ ভেসে উঠতো। তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে আব্দুল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কে আদেশ দিলেন যে, নিজের সমস্ত অলংকার বাইতুল মালে জমা করিয়ে দাও, নতুবা আমার থেকে পৃথক হয়ে যাও। বিশ্বস্ত ও নেককার স্ত্রী তা সাথে সাথে পালন করলেন। ঘরের কাজ-কর্মের জন্য কোনো চাকর-চাকরানি ছিলো না, সমস্ত কাজ তিনি নিজেই করতেন। মোটকথা তাঁর জীবনটাই দরবেশী এবং ফকিরী দুনিয়ার-বিমুখতার প্রতীক হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর সমস্ত চেষ্টা এই কাজের প্রতি নিবদ্ধ ছিলো যে, আবারো সিদ্দীকী ও ফারুকী শাসনামলের স্মরণ করিয়ে দেয়া। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আহলে বাইতের উপর কৃত নির্যাতনেরও অবসান ঘটান, তাঁদের আত্মসাৎকৃত জায়গা-জমি তাঁদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়। শরীয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কাজ করেছেন। বাইতুল মালকে খলিফার পরিবর্তে জনসাধারণের মালিকানা ঘোষণা করে দেন। এর নিরাপত্তার জন্য সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেন, তা থেকে উপহার-

উপঢৌকন এবং অহেতুক পুরস্কার প্রদানের পদ্ধতি রহিত করে দেন। জিম্মিদের সাথে সদ্ব্যবহারের পন্থা অবলম্বন করেন। এছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যপস্থাপনায় অনেক কিছু সংশোধন করেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেলাফতকাল যদিও আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ন্যায় খুবই স্বল্পকালীন ছিলো, কিন্তু ইসলামী বিশ্বের জন্য তা ছিলো ঐতিহাসিক যুগ। তাঁর পূর্বে বিভিন্ন মুসলিম শাসক কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মীয় ও চারিত্রিক ব্যবস্থাপনায় এবং রাজনীতিতে ও প্রশাসনে বিভিন্ন প্রকার মিশ্রণ ঘটিয়ে আসছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেসব অমঙ্গল থেকে প্রশাসন ও সমাজকে পবিত্র করার প্রচেষ্টা চালান, শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ মিটিয়ে দেবার জন্য পূর্নমাত্রায় চেষ্টা করেন, ধনী-গরীবের পার্থক্য, দমন ও দল-নীতির নিদর্শন এবং শাসকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মূলৎপাটন করে ইসলামের ন্যায়পরায়ণ ব্যবস্থাপনা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো, তিনি ইসলামী খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদার আদলে রূপদান করে সিদ্দীকি ও ফারুকী শাসনব্যবস্থাকে দুনিয়ার বুকে পুনরায় নিয়ে এসেছিলেন। নবায়ন ও পরিশুদ্ধির এই কর্মকান্ডের বদৌলতে তাঁর শাসনামলকে খেলাফতে রাশেদায় গণ্য করা হয়।

খেলাফতে রাশেদা কাকে বলে?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত "**মলফুযাতে আ'লা হযরত**" কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে প্রশ্ন করা হলো: খেলাফতে রাশেদা কাকে বলে এবং এর আওতায় কে কে ছিলেন আর এখন কে কে হবেন? উত্তরে তিনি বলেন: খেলাফতের রাশেদা হলো সেই খেলাফত যা মিনহাজে নবুয়ত (অর্থাৎ **নবী**র পদ্ধতি) অনুসারে পরিচালিত হয়। যেমন, চার খলিফা (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ফারুকে আযম, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী এবং হযরত সায়্যিদুনা মাওলা

আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ) আর ইমাম হাসান মুজতাবা ও আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ এর খেলাফত এবং আমার মনে হয় এমনি খেলাফতে রাশেদা ইমাম মাহদী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ই প্রতিষ্ঠা করবেন। وَالۡغَيۡبُ عِنۡدَ الله (অর্থাৎ আর অদৃশ্যের জ্ঞান **আল্লাহ পাকই** জানেন) (মলফুযাত, ১৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খোরাসানবাসীর স্বপ্ন

খোরাসানে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো, কোনো ব্যক্তি তাকে বলছে: যখন বনু উমাইয়ায় (কপালে) চিহ্নওয়ালা ব্যক্তি খলিফা নিযুক্ত হবে, তবে তুমি তৎক্ষনাৎ গিয়ে তার বাইয়াত গ্রহণ করে নেবে, কেননা তিনি 'ন্যায়পরায়ণ ইমাম' হবেন। অতএব সে বনু উমাইয়ার প্রত্যেক খলিফার আকৃতি জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খলিফা নিযুক্ত হন, তখন সে পর পর তিন দিন ধরে স্বপ্নে দেখে যে, সে বাইয়াত হওয়ার জন্য কোথাও যাচ্ছে, এরই ভিত্তিতে সেই ব্যক্তিটি খোরাসান হতে সাথে সাথে রওয়ানা হয়ে গেলো এবং দামেশ্‌কে পৌঁছে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিলো। (তারিখুল খুলাফা, ১৮১ পৃষ্ঠা)

খলিফা নিযুক্তকারী সম্পর্কে ভাল ধারণা

মুহাম্মদ বিন আলী বিন শাফেয়ী বলেন: আমার সুধারণা হলো যে, **আল্লাহ পাক** সোলায়মান বিন আব্দুল মালিককে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে খলিফা নিযুক্ত করার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৬৩ পৃষ্ঠা)

লোকেরা বাইয়াত গ্রহণের জন্য উপচে পড়ে

যখন সোলায়মান বিন আব্দুল মালিককে দাফন করা হয়ে গেলো, তখন লোকেরা পতঙ্গের মতো হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর

বাইয়াত গ্রহণের উপচে পড়ে এমনকি প্রচন্ড ভীড়ের কারণে তাঁর শাহজাদার জামার আস্তিন ছিঁড়ে গেলো। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১২৪ পৃষ্ঠা)

বাইয়াতের শব্দমালা

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাতে বাইয়াত হতে চাইলে তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে এই শব্দমালা দ্বারা বাইয়াত করালেন: تُطِيْعُنِيْ مَا اَطَعْتُ اللهَ فَاِنْ عَصَيْتُ اللهَ فَلَا طَاعَةَ لِيْ عَلَيْكَ অর্থাৎ তুমি আমার আনুগত্য সেই সময় পর্যন্ত করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য করবো এবং যদি আমি তাঁর অবাধ্যতা করি, তখন তোমার উপর আমার আনুগত্য আবশ্যক নয়। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৬৭ পৃষ্ঠা)

আমার এই পদের চাহিদা ছিলো না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চাচাত ভাই এবং মরহুম খলিফার পুত্র হিশাম যখন বাইয়াতের উদ্দেশ্যে আপন হাত তাঁর হাতে রাখলো, তখন তাঁর মুখ দিয়ে বের হলো: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (অর্থাৎ আমরা **আল্লাহ পাকের** জন্য এবং আমাদের প্রত্যেককে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে)। তিনি বললেন: اَجَلْ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (অর্থাৎ সত্যিই আমরা **আল্লাহ পাকের** জন্যই এবং আমাদের প্রত্যেককে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে)। অতঃপর বললেন: **আল্লাহ**র শপথ! আমি এই পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষী ছিলাম না, কেননা এটি এমন কোনো বিষয় নয় যার মাধ্যমে আমি আমার **প্রতিপালকের** নৈকট্য অর্জন করতে পারবো। (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

আপনি দুঃখিত কেন?

যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের দাফন কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে খুবই চিন্তিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছিলো, গোলাম কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি

বললেন: আজ এই পৃথিবীতে যদি কোন চিন্তাগ্রস্থ ও দুঃখভারাক্রান্ত কেউ থাকে তবে সে হলাম আমি, আমি চাই যে, কোন হকদার তার হক আমার নিকট চাওয়ার আগেই যেন তার হক আমি তার নিকট পৌঁছিয়ে দিই। (তারিখুল খুলাফা, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

শাহী বাহনে আরোহন করতে অস্বীকৃতি

খেলাফতের গুরু দায়িত্বের বোঝা বহন করতেই কর্তব্যাদি পূরণের কর্তব্যবোধই হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের দাফন সম্পন্ন করে তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ যখন কবরস্থান থেকে ফিরছিলেন তখন তাঁর বাহন হিসাবে উন্নত প্রজাতির খচ্চর ও তুর্কী ঘোড়া উপস্থাপন করা হলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "এগুলো কী?" বলা হলো: "এগুলো হলো শাহী বাহন, এগুলোতে কখনও কেউ আরোহন করেনি রেওয়াজ এরূপ যে, নব নিযুক্ত খলিফাই প্রথম বার এগুলোতে আরোহন করে থাকে, যেহেতু এখন আপনিই আমাদের খলিফা, অতএব এগুলোর যে কোনো একটিকে গ্রহণ করে নিন।" কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এগুলোর একটিতেও আরোহন করলেন না এবং তাঁর বিশেষ গোলাম মুযাহিমকে বললেন: "আমার জন্য আমার খচ্চরটিই যথেষ্ট, এগুলোকে মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা করিয়ে দাও।" (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৩৩ পৃষ্ঠা)

আমাকে তোমাদের ন্যায় মনে করো

তিনি যখন রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন এক সিপাহী সামনে অগ্রসর হয়ে আবেদন করলো: "হুযুর! চলুন, আমি আপনার খচ্চরের লাগাম ধরে আপনার সাথে সাথে পথ চলছি।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তাকেও বারণ করলেন এবং বললেন: "আমিও তোমার মতোই একজন সাধারণ মুসলমান।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৬৫ পৃষ্ঠা)

শাহী তাঁবুতে যাননি

শাহী রেওয়াজ ছিলো যে, খেলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়ার পর খলিফাদের জন্য উন্নত মানের তাঁবু ও শামিয়ানা টাঙ্গানো হতো, অতএব হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্যও শাহী তাঁবু ও শামিয়ানা সজ্জিত করা হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা দেখে বললেন: "এসব কী?" আরয করা হলো: "এগুলো শাহী তাঁবু আর শামিয়ানা, যা কখনো ব্যবহার হয় না, এতে নতুন খলিফারা সর্বপ্রথম আসন গ্রহণ করেন।" তাঁর বিশ্বস্ত গোলামকে বললেন: "মুযাহিম! এগুলো মুসলমানদের বাইতুল মালে অন্তর্ভুক্ত করে নাও।" অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের খচ্চরে আরোহন করে সেই আলীশান গালিচা পর্যন্ত এসে পৌঁছালেন, যা নব নিযুক্ত খলিফার সম্মানে বিছানো হয়েছিলো এবং তা তিনি পা দিয়ে সরিয়ে নীচের চাটাইতেই বসে গেলেন। অতঃপর সেই গালিচাগুলোও মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা করার নির্দেশ দিলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৩৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিনটি তাৎক্ষণিক নির্দেশ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কলম-কাগজ চাইলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তিনটি নির্দেশ জারি করলেন, যেন তাঁর নিকট খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর একটি মুহূর্তকাল বিলম্ব করাও বৈধ মনে হচ্ছিল না। **প্রথম নির্দেশ হলো:** মাসলামা বিন আব্দুল মালিকের ইস্তাম্বুল থেকে ফিরে আসার অনুমতি রয়েছে। এর পেছনে যুক্তি হলো, খলিফা সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক নিজের জীবদ্দশাতেই তাকে ইস্তাম্বুলে স্থল ও নৌপথে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, রাজ্য জয় হবার প্রাক্কালে তিনি শত্রুদের ধোঁকায় পড়ে যান, প্রতারকগণ তাঁর খাদ্য-রসদ এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দখল করে শহরের মূল ফটকটি বন্ধ করে দেয়। সোলায়মানের নিকট সে সংবাদ আসলে এই প্রতারণার ঘটনায় তিনি খুবই মর্মাহত হলেন, এবং তিনি শপথ করলেন: যতদিন আমি জীবিত থাকবো তাঁকে ফিরে আসার

অনুমতি দেবো না। মাসলামা ও তার সৈন্যদের সেখানে অবস্থান করা দুষ্কর হয়ে পড়েছিলো, ক্ষুধা ও দুরাবস্থায় প্রাণীদের খাবার-দাবারও প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো, কোনো লোক নিজ বাহনের প্রানীটিকে রেখে এদিক-ওদিক গেলে লোকজন সেটিকে জবাই করে খেয়ে নিতো, কিন্তু বারংবার আবেদন করা সত্ত্বেও সোলায়মান নিজের শপথে অটল ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তার এই অবস্থায় মর্মাহত ছিলেন। অতএব যখন তিনি খলিফা হলেন তখন তিনি **আল্লাহ পাকের** নিকট এই কাজে বিলম্ব করা বৈধ মনে করলেন না যে, মুসলমানদের দায়ভার তাঁর উপর অর্পিত আর তিনি সেসব অসহায়দের ব্যাপারে এক মুহূর্তকাল দেরী করবেন। **দ্বিতীয় নির্দেশ:** তিনি যা জারি করেছিলেন, তা ছিলো উসামা বিন যায়েদ তানোখীর অবসান, সে ছিলো মিশরের কর আদায়কারী এবং খুবই অত্যাচারী ও দমনকারী, বে-আইনীভাবে মানুষের হাত কেটে দিতো, চতুষ্পদ প্রাণীদের পেট কেটে তাদের পেটে মাংসের খন্ড ঢুকিয়ে দিয়ে সামুদ্রিক হিংস্র প্রাণীদের সামনে নিক্ষেপ করতো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নির্দেশ দিলেন, তাকে প্রত্যেক অঞ্চলের জেলখানাগুলোতে এক বৎসর করে রাখা হোক এবং তার হাত-পা বেঁধে দেওয়া হোক, শুধুমাত্র নামাযের সময় খুলে দেওয়া হবে এবং পরে আবার বেঁধে রাখা হবে। **তৃতীয় নির্দেশ** ছিলো: এজিদ বিন আবি মুসলিমের আফ্রিকা থেকে পদচ্যুতির, সে খুবই নির্দয় শাসক ছিলো, বাহ্যিকভাবে সে খুবই ইবাদত-বন্দেগীর ভাব দেখাতো, কিন্তু ছোট-বড় সকল শাহী নির্দেশ কার্যকর করা আবশ্যক মনে করতো, তা যতই অত্যাচার মূলক ও হক বিরোধীই হোক না কেন। লোকজনকে যখন তার সম্মুখে শাস্তি দেওয়া হতো, তখন সে তসবীহ ও ওযীফা প ঠে লিপ্ত হয়ে যেতো এবং সাথে সাথে শাস্তির ব্যাপারে হেদায়তের বাণীও শুনাতো, যেমন সে বলতো: "اَللّٰہُ اَکۡبَرُ اللّٰہُ اَکۡبَرُ! হে বৎস! একে রশি দিয়ে ভাল করে বাঁধো" ইত্যাদি। তার এই নিকৃষ্ট অবস্থার কারণে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাকে পদ থেকে অপসারণের নির্দেশ প্রদান করেন। যাই হোক, এই ছিলো কারণ, যার উপরভিত্তি করে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাহী নির্দেশনামা জারি করা আবশ্যক মনে করেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রথম ভিক্ষুকের সাহায্য

অতঃপর এক ব্যক্তি লাঠিতে ভর দিয়ে সামনে অগ্রসর হলো আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সামনে গিয়ে বলতে লাগলো: "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি একজন অভাবী ক্ষুধার্ত লোক, **আল্লাহ পাক** আপনাকে আমার এভাবে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।" এতটুকু বলার পর সে অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার ঘরে সদস্য কতজন? ভিক্ষুক বললো: পাঁচজন! আমি, আমার স্ত্রী আর তিন সন্তান। অতএব, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তার জন্য দশ দীনার ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন, আর তৎক্ষণাৎ ৩০০ দীনার বাইতুল মাল থেকে এবং ২০০ দীনার নিজের পকেট থেকে প্রদান করলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৭০ পৃষ্ঠা)

খলিফার বাসভবনে অবস্থান করেননি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কি খলিফার বসভবনে অবস্থান করবেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন: না! এখনও তো সেখানে আবু আইয়ুবের (অর্থাৎ সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের) পরিবার বসবাস করছে। আমার জন্য আমার তাঁবুই যথেষ্ট। অতএব খলিফার বাসভবন খালি হওয়া পর্যন্ত হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিজের পূর্বের ঘরেই বাসবাস করছিলেন। (সীরাতে ইবনে জাওযী, ৬৩ পৃষ্ঠা)

সাবেক খলিফার বিশেষ জিনিসপত্র বাইতুল মালে জমা করিয়ে দেন

সেই যুগে এটি একটি সাধারণ নিয়ম ছিলো, যখন কোনো খলিফা ইন্তিকাল হয়ে যেতো, তখন তার ব্যবহৃত পোশক-পরিচ্ছদ, সুগন্ধি ইত্যাদিকে তার পরিবার-পরিজনের হক বলে মনে করা হতো আর অব্যবহৃত আতর ও পোশক আগত খলিফাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হতো। সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের

ইন্তিকালের পর তার পরিবার-পরিজনেরা সোলায়মানের তেল ও আতরের বোতলগুলো এবং পোশক-পরিচ্ছদ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানে উপস্থাপন করে বললো: “এগুলো আপনার, আর ওগুলো আমাদের।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “এগুলো” আর “ওগুলো” মানে কি? তখন তারা রেওয়াজের কথা বললো, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: এসব জিনিস আমারও না, সোলায়মানেরও না এবং তোমাদেরও না, অতঃপর ডাক দিলেন: মুযাহিম! এগুলো মুসলমানদের বাইতুল মালে পাঠিয়ে দাও। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৩৪ পৃষ্ঠা)

সুন্দরী দাসী উপস্থাপন

এই অবস্থা দেখে সাবেক মন্ত্রী-আমলাদের আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা দেখা দিলো, অতএব তারা মাথা নত করে বসে গেলো আর বলতে লাগলো: যা কিছু আজ তোমরা দেখছো, এরপর আমাদের আলীশান বাহন, তাঁবু, শামিয়ানা, সৌন্দর্য চর্চা ও বিলাসিতার জীবনের আশা নিঃশেষ হয়ে থাকবে, এখন একটাই পন্থা কেবল বাকী আর তা হলো দাসীগুলো! এগুলো তাঁর খেদমতে পাঠিয়ে দেখো, হতে পারে এতে তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা রক্ষা হবে, অন্যথায় এই ‘ভদ্রলোকটির’ উপর তোমাদের কোনোরূপ ভরসা রাখা উচিৎ নয়। অতএব, সুন্দর সুন্দর দাসীগুলো হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে পেশ করা হলো, কিন্তু তিনি প্রত্যেকের নিকট জিজ্ঞাসা করতেন: তোমার পরিচয় কী? তুমি কার? কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে? প্রত্যেকেই উত্তরে বলতো: আমি আসলে অমুকের ছিলাম এবং এমনভাবে জোর করে ধরে তাকে এখানে আনা হয়েছে। তিনি সকলের ব্যাপারে আদেশ দিয়ে দিলেন: এদেরকে তাদের প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দাও, অতএব বাহন দিয়ে তাদের প্রত্যেককে তাদের মূল শহরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। ঐ লোকেরা যখন এই অবস্থা দেখতে পেলো, তখন তাঁর ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে যায় এবং তারা দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লোকদেরকে তাদের হক প্রদান করবেন আর ন্যায় আচরণ করবেন।

www.dawateislami.net

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৩৪ পৃষ্ঠা)

এখন তোমার প্রতি আর আকর্ষণ রইলো না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আযাদকৃত গোলাম সাহাল ইবনে সিদকা বর্ণনা করেন: যখন তিনি খেলাফত প্রাপ্ত হন, তখন ঘরের ভেতর থেকে কান্নার শব্দ শোনা যায়। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যায় যে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আপন দাসীদের বললেন: "আমার উপর দায়িত্বের এমন বোঝা এসে পড়েছে যে, তোমাদের প্রতি আমার আকর্ষণ শেষ হয়ে গেছে, এখন তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, যার মুক্ত হওয়ার বাসনা রয়েছে, আমি তাকে মুক্ত করে দিচ্ছি আর যে এখানে থাকতে চাও, থাকতে পারো, ভালভাবে ভেবে নাও যে, সে এখন আমার পক্ষ থেকে কিছুই পাবে না।" তাই তারা তাঁর প্রতি নিরাশ হয়ে কান্না করছিলো। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১২১ পৃষ্ঠা। সীরাতে ইবনে জওযী, ৭০ পৃষ্ঠা)

নেতৃত্বের কারণে অশ্রু বিসর্জন

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সহধর্মিনীর বর্ণনা হলো: যখন তিনি খেলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন, তখন ঘরে এসে জায়নামাযে বসে কাঁদতে লাগলেন, এমনকি তাঁর পবিত্র দাঁড়ি মোবারক অশ্রুতে ভিজে গেলো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কেন কান্না করছেন? তিনি বললেন: "আমার কাঁধে আজ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যখন আমি ক্ষুধার্ত ফকির, রোগী, মজলুম কয়েদী, মুসাফির, বৃদ্ধ, শিশু এবং পরিবারবর্গদের, মোট কথা দুনিয়ার সকল বিপদগ্রস্থদের দেখাশুনার ব্যাপারে ভাবি তখন আমার ভয় হয় যে, **আল্লাহ পাক** যখন তাদের ব্যাপারে আমার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং আমি যদি যথাযথ উত্তর দিতে না পারি! ব্যস এই গুরুদায়িত্ব ও চিন্তা আমাকে কাঁদাচ্ছে। (তারিখুল খুলাফা, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

নেতৃত্বের মোহে বিভোররা একটু ভাবুন, আখিরাতের চিন্তায় বিভোর শাসক পার্থিব নেতৃত্বের ব্যাপারে কীরূপ চিন্তিত থাকেন, কিন্তু মনে রাখবেন, শুধু শাসকদের

থেকেই না, বরং আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেমনটি

অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হবে

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা সবাই এবং তোমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। বাদশাহ একজন কর্তা, তার নিকট তার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। মানুষ তার পরিবার পরিজনের দায়িত্বশীল, তার নিকট তার পরিবার পরিজনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। মহিলারা তাদের স্বামীর গৃহ এবং সন্তানদের দায়িত্বশীল, তার নিকট তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জুমুআ, হাদীস নং: ৮৯৩, ১ম খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

দায়িত্বশীল এবং জিম্মাদারদের জন্য চিন্তা করার মতো হাদীস শরীফ

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা '**মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা**' থেকে সংগৃহীত)

১. مَا مِنْ عَبْدٍ اِسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ اِلَّالَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে **আল্লাহ পাক** কোন সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল বানালেন অতঃপর সে তাদের মঙ্গলের প্রতি খেয়াল রাখলো না তবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭১৫০)

২. كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٍ عَنْ رَعِيَّتِهٖ অর্থাৎ তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেককে নিজের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৫ম খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)

৩. اَيُّمَا رَاعٍ اِسْتَرْعٰى رَعِيَّةً فَغَشَّهَا فَهُوَ فِى النَّارِ অর্থাৎ যে দায়িত্বশীল তার অধীনস্থদের সাথে বিশাসঘাতকতা করে, সে জাহান্নামে যাবে।

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২০৩১১)

৪. لَيَاْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِى الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنّٰى اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِى تَمْرَةٍ قَطُّ অর্থাৎ ন্যায় বিচারক কাযীর (শাসক) কিয়ামতের দিন একটি মূহুর্ত এমন আসবে যখন সে

আকাঙ্খা করবে যে, আহ! সে দু'জনের মাঝে যদি একটি খেজুরের জন্যও সমাধান না করতো। (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৯ম খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৪৫১৮)

৫. مَا مِنْ اَمِيْرِ عَشَرَةٍ اِلَّا يُؤْتٰى بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلًا حَتّٰى يَفُكَّهُ الْعَدْلُ اَوْ يُوْبِقَهُ الْجَوْرُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দশ ব্যক্তির উপরও যদি দায়িত্বশীল হয়, তবে কিয়ামতের দিন তাকে এমনভাবে নেয়া হবে, তার হাত তার কাঁধের সাথে বাঁধা থাকবে, এখন হয়তো তার ন্যায়পরায়নতা তাকে মুক্ত করবে অথবা তার অত্যাচার তাকে আযাবে নিপতিত করবে। (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫৩৪৫)

৬. (**নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া) اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهٖ অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল, অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে তবে তুমিও তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো, আর যদি সে তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করে তবে তুমিও তার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করো।

(মুসলিম, ১০১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৮২৮)

৭. مَنْ وَلَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ اَحْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهٖ وَخَلَّتِهٖ وَفَقْرِهٖ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** যাকে মুসলমানের কাজ সমূহ হতে কোন কিছুর দায়িত্বশীল বানালো, অতঃপর সে তাদের চাহিদা, দারিদ্রতা ও অভাবের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়ে দেয়, তবে **আল্লাহ পাকও** তার চাহিদা, দারিদ্রতা ও অভাবের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়ে দিবেন।

(আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৯৪৮)

৮. لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দয়া করেন না, যে লোকদের প্রতি দয়া করেনা। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭৩৭৬)

৯. اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা অতি শীঘ্রই শাসনভারের আকাঙ্ক্ষা করবে কিন্তু কিয়ামতের দিন তা অনুশোচনার কারণ হবে। اِنَّا لَا نُوَلِّيْ هٰذَا مَنْ سَاَلَهٗ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ **আল্লাহর** শপথ! আমি এই কাজের (অর্থাৎ

শাসনভারের) জন্য এমন কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করি না, যে এর প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখে। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ৭১৪৮,৭১৪৯)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেনঃ "নিগরান তথা দায়িত্বশীল" দ্বারা কেবল কোনো রাষ্ট্রীয় বা নাগরিক অথবা ধর্মীয় ও সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক সংগঠনের দায়িত্বশীল নয়। বরং সাধারণত প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনোভাবে দায়িত্বশীলই, যেমন সুপারভাইজার তার অধীনস্থ শ্রমিকদের, অফিসার তার কর্মচারীদের, কাফেলার আমীর তার কাফেলার সদস্যদের এবং যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরান তার অধীনস্থ ইসলামী ভাইদের ইত্যাদি ইত্যাদি। এটি এমন এক বিষয় যে, এই দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। ধরে নিন যদি কেউ সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নিয়েও নেয়, তবুও সে যদি বিবাহিত হয়ে থাকে, তবে তার সন্তানদের দায়িত্বশীল। এখন সে যদি চায়ও যে, এই দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে, তবে পারবে না, কেননা তা তো তাকে বিয়ে করার পূর্বেই ভাবা উচিৎ ছিলো। যাইহোক প্রত্যেক দায়িত্বশীলই কঠিন পরীক্ষায় জর্জরিত, কিন্তু হ্যাঁ! যে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবে, সে মুক্তি পাবে। যেমনটি দয়াময় ইরশাদ হচ্ছেঃ "ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনকারী নূরের মিম্বরে থাকবে, তারা হচ্ছে সেসব লোক, যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত, পরিবার এবং যাদের উপর দায়িত্বশীল হলো তাদের ব্যাপারে ন্যায় আচরণ করে।"

(নাসায়ী, ৮৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ৫৩৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত লিখনী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের প্রতেকেই এক একজন কর্তা বা দায়িত্বশীল, মাতা-পিতা আপন সন্তানদের, শিক্ষকগণ তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের, স্বামী আপন স্ত্রীর, عَلٰی هٰذَا الْقِيَاس (এভাবে অনুমান করুন)। সুতরাং! আমাদের উচিত, নিজেদের মাঝে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা এবং

ন্যায়-পরায়ণতা অবলম্বন করে শরীয়াতের বিধি-বিধান অনুযায়ী নিজেদের দায়িত্ব পালন করা।[১]

সহচরদের জন্য শর্তাবলী

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন: যে ব্যক্তি আমার সঙ্গ গ্রহণ করতে চাও, তাকে পাঁচটি বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে: **(১)** ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়-বিচারে যেসব বিষয় আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, সেগুলোর প্রতি আমাকে নির্দেশনা দিতে হবে **(২)** সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আমাকে সাহায্য করতে হবে **(৩)** যেসব লোকের চাওয়া আমার নিকট পৌঁছায় না, তাদের চাওয়াকে আমার নিকট পৌঁছাবে **(৪)** আমার নিকট কারো গীবত করবে না **(৫)** আমার ও সকল লোকের আমানতের হক আদায় করবে। যে ব্যক্তির এ বিষয়গুলো মেনে নিতে পারবে না, তাদের জন্য আমার সঙ্গ ও সহচর্যের অনুমতি নেই। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৭৯ পৃষ্ঠা)

সিকিউরিটি গার্ডদের উপেক্ষা

বনু উমাইয়ার সাবেক খলিফাদের ৩০০ জন দারোয়ান এবং ৩০০ জন সিপাহী দেহরক্ষী হিসাবে থাকতো, যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খলিফা হলেন, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দারোয়ান ও সিপাহীদের বললেন: আমার তোমাদের নিরাপত্তা প্রদানের প্রয়োজন নাই, কেননা আমার নিকট নিয়তির রক্ষক বিদ্যমান আছেন, তিনি থাকা সত্ত্বেও তোমাদের কেউ যদি আমার সাথে থাকতে চাও, তবে ১০ দীনার বেতন পাবে এবং যদি কেউ থাকতে না চাও কিংবা এই বেতনে সম্মত না হও, তবে সে নিজের ঘরে চলে যাও। (তারিখুল খুলাফা, ১৯০ পৃষ্ঠা)

নিরাপত্তা প্রহরীর জন্য নামাযী ব্যক্তি নির্বাচন করলেন

১. দায়িত্ববোধ সম্পর্কে বুঝার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত **‘এহসাসে জিম্মাদারি’** কিতাবটি পাঠ করা বিশেষ উপকারী।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান (সিকিউরিটি ইন্‌চার্জ) খালিদ বিন রাইয়ানকে বরখাস্ত করেন, কেননা সে সাবেক খলিফাদের আদেশে শরীয়াত-বিরুদ্ধ শাস্তি দিতো, অতঃপর তিনি ওমর বিন মুহাজির আনসারীকে নিজের কাছে ডেকে বললেন: তুমি জান যে, আমার আর তোমার মাঝে ইসলাম ব্যতীত আর কোনো সম্পর্ক নাই, আমি তোমাকে অধিকহারে কোরআন তিলাওয়াত করতে আর লোকজনের গোপনে নফল নামায পড়তে দেখেছি, তুমি খুব ভাল নামায পড়ো, এই তাওবারি গ্রহণ করো, আমি তোমাকে আমার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী নিযুক্ত করলাম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সীরাতে ইবনে জওযী, ৫০ পৃষ্ঠা)

কবিদের চিড়া ভিজেনি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পূর্ববর্তী খলিফাদের মজলিসে সব চেয়ে বেশি ভীড় কবিদের হতো, সেই সূত্রে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন নিয়ম অনুযায়ী হারামাইন তাইয়্যিবাইন ও ইরাক থেকে বড় বড় কবিরা তাঁর দরবারে আসতে লাগলো এবং বড় বড় নামকরা কবি যেমন; নুসাইব, জরীর, ফরযদক, আহওয়াস এবং আখতাল প্রমূখ কবিরা আগমন করলো আর মাসভর তারা অবস্থান করলো কিন্তু এখানে তো মসজিলসের রঙই অন্য রকম হয়ে গিয়েছিলো, কবিদের প্রতি কোনো গুরুত্ব প্রদান করা হতো না, কিন্তু ক্বারী ও ফকীহদের আশপাশ থেকে আহবান করা হতো এবং তাঁদেরকে বিশেষ অতিথি হিসাবে গণ্য করা হতো, বাধ্য হয়ে একজন কবি ফকীহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন আর নিজেদের অমর্যাদার কথা এভাবে বর্ণনা করলেন:

يَا اَيُّهَا الْقَارِئُ الْمُرْخِيْ عِمَامَتَهُ   هٰذَا زَمَانُكَ اِنِّيْ قَدْ مَضٰى زَمَنِيْ

হে সেই ক্বারী যার পাগড়ী ঝুলে আছে   এটি আপনারই সময়, আমার সময় কেটে গেছে

اَبْلِغْ خَلِيْفَتَنَا اِنْ كُنْتَ لَاقِيَه   اِنِّيْ لَدَى الْبَابِ كَالْمَصْفُوْدِ فِيْ قَرَنِ

যদি আমাদের খলিফার সাথে মিলিত হও তবে তাকে বলবে যে,   আমি দরজায় শিকলে বন্দি হয়ে আছি

(ইবনে জওযী, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

এই ব্যক্তি কবিদের নয় দারিদ্র-পীড়িতদের দান করেন

একদা সেই সময়ের প্রসিদ্ধ কবি জরীরের কোনোভাবে খলিফার দরবারে আসার অনুমতি মিলে গেলো। তিনি একটি কবিতা পাঠ করেন, যাতে মদীনার আপদ-বিপদ, দুঃখ-দুর্দশা ও বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার জন্য শস্য এবং নগদ টাকা পাঠানোর আদেশ দিলেন আর জরীরের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কোন্ দলের? মুহাজিরীনদের না আনাসারদের? নাকি তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কিংবা মুজাহিদদের? তিনি বললেন: আমি তাদের কারো দলের নই। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: তবে মুসলমানদের সম্পদে আপনার কী ধরনের হক থাকতে পারে? সে বললো: "যদি আপনি আমার হক বদ্ধ না করেন তবে **আল্লাহ্ পাক তাঁর** কিতাবে আমার হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আমি যে 'ইবনে সবীল' (মুসাফির)। দূর দুরান্ত থেকে সফর করে আপনার দরবারে এসে দন্ডায়মান হয়েছি। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: ঠিক আছে! আপনি যখন আমার নিকট এসেই গেছেন তবে আমি আমার নিজস্ব তহবিল থেকে বিশ দিরহাম দিচ্ছি, এই নগণ্য অংকের মুদ্রার কারণে আপনি আমার প্রশংসা করুন আর নিন্দা? জরীর সেই মুদ্রাগুলোকেও গনীমত মনে করে উঠিয়ে নিলো এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। অপর কবি তাঁকে খলিফার দরবার থেকে বের হতে দেখে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো: "কীরূপ ব্যবহার করা হলো?" জরীর উত্তরে বললো: "নিজের রাস্তা মাপ, এই ব্যক্তিটি কবিদের নয় দরিদ্রদের দান করেন।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

যাই হোক, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খলিফাদের মজলিসের পূর্ববর্তী রঙ একেবারে পাল্টে দিলেন আর নিজের সাহচর্যের জন্য কেবল আলেম-ওলামা ও ফকীহদের নির্বাচন করে নেন, তাঁদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন মেহরান, হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত এবং হযরত সায়্যিদুনা রিয়াহ্ বিন ওবাইদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এছাড়াও আরো কতিপয় আলেম তাঁর দরবারের সঙ্গী হয়ে থাকতেন। (ত্ববকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খলিফা হওয়ার পর তিনজন ফকীহ্‌ের সাথে মাদানী পরামর্শ

আত্মকেন্দ্রীকতা যে কোনো নেতৃস্থানীয় লোকদের নসিহত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে, কিন্তু **জগতের প্রতিপালক আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এক প্রভাবময়ী অন্তর দান করেছেন, তিনি মনে করতেন, যে খেলাফতের হক আদায় করার ক্ষেত্রে ওলামা ও মাশায়িখদের সহচর্য ও পরামর্শ অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে, অতএব খেলাফতের গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে অর্পিত হওয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তিনজন ফকীহ্ হযরত সায়্যিদুনা সালেম বিন আব্দুল্লাহ, হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন কাআব এবং হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا প্রমূখের খেদমতে আরয করলেন: "আমার উপর এই পরীক্ষা এসে পড়েছে, আপনারা আমাকে নিজ নিজ পরামর্শ দিয়ে ধন্য করুন।" হযরত সায়্যিদুনা সালিম বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে উপদেশ দিলেন: " اِنْ اَرَدْتَّ النَّجَاةَ مِنْ عَذَابِ اللهِ فَصُمْ عَنِ الدُّنْيَا وَلْيَكُنْ اِفْطَارُكَ مِنْهَا عَلَى الْمَوْتِ অর্থাৎ যদি আপনি **আল্লাহ পাকের** আযাব থেকে মুক্তি পেতে চান, তবে দুনিয়া হতে রোজা রাখুন আর আপনার ইফতার হোক মৃত্যু দিয়ে।" হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন কাআব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: " اَنْ اَرَدْتَّ النَّجَاةَ مِنْ عَذَابِ اللهِ فَلْيَكُنْ كَبِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَكَ اَباً وَاَوْسَطُهُمْ عِنْدَكَ اَخاً وَاَصْغَرُهُمْ عِنْدَكَ وَلَداً فَوَقِّرْ اَبَاكَ وَاَكْرِمْ اَخَاكَ وَتَحْنِنْ عَلٰى وَلَدِكَ অর্থাৎ যদি আপনি **আল্লাহ পাকের** শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চান, তবে বৃদ্ধদেরকে আপনার পিতার স্থানে, মধ্য বয়স্কদেরকে আপনার ভাইয়ের স্থানে এবং শিশুদেরকে আপনার সন্তানের স্থানে মনে করুন, অতঃপর আপনার পিতাকে শ্রদ্ধা, ভাইদের সম্মান আর সন্তানদের প্রতি স্নেহ প্রদান করুন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ন্যায়পরায়ণতা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করবো?

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত মুহাম্মদ বিন কাআব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট একবার জিজ্ঞাসা করলেন: "আমাকে ন্যায়পরায়ণতা সম্বর্কে কিছু বলুন।" তিনি বললেন: "আপনি ছোটদের জন্য একজন পিতা, বড়দের জন্য সন্তান আর সমবয়সীদের জন্য আপনি হচ্ছেন একজন ভাই স্বরূপ, লোকদেরকে তাদের অপরাধ এবং শারীরিক সক্ষমতা বিবেচনা করে শাস্তি দিবেন, কাউকে আপনার ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টির কারণে একটি বেত্রাঘাতও করবেন না, কেননা আপনি তখন অত্যাচারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাবেন।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কতই না সুন্দর উপদেশ! আহ! আমাদেরও যদি এরূপ আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেতো যে, কোনো মুসলমান আমাদের জিহ্বা আর হাত দ্বারা যেন কষ্ট পায়।

পরিপূর্ণ মুসলমান কে?

তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ অর্থাৎ মুসলমান হলো সেই, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১০)

নেককার ও পরহেযগারদের সহচর্য

যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফা নিযুক্ত হন, তখন বিভিন্ন ধরনের লোকেরা তাঁর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু তিনি কেবল নেককার ও পরহেযগারদেরকেই নিজের সাহচর্যে রাখতেন, যখন এক প্রবীণ বন্ধু সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: تَرَكْنَاهُ كَمَا تَرَكْنَا الْخَزَّ وَالْمُوَشّٰى অর্থাৎ আমি তাকে এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছি, যেমনিভাবে রেশম এবং নকশা ও অঙ্কনকে ছেড়েছি। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৯১ পৃষ্ঠা)

আমাকে সতর্ক করে দিবেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হাযিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফা হন তখন বললেন: আমার জন্য দু'জন সৎ ও নেককার লোক খুঁজে আনুন। অতএব দু'জন ব্যক্তিত্ব আগমন করলে তখন তিনি তাদের নিকট অনুরোধ করলেন: আপনারা আমার প্রত্যেকটি কাজের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন, যখন আমাকে কোন ভুল কাজ করতে দেখবেন তবে সাথে সাথে আমাকে সতর্ক করে দিবেন এবং **আল্লাহ পাকের** স্মরণ করিয়ে দিবেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৩ পৃষ্ঠা)

নিজের উপর নজরদার নিযুক্ত করেন

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন মুহাজির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হচ্ছে; হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বলেন: হে আমর! যখন তুমি আমাকে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হতে দেখবে, তখন আমার জামার আস্তিন ধরে ঝাঁকুনি দিবে এবং বলবে: مَاذَا تَصْنَعُ؟ অর্থাৎ আপনি এ কী করছেন?

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বেশি সহযোগী ছিলো না

বিভিন্ন বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপমা সেই দক্ষ কারিগরের ন্যায় যার নিকট হাতিয়ার নাই, কিন্তু উপকরণ ছাড়াই খুবই উন্নত মনের কাজ করেন। (অর্থাৎ তাঁর নিকট কাজ করার জন্য বেশি সাহাযোকারী নাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কর্মনৈপুন্য অতুলনীয়)। (হিলিয়তুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা। সীরাতে ইবনে জওযী, ৮৮ পৃষ্ঠা)

সহযোগী ও সাহায্যকারী

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ঘরের তিনজন সদস্য, তাঁর ভাই "সাহ্‌ল", সাহেবজাদা "আব্দুল মালিক" এবং গোলাম "মুযাহিম" খেলাফতের কাজে তাঁর বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন, এই তিনজন ব্যক্তিত্ব সত্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর সহযোগী ছিলেন এবং সমর্থন ও শক্তি যোগাতেন। একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রকাশ এই শব্দ দ্বারা করেন: **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা যে, তিনি সাহ্‌ল, আব্দুল মালিক এবং মুযাহিমকে দিয়ে আমার কোমর শক্তিশালী করে দিয়েছেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪৫ পৃষ্ঠা)

হকপন্থিদেরকে গুরুত্ব প্রদান

তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ সহচর ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ, যিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জীবদ্দশাতেই ওফাত গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর ভালবাসা আমীরুল মুমিনীনের মনে ঢেউ খেলতে থাকতো। তিনি প্রায়ই বলতেন: যদি হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদুল্লাহ্ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর মতামত না নিয়ে আমি সরকারি কোন আদেশই জারি করতাম না, একবার তিনি বলেন: "আহ! আমার অমুক অমুক জিনিষের স্থলে যদি হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদুল্লাহ্ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি মজলিস নসীব হয়ে যেতো।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উপদেশদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খেলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়ার পর এক লোক তাঁর নিকট এসে বলল: আপনি **আল্লাহ পাকের** সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকবেন এবং **তাঁর** বিধি-বিধানের সামনে নত হয়ে যাবেন, যা কিছু **তাঁর** নিকট রয়েছে সেগুলোর আশা রাখবেন, কেননা **আল্লাহ পাকের** নিকট

সার্বক্ষণিক মঙ্গল ও বিপদাপদের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান রয়েছে, আপনার যে বিষয়ের সন্দেহ আপনার পূর্বতন খলিফা সোলায়মানের ব্যাপারে ছিলো তা এখন নিজের বেলায় করুন। এর পর সেই লোকটি উঠে চলে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। যখন সে ফিরে এলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি আমাকে এই উপদেশগুলো কীজন্য করেছো? সে বলল: প্রাণে বাঁচার সাহস পেলে কিছু বলতে পারি! বললেন: তোমার কোনো ভয় নাই। সে বললো: আমি আপনাকে মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا দেখেছি যে, আপনার চাদর নিচে ঝুলতো আর চুল লম্বা থাকতো, আপনার থেকে আতরের সুগন্ধ ছড়াতো, আমি সেই সময় আপনার অবস্থাদি এবং চরিত্র দেখে খুবই হতবাক হতাম আর ভাবতাম যে, **আল্লাহ পাক** আপনাকে এই পৃথিবীতে থাকার সুযোগ কিভাবে দিলো? এখন যেহেতু আপনি সেই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তখন আমি দায়িত্ব বলে মনে করলাম যে, (সোলায়মানের ওফাতের) শোকও আদায় করবো আর বোঝানোর চেষ্টাও করবো। এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: ভাই! যদি তুমি আমার সাথে থাকা পছন্দ করো তবে খুবই ভাল হয় আর যদি যেতে চাও, তাও অনুমতি রইলো। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষমা চাইলেন

খেলাফতের পূর্বে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا কোথাও যাচ্ছিলেন, তাঁর চাদর মাটিতে লাগছিলো, হযরত মুহাম্মদ বিন কাআব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দেখে ডাক দিয়ে বললেন: হে ওমর! **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَا جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ অর্থাৎ যে চাদর গোড়ালীর নিচে যাবে তা দোযখে জ্বলবে।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসন্তুষ্টি মূলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর দিলেন: তোমার কাজ তুমি করো। অতঃপর যখন তিনি খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন হযরত মুহাম্মদ বিন কাআব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে

বের হয়ে পড়েছেন, তিনি দুরুপের গভর্ণরের নিকট লিখলেন: মুহাম্মদ বিন কাআব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যদি জিহাদ থেকে ফিরে আসেন তবে তাঁকে সফরের পাথেয় দিয়ে তৎক্ষণাৎ আমার নিকট পাঠিয়ে দিবেন। তবে হ্যাঁ! যদি তিনি আসতে না চান, তবে জোর করবেন না। যখন হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন কাআব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জিহাদ থেকে ফিরে আসেন তখন গভর্ণর তাঁকে আমীরুল মুমিনীনের নিকট যাওয়ার আবেদন পেশ করেন এবং পত্রটিও দেখালেন। মুহাম্মদ বিন কাআব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: পাথেয় তো আমার দরকার নাই, কথা হচ্ছে যাওয়া নিয়ে, তাঁর পত্র যদি নাও আসতো, তবু আমাকে যেতেই হতো। যখন মুহাম্মদ বিন কাআব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট এসে পৌঁছালেন, দেখতে পেলেন: তাঁর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রথম কথা এটাই বললেন: ইবনে কাআব! যখন মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا তুমি আমাকে নসিহত করেছিলে, তখন আমি তোমাকে বাঁকা উত্তর দিয়েছিলাম, আমাকে ক্ষমা করে দাও। এ কথা বলার পর কাঁদতে লাগলেন, এমনকি চোখের পানিতে দাঁড়ি ভিজে গেলো। তাঁর এই অবস্থা দেখে হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন কাআব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুবই প্রভাবিত হলেন এবং দোয়া করলেন: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا اَمِيۡرَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَاَقَالَكَ عَثۡرَتَكَ অর্থাৎ হে আমীরুল মুমিনীন! **আল্লাহ পাক** আপনাকে ক্ষমা করুক আর আপনার পদস্খলনগুলো ক্ষমা করে দিক।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১২০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দুনিয়াতেই ক্ষমা চেয়ে নেয়াতে কী ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও বান্দাদের হকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার এবং যাদের যাদের হক আমাদের কারণে বিনষ্ট হয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবার তৌফিক দান করুক, আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** 'উসওয়ায়ে হাসানাহ্' তথা সুন্দর আদর্শ দ্বারা আমরা গোলামদেরকে বান্দার হকের প্রতি সজাগ থাকার যে অনুপম শিক্ষা প্রদান করেছেন, তার একটি প্রভাবময় নমুনা লক্ষ্য করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা

কর্তৃক প্রকাশিত ৫৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত '**জুলুমের পরিণতি**' নামক রিসালার ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে:

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসাধারণ বিনয়

আমাদের প্রাণের চেয়েও অধিক **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের সময় সাধারণভাবে ঘোষণা করলেন: "যদি আমার জিম্মায় কারো ঋণ থাকে, যদি আমি কারো জান-মাল ও মর্যাদায় আঘাত করে থাকি, তা হলে আমার জান-মাল ও মর্যাদা উপস্থিত। "এই দুনিয়াতেই এর প্রতিশোধ নিয়ে নাও।" তোমাদের কেউ যেন এমন সন্দেহ না করে যে, কেউ যদি আমার নিকট তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে, আমি অসন্তুষ্ট হবো, এটি আমার শান নয়। আমি এই কাজটি খুবই ভালবাসি যে, যদি কারো হক আমার উপর থেকে থাকে, তবে সে যেন তা আজই নিয়ে নেয়, নতুবা আমাকে যেন ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! যে ব্যক্তির উপর কোনো হক থাকে, তার উচিৎ, সে যেন তা আদায় করে দেয় এবং এই কথা যেন মনে না করে যে, এতে অপমানিত হবে, কেননা দুনিয়ার অপমান আখিরাতের অপমান থেকে বহুগুণে সহজ।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৪৮তম খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

ক্ষমা চেয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সবাই ভয়ে ব্যাকুল হয়ে **আল্লাহ পাকের** দরবারে নির্ভেজাল তাওবা করে নিন, তাওবার উপর অটল থাকুন। মানুষের হক ধ্বংসের ক্ষেত্রে **আল্লাহ পাকের** দরবারে শুধুমাত্র তাওবা করলেই চলবে না, মানুষের যে যে হক ধ্বংস করেছেন তাও ফেরত দিয়ে দিন। যদি তা আর্থিক হক হয় ফেরত দিয়ে দিন, মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিন, অদ্যাবধি যার যার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন, যার যার গীবত সমালোচনা করেছেন, পরনিন্দা-পরচর্চা করেছেন, কুৎসা রটনা করেছেন এবং সে তা জানতে পেরেছে, যাকে যাকে মন্দ নামে

www.dawateislami.net

অভিহিত করেছেন, কটাক্ষ করেছেন, রক্ত চক্ষু দেখিয়েছেন, ভয় দেখিয়েছেন, গালমন্দ করেছেন, বকুনি দিয়েছেন, মারধর করেছেন, অপমানিত-লাঞ্ছিত করেছেন এবং শরয়ী অনুমতি ছাড়া যে কোন ভাবেই মানুষদের মনে আঘাত দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আলাদা আলাদাভাবে ক্ষমা করিয়ে নিন। আপনার মানহানি হতে পারে, এ ভয়ে যদি আপনি কারো নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে ইতস্তত করেন, তাহলে **আল্লাহ পাকের** ওয়াস্তে চিন্তা করে দেখুন, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি যদি আপনার নেকীর ভান্ডার কেড়ে নেয়, তার গুনাহের বোঝা আপনার মাথায় তুলে দেয়, তখন আপনার কী অবস্থা হবে! **আল্লাহ**র শপথ! প্রকৃত অর্থে তখন আপনার প্রতি সমবেদনা সহমর্মিতা প্রকাশের মত আপনার কোন বন্ধু-বান্ধব, ভাই, আত্মীয় স্বজন পাওয়া যাবে না। তাই তাড়াতাড়ি নিজ পিতামাতার পায়ে লুটে পড়ে, আত্মীয় স্বজনদের সামনে হাত জোর করে, অধীনস্থদের হাত-পা ধরে ইসলামী ভাই ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট কাকুতি মিনতি করে, তাদের সামনে নিজকে নগণ্য ও অধম মনে করে আজ দুনিয়াতেই তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে পরকালের মান-সম্মান লাভের জন্য সচেষ্ট হোন। **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ تَوَاضَعَ لِلّٰہِ رَفَعَهُ اللّٰه অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** জন্য বিনয়ভাব পোষণ করে, **আল্লাহ পাক** তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৮২২৯) (জুলুমের পরিণতি, ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রিসালত ও খেলাফতের পদগত পার্থক্য

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একদা খুৎবা প্রদান করতে গিয়ে বলেন: হে লোকেরা! **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনি আদম** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরবর্তীতে আর কোনো নবী নাই; আর **আল্লাহ পাকের** কিতাব কুরআনের পরে আর কোনো কিতাব নাই। যা কিছু **আল্লাহ পাক আপন সম্মানিত নবী** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে হালাল বলে ঘোষণা করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত হালালই থাকবে আর যা হারাম ঘোষণা করেছেন, তা

কিয়ামত পর্যন্ত হারাম হয়েই থাকবে। ভালভাবে বুঝে নাও, আমি নিজ হতে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদানকারী নই বরং **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সিদ্ধান্তগুলোকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য বাস্তবায়নকারী। আমি কোনো নতুন পন্থা আবিষ্কার করব না বরং পূর্ববর্তীদের পথেই চলবো, শুনে নাও! **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য জায়েয নাই, আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই বরং আমি তোমাদের ন্যায় একজন সাধারণ মানুষ, তবে আমার দায়িত্ব তোমাদের চেয়ে বেশি।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চোখ হতে অলসতার পর্দা উঠিয়ে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদা বলেন: "মুযাহিম" হলো সেই ব্যক্তি, যে আমাকে সর্বপ্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলো, ঘটনাটি ছিলো, আমি এক ব্যক্তিকে বন্দি করেছিলাম এবং তার নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে বেশি সময় বন্দি রাখতে চাইলে মুযাহিম আমাকে তাকে মুক্ত করে দেবার কথা বলেছিলো, কিন্তু আমি বললাম: তাকে আমি ছাড়বো না, যতক্ষণ না তার অপরাধের চাইতে বেশি শাস্তি না দিয়ে নিই, তখন মুযাহিম বললো: "আমি আপনাকে সেই রাতের ভয় দেখাচ্ছি, যার সকালে কিয়ামত সংগঠিত হবে।" **আল্লাহ পাকের** শপথ! সে এই কথা বলে যেন আমার চোখ থেকে অলসতার পর্দা সরিয়ে দিয়েছিলো। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বললেন: ذَكِّرُوۡا اَنۡفُسَكُمۡ رَحِمَكُمُ اللهُ فَاِنَّ الذِّكۡرٰى تَنۡفَعُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর দয়া করুক, তোমরা পরস্পর সদুপদেশ দিয়ে থাকবে, কেননা বুঝানো মানুষদেরকে উপকৃত করে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত মাদানী ফুলের উপর আমল করাতে উভয় জগতের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَ اِلَى الۡخَيۡرِ وَيَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ ؕ وَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۰۴﴾

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হওয়া উচিত যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে। আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবে।

সর্বোত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য

ছাহিবে কুরআনে মুবিন, জনাবে সাদিকে আমীন, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদা পবিত্র মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একজন সাহাবী رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ আরয করলেন: "ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ কে?" ইরশাদ করলেন: "মানুষের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম মানুষ, যে অধিকহারে কোরআনে করীম তিলাওয়াত করে, সর্বাধিক পরহেযগার, সর্বাধিক সৎকাজে আদেশ দাতা ও অসৎকাজে বারণ কারী এবং সর্বাধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে ভাল আচরণ) করে।" (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪৫তম খন্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৭৪৩৪)

আতা হো নেকী কি দাওয়াত কা খুব জযবা কেহ্,
দোঁ ধূম সুন্নাতে মাহবুব কি মাচা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিকিউরিটির সমস্যা

যেহেতু খারেজীদের অতর্কিত হামলায় খলিফাদের জীবনের নিরাপত্তা প্রায় অরক্ষিত হয়ে গিয়েছিলো, এমনকি খলিফাদের নিরাপত্তার জন্য অনেক দেহরক্ষী নিযুক্ত করা হতো। তাই হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ কে লোকেরা বললো: আপনি দেখে শুনে খাবার খাবেন, নামায পড়ার সময় পাহারাদার

রাখবেন যেন কেউ হামলা করতে না পারে, মহামারীর সময় খলিফাদের রীতি অনুযায়ী দেশের বাইরে চলে যাবেন। কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তর দিলেন: অবশেষে তারাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। লোকেরা যখন অনেক জোর করতে লাগলো তখন বললেন: হে **আল্লাহ্**! যদি আমি কিয়ামতের দিন ব্যতীত অন্য কোনো দিনের ভয় করি, তবে তুমি আমার এই ভয়ে হ্রাস করিও না। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৬ পৃষ্ঠা)

বিশ্রামের সময় পেতেন না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মানুষের সমস্যা নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকতেন, কখনো কখনো বিশ্রামের জন্যও সময় পেতেন না। একদা যোহরের নামাযের পূর্বে খুবই ক্লান্তি অনুভব করলে কিছুক্ষণ কাইলুলা (অর্থাৎ দুপুরের বিশ্রাম) করার জন্য নিজ কক্ষে গমন করলেন। তখন তিনি শুয়েছিলেন মাত্র, এমন সময় তাঁর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উপস্থিত হয়ে বললেন: "হে আমীরুল মুমিনিন! আপনি এখানে কিভাবে শুয়ে আছেন?" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তরে বললেন: "লাগাতার বিশ্রাম গ্রহণ না করার কারণে আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে এসেছি।" শাহজাদা আরয করলো: "জনাব! লোকজন আপনার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছেন, মজলুমেরা তাদের আরাধনা নিয়ে উপস্থিত আর আপনি এখানে আরাম করছেন?" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "আমি সারা রাত শুতে পারিনি, এখন কিছুক্ষণ আরাম করে যোহরের পর লোকজনের সমস্যার সমাধান করবো।" শাহাজাদা বড় আদবের সাথে আরয করলেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি নিশ্চিত যে, আপনি যোহর পর্যন্ত জীবিত থাকবেন?" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন আপন পুত্রের আখিরাতের ভাবনায় পরিপূর্ণ কথাটি শুনলেন তখন শাহজাদাকে কাছে ডাকলেন, তাঁর কপালে চুমু খেলেন আর বললেন: "সকল প্রশংসা **আল্লাহ্ পাকের** জন্য, যিনি আমাকে এমন সন্তান দান করেছেন, যে দ্বীনের বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করে।" অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বিশ্রাম না করে তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে ঘোষণা করলেন যে, "কেউ যদি কারো কাছে

হক পেয়ে থাকে কিংবা কারো যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে, তারা এসে যাও, আমি তাকে তার হক পাইয়ে দেবো এবং সমস্যার সমাধান করবো।”

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৬৭ পৃষ্ঠা)

নিজের রাগ প্রশমিত করুন

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন বিষয়ে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যখন আমীরুল মুমিনিনের রাগ প্রশমিত হলো তখন আরয করলেন: আপনি কি এমনিভাবে রাগান্বিত হন? তিনি বললেন: তাতে কি, তোমার কি রাগ আসে না? তিনি বললেন: যদি আমি রাগ প্রশমিত করতে না পারি তবে আমার বড় পেটের উপকারীতা কি? (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام প্রতিভা কিরূপ প্রশস্থ ছিলো, নিজেদের ছোটদের সংশোধনীও মেনে নিতেন এবং অপরদিকে আমরা এমন যে, যদি কোনো কম বয়সী কিংবা স্বল্প মর্যাদার লোক আমাদেরকে কিছু বুঝানোর চেষ্টা করে, তবে অপমান বোধ করি বরং তাকে এমন উত্তর দিয়ে থাকি যে, সে পথ খুঁজে পায় না। যেমন, শুক্রে শুক্রে আট দিন হলো এখানে এসেছো, আমাকে শেখাচ্ছো? এগুলো মুগ কলাই কি মশুরের ডাল তা তুমি আমাকে শেখাতে এসেছো? বরং বর্তমানে যদি কেউ কারো পরিশুদ্ধির জন্য কোনো কথা বলে তবে কখনো কখনো এরূপ উত্তর শুনতে হয়, “মিয়া! নিজের কাজ করো” এমন উত্তর নিতান্তই নিন্দনীয়, অতএব হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “**আল্লাহ পাকের** নিকট এটি একটি বড় গুনাহ যে, কোন ব্যক্তি অপরকে উপদেশ স্বরূপ বললো যে, “তুমি **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো।” তখন গুনাহগার ব্যক্তি এর উত্তরে বলে, “**নিজের চরকায় তেল দাও**”।

(তাম্বীহুল মুগতাররিন, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

নাসেহা! মত কর নসিহত দিল মেরা ঘাবরায়ে হে
উস কো দুশমন জানতা হোঁ জু মুঝে সমঝায়ে হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হকদারদেরকে তাদের হক আদায় করে দিয়েছেন

বনু উমাইয়ার শাসনামলে প্রজাদের অনেক ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমি অন্যায় ভাবে দখল করা হয়েছিলো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর হযরত সায়্যিদুনা মাইমূন বিন মেহরান, মাকহুল এবং আবু কিলাবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর ন্যায় মনীষীদের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ করলে হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইশারা-ইঙ্গিতে তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন, যা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গ্রহণ করলেন না এবং হযরত মাইমূন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুখের দিকে তাকালে তিনি বললেন: আপনার শাহজাদা আব্দুল মালিককেও তলব করুন, তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আমাদের চেয়ে কম নন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ডাকা হলে তিনি এলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: লোকজন তো দখলকৃত সম্পদ ফিরে পেতে চায়, এ বিষয়ে আপনার মতামত কী? আরয করলেন: তাদের সম্পদ শীঘ্রই ফিরিয়ে দেওয়া হোক, নয়তো আপনিও আত্মসাৎকারীদের সাহায্যকারী ও অংশীদার হিসাবে পরিগণিত হবেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১২৬ পৃষ্ঠা)

ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমি ফিরিয়ে দেওয়ার সাধারণ ঘোষণা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাধারণ ঘোষণা দিলেন: যেসব লোকের ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমি অবৈধভাবে অন্য কেউ ভোগ করছে, তারা যেন তাদের অভিযোগ দায়ের করে। অনুরূপভাবে যেসব ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমি রাজপরিবারের নিকট অবৈধভাবে ছিলো, সবগুলোই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপযুক্ত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিলেন এবং কারো সাথে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করেননি। এই বিষয়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বড়ই ন্যায় পরায়নতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান এবং রাজপরিবারের নিকট এমন কোনো বস্তুই রাখেননি যার উপর অন্য কারো অধিকার প্রমাণিত হয়েছিলো।

সন্তানদেরকে আল্লাহ পাকের উপর সৌপর্দ করছি

এই কাজটি ছিলো অত্যন্ত বিপজ্জনক ও স্পর্শকাতর, স্বয়ং নিজেরই কাছে ছিলো মৌরসী বিরাট জায়গা, যার বড় একটি অংশ তিনি হকদারদের ফিরিয়ে দেন এবং নিজের কাছে এমন কোন সম্পত্তি রাখলেন না, যার উপর অন্য কারো অধিকার রয়েছে। অনেকে এসে তাঁকে বললো: আপনি যদি আপনার জায়গা-জমি ফিরিয়ে দেন তবে আপনার সন্তানদের কীভাবে লালন পালন করবেন? এ কথা শুনে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেলো, বললেন: أُوَكِّلُهُمْ اِلَى الله অর্থাৎ আমি তাদেরকে **আল্লাহ পাকের** উপর সৌপর্দ করছি। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৩০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিরূপ মাদানী চিন্তাধারা ছিলো হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যে, সন্তানদের লালন-পালনের চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, অথচ আমরা প্রত্যেকে এরূপ ভেবে বসে আছি যে, আমরা দুনিয়া থেকে যাওয়ার পর সন্তানদের কি অবস্থা হবে? আহ! আমরা যদি এটাও চিন্তা করতাম যে, আমরা মরার পর আমাদের কি অবস্থা হবে? অথবা এরূপ যদি ভাবতাম যে, সন্তানদের মৃত্যুর পর তাদের কি অবস্থা হবে? আহ! আমাদের এরূপ মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যেতো যে, যেই **রিযিকদাতা** আমাদের রিযিক দিচ্ছেন, **তিনিই** আমাদের সন্তানদেরও রিযিক দান করবেন, তবে কেন আমরা ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমি অর্জনের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবো? আর এই কথারও কী বিশ্বাস যে, আমাদের রেখে যাওয়া সম্পদ সন্তানদেরই কাজে আসবে? এ ব্যাপারে নিচের হাদীস শরীফটি লক্ষ্য করুন:

ভরসার প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ পাক তাঁর** ঐ দুইজন বান্দাকে

দ্বিতীয়বার জীবন দান করবেন, যাদেরকে **তিনি** দুনিয়ায় অগাধ ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুতি দান করেছিলেন, অতঃপর একজনকে ইরশাদ করবেন: "হে অমুকের পুত্র অমুক!" সে আরয করবে: "লাব্বাইক ইয়া ইলাহী।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "আমি কি তোমাকে অধিক ধন-সম্পদ এবং সন্তান সন্তুতি দান করিনি?" সে আরয করবে: "কেন নয়।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি আমার দানকৃত সম্পদ কী করেছ?" সে আরয করবে: " আমি তা অভাবের ভয়ে আমার সন্তানদের জন্য রেখে দিয়েছি।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "যদি তুমি আসল ব্যাপার জানতে, তবে হাসতে কম, কাঁদতে বেশি, কেননা তুমি তোমার সন্তানদের ব্যাপারে যে বিষয়ে ভয় করেছো, আমি তাদেরকে সে বিষয়েই লিপ্ত করে দিলাম।" অতঃপর দ্বিতীয় বান্দাটিকে ইরশাদ করবেন: "হে অমুকের ছেলে অমুক!" সে উত্তর দিবে: "লাব্বাইক ইয়া ইলাহী" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "আমি কি তোমাকে অধিক সম্পদ এবং সন্তান সন্তুতি দান করিনি?" সে আরয করবে: "ইয়া **রব**! অবশ্যই করেছো।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি আমার দানকৃত সম্পদ কী কাজে ব্যয় করেছো?" সে আরয করবে: "হে **আল্লাহ পাক**! আমি তা তোমার আনুগত্যে (ইবাদতে) ব্যয় করেছি আর আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তানদের জন্য তোমার দানের উপর ভরসা করেছি।" তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "যদি তুমি আসল বিষয় সম্পর্কে জানতে তবে কাঁদতে কম এবং হাসতে বেশি, তুমি যেরূপ ভরসা করেছো আমিও তোমার সন্তানদের জন্য সেই ব্যবস্থাই নিয়েছি।"

(আল মু'জামুল আউসাত, বাবুল আইন. নম্বর ৪৩৮৩, ৩য় খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আংটির পাথরও ফেরত দিয়ে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন জায়গা-জমি ও ধন-সম্পদগুলো তার উপযুক্ত মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া শুরু করার পর

বললেন: আমার উচিৎ সর্বপ্রথম আমাকে দিয়ে শুরু করা। অতঃপর তিনি নিজের সম্পদ ও জায়গা-জমিগুলো খতিয়ে দেখা শুরু করলেন, যেখানেই সন্দেহ পেতেন তা সাথে সাথে ফেরত দিয়ে দিতেন অথবা বাইতুল মালে দিয়ে দিতেন, এই সময়ে তাঁর হাতের আংটির পাথরে দৃষ্টি পড়তেই বললেন: "এটি আমাকে ওয়ালীদ দিয়েছিলো।" আর এটিও বাইতুল মালে জমা করে দাও। (সীরাতে ইবনে জওযী, পৃষ্ঠা ১৩২)

খায়বরের জায়গা-জমি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ নিজের সমস্ত জায়গা-জমির দলিলাদি খতিয়ে দেখলেন, তবে 'খায়বার' ও 'সুওয়াইদা' এর দুইটি জায়গা তখনও বাকি ছিলো, তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ খায়বরের জায়গা সম্পর্কে খতিয়ে দেখলেন যে, তাঁর পিতা এই জায়গার মালিক কীভাবে হলেন? তাঁকে বলা হলো: মূলতঃ খায়বর বিজয়ের পর **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জায়গা নিজের প্রয়োজনাদির জন্য বিশেষিত করেছিলেন, অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদের জন্য এই জায়গা "বন্টনযোগ্য" সম্পত্তি হিসাবে রেখে যান, পালাক্রমে এটি মারওয়ানের নিকট আসে, মারওয়ান তাঁর পিতাকে দান করেন এবং তাঁর নিকট হতে তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ পেয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ সেই জায়গাটির দলিলাদিও খতিয়ে দেখলেন আর বললেন: আমি এই জায়গাটিকে সেই অবস্থাতেই রেখে দিলাম, যে অবস্থায় স্বয়ং **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রেখে গেছেন (অর্থাৎ মালে ফাই স্বরূপ)। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৩০ পৃষ্ঠা)

নিজের সম্পদ আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ খলিফা হবার পর নিজের কাছে এমন কোনো জমি রাখেননি যাতে অন্য কারো অধিকার হতে পারে, এরপর তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তাঁর সমস্ত জমি-জমা, দাস-দাসী, পোশক, আতর-সুগন্ধি সহ সমস্ত সরঞ্জামাদি বিক্রি করে দেন, যার দাম স্বরূপ ২৩ হাজার দিনার পান, তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ সম্পূর্ণ টাকা **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করে দেন।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১২৪ পৃষ্ঠা)

খলিফার দৈনিক সম্মানী

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গৃহস্থালী খরচের জন্য দৈনিক দুই দিরহাম সম্মানী পেতেন, চাই দ্রব্যমূল্য কম হোক বা বেশি।

(সীরাতে ইবনে আবলিদ হিকম, ১২৪ পৃষ্ঠা)

নিজের খাবারের মূল্য সরকারি ক্যান্টিনে জমা করাতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে খাবার দেওয়া হলো কিন্তু তিনি সেভাবেই বসে রইলেন, অতএব সেখানে উপস্থিত কেউ খেলেন না। যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা খাচ্ছেন না কেন? আরয করলো: আপনি খাচ্ছেন না তাই। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজস্ব তহবিল থেকে দুই দিরহাম আনতে বললেন আর খাবারের মূল্য স্বরূপ সরকারি ক্যান্টিনে জমা করালেন, অতঃপর খাওয়া শুরু করলেন, এবার উপস্থিতরাও খেলেন। এরপর থেকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দৈনিক দুই দিরহাম করে ক্যান্টিনে জমা দিয়ে দিতেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৯১ পৃষ্ঠা)

বাইতুল মাল থেকে কখনও অন্যায়ভাবে বস্তু নেননি

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে দ্বীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মৃত্যু পর্যন্ত বাইতুল মাল থেকে অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু নেননি। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

গভর্ণরদের বড় অংকের বেতন আর হযরত ওমরের দারিদ্রতা

হযরত ইবনে আবু যাকারিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই।" বললেন: "বলুন।" আরয করলেন: "আমি শুনলাম, আপনি আপনার এক একজন গভর্ণরকে দুই বা তিনশ দ্বীনার বরং এর চেয়েও বেশি বেতন দিয়ে থাকেন?" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যা দিলেন:

“আমার উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেন কিতাব ও সুন্নাহ্র উপর আমল করতে সহজ হয় আর জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে।” আরয করলেন: “হে আমীরুল মুমিনীন! তা হলে তো সে অধিকার সর্বপ্রথম আপনিই রাখেন, কেননা আপনি তো তাদের তুলনায় অনেক বেশি কাজ করেন, আপনিও তাদের ন্যায় সম্মানী গ্রহণ করুন, যাতে আপনার পরিবার-পরিজনও ভাল অবস্থায় জীবন যাপন করতে পারে।” এ কথা শুনে তিনি বললেন: “**আল্লাহ পাক** তোমার প্রতি দয়া করুক, তুমি নিঃসন্দেহে পরামর্শটি আমার কল্যাণের উদ্দেশ্যেই দিয়েছো।” অতঃপর পেটের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন: “এর লালন সরকারি সম্পদ দ্বারাই হয়েছে, যতটুকু খেয়েছি ততটুকুই যথেষ্ট, এখন আমি সরকারি সম্পদ দ্বারা এতে আর বৃদ্ধি ঘটাবো না।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৯২ পৃষ্ঠা)

ব্যক্তিগত উপার্জনও বাইতুল মালে জমা করে দিলেন

একবার ঘরে জীবিকার প্রয়োজনীয় তেমন কিছুই ছিলো না, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গোলাম মুযাহিম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গেলো যে, কী ব্যবস্থা করবো? বাধ্য হয়ে এক ব্যক্তি হতে পাঁচ দীনার ঋণ নিলো। যখন ইয়ামনের জমি হতে লাভ আসলো তখন সে খুবই খুশি হলো যে, এবার ঋণ আদায় করা যাবে। এ কথা ভেবে সে ঘরে গেলো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মাথায় হাত রেখে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বের হয়ে এলো আর বলতে লাগলো: “হে **আল্লাহ**! তুমি আমীরুল মুমিনীনকে প্রতিদান দাও, হে **আল্লাহ**! তুমি আমীরুল মুমিনীনকে প্রতিদান দাও, যিনি তাঁর ব্যক্তিগত উপার্জনও বাইতুল মালে দান করে দিয়েছেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উপার্জন কমে গেলো

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর শাহজাদা হযরত আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে জিজ্ঞাসা করা হলো: "আপনার পিতার উপার্জন কত ছিলো?" তিনি উত্তরে বললেন: "খেলাফতের পূর্বে চল্লিশ হাজার দ্বীনার ছিলো কিন্তু ইন্তিকালের সময় "৪০০ দ্বীনার" অবশিষ্ট ছিলো এবং যদি আর কিছুদিন বেঁচে থাকতেন, হয়ত এর চেয়েও কমে যেতো।" (তারিখুল খুলাফা, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন খেলাফতের উচ্চ আসনে সমাসীন হন, তখন তাঁর উপার্জন আগের তুলনায় কমে গেলো, কিন্তু আজকাল এই পদকেই উপার্জন বাড়ানোর একটি সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে করা হয় এবং আখিরাতের আযাবের কথা ভুলে গিয়ে অধিকহারে সম্পদ উপার্জনের আশ্চর্যজনক উপায় অবলম্বন করে থাকে, অথচ এদিকে মানুষ যখন চক্ষু বন্ধ করলো তখন তার সাথে সম্পদের সম্পর্কও শেষ! কতই পরিতাপের বিষয় যে, মানুষ দুনিয়ার একটি তুচ্ছ বস্তুও সাথে করে নিতে পারে না, কিন্তু হিসাব তাকে দিতে হবে সমস্ত সম্পদেরই, অথচ তার সম্পদ ভোগ করছে তার ওয়ারিশেরা। কোনো বুযুর্গের সামনে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো যে, সে অনেক সম্পদ জমা করে নিয়েছে, তখন তিনি জানতে চাইলেন: "সে কি তা ব্যয় করার জন্য দিনও জমা করে নিয়েছে?" (মিনহাজুল কাসেদ্বীন) নিশ্চয় এই বিশ্বাসঘাতক দুনিয়া আগেও কারো হয়নি, এখনও কারো হবে না, এই দুনিয়ার সম্পদের পেছনে আমরা যতই ঘুরে বেড়াই না কেন, তা পেট ভরিয়ে দেবে না, যেমনটি আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি মানুষ স্বর্ণের দুইটি উপত্যকারও মালিক হয়ে যায়, তবে সে তৃতীয়টির বাসনা করবে, মানুষের পেট তো মাটিই ভরাতে পারে।" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪র্থ খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৪৩৬) অধিকাংশ লোক নিজেদের সময় ও যোগ্যতা কেবল দুনিয়া অর্জনের জন্যই ব্যয় করে থাকে, অথচ দুনিয়ার অবস্থা তো এমন যে, **মেহনত করে জোগাড় করো, কষ্টের মাধ্যমে আগলে রাখো এবং আফসোসের মাধ্যমে ছেড়ে যাও।**

কি রেখে গেছে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে মরফূ হিসাবে বর্ণিত, “যখন কোনো মানুষ মরা যায়, তখন ফিরিশতারা বলে: مَا قَدَّمَ؟ অর্থাৎ সে কি পাঠিয়েছে? আর লোকজন জিজ্ঞাসা করে: مَا خَلَّفَ؟ অর্থাৎ সে কি রেখে গেছে?

(শুআবুল ঈমান, হাদীস নং: ১০৪৭৫, ৭ম খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের পাদটীকায় লিখেন: “অর্থাৎ মৃত্যুকালে তার ওয়ারিশরা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির চিন্তায় থাকে যে, সে কি রেখে যাচ্ছে? আর যে ফিরিশতা তার রূহ কবজ ইত্যাদির জন্য আসেন তাঁরা তার আমল ও আকীদার হিসাব করেন।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা)

না দেয় জাহ ও হাশমত না দৌলত কি কছরত,
গদায়ে মদীনা বানা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্পদ গ্রহণ করতেন না

ওমর বিন আসদ বলেন: লোকজন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট অনেক ধন-সম্পদ নিয়ে আসতো কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সাধারণ মানুষের অমুখাপেক্ষী ছিলেন।

(তারিখুল খুলাফা, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

জমি-জমা থেকে পাওয়া লভ্যাংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একবার বললেন: “আমি সমস্ত কিছু মুসলমানদের বাইতুল মালে দান করে দিয়েছি, অবশ্য ‘চশমায়ে সুওয়াইদা’টি আমার নিজস্ব, সেখানে আমার কিছু অনাবাদী জমি ছিলো, যার এক বিঘত পরিমাণেও অন্য কোন মুসলমানের ছিলো না, অতঃপর যে সম্মানী আমি সাধারণ মুসলমানদের সাথে পেয়ে থাকি তা হতে আমি সেই জমি আবাদ করিয়েছি।” যখন সেই জমির ফসল এলো যার দাম ২০০ দ্বীনার আর এক বস্তা ‘সাইহানী’ এবং ‘আজওয়াহ্’ খেজুর ছিলো তখন তিনি বললেন: নাও! এই

আজওয়াহ্ খেজুর এসব উপস্থিত লোকজনদের সামনে পরিবেশন করে দাও, এগুলো বড়ই আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যকর।” এ কথা যখন ঘরের মহিলারা শুনলেন যে, তাঁর নিকট ফসল এসেছে, তখন অল্পবয়স্ক একজন শাহজাদাকে পাঠালেন যেন তাকে তা থেকে কিছু দেন। মাদানী মুন্না এলে তিনি বললেন: “তাকে মুষ্ঠি ভরে খেজুর দাও।” খেজুর নিয়ে শিশু তো মহানন্দে চলে গেলো। কিন্তু যখন সে মহিলাদের নিকট গেলো তখন তারা দেখলো যে, তার হাতে কেবল কয়েকটি খেজুর, তখন তাকে বললো: “যাও! খেজুরগুলো তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।” মাদানী মুন্না এসে খেজুরগুলো তাঁর সামনে রেখে দিলো এবং দ্বীনারের দিকে হাত বাড়ালো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ওয়ালিদ বিন হিশামকে বললেন: “ওয়ালিদ! এর হাত ধরো।” ওয়ালিদ শিশুটির হাত ধরলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার জন্য দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করলেন যাতে এই দোয়াটিও ছিলো: “ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ عَالِمَ الۡغَيۡبِ وَالشَّهَادَةِ بَغِّضۡ اِلٰى هٰذَا الۡغُلَامِ هٰذَا الذَّهَبَ كَمَا حَبَّبۡتَهَا اِلٰى فُلَانِ بۡنِ فُلَانٍ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! হে প্রকাশ্য অদৃশ্যের জ্ঞানী **আল্লাহ পাক**! এই সম্পদ এই শিশুটির জন্য এমনভাবে অপছন্দনীয় বানিয়ে দাও যেমনি অমুক ব্যক্তির জন্য এগুলোকে প্রিয় বানিয়েছো।” দোয়া শেষ করেই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: “ওয়ালিদ! এবার তার হাত ছেড়ে দাও।” মাদানী মুন্নার হাত কাঁপতে লাগলো আর সে একটি দ্বীনারেও হাত লাগালো না। এ কান্ড দেখে এক ব্যক্তি আরয করলো: “আমীরুল মুমিনীন! মনে হয় আপনর দোয়া কবুল হয়ে গেছে।” অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: “এই দুইশত দ্বীনারের যাকাত বের করো। যে ব্যক্তি এই মাল নিয়ে এসেছিলো সে বললো: “আমীরুল মুমিনীন! ওই বাগানের ওশর আদায় করা হয়েছে।” কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যাকাত আলাদা করার জন্য জোর তাগাদা দিলে যাকাত স্বরূপ পাঁচ দ্বীনার আলাদা করা হলো। অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: “এমন কোন লোকের বিষয়ে বলো যার চোখে সমস্যা রয়েছে এবং কোথাও আসা-যাওয়ার জন্য কোনো সেবকও নাই।” লোকেরা পরস্পর পরামর্শ করতে লাগলো, কিছুক্ষণ পর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজেই বললেন: “হ্যাঁ! আমার স্মরণে এসেছে, অমুক বৃদ্ধটি

চোখে দেখে না, বেচারা বর্ষাকালের অন্ধকার রাতগুলোতে হোঁচট খেয়ে ফিরে, তার কোনো সেবকও নাই, যে হাত ধরে এখানে-সেখানে নিয়ে যাবে, এই টাকা থেকে একজন সেবকের দাম বের করে নাও, সেবকটি যেন মাঝারি বয়সের হয়, এমন বয়সের যেন না হয় যে তাঁকে ধমকি দেবে আর এমন কম বয়সেরও যেন না হয় যে তার সেবা করতে পারবে না।” অতএব তা থেকে ৩৫ দ্বীনার সেজন্য বের করে নেওয়া হলো। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই ব্যক্তিকে ডাকালেন যিনি তাঁর ঘরোয়া ব্যয় দেখাশুনা করেন। তাকে বললেন: “এই বাকি দ্বীনারগুলো নিয়ে যাও, আমার বেতন পাওয়া পর্যন্ত আমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করো।” (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪১ পৃষ্ঠা)

আত্মত্যাগের কথা কি আর বলব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের প্রয়োজনাদি ও সুযোগ সুবিধার উপর একজন অন্ধ মুসলমানের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং তার সেবার জন্য একজন গোলাম কিনে দিলেন, আমাদেরও উচিত, কখনো কখনো আত্মত্যাগের চেষ্টা করতে থাকা। **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “اَيُّمَا اِمْرَىءٍ اِشْتَهَى شَهْوَتَهٗ فَرَدَّ وَآثَرَ عَلٰى نَفْسِهٖ غُفِرَلَهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কিছুর বাসনা রাখে, কিন্তু সেই বাসনা পরিত্যাগ করে অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দেন।” (ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা)

আত্মত্যাগের মাদানী বাহার

এক ইসলামী বোনের মাদানী বাহার সংক্ষিপ্তাকারে আরয করছি: বোম্বাই’র একটি এলাকায় আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা (সোমবার, ২২ সফর ১৪২৮ হিজরি অনুযায়ী ১২/০৩/২০০৭ ইংরেজী) এর সমাপ্তির পর এক যিম্মাদার ইসলামী বোনের নিকট এক নতুন ইসলামী বোন নিজের সেন্ডেল হারিয়ে

যাওয়ার অভিযোগ করলো। যিম্মাদার ইসলামী বোন ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে নিজের সেন্ডেল পেশ করলেন। সেখানে উপস্থিত অপর এক ইসলামী বোন যে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এখনো প্রায় সাত মাসই হয়েছিলো, সে অগ্রসর হয়ে বললো: "দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য এতটুকু উৎসর্গ করতে পারবো না!" বারবার অনুরোধ করার মাধ্যমে নিজের সেন্ডেল প্রদান করে ঐ নতুন ইসলামী বোনকে তা নিতে বাধ্য করলেন এবং নিজে খালি পায়ে ঘরে চলে গেলেন। রাতে যখন ঘুমালেন তখন তার ভাগ্যের তারকা জেগে উঠল! কি দেখলেন! দেখলেন, **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন নূরানী চেহারা মোবারক চমকিয়ে জলওয়া ফরমালেন, সাথে এক প্রবীন মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী মাথায় সবুজ পাগড়ি সাজিয়ে কদম মোবারকে উপস্থিত ছিলেন। **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠলো, রহমতের ফুল ঝরতে রইলো আর বাক্য কিছুটা এভাবে সজ্জিত হলো, "সেন্ডেল ইসার (আত্মত্যাগ) করার সময় তোমার মূখ থেকে নির্গত বাক্য দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য এ উৎসর্গটুকু করতে পারবো না!' আমার খুব পছন্দ হয়েছে।"(এছাড়াও আমাকে আরো উৎসাহ প্রদান করেছেন) (রহস্যময় ভিখারী, ২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৩০ হাজার দিরহাম বাইতুল মালে জমা দিয়ে দিলেন

একবার বাহরাইন থেকে ৩০ হাজার দিরহাম হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর খেদমতে ব্যয়ভার বহনের জন্য পাঠানো হলো, যখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه তা জানতে পারলেন তখন তাঁর বিশেষ গোলাম মুযাহিমকে বললেন: "এই সম্পদ বাইতুল মালে জমা করে দাও।" (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)

খলিফার পরিবারের অলংকারাদি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর সহধর্মিনী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا কে বললেন: "তোমার এই অলংকারাদি সম্পর্কে তুমি কি জান যে, তোমার বাবা এগুলো কীভাবে অর্জন করেছেন এবং কীভাবে তোমাকে দিয়েছেন? তুমি যদি অনুমতি দাও, তবে আমি ওগুলো একটি সিন্দুকে তালাবদ্ধ করে বাইতুল মালের শেষ প্রান্তে রেখে দিই, যদি এর আগে বাইতুল মালের সমস্ত মাল ব্যয় হয়ে যায়, তবে এগুলোও খরচ করে দেবো আর এগুলো খরচ করার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে এগুলো তুমি পেয়েই যাবে।" (অর্থাৎ পরবর্তী খলিফা তোমাকে তা ফিরিয়ে দেবে)। স্ত্রী সৌভাগ্য মনে করে বললেন: "আপনি যা ভাল মনে করেন, আমার পক্ষ থেকে অনুমতি রয়েছে।" অতএব তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অলংকারগুলো বাইতুল মালে রেখে দিলেন। অলংকারগুলো তখনও বাইতুল মালেই ছিলো এদিকে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইন্তিকাল হয়ে গেলো, পরে হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর ভাই এযিদ বিন আব্দুল মালিক যখন খলিফা নিযুক্ত হন তখন এই অলংকারগুলো তাঁকে ফেরত দিতে চাইলে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এই বলে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন যে, "এ তো হতেই পারে না যে, আমি তাঁর জীবদ্দশায় এই অলংকার দিয়ে দেব, আবার তাঁর ওফাতের পর ফেরত নিয়ে নেব।" অতএব খলিফা এই অলংকারগুলো পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের নিকট বণ্টন করে দিলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৩ পৃষ্ঠা)

এই বর্ণনাটিতে বিবাহিত ইসলামী বোনদের প্রতিও এক বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে যে, ধনাঢ্যতায় লালিত পালিত শাহজাদী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا স্বামীর নির্দেশে এতটুকু দ্বিধাবোধ না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের অলংকারাদি বাইতুল মালে জমা করিয়ে দিয়েছেন এবং পরে তা ফিরিয়ে দিতে চাইলেও গ্রহণ করলেন না।

কালোকে সাদা এবং সাদাকে কালো করে দাও

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি স্বামী স্ত্রীকে এই আদেশ দেয় যে, সে যেন লাল রঙের পাহাড় থেকে পাথর নিয়ে কালো রঙের পাহাড়ে নিয়ে আসে এবং কালো রঙের পাহাড় থেকে পাথর নিয়ে সাদা পাহাড়ে নিয়ে আসে, তবে স্ত্রীর উচিৎ, স্বামীর এই নির্দেশও পালন করা।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৪৫২৫)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের পাদটীকায় লিখেন: "এই মোবারক বাণীটি উদাহরণ স্বরূপ, কালো ও সাদা পাহাড় পরস্পর কাছাকাছি হয়না বরং দূরে দূরেই হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হলো, যদি স্বামী (শরীয়াতের গন্ডির মধ্যে থেকে) অত্যন্ত কষ্টকর কাজেরও নির্দেশ দেয়, তবুও স্ত্রী তা পালন করবে, কালো পাহাড়ের পাথর সাদা পাহাড়ে বহন করে আনা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, তা হলো ভারী বোঝা বহন করাই।"

(মিরআত, ৫ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা)

স্ত্রীদের উপর স্বামীর অধিকার

স্বামীর অধিকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "স্ত্রীর উপর স্বামীর হক বিশেষ করে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত বিষয়াদিতে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর সকল হক এমনকি মাতা-পিতার হকের চেয়েও বেশি, এই বিষয়ে স্বামীর নির্দেশের প্রতি অনুগত থাকা আর তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি বিশেষ নজর রাখা স্ত্রীর উপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফরয। **নবীয়ে পাক, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি যদি **আল্লাহ পাক** ব্যতীত অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীদের নির্দেশ দিতাম যেন তাদের স্বামীদের সিজদা করে।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা) (পর্দা সম্পকীত প্রশ্নোত্তর থেকে সংগৃহীত, ৯২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরিবারের ব্যয়ে স্বল্পতা

ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিজ পরিবারের ব্যয়ে স্বল্পতা প্রদর্শন করলেন, তখন তাঁরা তাঁর নিকট স্বল্পতার অভিযোগ করলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "আমার নিকট এত প্রচুর সম্পদ নাই যে, তোমাদের এর চেয়ে বেশি দিবো, বাকি রইলো বাইতুল মাল, এতে তোমাদের ততটুকুই অধিকার রয়েছে, যতটুকু সাধারণ মুসলমানের রয়েছে।"

(তারিখুল খুলাফা, ১৯০ পৃষ্ঠা)

স্ত্রীর সম্মানী

হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নিকট নিজের জন্য আলাদা ভাবে সরকারি বেতন-ভাতার দরখাস্ত পেশ করলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: না! তোমার জন্য আমার ব্যক্তিগত সম্পদই যথেষ্ট। আরয করলেন: তবে আপনি কেন পূর্বের খলিফাদের কাছ থেকে বেতন নিতেন? বললেন: তা ছিলো আমার বিনা কষ্টে অর্জিত উপহার এবং তার আপদ হলো দাতাদের, এখন যেহেতু আমি নিজে একজন খলিফা, এমন কাজ করবো না, যাতে গুনাহ্গার হয়ে যাই। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

তাদের দুনিয়াবী সুখের জন্য নিজের আখিরাত ধ্বংস করতে পারি না

একদা কোনো এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সাথে তাঁর পরিবারের দৈনন্দিন জীবিকা সম্পর্কিত আলোচনা করলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: আমি তাদেরকে গনীমতের মাল থেকে অন্যান্যদের ন্যায় অংশ দিয়েছি। আরয করা হলো: এত কম অর্থ দিয়ে তাঁরা কীভাবে দিন অতিবাহিত করবে? পোশক কিভাবে কিনবে? ঘরে আসা মেহমানদের মেহমানদারী কিভাবে করবে? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: আমি তাদের দুনিয়াবী সুখের জন্য নিজের আখিরাত ধ্বংস করতে পারি না। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৮২ পৃষ্ঠা)

বোকা কে?

হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন মেহরান رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ নিজের সাথীদের জিজ্ঞাসা করলেন: "اَخۡبِرُوۡنِیۡ مَنۡ اَحۡمَقُ النَّاسِ অর্থাৎ বলো তো, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বোকা কে?" তারা বললো: "رَجُلٌ بَاعَ آخِرَتَهٗ بِدُنۡيَاهُ অর্থাৎ সে ব্যক্তি, যে দুনিয়াকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়।" তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বললেন: "اَلَا اُنَبِّئُكُمۡ بِاَحۡمَقَ مِنۡهُ অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলবো না, যে এর চেয়েও বড় বোকা?" তার বললো: "بَلٰى অর্থাৎ অবশ্যই বলুন।" তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বললেন: "رَجُلٌ بَاعَ آخِرَتَهٗ بِدُنۡيَا غَيۡرِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের আখিরাতকে বিক্রি করে দেয়।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

মন্দ ব্যবসা

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ مِنۡ شَرِّ النَّاسِ عِنۡدَ اللّٰهِ مَنۡزِلَةً يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ عَبۡدًا اَذۡهَبَ آخِرَتَهٗ بِدُنۡيَا غَيۡرِهٖ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ও নিকৃষ্ট ঠিকানা ঐ ব্যক্তির হবে, যে অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের আখিরাত ধ্বংস করে দেয়।" (আল মু'জামুল কবীর, ৮ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭৫৫৯)

নিজের পরিবার-পরিজনকে হারাম উপার্জন খাওয়ানো ব্যক্তিদের সুধরে যাওয়া উচিৎ, কেননা হাশরের ময়দানে যেখানে এক একটি নেকীর অনেক প্রয়োজন হবে, সেদিন এই 'আপনারা' তার সাথে কী ব্যবহার করবে?

কিয়ামতের দিন পরিবার-পরিজনের দাবী

বর্ণিত আছে, "পুরুষের সাথে সম্পর্কীতদের মধ্যে সর্বপ্রথম তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততি, কিন্তু তারা সবাই (অর্থাৎ স্ত্রী সন্তানরা কিয়ামতের দিন) **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করবে: "হে আমাদের **প্রতিপালক**! এই ব্যক্তিটি হতে আমাদের হক আদায় করে দাও, কেননা এই ব্যক্তি কখনও আমাদেরকে দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষা দেয়নি আর আমাদের হারাম খাইয়েছে, যা আমরা জানতাম না।" অতএব,

তার কাছ থেকে এদের প্রতিদান নিয়ে দেওয়া হবে।” অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, “বান্দাকে মীযানের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে, ফিরিশতারা পাহাড় সমান তার নেকিগুলো নিয়ে আসবে, তখন তার নিকট তার পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা এবং সেবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আর ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বলা হবে, কোথা হতে সংগ্রহ করেছো? আর কোন খাতে ব্যয় করেছো? এক পর্যায়ে তার সমস্ত নেক আমল তার এসব কিছুর বিনিময় স্বরূপ ব্যয় হয়ে যাবে এবং তার জন্য কোনো নেকী অবশিষ্ট থাকবে না, সে সময় ফিরিশতা আওয়াজ দিয়ে বলবে: “এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার সমস্ত নেক আমল তার পরিবার-পরিজন নিয়ে গেছে আর সে তার আমলের সাথে বন্ধক রয়েছে।” (কুতুল ক্বুলুব, বাবু যিকরুত তাযবীজ, ২য় খন্ড, ৪৭৮, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)

হামারি বিগড়ি হুয়ী আদতেঁ নিকল জায়েঁ, মিলে গুনাহোঁ কে আমরায সে শিফা ইয়া রব!
রহেঁ ভালাঈ কি রাহোঁ মেঁ গামযন হার দম, করেঁ না রুখ মেরে পাউঁ গুনাহ কা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সন্তানের মায়ের প্রতি ইনফিরাদি কৌশিশ

একদা আমীরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত স্ত্রী তাঁর নিকট আবেদন করলেন: “আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।” তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “তবে শোন! আমি যখন দেখলাম, এই উম্মতের সকল লাল সাদার দায়িত্ব আমার মাথার উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে, তখন আমাকে সাথে সাথে দূর দুরান্তের শহর, পৃথিবীর কোণায় কোণায় বসবাসরত ক্ষুধার্ত ফকির, অনাথ মুসাফির, দুর্দশাগ্রস্ত লোকজন এবং এ ধরনের অপরাপর মানুষের কথা স্মরণ এলো এবং আমার মনে এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি হয় যে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** আমার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন আর **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এসব লোকজনের পক্ষে আমার বিরুদ্ধে বর্ণনা করবেন। এসব ভেবে আমার মনের মাঝে এক ধরনের ভয় সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, **আল্লাহ পাক তাঁর** সম্পর্কে আমার কোনো

আপত্তি গ্রহন করবেন না আর আমি **আক্বা ও মাওলা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিজের পক্ষে কোন প্রকার কথা বলতে পারবো না। এ কথা ভেবে আমার নিজের ধিক্কার অনুভূত হয় আর আমার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। এই বাস্তবতাকে আমি যতই স্মরণ করছি, আমার অনুভূতি ততই বৃদ্ধি পেতে চলেছে।” অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজ সন্তানের মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন: “এখন আপনার ইচ্ছা, এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন কি করবেন না।”

(তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই মহান মনীষী, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেদিন থেকে খেলাফতের মসনদে সমাসীন হন, সেদিন থেকেই প্রজাদের সেবায় মনে প্রাণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সত্তা ও মেধাকে মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আখিরাতের পাকড়াওয়ের ব্যাপারে কত যে অনুভূতি প্রবণ ছিলেন, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘুমানোর পদ্ধতিতে সংশোধন

এক বার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কন্যা কিংবা স্ত্রী চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা দেখলে এভাবে শুতে নিষেধ করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কন্যাদের বলতেন: শয়তান তোমাদের সামনে অবস্থান করে, যখন তোমরা চিৎ হয়ে শয়ন করো, তখন সে তোমাদের নিয়ে মন্দ বাসনা পোষণ করে। (ত্বকাতে ইবনে সা'আদ, ৫ম খন্ড, ২৯৭, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

শয়ন ও জাগরনের ১৫টি মাদানী ফুল

(১) শয়ন করার পূর্বে বিছানাকে ভালভাবে ঝেড়ে নিন, যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, (২) শয়ন করার পূর্বে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ **অনুবাদ:-** হে **আল্লাহ!** আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হব। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)। (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬৩২৫) (৩) আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। **প্রিয় নবী, রসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।” (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪৮৯৭) (৪) দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যথাসম্ভব এটা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য, যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, **আল্লাহ পাকের** যিকির করে কিংবা কিতাব পাঠ করে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে। কেননা, রাত জাগার কারণে যে ক্লান্তি আসে তা দূর হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৭৯ পৃষ্ঠা) (৫) দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) (৬) পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব এবং (৭) কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করুন এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করুন, (প্রাগুক্ত) (৮) শয়ন করার সময় কবরে শয়ন করার কথা স্মরণ করুন। কেননা সেখানে একা শয়ন করতে হবে আপন আমল ব্যতীত কেউ সঙ্গী হবে না, (৯) শয়ন করার সময় **আল্লাহ পাকের** স্মরণ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, (অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ - سُبْحٰنَ الله - اَلْحَمْدُ لِلّٰه পড়তে থাকুন) ঘুম না আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন কেননা মানুষ যে অবস্থায় শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। (প্রাগুক্ত) (১০) জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করুন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬৩২৫) **অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহর** জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে

www.dawateislami.net

আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১১) ঐ সময় এ বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করুন পরহেযগারী ও তাকওয়া অবলম্বন করব কারো উপর জুলুম করব না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) (১২) যেসব বালক বা বালিকার বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদেরকে আলাদাভাবে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা উচিৎ বরং এ বিষয়ের বালককে সমবয়সী কিংবা তার চাইতে বড় পুরুষের সাথে ঘুমাতে দিবেন না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা) (১৩) স্বামী স্ত্রী যতক্ষণ একসঙ্গে শয়ন করবে ততক্ষণ দশ বছর বয়সী সন্তানকে নিজের সাথে রাখবে না, সন্তানের যখন উত্তেজনা শক্তি আসে তবে সে সাবালক হয়ে গেলো। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা) (১৪) ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করুন, (১৫) রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করাতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের নামায।"

(সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৬৩)

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দুটি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** ৪২ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুঠনে রহমতে, কাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

("১০১ মাদানী ফুল" থেকে সংগৃহীত, ২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরিধানের কাপড় ছিলো না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه যদিও তাঁর সন্তানদের খুবই ভালবাসতেন, কিন্তু সেই ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ কখনও দুনিয়াবী সাজ-সজ্জা, বিলাসিতা ইত্যাদির মাধ্যমে হতো না, একদা তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه তাঁর কন্যা আমীনাকে

অত্যন্ত ভালবাসা সহকারে ডাকলেন, কিন্তু সে এলো না। পরে যখন তার নিকট না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন সে বললো: আমার নিকট সতর ঢাকার মতো কাপড়ও ছিলো না। আমীরুল মুমিনীন মুযাহিমকে নির্দেশ দিলেন, মেঝেতে বিছানো চাদর থেকে ছিঁড়ে তার জন্য একটি কামিস তৈরি করে দাও। এদিকে কাকতালীয় ভাবে মেয়ের ফুফী খুবই ধনবান ছিলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট গিয়ে পুরো বিষয়টি জানালো। তিনি এক থান কাপড় পাঠিয়ে দিলেন আর বললেন: ওমরের (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) নিকট কিছু চেয়ো না। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

মোটা কাপড়

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা আব্দুল্লাহ্ এলেন এবং কাপড় চাইলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে খাইয়ার বিন রাবাহ্ বসরীর নিকট পাঠালেন, কেননা আমাদের কাপড় তার কাছেই রয়েছে। তিনি গেলে খাইয়ার কিছু মোটা কাপড় তার সামনে রাখলেন এবং বললেন: আপনার যতটুকু প্রয়োজন এখান থেকে নিয়ে নিন। শাহজাদা বললেন: এসব আমার আর আমার বংশের পোশক নয়। খাইয়ার বললেন: আমীরুল মুমিনীনের কাপড় এগুলোই, যা আমার নিকট রয়েছে। এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ্ ফিরে এলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন: "তিনি তো ঠিকই বলেছেন, আমাদের নিকট তো এই কাপড়ই রয়েছে।" এবার শাহজাদা নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে চাইলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তুমি যদি নাও তবে আমি তোমাকে ১০০ দিরহাম ঋণ নিয়ে দিতে পারি। তিনি তাতে রাজি হয়ে গেলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একশ দিরহাম নিয়ে দিলেন, যখন সম্মানী বণ্টন হলো তখন তিনি নিজের সম্মানী থেকে ১০০ দিরহাম কেটে রেখে দিলেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৩১২ পৃষ্ঠা)

হাজারো ক্ষুধার্তের পেট ভরে দাও

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সন্তানদের মধ্যে যদি কেউ দামী কোনো জিনিস ব্যবহার করতেন, তবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাও নিষেধ

করতেন। একবার তাঁর শাহাজাদা একটি আংটি বানালেন, যার জন্য এক হাজার দিরহামের পাথর কিনলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন জানতে পারলেন তখন লিখলেন: ঐ আংটিটি বিক্রি করে দাও আর সেই মুদ্রা দিয়ে এক হাজার ক্ষুধার্ত লোকের পেট ভরে দাও। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩১৪ পৃষ্ঠা)

বাইতুল মাল সতীন জমা করার জন্য নয়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক শাহাজাদা তাঁর দরবারে আবেদন করলেন: আমি বিবাহ করতে চাই, আমার মোহরানা বাইতুল মাল থেকে আদায় করে দিন। এই শাহাজাদাটি বিবাহিতই ছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে লিখে পাঠালেন: "তুমি তোমার চিঠিতে আমার নিকট আবেদন করেছো যে, আমি যেন তোমার জন্য মুসলমানদের বাইতুল মাল থেকে মুদ্রা ব্যয় করে সতীনের মেলা ঘটাই? (অর্থাৎ তোমার দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করি) অথচ মুহজিরীনদের সন্তানদের মধ্যে এমনও অনেক রয়েছে, যারা এখনও নিজেদের যৌবন ও সম্মান রক্ষার জন্য একটি বিবাহও করতে পারেনি, সাবধান! আগামীতে এরূপ চিঠি আমাকে কখনও লিখবে না।" পরবর্তীতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই শাহাজাদাকে একটি চিঠি লিখেন, যাতে বলেন: "তোমার নিকট আমার যেসব তামা ও ঘরোয়া সরঞ্জামাদি রয়েছে, তুমি যদি ইচ্ছে করো সেগুলো বিক্রি করে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারো।"

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১০৬ পৃষ্ঠা)

শাহজাদীদের ঈদ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট ঈদের আগের দিন তাঁর শাহজাদীরা এসে আবেদন করলেন: "আব্বাজান! আগামীকাল ঈদের দিন আমরা কোন কাপড় পরবো?" তিনি বললেন: "যে কাপড়গুলো তোমরা এখন পরে আছো সেগুলো ধুয়ে নাও, কাল পরে নিও।" "না আব্বাজান! আমাদের নতুন পোশক বানিয়ে দিন।" মেয়েরা আবদার করে বললো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "হে আমার সন্তানেরা! ঈদের দিন হচ্ছে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা ও

তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করার দিন, নতুন কাপড় পরার তো কোন প্রয়োজন নাই।” “আব্বাজান! আপনার কথা নিঃসন্দেহে সঠিক, কিন্তু আমাদের সাথীরা যে আমাদের ঠাট্টা করবে, তোমরা হলে আমীরুল মুমিনীনের মেয়ে, ঈদের দিনেও যে পুরাতন কাপড় পরিধান করে আছো!” এ কথা বলে মেয়েদের চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো। মেয়েদের কথায় তাঁর মনও গলে গেলো। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ খাজাঞ্চীকে ডেকে বললেন: “আমাকে আমার এক মাসের বেতন অগ্রিম দাও।” খাজাঞ্চী বললো: “জনাব! আপনি কি দৃঢ়ভাবে জানেন যে, আগামী এক মাস আপনি জীবিত থাকবেন?” তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: “جَزَاکَ اللّٰہ (**আল্লাহ পাক** তোমায়কে প্রতিদান দিক) তুমি নিশ্চয় উত্তম ও সঠিক কথাই বলেছো।” খাজাঞ্চী চলে গেলো। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ মেয়েদের বললেন: “হে আমার স্নেহের মেয়েরা! **আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির প্রতি নিজেদের ইচ্ছাগুলোকে উৎসর্গ করে দাও।” (মা’দ্বীনে আখলাক, প্রথম অধ্যায়, ২৫৭, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার পর লিখছেন, **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! উপরোল্লিখিত দুটি ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষা পেলাম। চমৎকার পোশাক পরিধান করার নাম ঈদ নয়, তা ছাড়াও ঈদ উদযাপন করা যায়। اَللّٰہُ اَکۡبَر! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আবদুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কী পরিমাণ গরীব ও নিঃস্ব খলীফা ছিলেন! এতো বড় রাজ্যের শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কোন টাকা-পয়সা জমা করেননি। তাঁর খাজাঞ্চীও কী পরিমাণ ধর্মপরায়ণ ছিলেন? তিনি কতোই না সুন্দরভাবে অগ্রিম বেতন দিতে অস্বীকার করলেন! এ ঘটনা থেকে আমাদের সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত আর অগ্রিম বেতন কিংবা পারিশ্রমিক নেয়ার পূর্বে ভালোভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত, কখনো আবার এমন হবে কিনা, অগ্রিম বেতন কিংবা পারিশ্রমিকরূপী হক

পরিশোধ করার পূর্বেই মৃত্যু এসে যাবে কিনা আর আমাদের মাথার উপর পার্থিব অর্থের অশুভ পরিণতি থেকে যাবে এবং (**আল্লাহ** না করুক) আমরা আখিরাতে আটকা পড়ে যাবো আর জীবিতও যদি থাকি তাহলে কাজকর্মের যোগ্যতা থাকবে কিনা? প্রকাশ থাকে যে, মানুষ কোন দূর্ঘটনা বা রোগের কারণে কর্মহীনও হয়ে যেতে পারে। (ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, ৯৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

মশুর ডাল ও পিয়াজ দিয়ে পেট ভর্তি করলেন

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অভ্যাস এরূপ ছিলো, ইশার নামাযের পর কিছুক্ষণের জন্য আপন কন্যাদের নিকট যেতেন। অভ্যাস স্বরূপ এক রাতে তাদের নিকট গেলেন তখন তাঁর আগমনের আভাস পেতেই তাঁরা নিজ নিজ মুখে হাত দিয়ে ভিতরে পালিয়ে গেলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেবিকার নিকট এর কারণ জানতে চাইলেন। সে বললো: তাঁদের নিকট রাতের খাবার স্বরূপ কিছুই ছিলো না, বধ্য হয়ে তাঁরা মশুর ডাল আর পেয়াঁজ দিয়ে পেট ভর্তি করেছেন, তাঁরা তাঁদের মুখের পেয়াঁজের গন্ধ আপনার নিকট আসাকে অশোভন মনে করছেন। এ কথা শোনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কেঁদে দিলেন আর মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললেন: "তোমাদের কি লাভ হবে যে, তোমরা রঙ-বেরঙের খাবার খাবে আর ফিরিশতা তোমাদের পিতাকে ধরে দোযখে নিয়ে যাবে!" এ কথাগুলো বলে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ফিরে এলেন এবং মেয়েদের কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার বের হয়ে গেলো। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪৯ পৃষ্ঠা)

জ্বালা দেয় না মুঝকো কহিঁ নারে দোযখ
করম বাহরে শাহে উমাম ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৩ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘটনা থেকে সেসব মুর্খদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা কেবল পরিবার-পরিজনের চাহিদা ও প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য হারাম সম্পদের আপদ নিজেদের মাথায় তুলে নেয়, এমন ব্যক্তিদের ভালভাবে বুঝা উচিত, এ হলো সরাসরি ক্ষতিকর ব্যবসা।

নিজেকে ধ্বংসের দিকে ধাবিতকারী দুর্ভাগা

আমাদের **প্রিয় আক্বা, সমস্ত নবীগণের সর্দার, উভয় জাহানের তাজেদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের মধ্যে এমন এক যুগ আসবে, যখন মুমিনদেরকে নিজেদের ঈমান রক্ষা করার জন্য এক পাহাড় থেকে অপর পাহাড়ে এবং এক গুহা থেকে অপর গুহার দিকে পালাতে হবে। সে সময় জীবিকা **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টির মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে, অতএব এমন সময় যখন আগমন করবে, তখন মানুষেরা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে, যদি তাদের স্ত্রী-সন্তান না থাকে তবে আপন পিতা-মাতার হাতে ধ্বংস হবে, যদি পিতা-মাতাও না থাকে, তবে তারা আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের হাতে ধ্বংস হবে।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: "ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তা কীভাবে?" ইরশাদ করেন: "তারা তার দারিদ্রতার জন্য নিন্দা করবে, ফলে সে নিজেকে ধ্বংসময় কর্মকান্ডে জড়িত করে দেবে।" (এতে করে সে যেন তাদের হাতেই ধ্বংস হয়ে গেলো)।

(আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, বাব ফিল উযলাতি লিমান লা ইয়ামন, নম্বর ১৬, ৩য় খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যিম্মীকে তার জমি পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ালেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট এক যিম্মী কাফের এসে বললো: "আমি খামছ থেকে এসেছি এবং আমি আপনার নিকট কিতাবুল্লাহ্ অনুযায়ী বিচার চাই।" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কী বিষয়ে বিচার চাও?" সে বললো: "আব্বাস বিন ওয়ালিদ আমার জমি দখল করে নিয়েছে।" আব্বাস বিন ওয়ালিদও সেই মজলিসেই উপস্থিত ছিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: "আব্বাস! তুমি এ ব্যাপারে কী বলো?" আব্বাস বিন ওয়ালিদ বললো: "জনাব! এই জমিটি আমাকে আমার পিতা আমীরুল মুমিনীন ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকই দিয়েছেন, তার লিখিত দলিল আমার নিকট রয়েছে।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যিম্মীটিকে বললেন: "এখন

তুমি এই বিষয়ে কী বলবে? আব্বাসের নিকট তো জমির মালিকানার কাগজাদি ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে বিদ্যমান আছে, যা এই জমিটি আব্বাসের মালিকানা প্রমাণ করে।” যিম্মীটি বললো: “হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার নিকট কিতাবুল্লাহ্ অনুযায়ী বিচার চাচ্ছি।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের কিতাবের (অর্থাৎ লিখিত দলিলের) স্থলে **আল্লাহ পাকের** কিতাবই সমধিক গ্রহণযোগ্য যা অনুসরণ করতে হয়। সুতরাং আব্বাস! তুমি এই জমি এ যিম্মীটিকে ফিরিয়ে দাও।” এমনিভাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই জমিটি সাবেক খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের পুত্র আব্বাস হতে যিম্মীটিকে নিয়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১২৬ পৃষ্ঠা)

সাতটি জমির মালা

অপরের জমি দখল করে ভবন নির্মানকারী, মানুষের পক্ষ থেকে চুক্তিতে প্রাপ্ত ক্ষেতের জমি ঠকিয়ে নেওয়া কৃষকেরা এবং বাড়িওয়ালা ও খেয়ানতকারী জমিদারদের উচিৎ সতর্ক হয়ে যাওয়া, কেননা যদিও দুনিয়ার ঘুষ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে শাস্তি থেকে বাঁচতে সফল হয়ে যাবেন, কিন্তু আখিরাতে কঠোর অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবেই। যেমনটি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ اِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ” অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ জমিও অন্যায়ভাবে দখল করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাতটি জমিনের মালা পরিয়ে দেওয়া হবে। (মুসলিম, ৮৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৬১০) অতএব এমন লোকদের ভীত হয়ে শীঘ্রই তাওবা করে নেওয়া উচিত আর যাদের যাদের হক বিনষ্ট করেছে শীঘ্রই তা ফিরিয়ে দেয়া উচিৎ।

দোয়া কবুল হলো না

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাঈলরা সাত বৎসর দূর্ভিক্ষে লিপ্ত ছিলো, এমনকি তারা মৃত ও শিশুদের খেতে শুরু করলো, তারা পাহাড়ে চলে যেতো, অত্যন্ত বিনয় ও নম্র হয়ে **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করতো

এবং কান্নাকাটি করতো কিন্তু তাদের অবস্থার প্রতি **আল্লাহ পাক** মূলত দৃষ্টি করছিলেন না, এমনকি তাদের পয়গম্বর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট ওহী নাযিল হলো: "যদি তোমরা আমার প্রতি এভাবে চলো যে, তোমাদের হাঁটু ক্ষয় হয়ে যায় এবং তোমাদের হাত আসমানে লেগে যায় আর তোমরা দোয়া করতে করতে বোবা হয়ে যাও, তবুও আমি তোমাদের কারো দোয়া কবুল করবো না এবং কোনো ক্রন্দনরতদের উপর দয়া করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত মজলুমের নিকট তাদের হকগুলো ফিরিয়ে দেওয়া না হবে।" অতএব, বনী ইসরাঈলগণ মজলুমের নিকট তাদের হকগুলো ফিরিয়ে দেয়, সেই দিনই বৃষ্টি বর্ষিত হয়। (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

দায়িত্ববোধই কাঁদিয়ে দিলো

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক কান্নাকাটি করেন, যখন তাঁর নিকট এর কারণ জানতে চাওয়া হলো তখন বললেন: " لَوْاَنَّ سَخْلَةً هَلَكَتْ عَلٰى شَاطِئِ الْفُرَاتِ لَاُخِذَ بِهَا عُمَرُ" অর্থাৎ ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি ছাগলের বাচ্চাও মারা যায়, তবে ওমরকে জবাবদীহিতা করতে হবে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৬ পৃষ্ঠা)

মজলুমের সাহায্য

আজারবাইজান থেকে এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার সম্মুখে আমার এভাবে দাঁড়িনো দ্বারা সেই মুহূর্তের কথা স্মরণ করুন যখন আপনি **রাব্বুল ইযযতে**র দরবারে দন্ডায়মান হবেন, আপনার প্রতিদ্বন্দিদের আধিক্যও আপনাকে লুকাতে দেবে না, যেদিন স্পষ্ট আমল ব্যতীত কোনো উপায় থাকবে না, যেদিন গুনাহ্ হতে মুক্তি অসম্ভব হবে। তার কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক কাঁদলেন, অতঃপর বললেন: তোমার মঙ্গল হোক! আবারো বলো! সে দ্বিতীয়বার কথাগুলো বললে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আবারো কাঁদতে লাগলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। কিছুটা সস্তি ফিরে পেলে জিজ্ঞাসা করলেন:

www.dawateislami.net

مَاحَاجَتُكَ؟ অর্থাৎ তোমার কী চাই? সে বললো: আজারবাইজানের কর্মচারী আমার প্রতি অত্যাচার করেছে এবং অকারণে আমার ১২ হাজার দিরহাম বাইতুল মালে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৎক্ষণাৎ আজারবাইজানের কর্মচারীর নিকট একটি পত্র লিখার আদেশ দিলেন যে, তার সম্পদ যেন তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

গোলাম আযাদ করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট একজন গোলাম ছিলো। সেই গোলামটি একটি খচ্চরের মাধ্যমে মেহনত-মজদুরি করতো। একদা তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই গোলামটির নিকট কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলে সে অভিযোগ করে বললো: "اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ بِخَيْرٍ غَيْرِىْ وَغَيْرُكَ" অর্থাৎ আমি আর আপনি ব্যতীত বাকী সকল মানুষই ভাল আছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "فَاذْهَبْ فَاَنْتَ حُرٌّ" অর্থাৎ যাও! তুমি মুক্ত। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

নিজের এলাকায় ফিরে যাও

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খলিফা হওয়ার কথা যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, তখন দূর দূরান্ত থেকে লোকজন তাঁর নিকট আসতে শুরু করলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের সবাইকে একত্রিত করে বললেন: হে লোকেরা! আপনারা সবাই নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান, কেননা আপনারা যখন আমার পাশে থাকেন তখন আমি আপনাদের ভুলে যাই আর যখন আপনারা নিজ নিজ এলাকায় থাকেন তখন আপনাদের কথা আমার খুবই মনে থাকে, দেখুন! আমি কিছু লোককে আপনাদের উপর শাসক নিযুক্ত করেছি, আমি কখনো এই দাবী করি না যে, তারা আপনাদের তুলনায় উত্তম, তবে হ্যাঁ! এ কথা বলতে পারি যে, তারা কিছু লোকের তুলনায় সেরা, যদি কোনো শাসক আপনাদের উপর অত্যাচার চালায়, তবে তা কখনো আমার পক্ষ থেকে অনুমতি নাই। (অর্থাৎ তাকে জবাবদিহীতা করতে হবে)। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪০ পৃষ্ঠা। সীরাতে ইবনে জওযী, ৮৯ পৃষ্ঠা)

গ্রাম্য আরবীদেরকে জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন

ছিনিয়ে নেওয়া জমি-জমা ও দখলকৃত জমি ফিরিয়ে দেয়ার ধারাবাহিকতা আমরণ অব্যাহত ছিলো। অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কোনরূপ অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও দলিলের প্রয়োজন ছিলো না, বরং যে ব্যক্তিই দাবী করতো সামান্যতম প্রমাণাদির প্রেক্ষিতে তার সম্পদ ফিরে পেতো। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১০৬ পৃষ্ঠা) একবার গ্রাম্য আরবীরা দাবী করলো যে, তারা এক খন্ড জমি চাষ করেছিলো, তা আব্দুল মালিক তার সন্তানকে দিয়ে দেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ مَنْ اَحْيٰ اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهٗ অর্থাৎ সমস্ত জমি **আল্লাহ পাকেরই** জমি এবং সকল বান্দা **আল্লাহ পাকেরই** বান্দা। যে পতিত কোন জমি আবাদ করে সে তারই মালিক।" এ কথা বলে জমিটি গ্রাম্য আরবীদের ফিরিয়ে দেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১২৫ পৃষ্ঠা)

তাঁর প্রশাসনিক কর্মচারীদেরকেও এ বিষয়ে তাগাদা দেন

এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি প্রশাসনিক কর্মচারীদেরকেও উপদেশ দিতে থাকতেন যে, তারাও যেন দ্রুত দখলকৃত সম্পদ তাদের মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়। আবু যুনাদ বর্ণনা করেন: ইরাকে আমাকে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "আমরা হকদারদেরকে তাদের হকগুলো ফিরিয়ে দিতে চাই।" যখন আমি সেই কাজ শুরু করলাম, তখন ইরাকের বাইতুল মাল একেবারে শূণ্য হয়ে গেলো আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সিরিয়া থেকে টাকা পাঠাতে হয়। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১০৭ পৃষ্ঠা) আব্দুর রহমান বিন যায়িদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কোনো লেখা এমন ছিলো না যে, যাতে দখলকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া, সুন্নাতের পূনরুজ্জীবন প্রদান, বিদআত নির্মূল করণ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকতো না। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১০০ পৃষ্ঠা) বরং একবার তো এমনও লিখে

পাঠিয়েছিলেন: রেজিষ্টার নিরীক্ষণ করা হোক এবং প্রবীণ আমলারা যদি কোনো মুসলমান কিংবা যিম্মীর প্রতি অত্যাচার করে, তবে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হোক, সে যদি জীবিত না থাকে, তবে তার ওয়ারিশদের দিয়ে দেয়া হোক।

(ত্ববকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

গড়িমসিকারী প্রশাসকের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ

প্রশাসনের যেসব দায়িত্বশীলরা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই নির্দেশে গড়িমসি করতো, তাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হতেন, 'উরওয়াহ্' ছিলেন ইয়ামেনের কর্মচারী, তিনি একবার এই বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করলে তাকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছিলেন, আমি তোমাকে লিখছি যে, মুসলমানদের দখলকৃত সম্পদ তাদের দিয়ে দাও আর তুমি এ বিষয়ে আমার সাথে বাদানুবাদ করছো! অথচ তুমি ভালভাবেই জানো যে, আমার আর তোমার মাঝে কত দীর্ঘ দূরত্ব? এদিকে মৃত্যু কবে আসবে কিছুই জানিনা, আমি যখন তোমাকে লিখি, একজন মুসলমানের জব্দকৃত ছাগল তাকে ফিরিয়ে দাও, তখন তুমি জিজ্ঞাসা করো যে, তা-কি ধুসর না কালো? অতি শীঘ্রই মুসলমানদের সম্পদ তাদের দিয়ে দাও, এবং এ বিষয়ে তুমি আমাকে অযথা লেখালেখি করো না।

(ত্ববকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা)

অধিকার আদায়ে সাবধানতা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কর্মচারীর উদ্দেশ্যে এক পত্রে লিখেন: আমি প্রথমে তোমাকে লিখেছি, 'দখলকৃত' সম্পদ মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দাও, কিন্তু পরে লিখেছি, এখন অপেক্ষা করা হোক এবং তৃতীয়বার লিখেছি, ফিরিয়ে দেওয়া হোক। মূলতঃ ব্যাপার এই ছিলো যে, আমার নিকট কিছু লোক কর্তৃক খেয়ানত ও মিথ্যা স্বাক্ষ্যের সংবাদ পৌঁছেছিলো, এজন্য আমি ফিরিয়ে দেয়া কিছু সম্পদ নিজ তহবিলে নিয়ে নিয়েছিলাম, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত দাবীদারদের পক্ষ থেকে উপযুক্ত স্বাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে না, তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না, কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নিজস্ব তহবিলে রেখে দেয়ার চাইতে মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়াই উত্তম। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৭৭ পৃষ্ঠা)

তোমার কোনো হক নষ্ট করা হয়নি

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর সামনে অত্যন্ত উন্নতমানের আম্বর (সুগন্ধি) এনে রাখা হলো আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে বললো: "**আল্লাহ পাক** ও আপনার দোহাই, হে আমীরুল মুমিনীন!" বললেন: "কী ব্যাপার?" আরয করলো: "হে আমীরুল মুমিনীন! আমার আম্বর!" জিজ্ঞাসা করলেন: "এই আম্বরের কী ব্যাপার?" সে বললো: "আমি এই আম্বর সোলায়মান বিন আব্দুল মালিককে সাত হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছিলাম অথচ এর দাম আঠার হাজারেরও বেশি।" বললেন: "তোমাকে বাধ্য করেছিলেন?" বললো: "না।" বললেন: "তোমাকে হুমকি দিয়েছিলেন?" বললো: "না।" বললেন: "তবে?" তার মুখ থেকে বের হলো: "আমার আম্বর।" কিন্তু তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বললেন: "যাও! তোমার কোনো হক নষ্ট হয়নি, কেননা আমিও চাই যে, কিছু কিনবো তো সস্তা মূল্যে কিনবো (আর সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক এটাই করেছিলেন)।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৯৯ পৃষ্ঠা)

ভিক্ষুকের প্রতি সমবেদনা

এক ভিক্ষুক হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে এসে তাঁর নিয়োগকৃত গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো: তিনি আমার জমি ফিরিয়ে নিয়ে দিচ্ছেন না, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বললেন: তার হুলিয়া আমাকে ধোঁকা দিয়েছে যে, আমি তাকে সৎ মনে করে গভর্ণর বানিয়েছি, আমি তাকে লিখেও ছিলাম; যেসব লোক তাদের দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করবে, তাদের সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ফিরিয়ে দেবে, কিন্তু সে আমার নির্দেশ এড়িয়ে চলেছে আর অনর্থক তোমাকে এখানে আসার কষ্ট দিয়েছে। অতঃপর তিনি গভর্ণরের নিকট লিখিত নির্দেশ দিলেন যে, এই লোকটির জমি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এরপর ভিক্ষুকটির নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: আমার নিকট আসাতে তোমার কত খরচ হয়েছে? সে বললো: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাকে সফরের ব্যয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আমার যে জমিটি আপনি ফিরিয়ে দিয়েছেন তার দাম

www.dawateislami.net

এক লাখেরও বেশি! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তা তো তোমার হক ছিলো, যা তুমি অর্জন করেছো, এটা বলো যে, সফরে তোমার কত খরচ হয়েছে? বললো: জী, জানা নেই। বললেন: অনুমান করে বলো? বললো: "৬০ দিরহামের মতো হতে পারে।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নির্দেশ দিলেন: তার ব্যয় বাইতুল মাল থেকে আদায় করা হোক, সে যখন যাবার জন্য উদ্যত হলো, তাকে ডেকে বললেন: "خُذْ هٰذِهٖ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنْ مَّالِيْ فَكُلْ بِهَا لَحْمًا حَتّٰى تَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِكَ" অর্থাৎ নাও! এই পাঁচ দিরহাম আমার নিজস্ব তহবিল থেকে। ঘরে পৌঁছা পর্যন্ত এ দিয়ে মাংস কিনে খাবে। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশাসনিক কর্মচারীর প্রতি ইনফিরাদি কৌশিশ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক গভর্ণরকে লিখলেন: তোমার পূর্বেকার গভর্ণর ফাসেকী, ফাজেরী, অত্যাচার ও বিরোধিতার যে মাত্রায় চলে গিয়েছিলো, তুমি যতদূর সম্ভব ন্যায়পরায়নতা, দয়া ও সংশোধন দ্বারা সেই স্থানটি পূরণ করে নাও। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১০২ পৃষ্ঠা)

প্রটোকল বাতিল করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পূর্বে খলিফা নির্বাচিত হওয়া বংশ রাজকীয় গুরুত্ব লাভ করতো, খলিফার পক্ষ থেকে তারা উপহার সামগ্রী পেতো, তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবস্থায় দেখা যেত, স্বয়ং খলিফা যখন পথ চলতো তখন তার সাথে ঘোষক ও অগ্রদূতও থাকতো, কোনো জানাযায় গেলে সেখানে তার জন্য বিশেষ ভাবে চাদর বিছিয়ে দেওয়া হতো, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফা হওয়ার সাথে সাথে এসব রীতি-নীতি বাতিল করে দেন এবং 'মাহমুদ ও আয়াযকে' একই সারিতে দাঁড়

করিয়ে দেন। সাধারণ মুসলমানদের উপর রাজ-বংশের লোকদের যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছিলো সে সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আবু বকর বিন হাযমকে লিখলেন: সাধারণ দরবারে কাউকে এই কারণে অপরের উপর প্রাধান্য দিবেন না যে, সে খলিফা বংশের সাথে সম্পর্কীত, আমার নিকট তারা অপরাপর মুসলমানদের মতোই। (ত্ববকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা) নিজের জন্য লিখলেন: ধর্মীয় কোনো ইজতিমায় আমার জন্য বিশেষ করে দোয়া করবে না বরং সাধারণভাবে সমগ্র মুসলমানদের জন্য দোয়া করবে। আমি যদি তাদের পর্যায়ভূক্ত হয়ে থাকি, তবে সেই দোয়াই আমার জন্য যথেষ্ট। (ত্ববকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

সকলের জন্য করা দোয়া কবুল হয়ে থাকে

সেই দোয়া সব চেয়ে বেশি কবুল হয়ে থাকে, যা সকলের জন্য সর্বদা করা হয়। কেননা একজনের জন্যও যদি দোয়া কবুল হয়ে যায়, তবে আশা করা যায় যে, সকলের জন্য কবুল হয়ে যাবে। এ কারণে দোয়ার আগে ও পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়ে থাকে। কেননা দরূদ শরীফ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। এতে করে **আল্লাহ পাকের** রহমতের প্রবল আশা করা যায় যে, দুইটি দরূদ শরীফের মাঝখানে করা দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হবে না, বরং আগে-পরে পাঠ করা দরূদ শরীফের বদৌলতে তাও কবুল করে নেওয়া হবে। (তাফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা)

পড়োসী খুলদ মেঁ ইয়া রব বানা দেয় আপনে পেয়ারে কা,
এহি হে আরযু মেরি এহি দিল সে দোয়া নিকলে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৬২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবার সাথে সমান হয়ে বসবে

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সহধর্মিনীর ভাই হযরত মাসলামা বিন আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কোনো মুকাদ্দামায় বিপক্ষের লোক হয়ে তাঁর দরবারে হাজির হলেন। এসেই দরবারের বিছানাতেই তাঁর সামনে বসে

গেলেন। কিন্তু তিনি বললেন: এ অবস্থায় এখানে বসিও না। এ যদি তোমার ভাল না লাগে তা হলে কাউকে তোমার উকিল বানাও, না হয় সকলের সাথে সমানে বসো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৯১ পৃষ্ঠা)

ওলামায়ে কিরামদেরকে নিজের নিকটবর্তী করে নিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন খলিফা নিযুক্ত হন, বিভিন্ন ধরনের 'ব্যক্তিত্বসম্পন্ন' ব্যক্তিরা তাঁর নিকট আনাগোনা আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু তারা যখন দেখলেন: তাদের প্রতিও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই দৃষ্টিই দিচ্ছেন যা সাধারণ লোকজনদের দিচ্ছেন, তখন পিছু হটে যান। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের পছন্দের ব্যক্তিদেরকে অর্থাৎ আলেম-ওলামাদেরকে নিজের কাছের মানুষ বানিয়ে নেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, পৃষ্ঠা ৯১) তারিখে দামেশকে বর্ণিত রয়েছে: كَانَ لِعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ سُمَّارٌ يَسْتَشِيْرُهُمْ فِيْمَا يَرْفَعُ اِلَيْهِ مِنْ اُمُوْرِ النَّاس অর্থাৎ: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিছু বিশেষ আলিমে দ্বীন ছিলেন, যাদের নিয়ে তিনি প্রজাদের বিষয়ে পরামর্শ করতেন। (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)

ধীরগামী বাহনে বসবেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের এক গভর্ণরকে লিখলেন: আপনি সেই বাহনেই চড়বেন, সৈন্যবাহিনীর বাহনের মাঝে যে বাহনটি সব চাইতে ধীরগামী। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে, আপনি আপনার মর্যাদার উপকারিতা নিতে গিয়ে ভাল ভাল জিনিসগুলো নিজের বানিয়ে নেবেন না। এ থেকে সেসব ইসলামী ভাইদের নিজের উপর একশত বার চিন্তা করে নেয়া উচিৎ, যাদের উপর কোনো বিভাগ বা অফিসের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় আর সে তার পদের সুবাদে ভাল ভাল দামী দামী বস্তুগুলো নিজের করে নেয় এবং অপেক্ষাকৃত কম দামী সরঞ্জামাদি অধীনস্থ ইসলামী ভাইদের জন্য রেখে দেয়।

www.dawateislami.net

আপন বংশীয়দের সাথে মেলামেশা কমিয়ে দিলেন

খলিফা হওয়ার পর তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ আপন বংশীয়দের সাথে মেলামেশা কমিয়ে দিলেন। এতে তাদের কেউ কেউ বললেন: "তিনি অহংকারী হয়ে গেছেন।" তিনি বললেন: আমি প্রথমে কেবল একজন যুবকই ছিলাম। বংশের লোকেরা বাধাহীনভাবে আমার কাছে আসা-যাওয়া করতো। কিন্তু খলিফা হওয়ার পর আমার সামনে ছিলো দুইটি পথ। হয় আগের মত তাদের সাথে মেলামেশা রাখব আর সত্যের বিরোধিতায় তাদের সাজা দেব, না হয় তাদের সাথে মেলামেশা কমিয়ে দেব। এ কারণে, আমার ছত্রছায়ায় তাদের যেন সত্যের বিরোধিতা করার সাহসই না হয়। আমি অনেক বুঝে-শুনেই এই দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছি। অন্যথায় অহংকার তো কেবল **আল্লাহ পাকেরই** হক। আমি কীভাবে **তাঁর** বিরুদ্ধে এ বিষয়ে যুদ্ধ করতে পারি! (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৪ পৃষ্ঠা)

বিশ হাজার দীনার দিতে অস্বীকার

খলিফা সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক আম্বাসা বিন সাঈদকে বিশ হাজার দীনার দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশনামা অফিসিয়াল কর্মকান্ডের শেষ পর্যায়ের ছিলো আর সেই মুদ্রা কেবল হস্তগত হওয়াই বাকি ছিলো ইতিমধ্যে সোলায়মানের ইন্তিকাল হয়ে গেলো। আম্বাসা ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি যখন খলিফা হন, তখন সেই মুদ্রা আদায় করার জন্য আলোচনা করার উদ্দেশ্যে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর দরজায় বনু উমাইয়ার কয়েকজন লোকও উপস্থিত ছিলেন। আর তারা নিজ নিজ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য উপস্থিতির অনুমতি চাইলেন। তারা যখন আম্বাসাকে দেখতে পেলেন, পরষ্পর বলতে লাগলেন: আমীরুল মুমিনীনের সাথে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের দেখা উচিত যে, আম্বাসার সাথে কী ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। অতএব তারা আম্বাসাকে বললেন: আপনি আমীরুল মুমিনীনের কাছে যান আর তাঁর দরবারে আমাদের কথাও তুলবেন। এসে আমাদের বলবেন: তিনি আপনাকে কী বললেন। আম্বাসা ভিতরে গেলেন। আরয করলেন: হে

www.dawateislami.net

আমীরুল মুমিনীন! খলিফা সোলায়মান আমাকে কিছু মুদ্রা দান করার হুকুম দিয়েছিলেন। তার অফিসিয়াল কর্মকান্ড প্রায় তখন শেষ পর্যায়ে ছিলো। কেবল হস্তগত হওয়াই বাকি ছিলো। ইত্যবসরে তিনি ইন্তিকাল করলেন। আমার মতামত যে, এখন আপনারই সেই আদেশ কার্যকর করা উচিত। কেননা আমার সাথে আপনার সম্পর্ক সোলায়মানের সম্পর্কের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ জিজ্ঞাসা করলেন: মুদ্রার সংখ্যা কত? বললেন: বিশ হাজার দীনার। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন আর বললেন: বিশ হাজার দ্বীনারের মত মুদ্রা তো চার হাজার মুসলমান পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। তা কি আমি একজন ব্যক্তিকেই দিয়ে দেব? **আল্লাহ পাকের** শপথ! এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। আম্বাসা বলেন: এ কথা শুনে আমি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতঃ দলিল নিক্ষেপ করলাম। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: এটি তোমার কাছেই থাক, তা হলে তো কোন সমস্যা নাই। হতে পারে আমার পরে কোনো এমন খলিফা আসবেন যিনি এই সম্পদের ব্যাপারে আমার চেয়ে সমধিক সাহসী হবেন আর তোমাকে এই মুদ্রাগুলো দিয়ে দিবেন। আমি তাঁর মতামতকে লাভজনক মনে করে দলিলগুলো তুলে নিলাম। আর বললাম: হে আমীরুল মুমিনীন! **‘জবলে দরসের’** কী হল? মূলতঃ জবলে দরস ছিলো হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এরই জায়গা। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ আম্বাসার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বললেন: তুমি তো ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। অতঃপর গোলামকে একটি টুকরি আনার নির্দেশ দিলেন। খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি টুকরি আনা হল। তাতে ছিলো জায়গা-জমির কাগজপত্র। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ খাদেমটিকে পাঠ করতে বললেন। সে এক এক করে পড়ে যেতে লাগল আর তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ তা ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে সেই টুকরির সমস্ত কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়।

আম্বাসা বলেন: আমি যখন বের হই বনু উমাইয়ার লোকজন দরজায় ছিলো। আমি সমস্ত ঘটনা তাদের বললাম। তারা তখন নিরাশ হয়ে বললো: এর চেয়ে বেশি কি আশা করা যায়? আপনি তাঁর নিকট আবার যান। গিয়ে আমাদের

পক্ষে সুপারিশ করুন, বলবেন: আমাদের যেন অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, আমি পুনরায় গেলাম। আর বললাম: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার বংশের লোকজন আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের আবেদন হচ্ছে, আপনি তাদের জন্য বেতন ও ভাতা প্রচলন করবেন, যা আপনার পূর্বে তারা পেতো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: **আল্লাহ্ পাকের** শপথ! এই সম্পদের মালিক আমি নই, আমি এগুলো দান করতে পারি না। আরয করলেন: তাদের অপর দরখাস্ত হল, আপনি তাদেরকে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি বললেন: তারা যেখানেই যেতে চায় অনুমতি রয়েছে। আমি আরয করলাম: আমার জন্যও? বললেন: হ্যাঁ! আপনার জন্যও অনুমতি রয়েছে। কিন্তু আমার পরামর্শ যে, আপনি এখানেই থাকুন। আপনি একজন ভাল মাপের সম্পদশালী লোক হয়ে যান। আমি সোলায়মানের পরিত্যক্ত যে সম্পত্তি বিক্রি করতে চাই, আপনি সেগুলোর কিছু কিনে লাভবান হতে পারেন। এভাবে যে মুদ্রা আপনি পাননি তারও একটি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আম্বাসা বলতে লাগলেন: আমি তাঁর মতামতকে বরকতময় মনে করে সেখানেই রয়ে গেলাম। সোলায়মানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি যখন বিক্রি হল, আমি তা এক লাখ দিরহামের বিনিময়ে কিনে নিলাম। ইরাক নিয়ে গিয়ে দুই লাখ দিরহামে বিক্রি করলাম। এভাবে আমি এক লাখ দিরহাম লাভ করতে পারলাম। বিশ হাজার দিরহামের দলিলও হেফাজতে রেখে দিলাম। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন ইন্তিকাল করলেন এবং এজিদ বিন আব্দুল মালিক খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন আমি সোলায়মানের লেখাটি তাকে দেখালাম। তিনি সাথে সাথে সেই টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪৯ থেকে ৫১ পৃষ্ঠা)

ফুফী সাহেবার বেতন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেলাফতের পর তাঁর ফুফী সাহেবা তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর নিকট এলেন। বললেন: “আমি আমীরুল মুমিনীনের সাথে কিছু কথা

www.dawateislami.net

বলতে চাই।” হযরত ফাতেমা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বললেন: “একটু অপেক্ষা করুন, তিনি এখন ব্যস্ত।” তিনি বসলেন। কিছুক্ষণ পর চাকর ঘর থেকে প্রদীপ নিয়ে গেলো। তখন হযরত ফাতেমা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বললেন: “এখন আমীরুল মুমিনীনকে পাওয়া যাবে। আপনি তার সাথে কথা বলতে পারবেন। তাঁর অভ্যাস এমন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মুসলমানদের কাজে ব্যস্ত থাকেন, ততক্ষণ সরকারি বাতি জ্বালান আর যখন নিজের কাজে নিয়োজিত হন তখন ঘরের প্রদীপ জ্বালান।” ফুফী সাহেবা আমীরুল মুমিনীনের নিকট গেলেন। দেখলেন, তিনি সন্ধ্যার খাবার খাচ্ছিলেন। ছোট ছোট কয়েকটি রুটি, লবণ আর যইতুনের তেল। এই ছিলো আমীরুল মুমিনীনের আহার। ফুফী বললেন: “আমীরুল মুমিনীন! আমি তো আমার প্রয়োজনের কথা বলার জন্যই এসেছিলাম, কিন্তু তোমাকে দেখে আমি মনে করছি আমার প্রয়োজনের কথা বলার পূর্বে তোমার বিষয়ে কিছু বলতে।” আমীরুল মুমিনীন বললেন: “ফুফীজান বলুন।” ফুফী সাহেবা বললেন: “এর চেয়ে কিছু নরম খাবার খেয়ো।” উত্তরে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “ফুফীজান! আমি তবে এরূপই করে থাকি। কী করি, সে সুযোগ যে আমার নাই।” এবার ফুফী সাহেবা বললেন: “তোমার চাচা আব্দুল মালিক আমাকে এত টাকা বেতন দিতেন। তার পরে তোমার চাচাত ভাই ওয়ালিদ এবং সোলায়মান যখন খলিফা হয়, তারা তাতে আরও বৃদ্ধি ঘটায়। এখন দেখি তুমি আসার পর আমার বেতনই বন্ধ করে দিলে।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “ফুফীজান! আমার চাচা আব্দুল মালিক, চাচাত ভাই ওয়ালিদ এবং সোলায়মান আপনাকে মুসলমানদের সম্পদই দিতেন। এখন কথা হল, সেই সম্পদ তো আমারই নয় যে, আমি আপনাকে দিতে পারি। আপনি যদি বলেন, তা হলে আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে দিতে পারি।” ফুফী জিজ্ঞাসা করলেন: “ব্যক্তিগত সম্পদ মানে?” উত্তরে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “আমি বার্ষিক যে দুইশত দীনার বেতন পেয়ে থাকি তা।” ফুফী সাহেবা বললেন: “আমি তোমার বেতন নিতে যাব কেন?” তিনি বললেন: “ফুফীজান! আমার কাছে তো এ-ই আছে। এর বাইরে আমি তো আর কোনো কিছুর মালিক নই।” এ কথা শুনে ফুফু সাহেবা ফিরে গেলেন।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের হুকুমের পক্ষে

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফুফীজান উম্মে ওমর বিনতে মারওয়ান কোনো সময় তাঁকে বললেন: "আমাদের ও তোমাদের মাঝে **আল্লাহ পাকের** ফয়সালা বিদ্যমান। তুমি কিন্তু আমাদেরকে এমন অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছ যা অপরাপর খলিফারা দিত।" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তরে বললেন: يَا عَمَّةُ لَوۡلَا ذٰلِكَ الۡحُكۡمُ لَكُنۡتُ اَوۡصَلۡهُمۡ لَكَ অর্থাৎ ফুফীজান! **আল্লাহ পাকের** ফায়সালা যদি না থাকত, তা হলে আমি আপনাদের অন্যদের চেয়ে দ্বিগুণই দিতাম।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১০৪ পৃষ্ঠা)

আগামীতে একটি দিরহামও দেব না

আম্বাসা বিন সাঈদ একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট থেকে বের হতেই দরজায় দেখতে পেলেন বনু উমাইয়ার লোকজন জড়ো হয়ে আছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন এজিদ বিন আব্দুল মালিকও, যিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পরবর্তী খলিফা। তারা সবাই আম্বাসার নিকট অভিযোগ করলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাদের জন্য কেবল দশটি করে দীনার পাঠিয়েছেন। তিনি মনে কষ্ট পাবেন ভেবে কিছু করছি না, না হয় আমরা এই মুদ্রা তাকে ফিরিয়ে দিতাম। ওলী আহাদ এজিদ বিন আব্দুল মালিক বললেন: তাঁকে বলে দিন, আমি নিজেও এই মুদ্রায় সন্তুষ্ট নই, তিনি হয়ত মনে করছেন, আমিই তাঁর পরবর্তী খলিফা হবনা। এ কথা শুনে আম্বাসা দ্বিতীয়বার ভেতরে গেলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে আলোচনা করলেন: "আপনার বংশের লোকেরা দরজায় বসে আছেন। তাঁরা আপনার নিকট অভিযোগ নিয়ে এসেছেন, আপনি তাদেরকে কেবল দশটি করে দিরহাম দিয়েছেন। ওলী আহাদ এজিদ বিন আব্দুল মালিক তো এও বলেছেন: ওমর এ কথা মনে করতে পারে যে, আমি তার পরবর্তী খলিফা হবনা।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: তাঁদেরকে আমার সালাম দাও। সালাম দেওয়ার পর আমার পক্ষ থেকে

তাদের বলবেন: “সেই সত্তার শপথ! **যিনি** ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, গত রাতে আমি জাগ্রত অবস্থায় এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে এই বিষয়ে ক্ষমা চেয়ে কাটিয়েছি যে, অপর সব মুসলমানকে বাদ দিয়ে কেবল তাদেরকে কেন দশ দিরহাম করে দিলাম। **আল্লাহ পাকের** শপথ! আগামীতে আমি তাদেরকে দশ দিরহাম করেও আর দেবনা, যদি অপর মুসলমানকেও না দেওয়া যায় আর এজিদ বিন আব্দুল মালিককে বলবেন: আমি তাকে **আল্লাহ পাকের** শপথ দিয়ে বলছি, যে **আল্লাহ পাক** ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নাই, সে যদি আমার বাইয়াত বাদ দিয়ে দেয় আর মুসলমানরা যদি আমাকে খেলাফত থেকে অপসারণ করে দেয় এবং পরে সে খেলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, তা হলে সে কি আমার জন্য এমন হীন আচরণ করতে পারবে, যা আমি নিজের উপর (একজন খলিফা হওয়া সত্ত্বেও) করে থাকি। খেলাফতের দায়-দায়িত্ব যখন তার উপর সোপর্দ করে দেওয়া হবে, তখন সে যা চায় করুক।” আম্বাসা বের হয়ে তাদেরকে সমস্ত কথা খুলে বললেন আরও বললেন: “ভাইয়েরা! যাদের নিজস্ব জমি রয়েছে তারা সবাই এখানে আর না থেকে বরং নিজ নিজ জমির দেখাশোনা করো গিয়ে (অর্থাৎ এখানে কিছুই মিলবে না)। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৪১ পৃষ্ঠা)

দোকানগুলো ফিরিয়ে দিন

কিছু মুসলমান হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আদালতে দাবী উত্থাপন করে যে, হামসে তাদের কয়েকটি দোকানে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের পুত্র ‘রুহ’ অবৈধ হস্তক্ষেপ করে রেখেছে। তিনি রুহকে বললেন: “তাদের দোকানগুলো ফিরিয়ে দাও।” রুহ বললো: “এই দেখুন আমার কাছে পূর্ববর্তী খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের লেখা বিদ্যমান রয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “দোকান যেহেতু তাদের আর তাদের পক্ষে সাক্ষীও বিদ্যমান আছে, ওয়ালিদের লেখার তো কোনো মানে হয় না।” এই ফায়সালার পর উভয় পক্ষ চলে যায়। বের হয়ে রুহ দাবীদারকে হুমকি দেয়। সে পুনরায় ফিরে এসে অভিযোগ করল: আমীরুল মুমিনীন! “সে আমাকে হুমকি দিচ্ছে।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পুলিশ অফিসার কাআব বিন হামেদকে বললেন: “রুহের কাছে যাও, সে যদি দোকানগুলো ফেরত দিয়ে দেয় ভাল কথা, না

হয় তার মস্তক কেটে নেবে।” রুহের সহযোগীরা খলিফার এই ফরমান শুনে তৎক্ষণাৎ তাকে জানিয়ে দেয়। কাআব বিন হামেদ যখন খাপ থেকে এক বিঘত পরিমাণ তাওবারিটি বের করে রুহকে বললো: “ওদের দোকানগুলো তৎক্ষণাৎ তাদের হাতে তুলে দাও, না হয় ....!!” সে বললো: “ঠিক আছে।” সে দোকানগুলো ছেড়ে দিল। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫২ পৃষ্ঠা)

উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না

বনু উমাইয়া বংশীয়রা যখন দেখতে পেল, তারা সাধারণ মানুষের কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো, এতে তারা খুবই লাঞ্ছনা বোধ করল। কেননা পূর্বের উচ্চাসন ও মর্যাদাগত পার্থক্যবোধ তাদের সাম্যের স্বপ্নকে বিস্মৃত করে দিয়েছিলো। তদুপরি তাদের ব্যক্তিগত জায়গা-জমিও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়াও তাদের ক্ষোভের অন্যতম কারণ ছিলো। সব চেয়ে বড় কথা ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কর্ম-পদ্ধতি থেকে সকলের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিলো যে, বনু উমাইয়ার খলিফারা যে রীতি-নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা শরীয়াত সম্মত ছিলো না। এ জন্যই বংশধরদেরকে নিজেদের কর্মকান্ডের কর্ণধার হিসাবে দেখা যেত। অতএব বংশের কতিপয় সদস্য বিভিন্ন কৌশলে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করেন। এতে একদা তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মারওয়ানী বংশীয়দেরকে একত্রিত করে বললেন: “হে মারওয়ান বংশধর! তোমাদের অনেক জায়গা-জমি, সম্মান ও ধন-দৌলত অর্জিত হয়েছিলো। আমার মনে হয়, উম্মতের প্রায় অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ সম্পদ তোমাদের কব্জায় এসে গিয়েছিলো। এ কীভাবে সম্ভব হল?” এ কথা শুনে সকলেরই মনে ভীতির সঞ্চার হল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন দ্বিতীয় বারও ব্যাখ্যা চাইলেন, তখন সবাই সমস্বরে বললেন: “আমাদের মস্তক যতদিনে আমাদের শরীর হতে আলাদা হবে না, ততক্ষণ তো আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের মন্দ বলতে পারি না আর আমাদের সন্তানদের অনাথ বানাতে পারি না।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৩৬ পৃষ্ঠা) এ কথা বলে সেখান থেকে চলে যায়।

www.dawateislami.net

‘বুঝানোর’ অপর কৌশল

বংশের সদস্যরা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ‘বুঝানোর’ আরেক নতুন কৌশল বের করলো। যেমন; হিশাম বিন আব্দুল মালিককে তারা উকিল বানিয়ে কতিপয় লোকজন সহকারে তাঁর নিকট পাঠান। হিশাম তাঁকে গিয়ে বলেন: আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার সমস্ত বংশধরদের পক্ষ থেকে আপনার নিকট দূত হয়ে এসেছি। তারা বলতে চায় যে, আপনি আপনার প্রশাসনিক বিষয়াদিতে নিজের মত কাজ করে যান, কিন্তু তাদের পূর্বতন হকের বিষয়টি আপনার কর্মকান্ডের আওতাভুক্ত রাখবেন না।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “তোমাদের সম্মুখে যদি দুইটি দলিল পেশ করা হয়, যেগুলোর একটি হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর অপরটি খলিফা আব্দুল মালিকের লিখিত দলিল হয়ে থাকে, তা হলে তোমরা কোনটিকে প্রাধান্য দেবে?” হিশাম বললেন: “প্রকাশ্যতঃ হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর লেখাটাই অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। আমরা সেটিই গ্রহণ করে নেব।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “তা হলে শুনুন, আমি কিন্তু **কিতাবুল্লাহ**কেই সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেই এবং যে কোনো বিষয় সেই অনুযায়ী চালানোর চেষ্টা করে যাব।” এ কথায় সেখানে উপস্থিত খালিদ বিন ওমর বললেন: “তারপরও যেসব বিষয় আপনার আদেশের আওতায় রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে ন্যায় বিচার রক্ষা করে যাবেন। কিন্তু বিগত খলিফাদের ভাল-মন্দ বিষয়গুলো সেভাবেই রেখে দিন। এটিই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “কোনো লোকের যদি কতিপয় ছোট-বড় সন্তান থাকে আর সে ইন্তিকাল করে, পরে বড় সন্তানেরা ছোটদের সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ করে আর ছোট সন্তানেরা যদি তোমার নিকট বিচারের জন্য আসে সে ক্ষেত্রে তুমি কী করবে?” খালিদ বললেন: “আমি তাদেরকে তাদের হক নিয়ে দেব।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “আমার দৃষ্টিতে অনেক খলিফা এবং তাদের নৈকট্যশীল লোকেরা অপর লোকজনের সম্পদ ও জায়গা-জমি জবরদস্তি মূলক হাতিয়ে নিয়েছিলো। আমি যখন

খলিফা হলাম লোকজন আমার নিকট বিচারের জন্য আসে। এখন তো দুর্বলদেরকে তাদের সম্পদ নিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলো না।” এ কথা শুনে খালিদ বিন ওমরের মুখ দিয়ে নিজেরও অজান্তে এই দোয়াটি বের হয়ে আসে: وَفَّقَكَ اللهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْن অর্থাৎ: হে আমীরুল মুমিনীন! **আল্লাহ পাক** আপনাকে এর তৌফিক দান করুন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৪১ পৃষ্ঠা)

আমি কিয়ামতের শাস্তিকে ভয় পাচ্ছি

অনুরূপভাবে অন্য কোনো ব্যাপারে বংশের লোকজন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে এসে উপস্থিত হলেন আর তাঁর সাহেবজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: “আপনি হয় আমাদের দাবী পূরণের ব্যবস্থা নিন, না হয় আমাদের দাবীগুলো আপনি স্বয়ং আমীরুল মুমিনীনের নিকট পৌঁছিয়ে দিন।” তিনি তাদের দাবীগুলো পৌঁছিয়ে দেবার আশ্বাস দিলে সবাই বললেন: “তাঁর পূর্বে যেসব খলিফা ছিলেন তাঁরা আমাদেরকে ভাতা দিতেন আর আমাদের আত্মমর্যাদার গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু তোমার পিতা আমাদেরকে সব কিছু হতে বঞ্চিত করে দিয়েছে।” তিনি গিয়ে এই বার্তা পৌঁছিয়ে দিলে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “তাদের কাছে গিয়ে বলে দাও, আমার পিতা বলেছে: اِنِّیۡۤ اَخَافُ اِنۡ عَصَیۡتُ رَبِّیۡ عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ অর্থাৎ: আমি যদি **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করি, তবে কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** শাস্তিকে ভয় করছি। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

গুনাহগার তলবগারে আফু ও রহমত হে,
আযাব সেহনে কা কিস মেঁ হে হোসলা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফুফী সাহেবার সুপারিশ

তারা সকলে এক ব্যবস্থা এভাবেও নিয়েছিলে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফুফী সাহেবাকে পাঠালেন। তিনি এসে বললেন:

"তোমার নিকটাত্মীয়রা অভিযোগ করছে। তারা বলছে: তুমি তাদের আহার ছিনিয়ে নিয়েছ।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তরে বললেন: "আমি তাদের কোন হক জব্দ করে রাখিনি।" ফুফী বললেন: "মানুষজন তাদের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছে, আমি ভয় করছি তারা আবার কখনও তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিনা।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "তাদের বিদ্রোহের চেয়ে বেশি ভয় কিয়ামত দিবসের, এরপর একটি আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা), এক টুকরা মাংস ও আগুন আনতে বললেন। আশরাফীটি আগুনে নিক্ষেপ করে দিলেন। ভালভাবে লাল হয়ে গেলে তা উঠিয়ে মাংসের টুকরাটিতে রেখে দিলেন, এতে মাংসের টুকরাটি ভুনে গেলো। এবার ফুফীজানের দিকে তাকিয়ে বললেন: اَیْ عَمَّةُ! اَمَا تَأْوِیْنَ لِاِبْنِ اَخِیْكَ مِنْ مِّثْلِ هٰذَا অর্থাৎ: ফুফীজান! আপনার ভাতিজার জন্য এরূপ আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

মুঝে নারে দোযখ সে ডর লগ রহা হে,
হো মুঝ না-তোওয়াঁ পর করম ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খেলাফতের প্রতি অমুখাপেক্ষীতা

বংশীয় কিছু লোক যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি এ বিষয়ে আরও বেশি বাড়াবাড়ি প্রদর্শন করলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের সকল কথা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। অতঃপর হুমকি স্বরূপ বললেন: "আগামীতে তোমরা যদি এ ধরনের কথাবার্তা বলে থাক, তবে আমি কেবল তোমাদের এই শহর ছেড়ে মদীনা শরীফই চলে যাব না বরং খেলাফতের বিষয়টি উপদেষ্ঠা পরিষদের উপর ন্যস্ত করে যাব। আমি তাদেরকে ভাল ভাবেই চিনি। (ত্ববকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

ওমর বিন ওয়ালিদের চিঠি ও এর উত্তর

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ন্যায় বিচার সমৃদ্ধ ঐসব বিচারের ফয়সালা যখন ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের পুত্র ওমরের নিকট পৌঁছাল, তখন সে ন্যায়ের এই নিয়ম-নীতিকে খুবই অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখল আর তাঁর নিকট একটি চিঠি পাঠাল। চিঠিতে সে তাঁকে অত্যন্ত কড়া শব্দ ব্যবহার করে। সে লিখলো: "হে ওমর বিন আব্দুল আযীয! তুমি তোমার পূর্বেকার সকল খলিফাদের উপর কালিমা লেপন করেছ। তুমি সীমা লঙ্ঘন করেছ। তুমি হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতির ছেড়ে দিয়েছ এবং তাদের বিপরীত পন্থা অবলম্বন করেছ। তুমি কোরাইশ এবং তাদের বংশধরদের পৈত্রিক সম্পত্তি বাইতুল মালে জব্দ করে নিয়ে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করেছ আর তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ককে পদদলিত করেছ। হে ওমর বিন আব্দুল আযীয! এখনো তুমি খেলাফতের আসনে সত্যিকার অর্থে পা জমাতে পারনি, অথচ এমন জঘন্য বিচারাদি করা শুরু করে দিয়েছ। মনে রেখো! তুমি **আল্লাহ পাকের** দৃষ্টির বাইরে নও। **আল্লাহ পাক** বড়ই কাহ্হার ও জব্বার।"

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন এই পত্রটি পেলেন, যদিও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন আপাদমস্তক ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক, তবু এ ব্যাপারে তিনি কোনরূপ নমনীয়তা প্রদর্শন করলেন না বরং অনুরূপ ন্যায়বিচার, সাহসিকতা ও ঈমানে পরিপূর্ণ উত্তর তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর পত্রটি ছিলো প্রায় এরূপ:

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ **আল্লাহ পাকের** বান্দা ওমর বিন আব্দুল আযীযের পক্ষ হতে ওমর বিন ওয়ালিদের প্রতি। সকল প্রশংসা সেই **আল্লাহ পাকের** জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আর সালাম সমস্ত নবী-রাসূলদের উপর। পরবার্তা এই যে, হে ওমর বিন ওয়ালিদ! তোমার যে পত্রটি আমার হস্তগত হল, সেটির মতই লিখছি। হে ওমর বিন ওয়ালিদ! তুমি নিজেকে ভুলে যেও না যে, তুমি কার পুত্র! তুমি জন্ম নিয়েছিলে এমন এক বাঁদীর পেটে যাকে খরিদ করেছিলো যবিয়ান বিন যবিয়ান আর তার দাম দেওয়া হয়েছিলো বাইতুল মাল হতে। পরে সে সেই বাঁদীটি তোমার

পিতাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলো। অথচ সেই তুমিই এমন কঠোর রূপ ধারণ করছো। তুমি মনে করছো যে, আমি **আল্লাহ পাকের** বিধান কার্যকর করার মাধ্যমে অত্যাচার করছি। স্মরণ রাখিও, সেই জায়গা-জমি ও ভূ-সম্পত্তি যা তোমাদের বংশধরদের কাছে অবৈধভাবে ছিলো, তা আমি তাদের হকদারদের প্রদান করে অত্যাচার তো করিইনি বরং **আল্লাহ পাকের** কিতাব অনুযায়ী আমল করেছি। অত্যাচারী তো তাকেই বলা হয়, যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** বিধানের তোয়াক্কা না করে চলে। অত্যাচারী তো সে-ই, যে এমন লোকদেরকে গভর্ণর পদ দান করে এবং প্রশাসনের উচ্চ পদে বসায়, যারা কেবল নিজেদের পরিবার-পরিজনদের এবং নিজেদের সন্তানদেরই উন্নতি কামনা করে, অন্যান্য মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের হকের বিষয়ে কোনো ভ্রূক্ষেপই করে না। তারা বিচার করতো তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী। হে ওমর বিন ওয়ালিদ! তোমার আর তোমার পিতার জন্য বড়ই আফসোস হয়! কিয়ামতের দিন তোমরা দুইজন হতে অধিকার প্রার্থনাকারীর সংখ্যা অধিকই হবে। সেদিন লোকেরা তোমাদের নিকট তাদের হকগুলো চাইবে আর আমার চাইতে অধিক অত্যাচারী তো হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন। তিনি তো অবৈধ রক্তপাত ঘটিয়েছেন। আমার সম্পদে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন আর আমার চেয়ে অধিক অত্যাচারী তো তিনিই ছিলেন যিনি **আল্লাহ পাকের** বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য কুররা বিন শুরাইয়ার ন্যায় লোককে মিশরের গভর্ণর করেছিলেন। অথচ সে ছিলো একজন নিরেট মুর্খই। সে মদ্যপানকে প্রসার করেছিলো আর খেলা-ধূলার সরঞ্জামাদি সহজলভ্য করে দিয়েছিলো। হে ওমর বিন ওয়ালিদ! তোমার জন্য এখনও সময় আছে, তোমার উপর যাদের হক রয়েছে শীঘ্রই তাদের ফিরিয়ে দাও। অন্যথায় তোমার আর তোমার পরিবারের সদস্যদের নিকট যেসব সম্পদে মানুষের কোনো না কোনো হক রয়েছে, সেগুলো আমি হকদারদের নিকট ফিরিয়ে দিব আর তুমি যদি ভেবে দেখ, তবে দেখবে তোমার সম্পদে অনেকেরই হক অন্তর্ভুক্ত আছে। তুমি যদি দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল কামনা করো, তবে অন্যের হক দিয়ে দাও। وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَلَاسَلَامُ اللهِ عَلَى الظّٰلِمِيْن অর্থাৎ আমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক আর অত্যাচারীদের উপর **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে শান্তি না হোক।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

আপন বংশীয়দের সম্মানবোধ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যদিও কোনো কোনো প্রশাসনিক ব্যাপারে আপন বংশীয়দের পদ্ধতিকে পছন্দ করতেন না, তা সত্ত্বেও তাঁর নিকট আপন বংশীয়দের সম্মানবোধ কোনোরূপ কম ছিলো না। একবার মোনাজেরা চলাকালে খারেজীরা তাঁকে বলেছিলো: যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার বংশীয়দের সাথে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন না আর তাদের গালমন্দ ও অভিশাপ দিবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনার আনুগত্য গ্রহণ করবো না।" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা কি ফিরআউনকে অভিশাপ দিয়েছ?" তারা সবাই বললো: "না।" বললেন: "তোমরা যেক্ষেত্রে ফিরআউনের মত কাফেরকেও অভিশাপ দাওনি, আমি কেন আমার বংশীয়দের অভিশাপ দেবো? অথচ তাঁদের মধ্যে তো ভাল-মন্দ, নেক, বদ সব ধরনের লোক ছিলেন।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৯৫ পৃষ্ঠা)

বাইতুল মালে কাদের হক রয়েছে?

একবার আম্বাসা বিন সাআদ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট দরখাস্ত করলেন কিছু সম্পদ দান করার জন্য। তদুত্তরে তিনি বললেন: "যে সম্পদ তোমার নিকট পূর্ব থেকে বিদ্যমান রয়েছে, তা যদি হালাল হয়ে থাকে, তবে সেটিই তোমার জন্য যথেষ্ট আর তা যদি হারামের হয়ে থাকে, তবে তাতে বাড়তি হারাম যোগ করো না।" অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: "আচ্ছা বলো তো, তুমি কি অভাবী?" বললেন: "না।" "তোমার উপর কি ঋণের বোঝা রয়েছে?" এবারও না বললেন। বললেন: "তা হলে তুমি চাও কী? তুমি কি চাও যে, আমি মুসলমানদের সম্পদ অযথা তোমাকে দিয়ে দেব? আর হকদারদেরকে শূণ্যহাতে রেখে দেব? হ্যাঁ, তুমি যদি ঋণগ্রস্থ হতে, তবে আমি তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না হয় করতাম। যদি অভাবী হতে, তবে চলার মত তোমাকে কিছু দিতে পারতাম। তাই যে সম্পদ তোমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে সেটিই ব্যয় করো। সর্বপ্রথম তুমি এটি দেখে নেবে যে, এ সম্পদ তুমি কোথা হতে অর্জন করেছো? আর তুমি নিজের

মঙ্গলের ব্যবস্থা করবে, এর পূর্বেই যে, তোমাকে সেই মহান সত্তার সামনে উপস্থিত হতে হবে, যাঁর নিকট না তোমার কোনো চুক্তি আছে না কোন ছল-ছাতুরি করার সুযোগ আছে।” (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৩২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কিরূপ সুন্দর কল্যাণময় উপদেশ দিলেন। আমাদেরও উচিত, তাৎক্ষণিক ভাবে নিজেদের সম্পদ ও সম্পত্তির নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যে, **আল্লাহ পাক** না করুক কখনও এতে যেন হারাম কিছু এসে না মিশতে পারে। এমন যদি হয় তবে তৎক্ষণাৎ তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিন।

হারাম সম্পদ সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত **‘রহস্যময় ভিক্ষুক’** কিতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হারাম সম্পদের দুইটি অবস্থা: (১) ঐ হারাম সম্পদ যা চুরি, ঘুষ, আত্মসাৎ এবং এ ধরনের অন্য কোন উপায়ে হস্তগত হয়ে থাকে, আর তা উপার্জনকারী মূলতঃ এর মালিকই নয় আর এ ধরনের সম্পদের ব্যাপারে শরীয়াত মতে ফরয হলো, যার সম্পদ তাকে ফেরত দিতে হবে। সে যদি (জীবিত) না থাকে, তবে তার ওয়ারিশদেরকে ফিরিয়ে দেবে। আর তাদেরকেও পাওয়া না যায়, তাহলে সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়া কোন (শরয়ী) ফকীরকে দান করে দেবে। (২) দ্বিতীয়ত সেই হারাম সম্পদ, যা হস্তগত করার কারণে অবৈধ মালিকানা অর্জন হয়ে যায়। আর তা হলো, সে সম্পদ যা কোন **‘আকদে ফাসেদ’** বা অগ্রাহ্য চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমন; সুদ বা দাঁড়ি মুন্ডানো কিংবা এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করার মজুরী ইত্যাদি, এরও একই হুকুম বা বিধান। কিন্তু পার্থক্য হল, এটিকে তার প্রকৃত মালিক কিংবা ওয়ারিশদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া ফরয নয়। প্রথমত (শরয়ী) ফকীরকেও সাওয়াবের নিয়্যত না করে দান করে দিতে পারেন। অবশ্য উত্তম হলো; মালিক কিংবা ওয়ারিশদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে সংকলিত, ২৩মত খন্ড, ৫৫১, ৫৫২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি,
কবর মেঁ ওয়ার না সাজা হোগি কড়ি। (রহস্যময় ভিক্ষুক, ২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

ইস্তাম্বুলের মুসলমান কয়েদীদের জন্য মুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ইস্তাম্বুলের মুসলমান কয়েদীদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখে পাঠান এভাবে: পরবার্তা এই যে, তোমরা কি নিজেদেরকে বন্দি মনে করছো? **আল্লাহ পাকের** ক্ষমা করুক, তোমরা বন্দি নও বরং **আল্লাহ পাকের** পথে তোমাদের রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তোমাদের জানা দরকার, আমি যদি আমার প্রজাদের জন্য কোনো কিছু বণ্টন করে থাকি, তবে তোমাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য বেশি এবং ভালটি পাঠিয়ে থাকি। আমি তোমাদের জন্য পাঁচটি করে দীনার পাঠাচ্ছি। আমার যদি এই ভয় না থাকতো যে, বেশি পাঠানোর কারণে রোমীয়রা তা আত্মসাৎ করে ফেলবে আর তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছাতে দেবে না, তবে এর চেয়ে আরও বেশিই পাঠাতাম আর আমি অমুক ভদ্রলোকটিকে তোমাদের নিকট পাঠাচ্ছি। সে রোমীয়দেরকে উচিৎ ক্ষতিপূরণ দিয়ে তোমাদের ছোট-বড়, আজাদ-গোলাম, নারী-পুরুষ সবাইকে মুক্তি করিয়ে নিবে। والسَّلَام। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৬০ পৃষ্ঠা)

কার্পণ্যের ভয়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: "যাকেই কোনো কিছু দান করেছি, তা আমি অত্যন্ত কমই মনে করেছি। কেননা **আল্লাহ পাকের** নিকট মুসলমান ভাইদের জন্য জান্নাতের ফরিয়াদ করতে এবং দুনিয়াবী ব্যাপারে তাদের সাথে কার্পণ্য করতে আমার লজ্জা আসে। এমনকি কিয়ামতের দিন আমার নিকট এই প্রশ্ন করা হয়: لَوْ كَانَتِ الْجَنَّةُ بِيَدِكَ كُنْتَ بِهَا اَبْخَل অর্থাৎ: জান্নাত যদি তোমার হাতে হয়ে থাকতো, তা হলে তুমি কি তাতেও কার্পণ্য করতে?

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

দাসীদের ফিরিয়ে দেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এক দাসী ছিলো, সে ছিলো খুবই সুন্দরী। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই দাসীটিকে খুবই পছন্দ করতেন। খলিফা হওয়ার পূর্বে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্ত্রীকে বলেও ছিলেন: "এই দাসীটি তুমি আমাকে দান করে দাও।" কিন্তু তিনি তা মেনে নেননি। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন খলিফা হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী দাসীটিকে প্রস্তুত করে তাঁর সেবায় নিয়ে এলেন এবং আরয করলেন: "এই দাসীটি আমি মনের খুশিতে আপনার নিকট পেশ করছি। কেননা একে আপনি খুবই ভালবাসেন।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই খুশি হলেন। দাসীটি একাকীত্বে যখন তাঁর নিকট এলো, তার সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করে নিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন তার নৈকট্য লাভ করতে চাইলেন কিন্তু সাথে সাথেই তিনি থমকে গেলেন এবং দাসীটিকে বললেন: "তুমি বসে পড়। তুমি প্রথমে আমাকে বল যে, তুমি কে? আর ফাতেমার নিকট তুমি কোথা হতে এসেছো?" সে বললো: "আমি কুফায় গভর্ণরের দাসী ছিলাম। সেই গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট অনেক ঋণী ছিলো। তিনি আমাকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আমাকে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নিকট পাঠিয়ে দেন। সে সময় আমি ছিলাম শিশু। অতঃপর আব্দুল মালিক আমাকে তাঁর কন্যা ফাতেমাকে উপহার স্বরূপ দান করেন। এভাবে আমি আপনার নিকট এসেছি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "সেই গভর্ণরের কী অবস্থা?" সে বললো: "তিনি মারা গেছেন।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "তার কোনো সন্তান আছে কি?" সে বললো: "জী হ্যাঁ, তাঁর এক পুত্র রয়েছে।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জানতে চাইলেন: "তার কী অবস্থা?" বললো: "তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তিনি বড়ই অভাবের দিন অতিবাহিত করছেন।" তিনি তৎক্ষণাৎ কুফায় বিদ্যমান গভর্ণর আব্দুল হামীদকে চিঠি লিখে পাঠালেন যে, অমুক ব্যক্তিকে এক্ষুণি আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। তাৎক্ষণিক আদেশ পালন করা হলো। লোকটি তাঁর নিকট এসে গেলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার ঋণ কত?" সে যা বললো তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পক্ষ থেকে সব ঋণ পরিশোধ করে

দিলেন। অতঃপর বললেন: “এই দাসীটিও তোমার, একেও নিয়ে যাও।” এই কথা বলে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই দাসীটিকে তাকে দিয়ে দিলেন।

সে বললো: “হে আমীরুল মুমিনীন! এই দাসীটি আপনি রেখে দিন।” তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: “এখন একে আমার কোনো প্রয়োজন নাই।” সে প্রস্তাব করল: “আপনি একে আমার নিকট হতে ক্রয় করে নিন।” তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে ক্রয় করতেও অস্বীকার করলেন আর বললেন: “যাও, একে তোমার সাথে নিয়ে যাও।” এ কথা শুনে দাসীটি বললো: “হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি তো আমাকে অনেক ভালবাসতেন, এখন সেই ভালবাসা কোথায় গেলো?” তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: “সেই ভালবাসা, সেই চাহিদা স্বস্থানে অবশ্যই রয়েছে বরং এখন তো আরও বেড়ে গেছে।” অতঃপর তাদের উভয়কে পাঠিয়ে দিলেন। (উয়ুনুল হিকায়াত, ৫৪ পৃষ্ঠা)

খারেজীরা তাঁর সাথে যুদ্ধ করলো না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চারিত্রিক গুণাবলীতে তাঁর শত্রুরাও প্রভাবিত না হয়ে পারেনি। যেমনটি খারেজী দল যারা সর্বদা খলিফাদের বিরোধীতাই করে গেছে তারা প্রথম প্রথম হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ কেও হত্যা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তারা যখন তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী ও শাসনকার্য পরিচালনা করার নিয়মনীতি অবলোকন করলো তখন তারা নিজেদের মাঝে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, এমন মহান ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাঁকে হত্যা করা আমাদের জন্য ভাল হবে না। এভাবে তারা তাদের ঘৃণ্য মনোভাব থেকে বিরত থাকে আর তারা বুঝতে পারে যে, এই মুজাহিদ সুপুরুষ সত্যিকার অর্থে খেলাফতের যোগ্য। অতএব **আল্লাহ পাক** যতদিন চেয়েছেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ অত্যন্ত ন্যায়পরায়নতা সহকারে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৬৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বুযুর্গানে দ্বীনদের দরবারে যেতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যেহেতু নিজেও তাকওয়া ও পরহেযগারীর মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দরবারে গমন করে নসীহত ও শিক্ষার মাদানী ফুল অর্জন করতেন। এরূপ ১৪টি ঘটনা ও বর্ণনা লক্ষ্য করুন। যথা,

১. মৃত্যুকে নিজের মাথার পাশে রাখবেন

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত শায়খ আবু হাযেম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বললেন: আমাকে কিছু নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন: اِضْطَجِعْ ثُمَّ اجْعَلِ الْمَوْتَ عِنْدَ رَأْسِكَ ثُمَّ انْظُرْ مَاتُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ تِلْكَ السَّاعَةُ فَخُذْ فِيْهِ الْاٰنَ وَ مَا تَكْرَهُ اَنْ يَّكُوْنَ فِيْكَ تِلْكَ السَّاعَةُ فَدَعْهُ الْاٰنَ অর্থাৎ: মাটিতে লুটিয়ে পড়ুন, মৃত্যুকে নিজের মাথার পাশে মনে করবেন, মনে মনে ভাববেন, সেই মুহূর্তে আপনার কোন জিনিসটি ভাল লাগবে? অতএব সেই জিনিসটি তাৎক্ষণিকভাবে বেছে নেবেন আর সেই সময় যে জিনিসটি আপনি পছন্দ করেন না, সাথে সাথে বাদ দিয়ে দিবেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

২. কারো কাছ থেকে সাহায্যের আশা করবেন না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে লিখিত এক দরখাস্ত পেশ করেন: “আমাকে এমন কোনো নসিহত দান করুন, যা আমার সমস্ত কাজে সাহায্যকারী সাবস্ত হয়।: তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার উত্তরে লিখলেন: “**আল্লাহ পাকই** যদি আপনার সাহায্যকারী না হয়ে থাকেন, তবে আর কারো কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করবেন না। সেই দিনটিকে অত্যন্ত নিকটবর্তী মনে করুন, যেদিন সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, বাকি থাকবে কেবল আখিরাতই। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

৩. এই নসিহতই যথেষ্ট

হযরত সায়্যিদুনা আবু কিলাবা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট গেলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁকে বললেন: “আমাকে নসিহত করুন।” হযরত সায়্যিদুনা আবু কিলাবা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: “হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত কোনো খলিফা অবশিষ্ট থাকেননি।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: “আমাকে আরও নসিহত করুন।” তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: “এখন সর্বপ্রথম যে খলিফাটি ইন্তিকাল করবেন তিনি হবেন আপনি।” বললেন: “আরও নসিহত করুন।” হযরত সায়্যিদুনা আবু কিলাবা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: “**আল্লাহ পাক** যদি আপনার সাথে থাকেন, তবে আপনার কোনো ভয়ই নাই। কিন্তু **তিনি** যদি আপনার সাথে না থাকেন, তবে আপনি আর কার আশ্রয় চাইতে পারেন?” এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলতে লাগলেন: “ব্যস! এই নসিহতটিই আমার জন্য যথেষ্ট।”

(আত তাবারুল মাসবুক ফি নসিহতিল মুলুক, বাবু আইঁউশতাকা আন রোয়াতুল উলামা, ১ম খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা)

৪. মন্দ খিলাফতের সাক্ষী আমি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হাযেম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে চিঠি লিখেন: “**নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হওয়াকে ভয় করুন যে, আপনি **তাঁর** রাসূল হওয়ার কথায় সাক্ষ্য দিবেন, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন উম্মতের মধ্যে আপনার মন্দ খিলাফতের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে থাকবেন।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

৫. সৎ ও অভিজাতদেরকে দায়িত্ব প্রদান করুন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে লিখিত দরখাস্ত পেশ করেন: “আমাকে এমনসব লোকদের পরিচয় করিয়ে দিন, **আল্লাহ পাকের** হুকুম কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমি

যাদের সাহায্য নিতে পারি।” তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উত্তরে লিখলেন: “দ্বীনদারেরা আপনাকে ধরা দেবে না, বাকি দুনিয়াদারেরা। তাদের কিন্তু নিজের কাছে আনতে যাবেন না। আপনি কিন্তু সৎ ও অভিজাত লোকদেরকে দায়িত্বশীল বানাবেন। কেননা তারা নিজেদের আভিজাত্যকে খেয়ানতের মাধ্যমে কলঙ্কময় করবে না।”

(ইহয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা)

৬. সংক্ষিপ্ত নসিহত

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: “হে আমীরুল মুমিনীন! দীর্ঘ জীবনের সীমা নির্দিষ্ট একটি সময়কাল পর্যন্ত। সুতরাং সেই সীমা থেকে আপনি একটি অংশ নিয়ে নিন যা বাকী থাকবে না, আপনার সেই স্থায়ীত্বের জন্য যার শেষ হয় না। وَالسَّلَام।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ পত্রটি যখন পাঠ করলেন, কান্নায় ঢলে পড়লেন। বললেন: “আবু সাঈদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তো চমৎকার সংক্ষিপ্ত নসিহত করেছেন।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা)

৭. মতলববাজদের সাহচর্য এড়িয়ে চলুন

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন কাআব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে বললেন: “আপনি কখনও এমন কোনো লোককে আপনার সহচর বানাবেন না, যে কেবল তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আপনার সাথে থাকে, যখন তার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়, আপনার সাথে ভালবাসায়ও ভাটা পড়ে যায় বরং এমন লোকদেরকে আপনার সহচর বানাবেন, যারা মঙ্গল বিধানে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং হকের ব্যাপারে ধৈর্যধারণকারী। এমন লোকেরা নিজের স্বার্থের বিপরীতে আপনার সাহায্য করে যাবে আর তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৭ পৃষ্ঠা)

৮. আহ! আমি যদি এ কথা না বলতাম!

হযরত যিয়াদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তার নিকটও

খেলাফতের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! সে ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি কী বলেন যার বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি দাবী উত্থাপন করে রাখে?" বললেন: "এমন ব্যক্তি মন্দ অবস্থায় রয়েছে।" জিজ্ঞাসা করলেন: "এমন ব্যক্তি যদি দুইজন হয়ে থাকে?" বললেন: "তার চেয়েও মন্দ অবস্থা।" জিজ্ঞাসা করলেন: "যদি তিনজন হয়ে থাকে?" বললেন: "তার জন্য তো জীবনের কোনো মানেই নাই।" হযরত যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "তা হলে শুনুন! হে আমীরুল মুমিনীন! উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতিটি ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন।" এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমনভাবে কান্না করলেন যে, হযরত যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতে লাগলেন: "আমি আফসোস করছিলাম যে, তাকে কেন এই কথাটি বললাম। না বলাই অনেক ভাল ছিলো।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

৯. বেহুশ হয়ে গেলেন

হযরত সায়্যিদুনা এজিদ রাক্কাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট গমন করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আবেদন করলেন: "আমাকে কিছু নসিহত করুন।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! মনে রাখবেন আপনি প্রথম খলিফা নন, যারা মরে যাবেন। (অর্থাৎ আপনার পূর্বেকার খলিফারাও মৃত্যুবরণ করেছিলেন)।" এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কান্না করতে লাগলেন আর আবেদন করলেন: "আরও কিছু নসিহত করুন।" তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে শুরু করে আপনি পর্যন্ত আপনার সমস্ত দাদা-পরদাদারা মারা গেছেন।" এ কথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও কান্না করতে লাগলেন এবং আরও কিছু নসিহত করার জন্য আবেদন করলেন। হযরত সায়্যিদুনা এজিদ রাক্কাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "আপনার ও দোযখ-বেহেশতের মাঝখানে কোনো মঞ্জিলই নাই (অর্থাৎ দোযখে দেওয়া হবে নাকি বেহেশতে)।" এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বেহুশ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুল খাওফি ওয়ার রাখা, ৪র্থ খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

১০. চোখের পানিতে চুলা নিভে গেছে

এক বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সেই সময়ে তাঁর সামনে আগুনের চুলা ছিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁকে বললেন: "আমাকে কিছু নসিহত করুন।" তিনি বললেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি স্বয়ং জাহান্নামে গিয়ে অন্য কেউ জান্নাতে যাওয়াতে আপনার কী লাভ? আর আপনি নিজে জান্নাতে গিয়ে অন্য কেউ জাহান্নামে যাওয়াতে আপনার ক্ষতি কী?" এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এমনভাবে কান্না করলেন যে, চোখের পানিতে সামনের চুলাটিই নিভে গেলো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

১১. নসিহতপূর্ণ চিঠি

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা সালেম বিন আব্দুল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিটি প্রায় এ রকমই ছিলো, " اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ **আল্লাহ পাকের** হামদ ও সানার পর ওমর বিন আব্দুল আযীয আবেদন করছে যে, আমার পরামর্শ ব্যতিরেকেই খেলাফতের দায়-দায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমি কখনও খেলাফতের বাসনা রাখিনি। **আল্লাহ পাকের** হুকুমে আমার উপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই খেলাফতের সবকিছুতে আমি তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। **তিনি** যেন আমাকে ভাল ভাল কাজ করার এবং জনগণের উপর বিনয় রক্ষা করে চলার তৌফিক দান করেন। সেই মহান সত্তাই আমার সাহায্যকারী (হে আমার ভাই) আপনার নিকট যখন আমার এই লেখা পৌঁছাবে, তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللهُ عَنۡهُ এর চরিত্র এবং তাঁর বিচারাদির ব্যাপারে কিছু তথ্য আমাকে জানাবেন আর এ কথাও বলবেন: তিনি رَضِيَ اللهُ عَنۡهُ মুসলমানদের এবং যিম্মীদের সাথে তাঁর শাসনামলে কী পন্থা অবলম্বন করেন? আমি আমার শাসনে তাঁর অনুসরণ করতে চাই। **আল্লাহ পাক** আমাকে সাহায্য করবেন। وَالسَّلَام ওমর বিন আব্দুল আযীয।"

এই চিঠিটি যখন হযরত সায়্যিদুনা সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট পৌঁছাল, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তরে এভাবে লিখেছিলেন: "হে ওমর বিন আব্দুল আযীয! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। **আল্লাহ পাকের** হামদ ও সানা এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালামের পর আমি বলছি, **আল্লাহ পাক** 'কাদিরে মুতলাক' অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাধর। **তাঁর** সমকক্ষ কেউ হতে পারে না। **তাঁর** কোনো অংশীদার নাই। **তিনি** কারো সমকক্ষ হওয়া থেকে পূতঃপবিত্র। **তিনি** ইচ্ছা করেছেন বলেই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন আর যতদিন চাইবেন অবশিষ্ট রাখবেন। **তিনি** দুনিয়ার শুরু ও শেষে অত্যন্ত কম সময়ই রেখেছেন। যা মূলতঃ দিনের অংশ বিশেষের সমানও নয়। অতঃপর **আল্লাহ পাক** এই দুনিয়া ও এতে বিদ্যমান সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফায়সালাও নির্দিষ্ট করে ফেলেছেন আর সব কিছুই নশ্বর। অবশিষ্ট থাকবে কেবল **আল্লাহ পাকেরই** সত্তা। **তিনি** ব্যতীত বাকি সব কিছুই নশ্বর। পবিত্র কোরআনে **আল্লাহ পাক** পাক ইরশাদ করেন:

كُلُّ شَیۡءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجۡهَهٗ ؕ لَهُ الۡحُكۡمُ وَ اِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۸۸﴾

(পারা: ২০, সূরা: কাসাস, আয়াত: ৮৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, কেবল তাঁর সত্তা ব্যতীত। বিধান একমাত্র তাঁরই। আর তোমরা সবাই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হয়ে যাবে।

(হে ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ!) নিঃসন্দেহে দুনিয়াবাসীরা কেউ দুনিয়ার কোনো বিষয়ে ক্ষমতা রাখে না। তারা কেউ নিজ হতে কিছু করতে পারে না। তাদের উপর যখন **আল্লাহ পাকের** হুকুম হবে, তারা দুনিয়া ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হবে আর এই বিশ্বাসঘাতক দুনিয়া তাদের বাদ দিয়ে দেবে। **আল্লাহ পাক** (মানব-মন্ডলীর হেদায়তের জন্য) কোরআন শরীফ ও অপরাপর আসমানী কিতাবাদি অবতীর্ণ করেছেন, নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, নিজের কিতাবে প্রতিদান ও শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। বুঝানোর জন্য বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছেন আর **তিনি** দ্বীন সম্পর্কে সকল কথা পবিত্র কোরআনে বলে দিয়েছেন। হারাম-হালাল বিষয়াদি সম্পর্কেও **তিনি** কিতাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়াদি কোরআনে বিবৃত হয়েছে। হে ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! আপনার নিকট হতে কি এ বিষয়ে ওয়াদা নেওয়া হয়নি যে, আপনি সকল মানুষের পানাহারের

বিষয়ে যিম্মাদার বরং আপনাকে তো খেলাফত দেওয়া হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে আপনার জন্যও অনুরূপই খাবার ও পোশক যথেষ্ট, যা একজন সাধারণ মানুষের জন্য যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে আপনার উপর এই যিম্মাদারি **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে অর্পিত হয়েছে। এখন আপনি যদি নিজেকে এবং পরিবারের সবাইকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে বাঁচাতে চান তা হলে বাঁচান আর কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা থেকে বাঁচুন। নেক কাজ করার শক্তি এবং অসৎ কাজ থেকে বাঁচার শক্তি **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকেই। নিঃসন্দেহে যেসব লোক আপনার পূর্বে দুনিয়া হতে চলে গেছেন, যা যা করার ছিলো তারা করেছেন। মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য যেসব কাজ করতে হয়েছে করেছেন। যা যা নিঃশেষ করার ছিলো করেছেন আর প্রতিটি ব্যক্তিই নিজ নিজ পরিমন্ডলে নিজেদের দায়িত্বগুলো আদায় করেছেন। তারা এই কথা বুঝতে থাকেন যে, মূল পন্থা এটিই, যা আমি অবলম্বন করেছি। তাদের অনেকেই পাকড়াওযোগ্য লোকদের সাথেও খুবই নম্রতা প্রদর্শন করেছেন। তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের শৈথিল্য প্রদর্শন করেছিলেন। তাই **আল্লাহ পাক** এমন লোকদের উপর পরীক্ষা করার দরজা উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। আপনিও যদি কোনো পাকড়াওযোগ্য ব্যক্তির সাথে নম্রতা প্রদর্শন করে থাকেন, তা হলে তার পরিণাম ভোগ করবেন আর আপনি যদি কোনো অপরাধীর সাথে কোনো দ্বীনি ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করে থাকেন, তা হলে **আল্লাহ পাক** আপনার উপরও পরীক্ষা করার দরজা উম্মুক্ত করে দিবেন। আপনি যদি কাউকে গভর্ণর হবার যোগ্য মনে না করেন তবে এখনই তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়ে দিন। এ কথায় ভয় করবেন না যে, পরবর্তীতে হাকিম ও গভর্ণর কে হবেন? **আল্লাহ পাক** আপনার জন্য সেসব অযোগ্য গভর্ণর ও বিচারকদের চেয়েও সৎ, যোগ্য ও হিতকারী লোক দান করবেন। আপনি মানুষের পরওয়া করবেন না। আপনি আপনার নিয়্যতকে পবিত্র রাখবেন। প্রত্যেক মানুষকে তার নিয়্যতের পরিপ্রেক্ষিতেই সাহায্য করা হয়ে থাকে। যার নিয়্যত পরিপূর্ণ, সে তার প্রতিদানও পরিপূর্ণভাবেই পাবেন। পক্ষান্তরে যার নিয়্যতে ত্রুটি থাকবে, তার প্রতিদানও তেমনি হয়ে থাকবে। হে ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ! আপনি যদি ইচ্ছা করেন কিয়ামত দিবসে আপনার বিরুদ্ধে যেন কেউ অত্যাচারের দাবী উত্থাপন না করতে

www.dawateislami.net

পারে, আর যেসব লোক আপনার পূর্বে দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন তারা যেন আপনার জন্য ঈর্ষা করে যে, দেখ এ এমন এক লোক যার বিরুদ্ধে অনুসারীদের পক্ষ থেকে কোনরূপ অভিযোগ নাই, তার প্রজারা তার উপর সন্তুষ্ট, তা হলে আপনি এমন কাজ করবেন যাতে সেদিন আপনার এই ইচ্ছা পূরণ হয়ে যায় আর নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকেই নেক আমল করার শক্তি প্রদান করা হয়ে থাকে এবং অমঙ্গল থেকে বাঁচিয়ে থাকেনও **তিনিই** আর যে ব্যক্তি মৃত্যু ও এর ভয়াবহতায় ভয় করে, মৃত্যুর পরে তাদের সেই চোখের পানি তাদের মুখে গড়িয়েছে। যারা দুনিয়ার স্বাদে তৃপ্তি পেতো না তাদের পেট ফেঁটে গেছে আর সমস্ত বস্তুও বিনষ্ট হয়ে গেছে তারা যা খেয়ে থাকতো। তাদের সেই গর্দান যেগুলোর নরম বালিশে হেলান দেয়ার অভ্যাস ছিলো আজ কবরের মাটিতে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। তারা যখন দুনিয়ায় ছিলো লোকজন তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলো আর তাদের সেবাযত্ন করতো। কিন্তু আজ তারাই মৃত্যুর পর এমন অবস্থায় রয়েছে যে, তাদের শরীর পঁচে-গলে গেছে। সেসব লোকদের এবং তাদের দুনিয়াবী আহারগুলো যদি আজ কোনো মিসকিনের সামনে রেখে দেওয়া হয় তবে সেও সেগুলোর দুর্গন্ধে অতীষ্ঠ হয়ে উঠবে। তাদের সেই দুর্গন্ধময় বিগলিত শরীরে যদি অনেক সুগন্ধিও মালিশ করা হয় তা সত্ত্বেও সেই দুর্গন্ধ দূর হবে না। হ্যাঁ, **আল্লাহ পাক** যাকে চান **তাঁর** বিশেষ রহমত দান করতে পারেন, স্থায়ী নেয়ামত দান করতে পারেন। নিঃসন্দেহে আমরা সবাই **তাঁরই** নিকট প্রত্যাবর্তন করবো। হে ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ! আপনার সাথে বাস্তবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। আপনি কখনও টেক্স ও যাকাত উসুল করার জন্য এমন কর্মচারী নিয়োগ করবেন না, যারা কঠোরতা প্রদর্শন করবে, লোকদের অত্যধিক গালমন্দ করবে আর অযথা তাদের রক্ত ঝরাবে। হে ওমর! এমনভাবে সম্পদ সঞ্চয় করা থেকে বিরত থাকবেন, এমন রক্তারক্তি থেকে সর্বদা হাজার গুণ দূরত্বে অবস্থান করবেন। আপনি যদি কোনো গভর্ণর সম্পর্কে জানতে পারেন যে, সে লোকদের উপর অত্যাচার চালায়, তা সত্ত্বেও আপনি তাকে গভর্ণর পদ থেকে অপসারণ করেননি, তা হলে মনে রাখবেন! আপনাকে জাহান্নাম থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, লাঞ্ছনা ও অসম্মান আপনার গলার মালায় পরিণত হবে।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নিরাপত্তা দান করুক। اٰمِین। আপনি যদি এ ধরনের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন তবে আপনার মনে প্রশান্তি আসবে, আপনি নির্বিকার অবিচল থাকতে পারবেন اِنْ شَآءَ الله। হে ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! আপনি লিখেছেন: আমি যেন আপনাকে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চরিত্র এবং তাঁর বিচার সম্পর্কিত তথ্য আপনাকে দিই, তা হলে শুনুন, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যুগোপযোগী বিচার কার্য সমাধা করেছেন। তাঁর প্রজারা যেরূপ ছিলো এখন সেরূপ প্রজা নাই। তাঁর ফয়সালা ছিলো যুগ অনুযায়ী। আপনি আপনার যুগের দিকে বিবেচনা করে বিচার কার্য সমাধা করবেন, লোকদেরকে নজরে রেখে তাদের সাথে কার্যাবলী সম্পাদন করবেন। আপনি যদি অনুরূপ করে থাকেন, তবে আমি **আল্লাহ পাকের** দরবারে আশা করি **তিনি** আপনাকেও আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ন্যায় সাহায্য-সহযোগিতা করবেন আর জান্নাতে তাঁর সাথে আপনার স্থান করে দিবেন। হে ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! আপনি নিচের এই আয়াতটি সর্বদা চোখের সামনে রাখবেন:

وَمَاۤ اُرِیْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِیْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِیْقِیْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَیْهِ اُنِیْبُ ﴿۸۸﴾

(পারা: ১২, সূরা: হুদ, আয়াত: ৮৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি চাই না যে, যে বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করছি নিজে তার বিপরীত করতে থাকব। আমি তো যতদূর সম্ভব শুদ্ধই হতে চাই। আর আমার তৌফিক **আল্লাহর** পক্ষ হতেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি আর তাঁর দিকেই আমি ধাবিত আছি।

আল্লাহ পাক আপনাকে নিরাপদ ও শান্তিতে রাখুক এবং উভয় জগতের সাফল্য দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

وَالسَّلَام : সালিম বিন আব্দুল্লাহ্।

(উয়ূনুল হিকায়াত, ৭৯ পৃষ্ঠা)

১২. তকদীরের উপর ধৈর্য ধারণ করুন

হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে উত্বা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে চিঠিতে লিখেন: সেই মহান ও মহৎ **আল্লাহ পাকের** নামে আরম্ভ করছি **যিনি** সূরাগুলো অবতীর্ণ করেন। সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ পাকেরই** জন্য। পর সমাচার হলো: হে ওমর! আপনি **আল্লাহ পাককে** ভয় করে চলবেন। **আল্লাহ পাকের** ভয় নিঃসন্দেহে মানুষকে উপকৃত করে। আপনি তকদীরের উপর ধৈর্য ধারণ করবেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকবেন। যদিও আপনার তকদীর আপনার জন্য এমন কিছু নিয়ে আসে যা আপনার পছন্দ হয় না আর মানুষের যে কোন ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন যার উপর সে আনন্দিত হয়, এমন একদিন আসবে যেদিন সমস্ত আড়ম্বরতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। وَالسَّلَامُ (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

১৩. খালিদ বিন ছাফওয়ানের নসিহতপূর্ণ বয়ান

খালিদ বিন ছাফওয়ান হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট এসে আরয করলেন: “হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আপনার প্রশংসা করাকে ভালবাসবেন?” বললেন: “না।” আরয করলেন: “তবে কি ওয়াজ-নসিহত পছন্দ করবেন?” বললেন: “হ্যাঁ।” তখন খালিদ দাঁড়িয়ে খোৎবা পাঠ করলেন আর **রব তায়ালার** হামদ ও সানা আদায় করার পর বললেন: “**আল্লাহ পাক** সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। **তাঁর** নিকট তাদের না ইবাদতের প্রয়োজন রয়েছে, না তাদের গুনাহে তাঁর কোন সন্দেহ। মানুষদের মর্যাদা ও তাদের মতামত বিভিন্ন আর আরব ছিলো সব চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী। মূর্তি পূজা, পাথর-খোঁদাই আর উটের আহার যোগানো ছিলো তাদের পেশা। **আল্লাহ পাক** যখন ইচ্ছা পোষণ করলেন, তাদের মাঝে আপন **রাসূল** (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে প্রেরণ করবেন, আর তাদের মাঝে নিজের রহমত বর্ষন করবেন, তখন তাদেরই মধ্য হতে একজন সম্মানিত রাসূল প্রেরণ করলেন। যাঁর পক্ষে তোমাদের কষ্টভোগ সহ্য হয় না। **যিনি** তোমাদের শুভ কামনায় অত্যন্ত একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষী আর **যিনি** ঈমানদারদের জন্য নিতান্তই দয়ার্দ্র ও করুণাময়। এই আজিমুশ্শান রাসূল হলেন **প্রিয় নবী, রাসূলে**

www.dawateislami.net

আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم । কিন্তু এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী সত্ত্বেও লোকেরা তাঁকে শারীরিক নির্যাতন করেছেন। তারা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের গালমন্দ করে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিজ মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট **আল্লাহ পাকের** পক্ষ হতে অসংখ্য প্রকাশ্য প্রমাণাদি বিদ্যমান ছিলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** নির্দেশের বাইরে একটি কদমও উঠাতেন না। **তাঁর** অনুমোদন ব্যতীত **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বেরও হতেন না। ফিরিশতাদের মাধ্যমে **আল্লাহ পাক তাঁকে** সাহায্য করতেন। **তিনি তাঁকে** অদৃশ্যের সংবাদ সমূহ প্রদান করতেন। **তিনি তাঁকে** জামানত দিয়েছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত সমস্ত মঙ্গল এসে আপনার পদচুম্বন করবে। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন জিহাদের নির্দেশ পেলেন সাথে সাথে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্দর ও সুচারুরূপে সেই নির্দেশ পালন করলেন। মোট কথা **তাঁর** পার্থিব পুরোটা জীবনই দাওয়াত, তাবলীগ, সত্য প্রকাশ, শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদসহ **আল্লাহ পাকের** বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠায় কাটিয়েছেন। এমনকি সেই মিশনের উপরই **তাঁর** ওফাত হয়ে যায়। **নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে ধন্য হন। তখন আরবের কিছু সম্প্রদায় বলেছিলো: “আমরা নামায পড়ব, কিন্তু যাকাত দেব না।” এতে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: “তাদের সেই সমস্ত ফরয আদায় করতে হবে, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে আদায় করতো। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মুরতাদদের মোকাবেলায় খাপ থেকে তাওবারি বের করে নেন। জিহাদের আওয়াজ গর্জে ওঠে। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বাতিলদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাদের দপ চূর্ণ করে দিলেন। তাদের রক্তে ময়দান সিক্ত করে দেন। এমনকি তারা যে দ্বার দিয়ে বের হয়েছিলো সেই দ্বারেই তাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাদের সাথে যুদ্ধলব্ধ মাল হতে নগণ্যই গ্রহণ করেন। অর্থাৎ একটি দুধ দানকারী উষ্ট্রী, যার দুধ পান করতেন। একটি উট যেটি দিয়ে পানি উঠানো হতো আর হাবশী বাঁদী, যিনি তাঁর সন্তানকে দুধ পান করাতেন। যখন তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলো, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনুভব করলেন, খেলাফতের এই গুরু দায়িত্ব তাঁর জন্য গলার কাঁটা এবং কাঁধের বোঝা। অতএব

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই দায়িত্বটি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপর তুলে দিলেন আর **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর (প্রতিষ্ঠিত থেকে) **আল্লাহ পাকের** ডাকে সাড়া দেন। তাঁর পরবর্তীতে সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তা পরিচালনা করেন। শহরকে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আবাদ করেন। উগ্র ও নিরীহদের পরস্পর মিলিয়ে দেন। নিতান্তই কৌশল ও নম্রভাষী হয়ে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তা মিটিয়ে দেন। প্রতিটি কাজের জন্য তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যথাযোগ্য লোক নিয়োগ করেন। হযরত সায়্যিদুনা মুগীরা বিন শুবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এক গোলাম যার নাম ছিলো ফিরোজ আর উপনাম ছিলো আবু লু'লু তাঁকে বধ করার জন্য আক্রমণ করে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: তিনি যেন লোকদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে বলেন যে, তাঁর হত্যাকারী কে? লোকেরা বললো: আপনাকে মুগীরা বিন শুবার গোলাম আবু লু'লু হত্যা করেছে। এ কথা শুনে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উচ্চস্বরে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললেন। কারণ, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোনো মুসলমানের হাতে হত্যা হননি। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর ঋণ ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং সেগুলো পরিশোধ করে দেবার জন্য নিজের সন্তানের উপর দায়িত্ব তুলে দেওয়া সঙ্গত মনে করলেন না বরং জায়গা-জমি বিক্রি করে সেগুলো বাইতুল মালে পাঠিয়ে দেন। এভাবে খেলাফতের ধারা অব্যাহত থাকে। পর্যায়ক্রমে আপনি এখন দুনিয়ায় বুকে জীবিত। দুনিয়ার বাদশারাই আপনাকে জন্ম দিয়েছেন। সম্রাজ্যের ক্রোড়ে লালন-পালন করেছেন। এই পৃথিবীর স্তন হতেই আপনি দুধ পান করেছেন। সম্ভব মাধ্যমের বিনিময়ে আপনি সম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। এমনকি তা যখন সমস্ত বিপদাদি সহকারে আপনি পর্যন্ত এসে পৌঁছে তখন আপনি সেটিকে তুচ্ছ ও ঘৃণাভরে দেখেছেন। আপনি সামান্য বিনিময় ছাড়া এ থেকে কোন উপকার গ্রহণ করেননি। বরং আপনি তাকে সেখানেই ঢেলে দিয়েছেন **আল্লাহ পাক** তাকে যেখানে ঢেলে দিয়েছিলেন। অতএব **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য কৃতজ্ঞতা যে, আপনার মাধ্যমে আমাদের গুনাহগুলো **তিনি** দূরীভূত করে দিয়েছেন আর দুশ্চিন্তাগুলো দূর করে দিয়েছেন। আপনার বদৌলতে আমাদেরকে সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ বানিয়েছেন। সুতরাং আপনি আপনার এই পথে চলতে থাকুন।

এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করবেন না। কেননা সত্যের উপর থাকা কোন জিনিস তুচ্ছ হতে পারে না আর বাতিলের উপর থাকা কোন জিনিস সম্মান পেতে পারে না।”

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৯১ পৃষ্ঠা)

১৪. ধোঁকাবাজ নববধু

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِকে একটি নসিহতপূর্ণ চিঠি লিখেন। তা হলো:

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পরবার্তা হলো: হে আমীরুল মুমিনীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ! মনে রাখবেন! এই দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। দুনিয়াকে বাদ দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। যে ব্যক্তি একে বাদ দিয়ে দেয় সে তার সম্মান করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একে সম্মান করে সে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। দুনিয়া হলো সেই মিষ্টি বিষ, যাকে মানুষ খুবই মজা করেই ভক্ষণ করে আর ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ায় পাথেয় হলো এর ভোগ-বিলাসের যাবতীয় সরঞ্জামাদি বাদ দিয়ে দেয়া। দুনিয়ার ধনহীনতাই হলো প্রকৃত ধনাঢ্যতা। যে ব্যক্তি এখানকার ধনহীনতার শিকার, প্রকৃত অর্থে সে ব্যক্তিই ধনবান। হে আমীরুল মুমিনীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ! দুনিয়ায় সেই অসুস্থ রোগীর মত হয়ে থাকবেন, যে নিজের রোগের চিকিৎসার খাতিরে ঔষধের তিক্ততা এবং চিকিৎসার কষ্ট সহ্য করে। যাতে করে তার ক্ষত ও কষ্ট আরও বৃদ্ধি না পেতে পারে। এই সামান্য কষ্টটুকু সহ্য করে নিন। اِنۡ شَآءَ الله বড় কষ্ট হতে পরিত্রাণ পেয়ে যাবেন। নিশ্চয় মহত্ব ও মর্যাদাবান লোক হলো, সেই ব্যক্তি যে সর্বদা সত্য বলাতে অটল থাকে। নম্র-ভদ্র ও বিনয়ের চরিত্র প্রদর্শন করে। তার রিযিক হালাল ও মঙ্গলময় হয়ে থাকে। হারাম ইত্যাদি থেকে সর্বদা তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে। সে ব্যক্তি মাটিতেও এমনভাবে ভীত থাকেন যেমনিভাবে সমুদ্রের ভ্রমণকারী আর কুশল অবস্থায় সেসব দোয়া করে থাকে যেসব করে থাকে বালা-মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশা কালে। মৃত্যুর সময় যদি সুনির্ধারিত না থাকতো, তবে **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাতের বাসনা, সাওয়াবের আশা, আযাবের ভয়ে তাদের রূহগুলো তাদের শরীরে সামান্য সময়ের জন্যও স্থির থাকতো না। অবিনশ্বর চিরঞ্জীব শ্রষ্টার মহত্ব ও

www.dawateislami.net

বিভীষিকা তাদের হৃদয়-মনে সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ ও সদা বিদ্যমান। সৃষ্টি জগত তাদের নিকট কোনরূপ গুরুত্বই রাখে না। (অর্থাৎ তারা কেবল **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টি বিধানেই সক্রিয় থাকে)। হে আমীরুল মুমিনীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! মনে রাখবেন! চিন্তা-ভাবনা নেকী ও মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়। গুনাহের কারণে লজ্জাবোধ মন্দ ও অমঙ্গলকে বাদ দিতে সাহায্য করে। দুনিয়াবী আসবাবপত্র যতই বেশি হোক না কেন অবশিষ্ট থাকবে না। লোকেরা যে এর প্রতি লোভী হয়ে থাকে সেটি ভিন্ন কথা। সেই দুঃখকে সহ্য করা যার পরে চিরস্থায়ী শান্তি রয়েছে সেই আরাম আয়েশ থেকে উত্তম, যার পরে রয়েছে সুদীর্ঘ দুঃখ, যাতনা, কষ্ট, লজ্জা ও লাঞ্ছনা। এই বিশ্বাসঘাতক, পরাভূত ও অত্যাচারী দুনিয়া হতে আখিরাতের জীবন অনেক গুণ উত্তম! এই দুনিয়া হলো খুবই ধোঁকাবাজ। মানুষের সামনে দেখা দেয় খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে আর করে দেয় ধ্বংস ও নিঃস্ব। লোকজন এর অলীক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। এ হলো সেই ছলনাময়ী নববধুর ন্যায়, যে খুব সাজগোজ নিয়ে আছে, তার অভিনয়ী সৌন্দর্যমন্ডিত চোখগুলোকে কালো করতে থাকে, কিন্তু তার স্বামী যখন তার নিকট গমন করে সে তখন তাকে পৈশাচিক কায়দায় খুন করে। হে আমীরুল মুমিনীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! শিক্ষা নেয়ার লোক খুবই কম। এখন অবস্থা তো এমন যে, দুনিয়ার ভালবাসা চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। দুনিয়া আর তার প্রেমিক একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। দুনিয়াকে যেভাবে পেয়েছে সে মনে করে আমার সব স্বাদ পূর্ণ হয়ে গেছে। এদিকে তার জীবনের উদ্দেশ্য ও হাশরের ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য হিসাব-নিকাশের কথা ভুলেই বসে। সে নেকি অর্জনের সুযোগ হারিয়ে ফেলে। অতঃপর মৃত্যুকালে যখন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন তার চোখ খুলে। তখন সেই সফলতায় উঠতে না পারা লোকটি এই মহাসত্য ব্যাপারটি বুঝতে পারে যে, সে দুনিয়া হতে মন্দ ধরনের এক প্রতারণার শিকার হয়েছে। সে সময় সেই ব্যক্তিটি কোন ব্যর্থ প্রেমিকের ন্যায় দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে যায়। হে আমীরুল মুমিনীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! এই দুনিয়া ও এর ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকবেন। এই দুনিয়ার উদাহরণ সেই সাপের ন্যায় যাকে হাত লাগালে কোমল মনে হয়, কিন্তু তার বিষ প্রাণ হরণকারী হয়ে থাকে। এই পৃথিবীকে কখনও ভালবাসবেন না। কেননা এর পরিণতি

অত্যন্ত মন্দ। দুনিয়ার প্রেমিক যখন দুনিয়া অর্জনে সফল হয়ে যায়, সে তাকে তখন বিভিন্নভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে তোলে। তার সমুদয় আনন্দকে সে দুর্ভাবনায় পরিণত করে দেয়। যে ব্যক্তি এই দুনিয়ার নিতান্তই অস্থায়ী জিনিস প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়, সে বাস্তবে অতিশয় প্রতারণারই শিকার হল। এই দুনিয়া হতে উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে খুবই ক্ষতিতেই রয়েছে। দুনিয়াবী আসবাব-পত্রাদি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য মানুষ খুবই দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা শিকার করে নেয়। যখনই তার আনন্দ অর্জিত হয়, সাথে সাথে সেই আনন্দ দুঃখ-যাতনায় পরিণত হয়ে যায়। কেননা এর আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর নয়, না এর নেয়ামতরাজি দীর্ঘস্থায়ী। এগুলো তো কিছু দিনের সঙ্গী মাত্র। হে আমীরুল মুমিনীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه! এই দুনিয়াকে আপনি একজন সংসার-বিরাগীর দৃষ্টিতে দেখবেন। একজন দুনিয়া-প্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখবেন না। যে ব্যক্তি এই নশ্বর পৃথিবীতে আগমন করেছে সে নিশ্চয় একদিন বিদায় নিয়েও চলে যাবে। এখান থেকে ফিরে যাওয়া লোক কখনও পুনরায় ফিরে আসে না আর কেউ তার ফিরে আসার অপেক্ষায়ও থাকে না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুনিয়া ও এর ধন-ভান্ডারের চাবিগুলো দান করা হলো। তখন **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অথচ **তাঁকে** এগুলোর অন্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়নি আর যদি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এসব গ্রহণও করে নিতেন তবুও **তাঁর** মর্যাদায় কোনরূপ হ্রাস হতোনা। যে মর্যাদার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পেয়েই যেতেন। কিন্তু আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানতেন যে, **আল্লাহ পাকের** নিকট এই দুনিয়া পছন্দের নয়। তাই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও তা গ্রহণ করেননি। যখন **আল্লাহ পাকের** নিকট এর কোন গুরুত্বই নাই, তাই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও একে কোনোরূপ গুরুত্ব দেননি। যদি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে গ্রহণ করে নিতেন, তবে বিশ্ব-মানবতার পক্ষে তা প্রমাণ হয়ে থাকতো যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হয়তো দুনিয়াকে পছন্দ করতেন। কিন্তু **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও একে পছন্দ করেননি। কেননা এ কীভাবে হতে পারে যে, কোনো জিনিস **আল্লাহ পাকের** নিকট অপছন্দের হবে আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটি গ্রহণ করে নেবেন?

হে আমীরুল মুমিনীন رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ! মৃত্যুর পূর্বেই যত নেকী সম্ভব হতে পারে করে নিন। নতুবা মৃত্যুকালে কোন লাভ হবে না। **আল্লাহ পাক** এসব নসিহতপূর্ণ বিষয় আমার এবং আপনার জন্য খুব উপকারী করে দিক। **আল্লাহ পাক** আপনাকে সুরক্ষিত রাখুক। وَالسَّلَامُ (উয়ূনুল হিকায়াত, ৯৯ পৃষ্ঠা)

দুনিয়ার নিন্দায় চারটি হাদীস শরীফ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'জান্নাতী মহল ক্রয়'** রিসালার ১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে:

১. দুনিয়ার জন্য সম্পদ সঞ্চয়কারীরা নির্বোধ

উম্মুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত; **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلدُّنۡیَا دَارُ مَنۡ لَا دَارَ لَہٗ وَمَالُ مَنۡ لَا مَالَ لَہٗ وَلَہَا یَجۡمَعُ مَنۡ لَا عَقۡلَ لَہٗ অর্থাৎ দুনিয়া হচ্ছে তারই ঘর, যার কোন ঘর নেই, আর তারই সম্পদ যার কোন সম্পদ নেই এবং দুনিয়ার জন্য সেই সম্পদ সঞ্চয় করে যার জ্ঞান (বিবেক) নেই। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫২১১)

২. দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পরকালের ক্ষতির কারণ

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশয়ারী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ اَحَبَّ دُنۡیَاہُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِہٖ وَمَنۡ اَحَبَّ اٰخِرَتَہٗ اَضَرَّ بِدُنۡیَاہُ فَاٰثِرُوۡا مَایَبۡقٰی عَلٰی مَا یَفۡنٰی অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষণ করলো, আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালবাসল সে দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সুতরাং তোমরা চিরস্থায়ী আখিরাতকে ধ্বংসশীল দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দাও। (আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৫ম খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭৯৬৭)

৩. আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার স্থান

হযরত সায়্যিদুনা মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **আল্লাহর প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هٰذِهٖ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ অর্থাৎ **আল্লাহ**র শপথ! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হলো এতটুকু, যেমন কেউ সমুদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়ে দেখে যে, তার আঙ্গুলে কতটুকু পানি আসল। (সহীহ মুসলিম, ১৫২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৮৫৮)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এটা শুধুমাত্র বুঝানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। নতুবা অসীম অবিনশ্বর আখিরাতের সাথে সসীম নশ্বর দুনিয়ার এমন সামান্যতম তুলনায় সমুদ্রের বিশাল পানির সাথে একটি ভেজা আঙ্গুলের পানির তুলনা হতে পারে। **মনে রাখবেন!** দুনিয়া হচ্ছে সেটা, যা (মানুষকে) **আল্লাহ**র স্মরণ হতে উদাসীন করে রাখে। আর যিনি বুদ্ধিমান আরিফের দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের ক্ষেত স্বরূপ। তার দুনিয়া খুবই বিশাল। উদাসীন ব্যক্তির নামাযও দুনিয়া স্বরূপ, যা সে সুনাম অর্জনের জন্য আদায় করে। জ্ঞানী ব্যক্তির আহার পানাহার নিদ্রা-জাগরন, বরং জীবন মরণ সবকিছু দ্বীনের স্বার্থে তথা **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত পালনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং মুসলমানরা **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত পালনার্থে আহার পানাহার, নিদ্রা জাগরণ করে থাকে। حَيَاةُ الدُّنْيَا! এক বিষয় আর حَيٰوةٌ فِي الدُّنْيَا ও حَيَاةٌ لِلدُّنْيَا আরেক বিষয়। অর্থাৎ পার্থিব জীবন এক বিষয়, আর দুনিয়ার মধ্যে জীবন যাপন ও দুনিয়া হাসিলের জন্য জীবন যাপন আরেক বিষয়। যে জীবন যাপন দুনিয়াতে আখিরাতের উদ্দেশ্য হয়, দুনিয়ার উদ্দেশ্যে না হয়, সে জীবন যাপন স্বার্থক ও বরকতময়। মাওলানা রুমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যথার্থই বলেছেন:

আব দর কাশতি হালাকে কাশতি আসত্,
আব আনদর যের কাশতি পাশতি আসত্।

অর্থাৎ নৌকা সমূদ্রে থাকলে বিপদমুক্ত থাকে আর যদি সমুদ্র নৌকার মধ্যে চলে আসে তখন ধ্বংস অনিবার্য। (মিরআত, ৭ম খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা)

৪. মৃত মেষ শাবক

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম,** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক মৃত মেষ শাবকের পাশ দিয়ে গমন করলেন, তখন ইরশাদ করলেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ এটা পছন্দ করবে যে, (এ মৃত মেষ শাবকটি) এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করবে?" সাহাবায়ে কিরাম বললেন: আমরা তা বিনামূল্যে নিতেও রাজি নই। তখন **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহর কসম! আল্লাহ পাকের** নিকট দুনিয়া এর চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট যেমনিভাবে এটা তোমাদের নিকট।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২য় খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫১৫৭)

আল্লাহ হুব্বে দুনিয়া সে তু মুঝে বাচানা,
সা'য়িল হোঁ ইয়া খোদা মে ইশকে মুহাম্মদী কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীনের বিনয়

মাটিতেই বসে পড়লেন

বনু ওমাইয়া খলিফাদের নিয়ম ছিলো, তাঁরা যখন কোনো জানাযায় যোগদান করতেন তখন তাদের বসার জন্য বিশেষ কোন চাদর বিছিয়ে দেওয়া হতো। একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোনো জানাযায় যোগদান করলেন। যথারীতি তাঁর জন্যও এই চাদরটি বিছিয়ে দেওয়া হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিন্তু তাঁর জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থাপনা পছন্দ করলেন না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই চাদরটিকে পা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে রেখে মাটিতেই বসে পড়লেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৭০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মর্যাদা, সম্মান, আসন ও পদ পাওয়া সত্ত্বেও কী ধরনের বিনয় ভাব প্রদর্শন করতেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এরূপ আরও ১৪টি ঘটনা লক্ষ্য করুন।

১. আমার মর্যাদায় কোন ধরনের কমতি তো ঘটেনি

এক রাতে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট কোন এক মেহমান এসে উপস্থিত হলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তখন কিছু লিখছিলেন। প্রদীপটি নিভে যাওয়ার উপক্রম ছিলো। মেহমানটি আবেদন করলেন: আমি উঠে ঠিক করে দিই। তখন তিনি বললেন: 'لَيۡسَ مِنۡ مُّرُوَّةِ الرَّجُلِ اِسۡتِخۡدَامُهٗ ضَيۡفَهٗ অর্থাৎ কোন মেহমান থেকে কাজ নেওয়া ঠিক নয়। তিনি বললেন: গোলামকে জাগিয়ে দিই। বললেন: সে এক্ষণি শুয়েছে। তিনি নিজেই উঠলেন আর প্রদীপটি নিয়ে নিজেই তেল ভরলেন। মেহমানটি বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ! আপনি ব্যক্তিগত ভাবে এ কাজটি করলেন। বললেন: " قُمۡتُ وَاَنَا عُمَرُ بۡنُ عَبۡدِ الۡعَزِيۡزِ، وَرَجَعۡتُ وَاَنَا عُمَرُ بۡنُ عَبۡدُالۡعَزِيۡزِ আমি যখন (এ কাজের জন্য) গিয়েছিলাম তখনও 'ওমর'ই ছিলাম আর যখন ফিরে আসলাম তখনও 'ওমর'ই আছি। আমার মর্যাদার কোন কমতি তো ঘটেনি। শ্রেষ্ঠ মানুষ সেই, যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নিকট বিনয়ভাব পোষণ করে থাকে।" (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৭৯৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কী ধরনের বিনয় ভাব প্রদর্শন করেছেন। বিনয়ভাব পোষণকারীকে বাহ্যতঃ হীন দেখায়। কিন্তু বাস্তবে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয়ে যান। যেমন;

উচ্চ মর্যাদা দান করবেন

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ভাব পোষণ করে, **আল্লাহ পাক** তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। অতএব সে নিজেকে দূর্বল মনে করবে, কিন্তু লোকজনের দৃষ্টিতে মহান হিসাবে পরিগণিত হবে আর যে ব্যক্তি অহংকার করে, **আল্লাহ পাক** তাকে লজ্জিত করে দেন। অতএব সে লোকজনের দৃষ্টিতে হীন হবে, কিন্তু নিজেকে বড় বলে মনে করতে থাকবে। এমনকি সে ব্যক্তি লোকজনের নিকট শুয়োরের চেয়েও নিকৃষ্ট হিসাবে বিবেচিত হয়ে যায়। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, হাদীস নং: ৮৫০৫, ৩য় খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা)

ফখর ও গুরুর সে তো মওলা মুঝে বচানা,
ইয়া রব! মুঝে বানা দেয় পেয়কর তো আজেযী কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

বিনয় কতটুকু করা যাবে?

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, চারিত্রিক গুণাবলীর ন্যায় বিনয়ভাবেও সমতা বিধান করা একটি জরুরি বিষয়। কেননা বিনয়ভাবে যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত অতিরঞ্জণ করা হয়ে থাকে, তা হলে হীনতা আর যদি কম করা হয় তা হলে অহংকারে গিয়ে পৌঁছার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব সেই সীমারেখা পর্যন্ত বিনয় করবেন যাতে হীনতা ও হালকাভাব প্রকাশ না পায়। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

২. কুশল জিজ্ঞাসাকারীকে উত্তর

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه কে বললো: হে আমীরুল মুমিনীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه! আপনার সকাল কীভাবে হলো? বিনয়ের স্বরে বললেন: "আমি অলস ও গুনাহে নিমজ্জিত অবস্থায় সকাল করেছি আর **আল্লাহ পাকের** নিকট অযথা আশা আকাঙ্ক্ষা করছি।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৫ পৃষ্ঠা)

৩. সেবিকার সেবা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه একজন খলিফা হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه সাধারণ মুসলমান বরং দাস-দাসীদের চেয়েও বড় কিছু বলে মনে করতেন না। একদা দাসী তাঁকে বাতাস করছিলো। এমন সময় সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه নিজেই পাখাটি হাতে নিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগলেন। দাসীটি যখন চোখ খুললো বিস্ময় ও ভয়ে তার মুখ দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে গেলো। কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বললেন: "তুমিও তো আমারই মত একজন মানুষ, তোমারও তো আমার মত গরম লাগে, তাই আমি চিন্তা করলাম, যেভাবে তুমি আমাকে বাতাস করেছো, সেভাবে আমিও তোমাকে বাতাস করবো।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২০২ পৃষ্ঠা)

৪. চাদরটি জড়িয়ে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জানাযাতেও যোগদান করতেন। সাধারণ মুসলমানের মত তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জানাযা কাঁধেও নিতেন। একবার তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কোন জানাযায় যোগদান করলেন। এমন সময় বৃষ্টি এসে গেলো। হঠাৎ এক মুসাফির সেখানে আগমন করলো। তার গায়ে চাদর ছিলো না। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে ডাকলেন এবং বৃষ্টি হতে তাকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তাঁর চাদরের বাড়তি অংশটি তার গায়ে জড়িয়ে দিলেন।

৫. লেখা ছিঁড়ে ফেলতেন

তিনি (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) অহমিকা, গৌরব ও অহংকার থেকে বাঁচার জন্য এমনভাবে চেষ্টা করতেন যে, যখন খুৎবা দিতেন বা কিছু লিখতেন আর সে সম্বন্ধে অহংকার আসার সন্দেহ সৃষ্টি হতো, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুৎবা না দিয়ে নীরব হয়ে যেতেন এবং লেখাটি ছিঁড়ে ফেলতেন আর **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করতেন: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُبِكَ مِنۡ شَرِّ نَفۡسِیۡ অর্থাৎ: হে **আল্লাহ পাক**! আমি আমার নফসের অমঙ্গল থেকে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৭৮ পৃষ্ঠা)

৬. চিনতে পারতো না

বিনয় ও সাধারণ বেশ-ভূষা এমনই ছিলো, যখন কোন অপরিচিত লোক হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতো, রাজকীয় জাঁকজমক ও শান-শওকত না থাকার কারণে তাঁকে চিনতে পারতো না। জিজ্ঞাসা করতে হতো: আমীরুল মুমিনীন কোথায়? কেননা তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাধারণ লোকজনের সাথেই বসা থাকতেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৪ পৃষ্ঠা)

৭. আমাকে 'ওমর'ই মনে করো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই যুগের খলিফা এবং আমীরুল মুমিনীন ছিলেন। কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজেকে সর্বদা 'ওমর' বলেই

মনে করেছেন। একবার কেউ বললো: আপনি যদি চান তা হলে আমি কি আপনাকে ‘ওমর’ ভেবে এমনসব কথা বলবো যা আজ আপনার পছন্দ হবে না, কিন্তু কাল পছন্দ হবে? না কি আপনাকে ‘আমীরুল মুমিনীন’ ভেবে এমনসব কথা বলবো যা আজ আপনার পছন্দ হবে, কিন্তু কাল খারাপ লাগবে? বললেন: كَلِّمْنِیْ وَاَنَا عُمَرُ فِیْمَا اَکْرَہٗ اَلْیَوْمَ وَاُحِبُّ غَدًا অর্থাৎ আমাকে তুমি ‘ওমর’ ভেবে সেই কথাই বলো যা আজ আমার পছন্দ হবে না, কিন্তু কাল পছন্দ হবে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০২ পৃষ্ঠা)

৮. প্রশংসাকারীকে উত্তর

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিনয়ভাবের কারণে চাটুকারিতাকে (প্রশংসা ও স্তুতি) মোটেই পছন্দ করতেন না। যেমন; একবার কোন ব্যক্তি তাঁর সামনে তাঁর প্রশংসা করলো। তখন তিনি বললেন: لَوْعَرَفْتَ مِنْ نَفْسِیْ مَاۤاَعْرِفُ مِنْهُ مَانَظَرْتَ فِیْ وَجْهِیْ অর্থাৎ যা কিছু আমি নিজের সম্পর্কে জানি তা যদি তুমি জানো তবে তুমি আমার চেহারা দেখতেও ঘৃণা করবে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০২ পৃষ্ঠা)

৯. খলিফাতুল্লাহ্‌র (আল্লাহ পাকের প্রতিনিধির) প্রতিফলন

একদা এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে “يَاخَلِيْفَةَ اللهِ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ: হে পৃথিবীতে **আল্লাহ পাকের** প্রতিনিধি!” বলে আহ্বান করলেন। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “দেখ, আমি যখন জন্মগ্রহণ করি তখন আমার পিতা-মাতা আমার জন্য একটি নাম নির্বাচন করেন। অতএব তাঁরা আমার নাম রাখলেন ‘ওমর’। তুমি যদি আমাকে হে ওমর বলে আহ্বান করতে তবে আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিতাম। অতঃপর আমি যখন বড় হই তখন নিজের জন্য একটি উপনাম পছন্দ করলাম ‘আবু হাফস্’। তুমি যদি আমাকে আবু হাফস্ বলে ডাকতে তবুও আমি উত্তর দিতাম। পরে তোমরা যখন আমার উপর খেলাফতের দায়িত্ব তুলে দিলে তখন তোমরা আমার উপাধি দিলে ‘আমীরুল মুমিনীন’। তুমি যদি আমাকে ‘আমীরুল মুমিনীন’ উপাধিতে সম্বোধন করতে তবুও কোন অসুবিধা ছিলো না। আর রইলো ‘خَلِيْفَةُ اللهِ فِى الْاَرْضِ’ সম্বোধন। আমি তো এর যোগ্য নই।

‘خَلِيْفَةُ اللهِ فِى الْاَرْضِ’ তো হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সহ তাঁর ন্যায় অপর হযরতেরাই ছিলেন। অতঃপর তিনি (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) ২৩ পারার সূরা সোয়াদ-এর ২৬ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

(পারা: ২৩, সূরা: সোয়াদ, আয়াত: ২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে দাউদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি।

সীরাতে ইবনে জওযী, ৪৬ পৃষ্ঠা)

১০. ইসলাম আমাকে উপকৃত করেছে

একদা এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: ইসলামের খেদমত করার জন্য **আল্লাহ পাক** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক। কিন্তু তিনি (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) বললেন: না! বরং বলো, আমাকে উপকৃত করার জন্য **আল্লাহ পাক** ইসলামকে উত্তম প্রতিদান দিক।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৬ পৃষ্ঠা)

১১. মান ও সম্মান দেখানোর উপর নিষেধাজ্ঞা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর লিখক এর বর্ণনা হচ্ছে: বিধি-বিধান ও ফরমান জারি করার সময় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে সর্বদা তাগাদা দিয়ে বলতেন: আমি ফরমান বা বিধান জারি করাা সময় তাদের মান-সম্মান, মহত্ব ও গৌরব ইত্যাদি আদৌ প্রকাশ করবো না। (তারিখুল খুলাফা, ১৯১ পৃষ্ঠা)

১২. বৈঠক মূলতবী করার পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একাকীত্বের প্রয়োজনে এবং উপস্থিত লোকজনকে উঠিয়ে দেবার ইচ্ছা হলে আদেশ দেবার ঢঙে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এভাবে বলতেন না যে, আপনারা চলে যান। বরং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: “اِذَا شِئْتُمْ অর্থাৎ যখন আপনারা চান! **আল্লাহ পাক** আপনাদেরকে দয়া করুক।” লোকজন এই ইঙ্গিত বুঝে নিতেন আর সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৭৬ পৃষ্ঠা)

১৩. সালাম দিতে যখন ভুলে গেলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদা কিছু লোকদের বৈঠকে সালাম না করেই বসে পড়েন। তাঁর যখন স্মরণে এলো, সাথে সাথে উঠে গিয়ে প্রথমে সবাইকে সালাম করলেন, অতঃপর বসলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৬৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সালাম করা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যন্ত প্রিয় সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৯৮ পৃষ্ঠা) হযরত আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনবে না আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তোমরা একে অপরের প্রতি ভালবাসা পোষণ করবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় বলবো না, যা তোমরা আমল করলে একে অপরকে ভালবাসতে থাকবে? তোমাদের মাঝে সালামকে প্রসার করে নাও।"

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং: ৫১৯৩, ৪র্থ খন্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা)

কতিপয় ইসলামী ভাই যখন পরস্পর মিলিত হয় 'اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ' বলে আরম্ভ করার স্থলে 'আদাব' কী অবস্থা?, 'মোজাজ শরীফ', 'শুভ সকাল', 'শুভ সন্ধ্যা' ইত্যাদি আশ্চার্য শব্দমালা দিয়ে আরম্ভ করে থাকে, এটি সুন্নাতের পরিপন্থি। বিদায়ের সময়ও 'খোদা হাফেজ', 'গুড বাই', 'টা টা' ইত্যাদি বলার স্থলে সালাম করা উচিত। হ্যাঁ, বিদায়ের সময় 'اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ' বলার পর যদি খোদা হাফেজ বলে দেয় তা হলে অসুবিধা নাই। সালামের উত্তম শব্দমালা হল 'اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ' অর্থাৎ আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা) ছোটরা বড়দেরকে, চলন্ত লোক বসা লোককে, কম লোক বেশি লোকদেরকে, আরোহী পায়ে চলা লোককে আগে সালাম করবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আরোহী পায়ে চলা লোককে সালাম করবে, গমনকারী বসা লোককে, কম লোক বেশি লোককে এবং ছোটরা বড়দেরকে।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাম, হাদীস নং: ২১৬০, ১১৯১ পৃষ্ঠা)

হাজারো সুন্নাত শেখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **বাহার শরীয়াত** ১৬তম অধ্যায় এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **সুন্নাতেঁ অওর আদাব** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত শিক্ষার একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মেঁ চলো, শিখ্‌নে সুন্নাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।
হোঁগি হাল মুশকিলেঁ কাফেলে মেঁ চলো, খতম হোঁ শামতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দৈনন্দিন রুটিন

হযরত সায়্যিদুনা আতা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিতা স্ত্রী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهَا এর নিকট সংবাদ পাঠালেন: তাঁকে যেন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর দৈনন্দিন অবস্থার একটি চিত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهَا বললেন: "অবশ্যই। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ নিজের সত্তাকে মুসলমানদের জন্য এবং নিজের মন-মানসিকতাকে তাদের সেবার জন্য তৈরি করে রেখেছিলেন। সন্ধ্যা হওয়ার পর তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যদি মুসলমানদের কাজ হতে অবসর না হতেন, তবে দিনের সাথে রাতকেও মিলিয়ে নিতেন এবং সারা রাত ধরে কাজ করে যেতেন। দৈনন্দিন কাজ যখন শেষ হয়ে যেতো, তখন নিজের প্রদীপটি আনিয়ে নিতেন। অতঃপর দুই রাকাত নফল নামায পড়তেন। অতঃপর হাঁটু দুইখানি রেখে দুযানু হয়ে বসে যেতেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দুই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা বইতে শুরু করে দিতো। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এতই দুঃখ আর দরদ নিয়ে কান্না করতেন যে, মনে হত যেন তাঁর হৃদয় এক্ষুণি ফেঁটে যাবে, রূহ বের হয়ে যাবে। সারাটা রাত ধরে এই অবস্থা চলতো। যখন সকাল হতো, রোযা রেখে নিতেন।" (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মুহাব্বত মেঁ আপনি গুমা ইয়া ইলাহী না পাওঁ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী
রহোঁ মস্ত ও বেখুদ মেঁ তেরি ভেলা মেঁ পিলা জাম এ্যয়সা পিলা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

খলিফার আহার

খলিফা হওয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুনিয়া হতে বিরাগ ও **আল্লাহ পাকের** দানে অল্পে তুষ্টির পন্থা অবলম্বন করেন। ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করেন। বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু খাবার বাদ দিয়ে দেন। তাঁর অভ্যাস ছিলো, যখন খাবার তৈরি হতো, কোন একটা পাত্রে করে তা ঢেকে রেখে দিতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন আগমন করতেন কোন সেবককে ডাকা ব্যতিতই নিজের কাজ নিজে করে নিতেন সেগুলো নিজে উঠিয়ে নিয়েই আহার করতেন। (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা)

যয়তুনের তরকারি

নুআইম বিন সালামত বর্ণনা করেন: আমীরুল মুমিনীনের নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যয়তুনের তেল দিয়ে রুটি খাচ্ছেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮০ পৃষ্ঠা)

পাঁজরের হাঁড়গুলো গননা করা যেতো

ইউনুস বিন শোয়াইব যিনি আমীরুল মুমিনীনকে খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবার পূর্বে দেখেছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তিনি বলেন: খেলাফতের পর আমি যদি গননা করতে চাইতাম, তা হলে হাত না ছুঁয়েই তাঁর পাঁজরের হাঁড়গুলো এক এক করে গননা করে নিতে পারতাম। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮১ পৃষ্ঠা)

মশুর ডাল আর পিঁয়াজ

একদা আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাই যিয়ান বিন আব্দুল আযীয তাঁর নিকট এলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা

বলার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “গত রাতটি আমার জন্য বড়ই দীর্ঘ ছিলো, কেননা রাতে আমার ঘুম কম হয়েছে, আমার মনে হয় এর একমাত্র কারণ হলো সেই খাবার যা আমি রাতে খেয়েছিলাম।” যিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি কী খেয়েছিলেন?” বললেন: “মশুর ডাল আর পিঁয়াজ।” যিয়ান আশ্চর্য হয়ে বললেন: “**আল্লাহ পাক** তো আপনাকে সামর্থ্য দান করেছেন। কিন্তু আপনি নিজেই নিজের উপর কার্পণ্য করছেন।” যিয়ান যখন তাকে এভাবে কিছু মন্দ কথা বললেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন: “আমি তোমাকে আমার অবস্থার কথা বলে আমার গোপন কিছু তোমাকে বলে দিয়েছি। আমি কিন্তু তোমাকে একজন শুভাকাঙক্ষী না পেয়ে বরং অহিতাকাঙ্ক্ষী স্বরূপই পেয়েছি। আমি শপথ করে বলছি, আমি যতদিন জীবিত থাকবো, তোমাকে কখনো আমার গোপন বিষয় জানাব না।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১৬ পৃষ্ঠা)

‘মশুরের’ কথা কী বলবো!

রাসুলে মুকাররাম, নুরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “তোমরা অবশ্যই মশুর ডাল খাবে, কেননা এটি হলো একটি বরকতময় জিনিস, যা অন্তরকে বিনম্র করে, অশ্রু বৃদ্ধি করে আর এতে ৭০জন নবীর বরকত জড়িত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ও রয়েছেন।” (ফিরদাউসুল আখবার, ২য় খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৩৮৭৬) ইমাম সালাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন যয়তুন, একদিন মাংস, একদিন মশুর ডাল দিয়ে রুটি খেতেন।: এক বুযুর্গ বলেন: “মশুর ডাল আর যয়তুন সৎ লোকদেরই আহার। যদি এই কথা সাময়িক মেনেও নেওয়া হয় যে, এতে আর কোন ফযীলত নাই, তা হলেও এটি হলো ‘জেয়াফতে ইবরাহীমি’র একটি অংশ। মশুর ডাল শরীরকে হালকা করে আর হালকা শরীর নিয়ে ইবাদত করতে সুবিধা হয়। মাংস খাওয়াতে যেমনিভাবে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, মশুর ডাল খাওয়াতে তা হয় না।”

(কুরতুবী, ১ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

যাদেরকে বুঝানোর দরকার তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন

একদা এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ এর নিতান্তই সাদাসিধে আহার দেখে বললো: **আল্লাহ পাক** তো ইরশাদ করেছেন:

كُلُوۡا مِنۡ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقۡنٰكُمۡ
(পারা: ১৬, সূরা: ত্বা'হা, আয়াত: ৮১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি তোমাদের যে রুজি দিয়েছি তা থেকে পবিত্র জিনিসগুলো ভক্ষণ কর।

তখন তিনি (رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ) তাকে সংশোধন করতে গিয়ে বললেন: "এ দ্বারা সুস্বাদু আহার উদ্দেশ্য নয়। এ দ্বারা বরং সেসব আহারই উদ্দেশ্য যা হালাল ভাবে উপার্জন করা হয়।" (দুররে মনছুর, ১ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা)

আহার করতে পারলেন না

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ এক ব্যক্তিকে ঘরে ডেকে আনলেন। সে যখন ভিতরে এলো দেখা গেলো একটি দস্তরখানের উপর একটি ট্রে রুমাল দিয়ে ঢাকা। এদিকে আমীরুল মুমিনীন নামাযে রত। নামায শেষে দস্তরখানাটি সামনের দিকে টেনে এনে বললেন: এসো খাও, কোথায় সেই মিশর ও মদীনার জীবন আর কোথায় এই জীবন! বলে কান্নায় ঢলে পড়লেন আর খেতে পারলেন না। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮০ পৃষ্ঠা)

বেশি খাবার সামনে আনাতে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ তাঁর কোন নিকট আত্মীয়ের নিকট গেলেন। সে তাঁকে খাবার দিলেন, খাবার ছিলো বেশি। দেখতেই তিনি বললেন: "ক্ষুধা তো এর চেয়ে কম খাবার দ্বারাও মিটতো। নফসের চাহিদা পূর্ণ হয়ে যেতো। বাড়তি খাবারটা তোমাদের অভাবের দিনগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতো।" সে আরয করলো: "**আল্লাহ পাক** আমাকে স্বচ্ছলতা দান করেছেন।" বললেন: "তা হলে তো তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করাই দরকার ছিলো।" এ কথা বলে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ সেখান থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

পেট ভরে কীভাবে খাবো?

একদা মুসাফি বিন শায়বা নিজ পুত্রের সাথে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মেহমান হলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "আপনার পুত্রকে মেহমানখানায় পাঠিয়ে দিন আর আপনি আমার সাথে ঘরে চলুন। (কারণ মুসাফি তাঁর স্ত্রীর আত্মীয় ছিলেন)।" মাগরিবের নামায পড়ানোর পর ঘরে এলেন এবং মসজিদ থেকে ঘরে গিয়ে সুন্নাত-নফল পড়ায় এবং কান্নাকাটিতে লিপ্ত হয়ে গেলেন। যখন অনেক দেরি হয়ে গেলো, স্ত্রী সাহেবা ডাক দিলেন: "মেহমান আপনার জন্য খাবারের অপেক্ষায় রয়েছেন।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মেহমানকে ক্ষমা চেয়ে বললেন: "সে ব্যক্তি কীভাবে পেট ভরে খেতে পারে যার উপর পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত মজলুমদের দাবী থেকে যায়।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৪ পৃষ্ঠা)

কখনও পেট ভরে খাননি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গোলাম বলেন: "খলিফা হওয়া থেকে শুরু করে ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কখনও পেট ভরে আহার করেননি।" (তাবকাতে ইবনে সা'আদ, ৫ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

তোমাদের মুনিবের এটাই আহার

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গোলাম যখন বার বার কেবল ডালই খেতে পেলেন, একদিন বললেন: "كُلَّ يَوۡمٍ عَدَسٌ অর্থাৎ রোজ রোজ ডাল!" তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিতা সহধর্মীনি বললেন: "هٰذَا طَعَامُ مَوۡلٰكَ اَمِيۡرِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ অর্থাৎ তোমার মুনিব আমীরুল মুমিনীনেরই খাবারও এটাই।" (সীরাতে ইবনে জওযী, পৃষ্ঠা ১৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রতি লাখো সালাম। এত বড় সম্রাজ্যের খিলাফতের আসনে সমাসীন

হয়েও এই ধরনের সাদাসিধে ও কম খাবার গ্রহণ করতেন। বাস্তবেই কম আহারে অনেক বরকত নিহিত। যেমনটি,

খাবার কতটুকু খাওয়া উচিৎ

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন মানুষ তার পেটের চেয়ে মন্দ কোন পাত্র ভর্তি করে না। মানুষের জন্য কয়েকটি গ্রাসই যথেষ্ট, যা তার পেটকে সোজা রাখে। এমন যদি না করতে পারে, তবে এক তৃতীয়াংশ খাবারের, এক তৃতীয়াংশ পানির আর এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য হোক।"[১] (সুনানে ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৩৩৪৯)

মে কম খানা খানে কি আ'দত বানাওঁ, খোদায়া করম! ইস্তিকামত ভি পাওঁ।

আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মনে আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা জাগলে তাঁর সম্মানিতা স্ত্রীকে বললেন: "তোমার নিকট যদি একটি দিরহাম থাকে আমাকে দাও, আমার আঙ্গুর খেতে ইচ্ছা করছে।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا উত্তরে বললেন: "আমার নিকট এক দিরহাম কোথায়? আপনার নিকট আমীরুল মুমিনীন হওয়া সত্ত্বেও কি একটি দিরহামও থাকে না যে, আঙ্গুর কেনা যায়?" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "আঙ্গুর না খাওয়া তো এর চেয়ে অনেক বেশি সহজতর। কারণ (হারাম খাওয়ার পরিণামে) আগামী কাল আমি জাহান্নামের শিকল পরবো।" (তারিখুল খুলাফা, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

ডাল ও কাটা পিঁয়াজ দিয়ে মেহমানদারি

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট কোন মেহমান আসলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গোলামকে খাবার আনতে বললেন।

---

১. কম খাওয়ার উপকারিতা ও বরকত সম্পর্কে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব "ফয়যানে সুন্নাত" এর ১ম খন্ডের 'পেটের কুফ্লে মদীনা (ক্ষুধার ফযীলত)' অধ্যায়টি অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

গোলাম খাবার নিয়ে এলেন, যা ছিলো কতগুলো ছোট ছোট রুটির টুকরো। নরম করার জন্য সেগুলোর উপর পানি ছিঁটিয়ে তাতে যয়তুনের তেল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাতের বেলার যে খাবার দেয়া হলো তা ছিলো ডাল ও কাটা পিঁয়াজ। গোলামটি মেহমানকে জানাতে গিয়ে বললেন: "আমীরুল মুমিনীনের নিকট যদি এর চেয়ে বেশি কিছু খাবার থাকতো, অবশ্যই তাও আপনাদের মেহমানদারির জন্য দস্তরখানায় এনে সাজানো হতো। কিন্তু আজ কেবল এই খাবারটুকুই তৈরি করা হয়েছে। আমীরুল মুমিনীনও এ খাবার দিয়েই রোযার ইফতার করেছেন।"

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

খাবারে অপব্যয় করা ছেড়ে দিলেন

মাসলামা বিন আব্দুল মালিক বলেন: একবার ফজরের নামাযের পর আমি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিশেষ কামরায় এলাম, যেখানে অন্য কারো আসার অনুমতি ছিলো না। এমন সময় বাঁদী সাইবানী খেজুরের একটি থালা নিয়ে উপস্থিত হলো। যা ছিলো তাঁর খুবই পছন্দের। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা আগ্রহ সহকারে খেতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছু খেজুর উঠিয়ে নিলেন। বললেন: "মাসলামা! কেউ যদি এতগুলো খেজুর খেয়ে পানি পান করে নেয় তবে তোমার কি মনে হয় যে, সারা রাতের জন্য এটি কি যথেষ্ট হবে?" যেহেতু হাতের খেজুর খুব কমই ছিলো, তাই আমি বললাম: "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি সঠিক ভাবে কিছু বলতে পারছি না।" এ কথায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাত ভরে খেজুর উঠালেন এবং বললেন: "এখন কী মনে হয়?" এবারে যেহেতু পরিমাণে বেশি ছিলো তাই আমি বললাম: "হে আমীরুল মুমিনীন! এর চেয়ে কম হলেও চলতে পারে।" কিছুক্ষণ পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "তবে মানুষ কেন তাদের পেটগুলো জাহান্নামের আগুন দিয়ে পূর্ণ করে?" এ কথা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। কেননা এ ধরনের উপদেশ আমাকে প্রথমে কখনও করা হয়নি। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

বয়ানের সময় কাঁদতে লাগলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার বয়ান করার জন্য দাঁড়ালেন। তখনও এতটুকুই বলেছিলেন: “يَاَيُّهَا النَّاس (অর্থাৎ হে লোকেরা!)” কান্না করতে করতে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হিচকী দিতে লাগলেন, কিছুটা কমলে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: “হে লোকেরা! যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় সকাল করলো যে, তার পিতা-পিতামহের কেউই জীবিত নাই, সে তো নিঃসন্দেহে মৃত্যুর সম্মুখীন। হে লোকেরা! তোমরা কি দেখছো না যে, ধ্বংস হয়ে যাওয়াদের পরিত্যক্ত মালামালগুলো তোমরা ব্যবহার করছো আর বসবাস করছো মৃতদের ঘরগুলোতে, দুনিয়া হতে চলে যাওয়া লোকদের জমি-জমাগুলো ভোগ করছো। তারা তোমাদেরই প্রতিবেশী ছিলো। আজ তারা সকলেই কবরে নাম-নিশান বিহীন হয়ে পড়ে আছে। কারো রূহ কিয়ামত পর্যন্ত নিরাপদ ও শান্তিতে রয়েছে। আবার কারো রূহ কিয়ামত পর্যন্ত আযাবে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। দেখো! তোমরা তাদেরকে আপন কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিলে আর মাটির ভেতর (কবরে) রেখে এসেছিলে। অথচ এর পূর্বে তারাও দুনিয়ার বিভিন্ন আরাম-আয়েশ ও নেয়ামত ভোগে নিমগ্ন ছিলো اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيۡهِ رٰجِعُوۡنَ, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيۡهِ رٰجِعُوۡنَ, অতঃপর বললেন: “**আল্লাহ পাকের** শপথ! আমার বাসনা হলো, সংশোধন শুরু হোক আমাকে দিয়ে এবং আমার বংশের লোকজনকে দিয়ে। যাতে করে আমাদের আর তোমাদের সম্পদে সমতা বিধান হয়ে যায়। **আল্লাহ পাকের** শপথ! এ ছাড়া আমার যদি আর কোন কথা বলার থাকতো, তবে সে ব্যাপারে আমার মুখ খুবই চলতো।” এ কথাগুলো বলে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চেহারাখানি চাদরে ঢেকে নিলেন আর শিশুদের ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে উপস্থিত শ্রোতাদের হৃদয় প্রভাবিত হয়, তারাও তাঁর সাথে কান্না করতে থাকে। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়ে দিল গোরে তীরা সে ঘাবরা রাহা হে, পায়ে মুস্তফা জগমগা ইয়া ইলাহী!
বকীয়ে মোবারক মেঁ তাদফীন মেরি, হো বাহরে শাহে কারবালা ইয়া ইলাহী!
তু আত্তার কো চশমে নম দেয় কেহ হার দম,
মদীনে কে গম মেঁ রুলা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাকওয়া ও পরহেযগারী

তাকওয়া হলো, নিজের নফসকে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা থেকে বাঁচিয়ে রাখা। কুফরী ও শিরক থেকে, ছগীরা ও কবীরা গুনাহ থেকে, জাহেরী ও বাতেনী অবাধ্যতা থেকে এবং অসৎ চরিত্র থেকে বাঁচা সবই তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুত্তাকী হিসাবে পরিগণিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ক্ষতিকর নয় এমন বস্তুসমূহ এই ভয়ে ছেড়ে দিবে না যে, হয়তো এতে ক্ষতি হবে।"

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৪৫৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু কিছু জিনিস বাহ্যতঃ জায়িয হয়ে থাকে, কিন্তু সন্দেহ থেকেই যায়। তা থেকে বেঁচে থাকাও তাকওয়া আর এই গুণটি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর চরিত্রে পূর্ণাঙ্গ রূপে বিদ্যমান ছিলো। এরূপ ১৬টি ঘটনা শুনুন:

১. রাজকীয় ঘোড়া বিক্রি করে দিলেন

আস্তাবলের রাখাল রাজ-ঘোড়াগুলোর ঘাস ও আহার ইত্যাদির জন্য খরচ চাইলে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বললেন: "এসব ঘোড়া বিক্রি করার জন্য সিরিয়ার নগরগুলোতে পাঠিয়ে দাও আর এসবের বিক্রয়লব্ধ টাকা বাইতুল মালে জমা করে দাও, আমার জন্য আমার খচ্চরটিই যথেষ্ট।"

(তারিখুল খুলাফা, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

২. বাইতুল মালের গরম পানি

এক গোলাম গরম পানির পাত্র নিয়ে আসতো আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা দিয়ে ওযু করতেন। একদা তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চোখের ইশারায় গোলামটিকে বললেন: "আমার মনে হয় তুমি এই বদনাটি মুসলমানদের জন্য ব্যবহৃত রান্নাঘরে নিয়ে যাও আর সেখানকার চুলার পাশে রেখে গরম করে নাও।" সে বললো: "জী হ্যাঁ।" বললেন: "তুমি তো গন্ডগোল পাকিয়েছো।" অতঃপর মুযাহিমকে বললেন: "এই বদনাটি পানিভর্তি করে তা গরম করো আর দেখো তাতে কতটুকু লাকড়ি লাগে। অতঃপর বিগত দিনগুলো হিসাব করে ততটুকু লাকড়ি রান্নাঘরে পাঠিয়ে দাও।" (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪০ পৃষ্ঠা)

৩. প্রচন্ড শীতের এক রাত

অনুরূপভাবে একবার প্রচন্ড শীতের রাতে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গোসলের প্রয়োজন হয়। গোলাম পানি গরম করে সামনে আনলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: "এগুলো কোত্থেকে গরম করা হয়েছে?" উত্তর দিলো: "সরকারি রান্নাঘর থেকে।" বললেন: "তাহলে এগুলো নিয়ে যাও এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করার ইচ্ছা করলেন।" এক ব্যক্তি আবেদন করলো: "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে **আল্লাহ পাকের** দোহাই দিচ্ছি, আপনি একটু নিজের প্রতি দয়া করুন। আপনি যদি সরকারি রান্নঘরের আগুনে গরম করা পানি নিজের জন্য না-জায়িয মনে করেন, তবে এর দাম হিসাব করে বাইতুল মালে দিয়ে দিবেন।" অতএব তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রথমে বাইতুল মালে মূল্য জমা করিয়ে দিলেন, এরপর গোসল করলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪০ পৃষ্ঠা)

৪. বাইতুল মালের টাকায় নির্মিত ঘরে অবস্থান করা অশোভন মনে করলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার খুনাছেরা গেলেন। তবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানকার বাড়িগুলোতে অবস্থান করা পছন্দ করলেন

না। কেননা সেগুলো পূর্ববর্তী খলিফারা বাইতুল মালের টাকায় নির্মাণ করেছিলেন। অতএব তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খোলা ময়দানেই তাবু গেড়ে নিলেন।

(তারিখে ইয়াকুবী, ১ম খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

৫. ব্যক্তিগত প্রদীপ জ্বালালেন

কোন খলিফার হেফাজতে আসা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো বাইতুল মাল অর্থাৎ ধন-ভান্ডার। তাই সেটিকেই তাঁর দ্বীনদারির মূল মাপকাঠি বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থাদি দিয়ে যা বুঝা যায়, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দ্বীনদারি সর্বদা সেই মাপকাঠিতেই ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাতের বেলা খেলাফতের সমস্ত কাজকর্ম বাইতুল মালের মোমবাতি জ্বালিয়ে করতেন আর যখন নিজস্ব কোন কাজ করতে হতো, তখন সেই মোমবাতি নিভিয়ে ব্যক্তিগত প্রদীপ আনিয়ে কাজ করতেন। এ ধরনের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনুন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট রাতের বেলা দূরাঞ্চল থেকে এক দূত এলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তখন আরাম করার জন্য শুয়ে ছিলেন। কিন্তু তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিয়ে দিলেন আর অনেকক্ষণ ধরে তার এলাকার অবস্থাদি দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: “সেখানকার মুসলমান আর যিম্মীদের কেমন অবস্থা? গভর্ণরের হাব-ভাব কেমন? জিনিস-পত্রের দাম কীরূপ? মুহাজিরীন ও আনসারদের সন্তানদের অবস্থাদি কেমন? মুসাফির আর অভাবীদের দিন কাল কেমন যাচ্ছে? হকদারেরা তাদের ন্যায্য হক পাচ্ছে কি? কারো কোন অভিযোগ নাই তো? গভর্ণর কারো সাথে অবিচার করছে না তো?” এমনি ভাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক এক করে প্রত্যেক ব্যাপারে খতিয়ে খতিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। দূত তাঁর জানা মত সব কিছুর উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। যখন তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলো, তখন দূত তাঁর কুশল জানতে চাইলেন। সে বললো: “আপনার শারীরিক অবস্থা কেমন আছে?” সে তাঁর পরিবার-পরিজন সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করলো। তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৎক্ষণাৎ ফুঁক দিয়ে প্রদীপটি নিভিয়ে দিলেন এবং আরেকটি প্রদীপ নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। অতএব একটি সাধারণ প্রদীপ নিয়ে আসা

হলো। সেটির আলো খুবই ক্ষীণ ছিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "এবার যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।" সে তাঁর পরিবার-পরিজন ও সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তর দিয়ে চললেন। দূতের নিকট প্রদীপ নিভানোর বিষয়টা আশ্চর্য লেগেছিলো। তাই সে জিজ্ঞাসাই করে নিলো: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এই অভিনব কাজটি কেন করলেন?" বললেন: "কী সেটি?" বললো: "আমি যখন আপনার এবং আপনার পরিবার-পরিজনের কুশলাদি জানতে চেয়েছিলাম তখন আপনি প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছিলেন কেন?" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "হে **আল্লাহ পাকের** বান্দা! যে প্রদীপটি আমি নিভিয়ে দিয়েছিলাম সেটি ছিলো মুসলমানদের টাকায় কেনা প্রদীপ, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার নিকট মুসলমানদের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি জ্বলছিলো। এভাবে এটি মুসলমানদের কাজকর্ম ও তাদেরই প্রয়োজনে আমার নিকট জ্বলতে থাকে। কিন্তু আপনি যখন আমার নিজস্ব এবং আমার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে কথাবার্তা তুলেছেন তখন আমি মুসলমানদের টাকায় জ্বলতে থাকা প্রদীপটি নিভিয়ে দিলাম এবং নিজস্ব প্রদীপ জ্বালালাম।" (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

এই ঘটনাটিতে সেইসব ইসলামী ভাইদের জন্য মহান শিক্ষা রয়েছে, যারা কোন না কোন ভাবে ওয়াকফ বা চাঁদার[১] ব্যাপারে অংশিদার, তাদের অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ ওয়াকফকৃত জিনিসের সামান্য সময়ের জন্য অবৈধ ব্যবহার সুদীর্ঘ সময়ের জন্য জাহান্নামে নিয়ে যাবার কারণ হতে পারে। লোকজনের দেওয়া চাঁদার ভুল ব্যবহারকারীদের এর বিনিময়ে জাহান্নামের পূঁজ পান করতে হতে পারে। তাই জীবনে আপনারও যদি কখনও এমন অসাবধানতা হয়ে থাকে তবে বিলম্ব না করে বরং এক্ষুণি তাওবা করে নিন। সম্ভব হলে ক্ষতিপূরণেরও ব্যবস্থা করুন। **মাওলা করীম** আমাদের উপর রহমত করুক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

---

১. চাঁদার মাসআলা ও এর সাবধানতা সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর মহান সংকলন 'চাঁদা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর' কিতাবটি অবশ্যই পাঠ করুন।

www.dawateislami.net

৬. বাইতুল মালের কয়লা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গোলামকে জুমার গোসলের জন্য পানি গরম করতে বললেন। গোলামটি বললো: “আমাদের নিকট জ্বালানোর লাকড়ি নাই।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “বাবুর্চিখানা থেকে পানি গরম করার হাঁড়িটা নিয়ে এসো।” হাঁড়িটি যখন আনা হলো তখন তা উত্তপ্ত ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আশ্চর্য হয়ে বললেন: “তুমি তো বলেছিলে যে, তোমাদের নিকট লাকড়ি নাই, তবে কি তুমি এটি মুসলমানদের বাবুর্চিখানা থেকে নিয়ে এসেছো?” গোলামটি মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “বাবুর্চিখানার দায়িত্বশীলকে ডাক।” সে যখন উপস্থিত হলো তখন বললেন: “তোমাকে হয়তো বলা হয়েছে এটি আমীরুল মুমিনীনের হাঁড়ি। তাই হয়তো তুমি এটিকে তাপ দিয়ে পাঠিয়েছো।” সে বললো: “**আল্লাহ পাকের** শপথ! এমন নয়। আমি একটি লাকড়িও এতে ব্যবহার করিনি বরং কিছু কয়লা ছিলো, যাতে আমি এমনিতে রেখে দিলেই সেটি আগুনের কয়লায় গরম হয়ে যায়।” বললেন: “তুমি সেই কয়লার লাকড়িগুলো কত দিয়ে কিনেছিলে?” সে মূল্য বললো। সাথে সাথে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সে মূল্য পরিশোধ করে দিয়ে পানিটুকু ব্যবহার করলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৯১ পৃষ্ঠা)

৭. শসা উপহার

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে জর্দান থেকে দুই টুকরি শসা আসে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “এগুলো কে পাঠিয়েছে?” বলা হলো: “এই শসার টুকরিগুলো জর্দানের গভর্ণর উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন।” বললেন: “কিভাবে আনা হয়েছে?” উত্তর এলো: “সরকারি ডাকের বাহনে করে।” বললেন: “**আল্লাহ পাক** সেই বাহনে মুসলমানদের চেয়ে আমার হক বেশি রাখেননি, এগুলো নিয়ে যাও, বিক্রি করে সেই মূল্য সরকারি ডাকের বাহনের খাতে জমা করে দাও।”

বর্ণনাকারী বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ভাতিজা আমাকে ইঙ্গিত করলেন: যখন এগুলোর দাম নির্ধারণ হয়ে যাবে তখন আমার জন্য কিনে নেবে। অতএব সেই টুকরি দুইটি বাজারে নিয়ে যাওয়া হলো। সেগুলোর মূল্য চৌদ্দ দিরহাম নির্ধারণ হলো। আমি সেই মূল্য পরিশোধ করলাম। পরে টুকরিগুলো কিনে তাঁর ভাতিজাকে দিয়ে দিলাম। তিনি নিজে এক টুকরি রেখে দিলেন এবং অপরটির ব্যাপারে বললেন: এটি আমীরুল মুমিনীনের নিকট নিয়ে চলো। আমি সেই টুকরিটি আমীরুল মুমিনীনের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চিন্তা করে বললেন: "এগুলো তো সেই শসা?" আমি বললাম: "সেই টুকরি দুইটি আপনার ভাতিজা কিনে নিয়েছিলেন, একটি তিনি নিজেই রেখে দিয়েছেন আর এই দ্বিতীয়টি আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।" তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "হ্যাঁ, এখন এগুলো আমার পক্ষে খাওয়া বৈধ।" (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪৭ পৃষ্ঠা)

৮. বাইতুল মালে দুই দীনার জমা করালেন

একবার তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আপন গোলাম মুযাহিমকে বললেন: "কোরআন মাজীদ রাখার জন্য আমাকে একটি রেহাল কিনে দাও।" তিনি একটি রেহাল কিনে আনলেন যা তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুবই পছন্দ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: "কোত্থেকে এনেছো?" সে বললো: "সরকারি গুদামে কিছু কাঠ ছিলো, তা দিয়ে আমি এটি বানিয়ে নিয়েছি।" বললেন: "যাও বাজারে এর কত মূল্য জেনে এসো।" সে গেলে লোকেরা এর মূল্য বললো আধা দীনার। সে ফিরে এসে তা জানালো। বললেন: "তোমার কী মনে হয়? আমি যদি বাইতুল মালে এক দীনার দিয়ে দিই তা হলে কি দায়িত্বমুক্ত হতে পারি?" গোলাম বললো: "সকলেই তো এটি আধা দীনারই দাম বলেছে।" কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাইতুল মালে দুই দীনার জমা করার নির্দেশ দিলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১২ পৃষ্ঠা)

হো আখলাক আচ্ছা হো কিরদার সুথরা,
মুঝে মুত্তাকী তো বানা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

৯. সুগন্ধ নিতে সাবধানতা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সামনে মুসলমানদের জন্য মুশক ওজন করা হচ্ছিল। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাথে সাথে নাক বন্ধ করে নিলেন, তাঁর নাকে যেন সুগন্ধ পৌঁছাতে না পারে। লোকেরা বিষয়টি বুঝতে পারলে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "সুগন্ধ নিতেই তো এর উপকার। (যেহেতু এ সময়ে আমার সামনে অনেক মুশক বিদ্যমান, তাই এর সুগন্ধও বেশি আসছে আর আমি এত বেশি সুগন্ধ নিয়ে অপরাপর মুসলমানদের তুলনায় বেশি উপকার গ্রহণ করতে চাই না)।" (ইহইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। কু'তুল কুলুব, ২য় খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

সুগন্ধ ধুয়ে ফেললেন

এরূপ একটি ঘটনা হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর পবিত্র চরিত্র মোবারকেও রয়েছে। একবার তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ গনিমতের মালের মুশক নিজের ঘরে রাখেন, তাঁর সম্মানিতা সহধর্মিনী যেনো এই সুগন্ধিগুলো মুসলমানদের নিকট বিক্রি করে দেন। একদিন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ঘরে এলেন। দেখলেন স্ত্রীর ওড়না থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছে। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "এ সুগন্ধি কীভাবে?" তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا উত্তর দিলেন: "আমি সুগন্ধি ওজন করছিলাম, তা থেকে কিছু সুগন্ধি আমার হাতে লেগে যায়। সেগুলো আমি আমার ওড়নায় মেখে দেই।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাঁর মাথা থেকে ওড়নাটি টেনে নিয়ে ধুয়ে দিলেন, এরপর শুঁকে দেখলেন, অতঃপর মাটিতে ঘষলেন। দ্বিতীয়বার আবার ধুলেন। এভাবে বার বার করে ধুতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সুগন্ধি দূর না হয়ে যায়। তারপরই সেই ওড়নাটি ব্যবহারের জন্য নিজের স্ত্রীকে দিলেন। (কীমিইয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদিও এতটুকু পরিমাণ সুগন্ধি হাতে গায়ে লেগে যাওয়া পাকড়াওযোগ্য আমল নাও হয়ে থাকে, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ চেয়েছিলেন যে, সুযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাক। যাতে করে কোন অমঙ্গল এতে প্রবেশ করতে না পারে।

১০. আপেলের কারণে কি নিজের ধ্বংস করবো?

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদা সরকারি কিছু আপেল লোকজনের মাঝে বিতরণ করছিলেন। এমন সময় তাঁরই এক অল্প বয়সী মাদানী সন্তান সেখানে এসে একটি আপেল হাতে নিয়ে খেতে চাইলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৎক্ষণাৎ আপেলটি তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন। সন্তানটি কাঁদতে কাঁদতে মায়ের নিকট গেলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাজার থেকে আপেল আনিয়ে তার হাতে দিলেন। খলিফা ঘরে এসে আপেলের গন্ধ পেয়ে বললেন: "ঘরে কি সরকারি আপেল আনা হয়েছে?" বাচ্চার মা সব ঘটনা খুলে বললেন। সব শুনে খলিফা বললেন: "আমি আপেলটি আমার সন্তানের হাত থেকে কেড়ে নিইনি, বরং আমার হৃদয় থেকেই ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, কেননা আমার ভাল লাগে না যে, মুসলমানদের একটি আপেলের কারণে **আল্লাহ পাকের** সামনে নিজেকে ধ্বংস করে দেই।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

জো নারায তু হো গেয়া তো কাহিঁ কা,
রাহোঙ্গা না তেরি কসম ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

১১. আগুনের ফুলকি

একবার খলিফার কন্যা একটি মুক্তা পাঠালেন আর বললেন: "এর ন্যায় আরেকটি মুক্তা পাঠিয়ে দিতে, যাতে করে তিনি কানে পরিধান করতে পারেন।" খলিফা তার নিকট দুইটি জ্বলন্ত আগুনের কয়লা পাঠিয়ে দিলেন। সাথে এই বার্তাও পাঠালেন: "اِنِ اسْتَطَعْتِ اَنْ تَجْعَلِيْ هَاتَيْنِ الْجَمْرَتَيْنِ فِيْ اُذُنَيْكِ بَعَثْتُ اِلَيْكِ بِاُخْتٍ لَهَا অর্থাৎ তুমি যদি দগ্ধিভূত এই লাল আগুনের কয়লা দুইটি কানে দেয়ার সাহস করো তবে আমি বাইতুল মাল থেকে তোমার জন্য এর জোড়া পাঠিয়ে দিতে পারি।"

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

১২. চেহারাও দেখবো না

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কথায় কথায় লেবাননের মধুর বাসনা প্রকাশ করলেন। তাঁর সম্মানিতা সহধর্মিনী হযরত

সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا লেবাননের গভর্ণর ইবনে মা'দী করাবের নিকট লোক পাঠালেন। অতএব তিনি সেখান থেকে অনেক মধু পাঠিয়ে দিলেন। মধু সামনে পেয়ে নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "আমার মন বলছে তুমি এগুলো গভর্ণরের মাধ্যমে আনিয়েছো।" অতঃপর সেগুলো বিক্রি করিয়ে দিয়ে সেই মূল্য বাইতুল মালে জমা করিয়ে দিলেন এবং লেবাননের গভর্ণরকে লিখে পাঠালেন: "তুমি যদি দ্বিতীয় বার এ ধরনের কাজ করো তবে আমি তোমার চেহারাও দেখবো না।" (আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ১ম খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)

১৩. খেজুরের মূল্য জমা করালেন

একবার এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে কিছু খেজুর পাঠালেন। খাদেম খেজুরগুলো সামনে আনলেন। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন: "এগুলো কিভাবে আনা হয়েছে?" খাদেম বললো: "ডাকের ঘোড়ায় করে।" যেহেতু ডাকের ঘোড়া সরকারি বাহনই ছিলো তাই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নির্দেশ দিলেন: "এই খেজুরগুলো বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে এসো আর এই টাকা বাইতুল মালে জমা করে দাও।" সে সেগুলো নিয়ে বাজারে গেলে এক মারওয়ান বংশীয় লোক সেগুলো কিনে নিলো এবং আবারো সেগুলো আমীরুল মুমিনীনের দরবারে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেগুলো দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন: "এ তো আগের সেই খেজুরগুলোই!" এই বলে কিছু খেজুর নিজের সামনে খাবার জন্য রেখে দিলেন আর কিছু ঘরে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেগুলোর মূল্য বাইতুল মালে জমা করিয়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

১৪. দুধে কয়েক চুমুক

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মুসাফির, মিসকিন, ভিক্ষুকদের জন্য একটি মেহমানখানা বানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে সাবধান করে দেন যে, এই মেহমানখানা থেকে তোমরা কেউ কিছু খাবে না। এর খাবার কেবল মুসাফির, অনাথ আর ভিক্ষুকদের

জন্যই। একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘরে এসে দাসীর হাতে একটি পাত্র দেখতে পেলেন। যাতে ছিলো কয়েক চুমুক পরিমাণ দুধ। জিজ্ঞাসা করলেন: "এগুলো কী?" দাসীটি বললো: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার স্ত্রী মহোদয়া অন্তঃসত্তা। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কয়েক চুমুক দুধ পান করার ইচ্ছা পোষন করেছিলেন, অন্তঃসত্তা মহিলাদের মনের আশা করা জিনিস যদি না দেওয়া হয়, তবে গর্ভ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই আমি সেই ভয়ে মেহমানখানা থেকে এই সামান্য দুধ নিয়ে এসেছিলাম।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই গম্ভীর ভাষায় বললেন: "তার গর্ভ যদি ভিক্ষুকদের, মুসাফিরদের আর অভাবীদের হক না খাইয়ে রক্ষা না করা যায়, তবে **আল্লাহ পাক** তা রক্ষা না করুক।" অতঃপর দাসীটিকে সাথে নিয়ে নিজ স্ত্রীর নিকট এলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا খলিফার এই অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। আবেদন করলেন: "হে আমার মাথার মুকুট! কী ব্যাপার!" খলিফা বললেন: "এই দাসীর ধারণা যে, তোমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে সেটি মুসাফির, অভাবী ও ভিক্ষুকদের হক না খেতে পেলে রক্ষা করা যাবে না। কথা যদি এই হয়ে থাকে, তবে **আল্লাহ পাক** তোমার গর্ভ রক্ষা না করুক।" সৌভাগ্যবতী স্ত্রী এ কথা শোনার সাথে সাথে দাসীটিকে বললেন: "যাও! এ দুধটুকু ফিরিয়ে দিয়ে এসো। **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি এগুলো কখনও পান করবো না।" অতএব দাসীটি দুধটুকু ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ! নযার শাসনের ডঙ্কা আরব-অনারবের সর্বত্র বাজতো, তাঁর পরিবারদের সম্পদের অবস্থা কীরূপ ছিলো? ইসলামের সেই রক্ষকেরা কী ধরনের যে দ্বীনদার ছিলেন! তাঁরা ক্ষুধার্ত থাকা মেনে নিতেন, কিন্তু অপরের হক থেকে এক চুমুক দুধ পান করতেও রাজি ছিলেন না। **আল্লাহ পাক** এমন খলিফাদের সদকায় আমাদেরকেও দ্বীনদারীত্ব, একনিষ্ঠতা এবং খোদাভীতি দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

১৫. মধুগুলো বিক্রি করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মধু খুবই পছন্দ করতেন। একবার তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী মধু আনতে পাঠান। সে ডাকের বাহনে করে গিয়ে দুই দীনার মূল্যের মধু কিনে আনলো। মধু যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সামনে দেওয়া হলো আর সমস্ত ঘটনা জানতে পারলেন, সাথে সাথে মধুগুলো বিক্রি করে দিলেন। দুইটি দীনার ফিরিয়ে নিয়ে অবশিষ্ট সব দীনার বাইতুল মালে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর বললেন: "তুমি মুসলমানদের জন্তুকে ওমরের জন্য কষ্ট দিয়েছো।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে; খলিফা বললেন: "আমার বমি দ্বারা যদি মুসলমানদের উপকার হতো, তবে আমি বমিই করে দিতাম।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

১৬. এই মাংসগুলো তুমিই খেয়ে নাও

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর গোলামকে এক টুকরো মাংস ভুনার জন্য পাঠালে সে দ্রুত ফিরে এলো, খলিফা তাকে বললেন: "তুমি এত তাড়াতাড়ি কীভাবে করলে?" সে বললো: "এই মাংসের টুকরোটি আমি বাবুর্চিখানা থেকে ভুনে এনেছি (সেখানে মুসলমানদের একটি বাবুর্চিখানা ছিলো, যাতে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য খাবার পাকানো হতো)। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ গোলামটিকে বললেন: "এসব খাবার তুমিই খেয়ে নাও।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الۡاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খেলাফতের পূর্বের আরাম আয়েশ এবং পরবর্তী জীবন-পরীক্ষা

যেহেতু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পিতার নিকট ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ছিলো, তাই তাঁর লালন-পালন হয় আরাম-আয়েশ ও প্রাচুর্যের ভোগ-বিলাসে, এর প্রভাব স্থায়ী ছিলো খলিফা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সাজ-সজ্জা ও আরাম-আয়েশে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলো না। মনে হতো যেনো দুনিয়ার সমস্ত ভোগ-বিলাস ও আয়েশি সরঞ্জামাদি তাঁর চরণে উৎসর্গ করে দেওয়া হয়েছে। পোশকে-আষাকে, চলনে-বলনে, আচার-আচরণে তাঁর রুচি ও আভিজাত্য ছিলো অত্যন্ত উন্নত মানের, যৌবনে তিনি পরতেন উন্নত পোশকাদি, তিনি দিনে কয়েকবার পোশক পাল্টাতেন, তিনি সুগন্ধি খুবই পছন্দ করতেন, তাঁর জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে সুগন্ধি তৈরি করা হতো, যাতে দেওয়া হতো অধিকহারে লবঙ্গ। তিনি যে পথ দিয়ে যেতেন সুগন্ধে এলাকা সুবাসিত হয়ে যেতো, দাঁড়িতে তিনি লবণের মত আম্বর ছিঁটাতেন। যে মজলিসেই তিনি বসতেন মনে হতো যেনো তিনি মেশকে আম্বরে গোসল করেই এসেছেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৭৯ পৃষ্ঠা)

তিনি চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি থেকে অনেক দূরে ছিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শান-শওকত ও বাহ্যিক জাঁকজমক দেখে কেউ মনে করতে পারতো না যে, খলিফা হওয়ার পর তাঁর জীবনে এরূপ পরিবর্তন আসবে। কারণ এই যে, এরূপ ঐশ্বর্য্যে লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চারিত্রিক দোষ-ত্রটি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন। এমনকি তাঁর প্রতি বিদ্বেষী মনোভাবের লোকেরাও তাঁর প্রতি কেবল দুইটি অপবাদই আনতে পারতো। একটি হলো; নেয়ামতের অবাধ ব্যবহারের, আর অপরটি হলো: দাম্ভিকদের ন্যায় চাল-চলনের।

(তারিখে দামেশক, ৫ম খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ওমরী চলন

প্রথম প্রথম হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দম্ভ ও অহমিকার এক বিশেষ ভঙ্গিতে চলতেন, যা তাঁর সাথে মিলিয়ে 'ওমরী চলন' হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। এমনকি অনেকেই সেই ভঙ্গিতে চলার চেষ্টা করতো। চলার সময় তাঁর চাদর মাটিতে ঝুলে থাকতো। কখনও তা যদি জুতোয় আটকে যেতো তখন তিনি তা হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতেন, জুতো খোলার কষ্টটুকু মেনে নিতেন না, আরোহী অবস্থায় তাঁর জুতো যদি পা থেকে পড়ে যেতো, সেদিকে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপই করতেন না। কোন গোলাম যদি তা নিয়ে এসে তাঁকে পরতে দিতেন তখন তিনি তাকে সাবধান করতেন। কিন্তু তিনি যখন খেলাফতের মসনদে সমাসীন হয়ে গেলেন, তাঁর চাল-চলনের সেই পুরনো ভঙ্গি বাদ দেয়ার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে সফল হতে পারেননি। কখনও কখনও তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর গোলাম মুযাহিমকে তাগাদা দিতেন, যখনই তুমি আমাকে আমার পুরনো 'ভঙ্গি'তে চলতে দেখবে, সাথে সাথে স্মরণ করিয়ে দিবে। অতঃপর সে যখন বলে দিতো, তৎক্ষণাৎ খলিফা নিজেকে সামলে নিতেন। পরে অবশ্য একই ভঙ্গিতেই চলতেন।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২২ পৃষ্ঠা)

লোহার শিকল

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পুরনো অভ্যাস বশতঃ হাত নেড়ে নেড়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাত দুখানি রুখে নিলেন এবং কান্না করতে লাগলেন। কেউ তাঁর কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "আমার ভয় হয়েছিলো যে, এভাবে হাত নেড়ে হাঁটার কারণে কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** আমার হাত দুখানিতে যদি লোহার শিকল পরিয়ে দেন।"

(তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমীরুল মুমিনীনের পোশক

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যে পর্যন্ত খলিফা হননি, তাঁর চাল-চলনের অবস্থা এমন ছিলো যে, দামী দামী কাপড় ব্যতীত তিনি পরিধানই করতেন না। কিছুক্ষণ পর সেটি খুলে আরেকটি দামী পোশক পরতেন। পোশক সম্পর্কে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বয়ং বলেন: “আমার পোশক লোকজন একবার দেখলেই আমি মনে করতাম তা পুরাতন হয়ে গেছে।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৭২ পৃষ্ঠা) অনেক সময় তাঁর জন্য এক হাজার দীনারের আলীশান জুব্বা কিনা হতো, তবু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: “এটি এমন হলে আরো ভাল হতো।” কিন্তু তিনি যখন খেলাফতের আসনে সমাসীন হলেন, তাঁর মনে এমন এক পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায় যে, তখন তাঁর জন্য শুধুমাত্র পাঁচ দিরহাম মূল্যের সাধারণ পোশকই কিনা হতো। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: “এটি যদি নরম না হতো, তবেই ভাল হতো।” খলিফার নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো: “হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার দুইটি আলীশান পোশক, দুইটি বাহন আর দামী দামী আতরগুলো এখন কোথায় গেলো?” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “আমার নফস সৌন্দর্য্য চায়, সে যদি দুনিয়াবী কোন ধরনের স্বাদ পেতো, তবে এর চেয়ে বেশি কিছু হয়ত চাইতো। যখন সে খেলাফতের স্বাদ পেয়েছে, যা সব চেয়ে উচ্চ মর্যাদার, তখন তার সেসব জিনিসের আকাঙ্ক্ষা হয় যা **আল্লাহ পাকের** নিকট রয়েছে।” (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৮৯৭ পৃষ্ঠা)

একটিই জামা

অধিকাংশ সময় হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গায়ে কেবল একটি পোশকই থাকতো। যা তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বার বার ধুয়ে ধুয়ে পরিধান করতেন। একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জুমার দিন দেরিতে পৌঁছান। লোকজন তাঁর বিলম্ব হবার কারণ জানতে চাইলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “খাদেম আমার জামাটি ধোয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিলো। তাই আমি বের হতে পারিনি।” এ কথা শুনে লোকেরা বুঝতে পারে যে, তাঁর নিকট কেবল একটি জামাই আছে।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮২ পৃষ্ঠা)

আটশ’ দিরহামের চাদর আর আট দিরহামের কম্বল

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন: “একটি আট দিরহাম মূলের কম্বল কিনে নিয়ে এসো।” সে কিনে আনলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه তা অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং হাতে নিয়ে বললেন: “বড়ই কোমল।” এ কথা শুনে লোকটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসতে লাগলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বললেন: “তুমি তো দেখছি আশ্চর্য এক বোকা লোক, অযথা হাসছো কেনো?” সে বললো: “হুযুর! আমি বোকা নই, আসল কথা হলো কী, আমার মনে আছে যে, আপনি যখন গভর্ণর ছিলেন, তখন আপনিই আমাকে বলেছিলেন, আপনার জন্য উন্নত মানের একটি গরম কম্বল কিনতে। আমি আট শত দিরহামের চাদর কিনে আপনাকে দিয়েছিলাম। আপনি সেটিতে হাত রাখতেই বলেছিলেন: একটু অমসৃণই তো আর আজকের আট দিরহাম দামের মোটা কম্বল দেখে বলছেন: বড়ই কোমল। এতে আমার অবাক লাগছে। তাই নিজের অনিচ্ছায় হেসেছি।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বললেন: “যে ব্যক্তি আটশ’ দিরহামে কম্বল কিনে, আমি বুঝি না যে, সে **আল্লাহ পাক**কেও ভয় করে।”

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪৩ পৃষ্ঠা)

১২ দিরহামের পোশক

হযরত সায়্যিদুনা রাজা বিন হাইওয়াত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه যিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর পূর্বের অবস্থা দেখেছেন, তিনি বলেন: “খলিফা হওয়ার পর তাঁর পোশক অর্থাৎ পাগড়ী, জামা, কোবা (আচকন), কোর্তা, মৌজা এবং চাদর ইত্যাদির মূল্য হিসাব করা হলো। দেখা গেলো মাত্র ১২ দিরহাম।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

সাধাসিধে পোশাক

বাস্তবতা হলো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه যখন বাদশাহ্ ছিলেন না, সে সময়ে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বাদশাহ্দের মতোই জীবন-যাপন করেছেন। যখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه মাথায় খেলাফতের পাগড়ী পরিধান করেন, তখন

থেকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একেবারে সাদা মনের মানুষ হয়ে গেছেন। একবার জামার দুই পাশেই সামনে-পেছনে উভয় দিকে তালি লাগানো ছিলো। জুমার নামায পড়িয়ে যখন বসলেন, এক ব্যক্তি বললো: "হে আমীরুল মুমিনীন! **আল্লাহ পাক** আপনাকে সব কিছুই দিয়েছেন। আপনি যদি ভাল কোন পোশক পরিধান করতেন!" এ কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঝুকিয়ে রাখলেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন: "اِنَّ اَفْضَلَ الْقَصْدِ عِنْدَ الْجِدَّةِ وَاَفْضَلَ العَفْوِ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ অর্থাৎ ধনী অবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এবং শক্তি-সামর্থ রাখা অবস্থায় ক্ষমা করার নীতি খুবই উত্তম।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

সাদাসিধে পোশকের ফযীলত

নিত্য-নতুন ডিজাইন এবং বিভিন্ন ধরনের কারুকাজ করা দামী পোশক পরিধানকারী লোকদের জন্য উক্ত ঘটনায় মহৎ একটি শিক্ষা নিহিত রয়েছে। আমরা যদি বাস্তবেই সাদাসিধে পোশকে অভ্যস্ত হই, তবে উভয় জগতে সফলতা লাভ করতে পারবো। অতএব সাদাসিধে পোশক পরিধান করার ফযীলত সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন এবং সেই অনুযায়ী আমলও করুন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** উদ্দেশ্যে বিনয় প্রদর্শন করে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দামী পোশক পরিধান করা পরিত্যাগ করবে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতী পোশক পরিধান করাবেন।" (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪৭৭৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্ব প্রদান

পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত জামাআত সহকারে আদায় করতেন। আযানের শব্দ ভালভাবে শোনার জন্য ঘরের পূর্ব দিকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি ছোট জানালা বানিয়ে রেখেছিলেন। মুয়াজ্জিন যদি আযান দিতে বিলম্ব করতেন, লোক পাঠিয়ে সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১১ পৃষ্ঠা) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন

মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পেতেন সাথে সাথেই মসজিদে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেন। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

নামাযের হেফাজতের তাগাদা

জাফর বিন বুরকান বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন: "দ্বীনের উন্নয়ন ও ইসলামের স্থায়ীত্ব এসব বিষয়েই নিহিত: اَلْاِيْمَانُ بِاللهِ، وَاِقَامُ الصَّلَاةِ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَحَافِظْ عَلَيْهَا অর্থাৎ (১) **আল্লাহ পাকের** উপর ঈমান রাখা, (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত দেওয়া, সুতরাং তুমি সময় হওয়ার সাথে সাথেই নামায পড়ে নেবে আর এতে সার্বক্ষণিক আমল করবে।" (দুররে মনছুর, ১ম খন্ড, ৭১৮ পৃষ্ঠা)

রাত্রি জাগরণ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনের সব চেয়ে প্রভাবান্বিত দৃশ্য রাতেই দেখা যেতো। রাতই তাঁর ইবাদত করার উপযুক্ত সময় ছিলো। সেই উদ্দেশ্যে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘরেই একটি বিশেষ কক্ষ তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেই কক্ষে কম্বলের সেলাই করা কাপড় রাখা থাকতো, রাতের যখন শেষ ভাগ হতো, দিনের কাপড়গুলো খুলে, সেই কাপড়গুলো পরিধান করে ফজর হওয়া পর্যন্ত মুনাজাত ও কান্নাকাটিতে লিপ্ত থাকতেন। সেই অবস্থাতেই তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে যেতো, যখন জাগতেন আবারও কান্না জুড়ে দিতেন। ফজর হলে সেই কাপড়গুলো খুলে সিন্দুকে রেখে দিতেন। ওফাতের পূর্বে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই সিন্দুকটি একজন গোলামের নিকট আমানত রেখেছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে; তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই সিন্দুকটি নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য অসিয়ত করেছিলেন। বনু উমাইয়া গোত্রের লোকজন যখন সেই সিন্দুকটি সম্পর্কে জানতে পারলেন, গোলাম হতে তারা তা চাইলো। সে বলেওছিলো যে, এটিতে কোন ধন-সম্পদ জাতীয় কিছু নাই। কিন্তু লোভ আর লালসার বশবর্তী হয়ে তারা তার কথায় বিশ্বাস করলো না। সিন্দুকটি তারা নব নিযুক্ত খলিফা এজিদ বিন আব্দুল মালিকের নিকট

নিয়ে গেলো। তিনি বংশের সকল লোকদের সামনে সেটি খুললেন। দেখলেন ভিতরে কেবল সেই কম্বলের পোশকই বের হলো, যা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ রাতের বেলায় পরিধান করতেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১০, ২১১ পৃষ্ঠা)

ইবাদতকারীদের রাত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক ব্যক্তিকে লিখলেন: "তোমার যদি সম্ভব হয়, তবে দুই ঈদের রাতগুলো ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাবে, কেননা এ রাতগুলো হলো لَيۡلَةُ الۡعَابِدِيۡنَ (অর্থাৎ ইবাদতকারীদেরই রাত)।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

রহমতের চারটি রাত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বসরার গভর্ণর আদী বিন আরত্বাতকে লিখলেন: বৎসরে চারটি রাতের কথা খুব ভালভাবে স্মরণ রাখবে, কেননা এ রাতগুলোতে **আল্লাহ পাক** রহমতের অবিরাম বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (১) রজবের প্রথম রাত, (২) শাবানের ১৫ তারিখের রাত, (৩) ঈদুল ফিতরের রাত এবং (৪) ঈদুল আযহার রাত। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

যাকাত আদায় ও নফল রোযার গুরুত্ব প্রদান

নিয়মিত নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করতেন, হযরত মুজাহিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে ৩০ দিরহাম দান করলেন আর বললেন: "এ হলো আমার সম্পদের যাকাত।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৮ পৃষ্ঠা) তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নফল রোযাগুলোর গুরুত্ব প্রদান করতেন। অতএব তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রোযাগুলো রাখতেন। এছাড়াও আশুরা ও আরাফাতের দিনের (জিলহজ্ব মাসের ৯ম তারিখের) রোযাও রাখতেন।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১১ পৃষ্ঠা)

চিনির বস্তা সদকা করতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه চিনির বস্তা কিনে সদকা করতেন। তাঁকে বলা হলো: এর মূল্য সদকা করে দিলেই তো পারতেন। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "চিনি আমার খুবই প্রিয় বস্তু, আমার বাসনা হলো, **আল্লাহ পাকের** পথে আমার প্রিয় বস্তু ব্যয় করা।" (কুরতুবী, ২য় খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা)

কোরআন তিলাওয়াতের প্রবল আগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه প্রতিদিন ভোরে কিছুক্ষণ কোরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। রাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন ঘুমাতে যেতেন তখন খুবই মনোমুগ্ধকর স্বরে সূরা আরাফের নিচের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন:

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ
(পারা: ৮, সূরা: আরাফ, আয়াত: ৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক **আল্লাহ পাক**, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

এবং

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ یَّاْتِیَهُمْ بَاْسُنَا بَیَاتًا وَّ هُمْ نَآىٕمُوْنَ ﴿۹۷﴾
(পারা: ৯, সূরা: আরাফ, আয়াত: ৯৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বস্তীবাসীরা কি ভয় করে না যে, তাদের উপর আমার শাস্তি আসে রাতের বেলায়, যখন তারা ঘুমে থাকে।

মাঝে মাঝে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একই সূরা সারা রাতব্যাপী বারবার তিলাওয়াত করতেন। এক রাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সূরা আনফাল শুরু করে সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা। সীরাতে ইবনে জওযী, ২১১ পৃষ্ঠা)

এক দিকে ঝুঁকে গেলেন

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ
(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ৪৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়ের মাপকাঠিই স্থির রাখব।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

সম্পূর্ণ আয়াত পাঠ করতে পারলেন না

এক রাতে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **সূরা লাইল** পাঠ করছিলেন। যখন নিচের আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছেন:

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿۱۴﴾
(পারা: ৩০, সূরা: ওয়াল লাইল, আয়াত: ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতএব, আমি তোমাদেরকে সেই আগুনের ভয় দেখাচ্ছি যা লেলীহান শিখা উদ্গীরণ করছে।

তখন কান্না করতে করতে হিচকি শুরু হয়ে গেলো, সামনের দিকে আর অগ্রসর হতে পারলেন না, নতুন সূত্রে তিলাওয়াত শুরু করলেন, আবার যখন সেই আয়াতে এসে পৌঁছান, তখন পুনরায় একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত সামনের দিকে যেতেই পারলেন না। অবশেষে সূরাটি রেখে তিনি অন্য সূরা পড়া শুরু করলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪২ পৃষ্ঠা)

ক্রন্দনকারীরাই জান্নাত পাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তিলাওয়াতে কান্না করা এতই পছন্দনীয় আমল যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা জরীর বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন; **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদের সামনে সূরা তাকাছুর তিলাওয়াত করছি, যে ব্যক্তি কান্না করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" অতএব **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূরাটি পাঠ করলেন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো কান্না করলো, কিন্তু কেউ কেউ করলো না। যারা কান্না করতে পারেনি তাঁরা আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা কান্না করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কান্না

আসেনি।” তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “اِنِّیْ قَارِئُهَا عَلَيْكُمُ الثَّانِيَةَ فَمَنْ بَكٰى فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ لَّمْ يَقْدِرْ اَنْ يَّبْكِىَ فَلْيَتَبَاكَ অর্থাৎ আমি তোমাদের সামনে আবারও সূরাটি তিলাওয়াত করছি। যে ব্যক্তি কান্না করবে, সে জান্নাত পাবে আর যার কান্না আসবে না, সে যেনো কান্নার আকৃতি ধারণ করে।” (দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ৬১০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূরা তাকাছুরে অলসতার সহিত সম্পদ সঞ্চয়ের নিন্দা এবং কবর ও জাহান্নামের ভয়ানক আলোচনা রয়েছে। আহ! সূরাটি পাঠ করে এবং শুনে আমাদের মত গুনাহ্গাররাও যদি কান্নায় ঢলে পড়তে পারতাম!

কান্না করার নিয়ম

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: “তোমরা যখন আয়াতে সিজদা (সিজদার আয়াত) তিলাওয়াত করবে, তখন সিজদা করার পূর্বে কান্না করবে। তোমাদের যাদের চোখে কান্না আসবে না, মনে মনে হলেও কান্নার ভাব করবে।” (তাফসীরে কবীর, ৭/৫৫১) কান্না করার নিয়ম হলো, **আলমে আরওয়াহে** প্রদত্ত নিজের প্রতিশ্রুতির (অর্থাৎ আমি না-ফরমানি করবো না) কথা স্মরণে আনবে এবং ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে কোরআনে ব্যক্ত হওয়া শাস্তির বার্তাগুলো ধ্যানে আনবে, কোরআনের বিধি-বিধানের পাশাপাশি নিজের না-ফরমানির কথা ভাববে। আশা করা যায়, এতে অন্তরে আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি হবে। অন্তর যদি পাষাণ হয়ে থাকে যে, এভাবে কান্না আসে না, তবে নিজের অন্তর পাষাণ হওয়ার প্রতি খেয়াল করে কান্না করবে।

নাদামত সে গুনাহোঁ কা ইযালা কুছ্ তো হো জাতা,
মুঝে রো’না ভি তো আতা নেহিঁ হায় নাদামত সে।

তিলাওয়াত করার সময় যদি ভয়ের কোন আয়াত আসতো তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه চিৎকার করে কাঁদতেন আর যদি রহমতের (দয়ার) আয়াত আসতো, তখন দোয়া করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন সেসব আয়াত তিলাওয়াত করতেন যেগুলোতে কিয়ামতের অবস্থার কথা বর্ণিত

রয়েছে, তখন অস্থির হয়ে কান্না করতেন। মাঝে মাঝে তো বেহুশও হয়ে যেতেন। এরূপ আরও ৫টি ঘটনা লক্ষ্য করুন। যেমন;

১. অশ্রুর বন্যা

হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর গোলাম আবু ওমর বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যখন গভর্ণর ছিলেন তাঁর জন্য আমি জেদ্দা থেকে উপহারাদি নিয়ে মদীনা শরীফ এসে পৌঁছাই। তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ফজরের নামায শেষে মসজিদেই ছিলেন। কোলের উপর কোরআন শরীফ নিয়ে তিলাওয়াত করছিলেন আর তাঁর দুখানি চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে চলছিলো।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৪২ পৃষ্ঠা)

ফিলমোঁ সে ড্রামোঁ সে আতা কর দেয় তু নফরত,
ব্যস শওক মুঝে নাত ও তিলাওয়াত কা খোদা দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

২. ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট ১৮তম পারার সূরা ফুরকানের ১৩ নম্বর আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন:

وَ اِذَاۤ اُلۡقُوۡا مِنۡہَا مَکَانًا ضَیِّقًا مُّقَرَّنِیۡنَ دَعَوۡا ہُنَالِکَ ثُبُوۡرًا ﴿ؕ۱۳﴾

(পারা: ১৮, সূরা: ফুরকান, আয়াত: ১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন সেটির কোন অপ্রতুল জায়গায় তাদের ঢেলে দেওয়া হবে জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায়, তখন তারা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে।

তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না করতে লাগলেন। অবশেষে সেখান থেকে উঠে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৭ পৃষ্ঠা)

কাশ লব পর মেরে রহে জারি, যিকির আঠোঁ পেহ্‌র তেরা ইয়া রব!
চশমে তর অওর কলবে মুদ্বতার দেয়, আপনি উলফত কি মায়ে পিলা ইয়া রব!

৩. ছেলে হতে তিলাওয়াত শুনলেন

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিজের ছেলেকে বললেন: "বাবা! কোরআন তিলাওয়াত শোনাও।" তিনি আরয করলেন: "কোন সূরা তিলাওয়াত করবো?" বললেন: "সূরা ক্বাফ।" ছেলে পড়তে শুরু করলেন।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন ১৯ নম্বর আয়াতে পৌঁছান:

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿۱۹﴾

(পারা: ২৬, সূরা: ক্বাফ, আয়াত: ১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আগমন করল সত্য সহকারে মৃত্যুর কঠোরতা। এ হল যা থেকে তুমি পালাতে।

তখন তাঁর দুইটি চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। বললেন: "আবার পড়ো, বৎস আমার! আবার পড়ো।" বললেন: "কোন সূরা পড়বো?" বললেন: "সূরা ক্বাফ পড়ো।" ছেলে আবার পড়তে শুরু করলো। দ্বিতীয়বারও তিনি যখন সেই আয়াতে আসেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উচ্চস্বরে কান্না করতে থাকেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৭ পৃষ্ঠা)

তা'লিবে মাগফিরাত হোঁ ইয়া আল্লাহ! বখশ দেয় বাহরে মুর্তযা ইয়া রব!
কর দেয় জান্নাত মেঁ তো জাওয়ার উন কা, আপনে আত্তার কো আতা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৮ পৃষ্ঠা)

৪. ভুল বের করার হুশ ছিলো!

কোরআন মজীদ শ্রবণের সময় হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মোহিত হয়ে যেতেন। একবার তাঁর সম্মুকে কোন ব্যক্তি কোরআন শরীফের কোন একটি সূরা তিলাওয়াত করলেন। তখন উপস্থিতির মধ্যে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, ব্যক্তিটি পড়ায় ভুল করেছে। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "কোরআন মজীদ শুনার সময় সেদিকে তাঁর হুশ ছিলো!"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৭ পৃষ্ঠা)

৫. তিলাওয়াত এমনি হওয়া উচিত!

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকালের পর তাঁর সম্মানিতা সহধর্মিনী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا শুধু কান্না করতেন, এমনকি কাঁদতে কাঁদতে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। একবার তাঁর ভাই মাসলামা ও হিশাম এসে তাঁকে বললেন: "প্রিয় বোন আমাদের! আপনি এতো করে কান্না করছেন কেন? আপনি যদি আপনার স্বামীর জন্য কান্না করে থাকেন, তবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন এমন এক মর্দে মুজাহিদ, যাঁর জন্য কান্না করা যায়। কিন্তু দুনিয়ার ধন-সম্পদ যদি আপনার কান্নার কারণ হয়ে থাকে, তবে আমরা এবং আমাদের সমুদয় সম্পদ আপনার পদতলে উৎসর্গ করছি।" হযরত ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বললেন: "আমি এ দুটোর কোনোটির জন্যই কান্না করছি না। **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমাকে কান্না করাচ্ছে সেই অভিনব অভাবনীয় দুঃখভরা দৃশ্য যা আমি এক রাতে দেখেছিলাম। সে রাতে আমি এ-ই বুঝেছিলাম যে, কোন অতিশয় ভয়াবহ দৃশ্য দেখে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই অবস্থা হয়ে যায় আর আজ রাতে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যাবে।" ভাইয়েরা এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বললেন: "আমি দেখলাম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামায পড়ছিলেন। কিরাত পাঠ করাকালে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন এই আয়াতে আসেন:

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ﴿٤﴾ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ﴿٥﴾

(পারা: ৩০, সূরা: ক্বারিয়া, আয়াত: ৪-৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যেদিন মানুষ এমন হবে যেন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো, পতঙ্গসমূহ এবং পর্বতসমূহ এমন হবে যেন ধুনিত তুলা।

তখন আয়াতটি পড়তেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জোরে এক চিৎকার দিয়ে বললেন: আহ! সেদিন আমার কী অবস্থা যে হবে! আহ! সেদিনটি কতইনা কঠিন ও কষ্টের দিন হবে! অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পরেন। তখন তাঁর মুখ দিয়ে অদ্ভুদ কিছু শব্দ শুনা যাচ্ছিল। অতঃপর একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। আমার ভয় হলো, প্রাণ বুঝি বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর হুশ ফিরে পেয়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

বললেন: আহ! সেদিন কতই যে কঠিন ব্যাপার ঘটবে। এরপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আহাজারি করতে করতে অস্থিরতার এক পর্যায়ে উঠানে চক্কর দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন: আহ! সেদিন তো আমার ধ্বংস হবে যেদিন মানুষ-জন ছড়ানো-ছিটানো পতঙ্গের ন্যায় আর পর্বত ধুণিত তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। সারা রাত তাঁর এই অবস্থা অব্যাহত ছিলো। ভোরে যখন ফজরের আযান শুরু হলো তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আবারও পড়ে যান। এবার তো আমি প্রাণ আর নাই বলে মনে করেছিলাম। কিছুক্ষণ পর তাঁর হুশ আসে, এতটুকু বলার পর হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! সেই রাতের কথা যখনই আমার মনে হয় তখনই আমার চোখ দিয়ে নিজেরও অজান্তে অশ্রু ঝরতে থাকে, যদিও আমি চাই চোখের পানি বন্ধ হয়ে যাক।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৩ পৃষ্ঠা)

খওফ আতা হে নারে দোযখ সে, হো করম বাহ্‌রে মোস্তফা ইয়া রব!
মেরা নাযুক বদন জাহান্নাম সে, বাহ্‌রে গাউছ ও রযা বাঁচা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কী রকম ভীত ও কম্পমান থাকতেন! অতিশয় রিয়াযত ও ইবাদত এবং গুনাহ্ থেকে বহু দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও সেসব ব্যক্তিত্বরা হাশর-নশর সম্পর্কে কীরূপ চিন্তিত থাকতেন! এদিকে আমরা আমাদের আখিরাত, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি ভুলেই বসেছি। নফস ও শয়তানের প্ররোচনায় এসে আমরা গুনাহকে আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী বানিয়ে নিয়েছি। গুনাহে লিপ্ত থাকাতে আমাদের নেই কোন লজ্জাবোধ, হয় না নেক কাজ হতে বঞ্চিত থাকার বোধোদয়। আহ! সেসব পবিত্র মনীষীদের সদকায় আমরাও যদি লজ্জাবোধের অশ্রু বিসর্জন দেয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে পারতাম!

www.dawateislami.net

নদামত সে গুনাহোঁ কা ইজালা কুছ্ তো হো জাতা,
হামেঁ রোনা ভি তো আতা নেতিঁ হায় নদামত সে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীনের খোদাভীতি

দুনিয়ায় আরও অনেক মহান মহান বুযুর্গানে দ্বীনেরা আগমন করেছিলেন। তাঁদের অন্তর **আল্লাহ পাকের** ভয়ে সদা কম্পমান থাকতো। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এমন যে, যেই পদ ও মর্যাদা মানুষের মনকে পাষাণ করে দেয়, তা তাঁর অন্তরকে বরং কোমলই করে দিয়েছিলো। প্রভাব ও প্রতিপত্তি মানুষকে উদাসীন বানিয়ে তোলে। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্তরকে তা **আল্লাহ পাক**-ভীতির কেন্দ্রে পরিণত করেছিলো। যেমনটি

আল্লাহ পাকের প্রতি ভীতি পোষণ করার প্রয়োজনীয়তা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বয়ানে বলেন: হে লোকেরা! **আল্লাহ পাককে** আবশ্যক মেনে নাও। কেননা **খোদাভীতি** প্রত্যেক কিছুরই বদলা স্বরূপ কিন্তু **তাঁর** কোন বদলা নাই। হে লোকেরা! আমি তোমাদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় না করে রেখে দিব না। কিন্তু যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে ব্যয় করবো। মনে রাখবে! **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করে মানুষের আনুগত্য করা জায়িয নেই। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৩৬ পৃষ্ঠা) একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে লোকেরা! সুযোগ বেশি দীর্ঘ আর কিয়ামত বেশি দূরে নয়, যার মৃত্যু এসে গেছে তার জন্য কিয়ামত হয়ে গেছে। (সীরাতে আব্দুল হিকম, ৩৭ পৃষ্ঠা)

আমার জন্য দোয়া করবেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সেনা বাহিনীর এক কর্মকর্তাকে লিখেছিলেন: **আল্লাহ পাকের** মহত্ব ও ভীতির সব চেয়ে বেশি যোগ্য বান্দা সেই ব্যক্তি, যে সেই মুসিবতে লিপ্ত রয়েছে যে মুসিবতে বর্তমানে আমি লিপ্ত

রয়েছি। **আল্লাহ পাকের** নিকট আমার চেয়ে বেশি কঠোর শাস্তির যোগ্য এবং আমার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউই নয়। আমি জানতে পারলাম যে, তুমি জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে চাও, তাই আমার বাসনা হলো: তুমি যখন জিহাদের সারিতে দাঁড়াবে তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করবে, **তিনি** যেন আমাকে শাহাদাত নসিব করেন। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

খোদাভীতির প্রভাব

হযরত সায়্যিদুনা আবু সায়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি কখনও কোন মানুষের চেহারায় এমন ভয়-ভীতি ও বিনম্রভাব লক্ষ্য করিনি, যেমনটি লক্ষ্য করেছি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর চেহারায়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

নিজের স্ত্রীর সাক্ষ্য

বাইরের লোকেরা তো কারো প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েও যেতে পারে, পরিবারের লোকেরাও প্রভাবিত হয় এমন লোক খুব কমই রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হলেন তাঁদেরই একজন। যেমনটি তাঁর সহধর্মিনী হযরত ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর নিকট আমীরুল মুমিনীনের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অন্য সবার তুলনায় নামায, রোযা অবশ্য বেশি করতেন না, কিন্তু আমি অন্য কাউকে তাঁর চেয়ে বেশি **আল্লাহ পাকের** ভয়ে ভীত ও কম্পমান দেখিনি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর বিছানায় যখন **আল্লাহ পাকের** স্মরণ করতেন, তখন **আল্লাহ পাকের** ভয়ে পাখিদের ন্যায় ছটফট করতেন। এমনকি আমার সন্দেহ হতো যে, তিনি এক্ষুণি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন আর লোকেরা কাল সকাল থেকেই খলিফাহারা হয়ে যাবে।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীনের মৃত্যুর স্মরণ

রাজা ও বাদশাহর দরবারে রাতের বেলা সাধারণত আনন্দ ফুর্তির আসর বসে থাকে। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে রাতের বেলা ফুকাহায়ে কিরামগণ একত্রিত হতেন। মৃত্যু ও কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা হতো আর উপস্থিত লোকেরা এমনভাবে কান্না করতেন যে, মনে হতো যেনো তাদের সামনে কোন লাশ রাখা আছে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৫ পৃষ্ঠা)

কবরবাসীদের কথা ভাবতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের এক সহচরকে বললেন: আমি চিন্তায় সারা রাত জেগে ছিলাম। তিনি জানতে চাইলেন: আপনি কোন বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন? বললেন: তুমি যদি তিন দিন পর কোন মৃতকে তার কবরে গিয়ে দেখ, তবে অনেক দিন যাবৎ তার সাথে তোমার ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তাকে তুমি ভয় করতে। পক্ষান্তরে তুমি যদি তার ঘরটি (কবরটি) দেখো, যাতে কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি ঘোরাফেরা করছে, পূঁজ প্রবাহিত হচ্ছে, কীট-পতঙ্গ তার শরীরকে খাচ্ছে, তার কাফন পুরাতন হয়ে গেছে, পূর্বে যা ছিলো সুন্দর, সুগন্ধ ছিলো চমৎকার, কাপড়ও ছিলো পরিষ্কার। এতটুকু বলার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিৎকার দিয়ে উঠেন এবং বেহুশ হয়ে যান। সম্মানিতা সহধর্মিনী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا আগমন করে তাঁর চেহারা মোবারকে পানি ছিঁটিয়ে দিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন হুশ ফিরে পেলেন, দেখলেন তাঁর স্ত্রী পাশে কান্না করছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: يَا فَاطِمَةُ مَا يُبْكِيكِ অর্থাৎ হে ফাতেমা! তুমি কান্না করছো কেন? তিনি আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার পৃথিবী থেকে বিদায় আর আমার থেকে দূরত্বের কথা ভেবে আমি কান্না করছি। বললেন: ফাতেমা! তুমি সত্য বলেছো। অতঃপর তিনি দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু পড়ে যেতে লাগলেন, স্ত্রী তাঁকে ধরে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচালেন। স্ত্রী বললেন: আমরা আপনার সম্পর্কে নিজেদের মনের সব ভাব ব্যক্ত করতে পারি না। আমীরুল মুমিনীন আবারোও বেহুশ হয়ে গেলেন অবশেষে নামাযের সময় হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা

বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তাঁর চেহারায় পানি ছিঁটালেন আর আওয়াজ দিলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! নামাযের সময় হয়েছে। সাথে সাথে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আতঙ্কিত হয়ে উঠে গেলেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা। সীরাতে ইবনে জওযী, ২২১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরাও আমাদের বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটাই, দুনিয়ার সকল কথাবার্তা বলি, কিন্তু আমাদের আড্ডা ও বৈঠকগুলোতে কবর-হাশর, **আল্লাহ পাকের** আযাব ও শাস্তি এবং আখিরাতের অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে কতটুকু আলোচনা হয়ে থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর আপনার মন থেকে জিজ্ঞাসা করুন। আহ! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর সদকায় আমাদেরও যদি আখিরাতের বাস্তব অনুভূতি নসীব হয়ে যেত!

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুর কথা স্মরণ করো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কোন নিকট আত্মীয়কে চিঠি লিখলেন: "যদি তোমার দিন রাতের যে কোন সময়ে মৃত্যুর কথা স্মরণ করার অনুভূতি জাগ্রত হয়, তবে দুনিয়ার নশ্বর সব বস্তু তোমার অপছন্দনীয় হয়ে যাবে এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী বস্তুগুলো তোমার পছন্দনীয় হয়ে যাবে।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

বাপ-দাদার কবরগুলো থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন

হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে কবরস্থানে গেলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন কবরগুলো দেখলেন কান্না জুড়ে দিলেন আর বললেন: "হে মাইমুন! এগুলো হলো আমার পূর্বপুরুষ বনু উমাইয়াদের কবর। মনে হয় যেন তাঁরা পৃথিবীবাসীদের সাথে ভোগ-বিলাসে শরিকই ছিলেন না। তুমি কি তাদের দেখছো না যে, তারা বিগলিত হয়ে গেছেন, অথচ আজ তাদের ঘটনাই কেবল অবশিষ্ট রয়েছে।" (ইহইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

আখিরাতের ভাবনা সৃষ্টিকারী এক চিঠি

তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একবার এক গভর্ণরকে আখিরাতের ভাবনা সম্পর্কিত একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "তুমি নিজেই নিজের সম্পর্কে শীঘ্রই চিন্তা-ভাবনা করে নাও, এর পূর্বে যে, তোমাকে অত্যন্ত দুর্ভাবনায় নিক্ষেপ করা হবে, যেমন তোমার পূর্বেকার লোকদের কি করা হয়েছিলো, তুমি তো লোকদের দেখেছো যে, তারা কীভাবে মৃত্যুবরন করে আর কীভাবে নিজেদের প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো আর এও দেখেছো যে, মৃত্যু কীভাবে দ্রুত তাওবা করিয়ে নেয়, কীভাবে সুদীর্ঘ জীবন লাভের আশা পোষণকারীদের সব বাসনা ধূলিসাৎ করে দেয়, কীভাবে বাদশাহ্ থেকে তাদের রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়, মৃত্যুই বড় উপদেশ, দুনিয়া হতে রূহ নিয়ে যাওয়া এবং আখিরাতের আগ্রহ সৃষ্টি করিয়ে দেয়। আমরা **আল্লাহ পাকের** নিকট অপমৃত্যু থেকে আশ্রয় চাই। আমরা তো **আল্লাহ পাকের** নিকট থেকে উত্তম মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর মঙ্গল প্রার্থনা করি। তুমি নিজের এমন কোন কাজ ও কথা দিয়ে দুনিয়া চেয়ো না, যা দ্বারা তোমার আখিরাতের ক্ষতি হয়ে যায়, যার কারণে **আল্লাহ পাক** তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান। ঈমান রাখবে যে, তোমার নিকট তোমার তকদীর তোমার রিযিক তোমাকে পৌঁছিয়ে দিবে আর তোমাকে তোমার দুনিয়ার পুরো অংশটাই দিয়ে দেবে, যাতে না বৃদ্ধি হতে পারে তোমার সামর্থের কারণে, আর না হ্রাস হতে পারে তোমার অসামর্থের কারণে। **আল্লাহ পাক** যদি তোমাকে অভাবগ্রস্ত করে দেন, তবে নিজের অভাবে নিরাপত্তা ও পবিত্রতা অবলম্বন করবে আর তোমার **রবে**র সিদ্ধান্তে মাথা নত করে দিবে আর **আল্লাহ পাক** তোমার ভাগ্যে যে ইসলামের ন্যায় মহান দৌলত দান করেছেন তাকেই গনীমত মনে করবে। দুনিয়ার যেসব নেয়ামত তোমার অর্জিত হবে না, সেসব নেয়ামতের ব্যাপারে তোমার মনকে এভাবে বানিয়ে নেবে যে, তোমার ইসলামেই নশ্বর দুনিয়ার সমস্ত স্বর্ণ-রৌপ্য হতে উত্তম প্রতিফল নিহিত রয়েছে। যে ব্যক্তি কেবল **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও জান্নাতের অন্বেষণে থাকে তাকে **আল্লাহ পাক** কখনও ক্ষতির সম্মুখীন করেন না আর যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের বিভীষিকা অর্জন করে নেবে, **আল্লাহ পাক** তার কখনও উপকার করবেন না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুকে ভয় করো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اِحْذَرُوا الْمَوْتَ فَاِنَّهٗ اَشَدُّ مَاقَبْلَهٗ وَاَهْوَلُ مَابَعْدَهٗ অর্থাৎ মৃত্যুকে ভয় করো, কেননা এর পূর্বেকার ব্যাপারাদি কঠিন আর পরবর্তী ব্যাপারাদি অতীব বিভীষিকাময়। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যুই

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি কখনও এমন দৃঢ় বিশ্বাস দেখিনি যাতে সন্দেহ মিশ্রিত রয়েছে, যেমনটি আমি লোকদের মৃত্যুর ব্যাপারে দেখেছি, তারা তাতে বিশ্বাস তো রাখে কিন্তু এর জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, যেন মনে হয় যে, মৃত্যুর আগমন সম্বন্ধে তাদের মনে সন্দেহ রয়েছে। (কুরতুবী, ৫ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

হার খতা তো দরগুজর কর বেকস ও মজবুর কি,
ইয়া ইলাহী মাগফিরাত কর বেকস ও মজবুর কি।
জিন্দেগী অউর মউত কি হে ইয়া ইলাহী কশমকশ,
জাঁ চলে তেরি রযা পর বেকস ও মজবুর কি। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৬ পৃষ্ঠা)

কবরের হৃদয়-বিদারক কাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন জানাযার সাথে কবরস্থানে গেলেন। সেখানে একটি কবরের পাশে বসে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিন্তায় ডুবে গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এখানে একা বসে আছেন কেন? বললেন: এখনই একটি কবর আমাকে ডাক দিয়ে বললো: হে ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! আমার নিকট কেন জানতে চাও না যে, আমি আমার ভেতর চলে আসা লোকদের সাথে কীরূপ আচরণ করি? আমি কবরটিকে বললাম: আমাকে অবশ্যই বলো। সে বলতে লাগলো: কেউ যখন আমার ভিতরে প্রবেশ করে তখন আমি তার কাফন ছিঁড়ে তার শরীরকে খন্ড-বিখন্ড করে দিই, তার মাংস খেতে থাকি, উভয় হাতকে কব্জি থেকে, পা'কে হাঁটু থেকে, গোড়ালিকে পায়ের তলা থেকে

আলাদা করে দিই। এতটুকু বলার পর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না করতে লাগলেন। হুশ ফিরে পেলে এভাবে কিছু শিক্ষণীয় মাদানী ফুল বিতরণ করতে লাগলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "হে ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুনিয়ায় আমরা অতি অল্প সময় অবস্থান করবো, এ দুনিয়ায় যারা (খুবই গুনাহগার হওয়া সত্ত্বেও) নেতৃত্বের অধিকারী (তারা আখিরাতে) খুবই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। যারা এই দুনিয়ায় সম্পদশালী, তারা (আখিরাতে) ফকীর হবে। এর যুবকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং যারা জীবিত তারা মারা যাবে। তোমার দিকে দুনিয়ার অগ্রসর হওয়া তোমাকে যেনো প্রতারিত করতে না পারে, কেননা তুমি জান যে, এটি অতি শীঘ্রই বিদায় নিয়ে যায়। কোরআন তেলাওয়াতকারীরা আজ কোথায়? বাইতুল্লাহ্‌র হাজীরা কোথায়? কোথায় রমযান মাসের রোযাদারেরা? মাটি তাদের শরীরের কী অবস্থা করেছে? কবরের কীট-পতঙ্গরা তাদের মাংসের কি পরিণতি করেছে? তাদের হাঁড় আর জোড়াগুলোর কী অবস্থা হয়েছে? **আল্লাহ পাকের** শপথ! তারা দুনিয়ার এই আরামদায়ক নরম কোমল বিছানাগুলোতে থাকতো, কিন্তু এখন তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও মাতৃভূমি ত্যাগ করে আনন্দের পরবর্তে সংকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে, তাদের বিধবারা অন্যকে বিয়ে করে আবারো ঘর সাজিয়ে নিয়েছে, তাদের সন্তানেরা পথে পথে ঘুরছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের ঘর-বাড়ি ও পরিত্যক্ত সম্পদগুলো নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নিয়েছে। **আল্লাহ পাকের** শপথ! তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ ভাগ্যবান রয়েছে, যারা নিজেদের কবরগুলোতে স্বাদ ভোগ করছে আর **আল্লাহ পাকের** শপথ! কেউ কেউ নিজ নিজ কবরগুলোতে শাস্তির শিকার হয়ে আছে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! হে মুর্খরা! যে ব্যক্তি আজ মৃত্যু কালে কখনও নিজের পিতার, কখনও আপন সন্তানের, কখনও আপন ভাইয়ের চোখের পলক বন্ধ করে দিচ্ছে, কাউকে গোসল করিয়ে দিচ্ছে, কাউকে কাফন পরিয়ে দিচ্ছে, কারো জানাযা কাঁধে নিচ্ছে, কারও জানাযার সাথে গমন করছে, কাউকে কবরে নামিয়ে দিচ্ছে। (মনে রাখবে! কাল এসব কিছু তোমার সাথেও হবে)। আহ! আমি যদি জানতে পারতাম, কোন গালটি (কবরে) সর্বপ্রথম নষ্ট হবে।" অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল

আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কাঁদতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেলেন এবং এক সপ্তাহ পর এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। (আর রওজুল ফায়িক, ১০৮ পৃষ্ঠা)

আখিরাতের সম্বল তৈরি করে নিন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে বয়ান করতে গিয়ে বলেন: এই মৃত্যুই দুনিয়াবাসীদের চাকচিক্য ও সৌন্দর্যকে খারাপ ও মলিন করে দিয়েছে, যখন তাদের কাছে মালাকুল মওত عَلَيۡهِ السَّلَام আগমন করেন তখন যেই অবস্থায় তারা ছিলো সেই অবস্থাতেই তাদের রূহ্ কবয করে নেন। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে না, তার জন্য রয়েছে আখিরাতে আক্ষেপ ও হতাশা। আহ! এমন লোকেরা যদি নম্রতা ও সহজতায় স্মরণ করতো, তবে নিজের জন্য কোন নেক আমল আগে থেকে পাঠিয়ে দিতো, যা দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের ছেড়ে যাওয়ার পর পেতো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

নষ্ট না হওয়া কাফন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার কবরস্থানে গেলেন, একটি কবর থেকে আওয়াজ এলো: "আমি কি আপনাকে এমন কাফন সম্পর্কে বলবো না, যা কখনও নষ্ট হয় না।" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তরে বললেন: "অবশ্যই বলবে।" আওয়াজ এলো: "তাকওয়া ও নেকীর কাফন।"

(আল হিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুকে স্মরণ করার উপকারিতা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সিরিয়াবাসীদের প্রতি একটি চিঠিতে হামদ ও সালাতের পর লিখেন: مَنۡ اَكۡثَرَ ذِكۡرَ الۡمَوۡتِ رَضِیَ مِنَ الدُّنۡیَا بِالۡیَسِیۡرِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা অধিকহারে স্মরণ রাখে সে দুনিয়ার সামান্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিরূপ সুন্দর উপদেশ! দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার কথা যার সর্বদা মনে থাকে, সে "هَلۡ مِنۡ مَّزِيۡدٍ" (অর্থাৎ আরও কিছু আছে কি?) এর ধ্বনি তুলবে না, বরং সামান্য কিছুই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

দুনিয়াবী দুঃখ-বেদনার প্রতিকার

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শাহজাদা আব্দুল আযীয বলেন: আমার সম্মানিত আব্বাজান প্রায় বলতেন: اِذَا كُنۡتَ مِنَ الدُّنۡيَا فِيۡمَا يَسُوۡءُكَ فَاذۡكُرِ الۡمَوۡتَ فَاِنَّهٗ يُسَهِّلُهٗ عَلَيۡكَ অর্থাৎ যখন তুমি দুনিয়াবী দুঃখ-বেদনা পাবে, তখন মৃত্যুকে স্মরণ করো, তা সহ্য করা সহজ হবে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

আসলেই যদি মৃত্যুর কঠোরতা সর্বদা স্মরণ থাকে, তবে যে কোন দুনিয়াবী বিপদ তার সামনে ছোট বলেই মনে হবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মৃত্যুর কঠোরতা সম্পর্কে ইরশাদ করেন: সহজতর মৃত্যু হলো তুলার মধ্যে কাঁটাযুক্ত কোন কাঠির ন্যায়, তা যখন টানা হবে তখন সাথে করে অবশ্যই কিছু না কিছু তুলাও বের হয়ে আসবে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মওত, হাদীস নং: ৪২১৬, ১৫তম খন্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

কাঁটাযুক্ত কাঠি

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হযরত সায়্যিদুনা কা'আব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে বললেন: আমাদেরকে মৃত্যুর কঠোরতা সম্পর্কে কিছু বলুন। হযরত কা'আব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! মৃত্যু হলো এমন একটি কাঠির ন্যায়, যাতে অনেক কাঁটা রয়েছে এবং তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করলো এবং এর প্রতিটি কাঁটা প্রতিটি শিরায় শিরায় ঢুকে গেলো, অতঃপর তা একজন ব্যক্তি অত্যন্ত কঠোরভাবে টেনে বের করলো, কিছু বেরিয়ে আসলো আর অবশিষ্ট শরীরেই রয়ে গেলো। (জামেউল উলুম, হাদীস নং: ৩৮, ৪৫৯ পৃষ্ঠা)

দুনিয়াতে আসা সহজ, এখান থেকে যাওয়া কঠিন

হযরত সায়্যিদুনা ফুজাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়ায় আসা সহজ কিন্তু এখান থেকে যাওয়া সহজ নয়। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুর সময় তিনটি বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়, প্রথমতঃ মৃত্যুর যন্ত্রনা, যা এক্ষুণি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ হযরত সায়্যিদুনা আজরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর আকৃতি দর্শন এবং তাঁকে দেখে অন্তরে অতিশয় ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হবে, যদি অসীম সাহসী কোন ব্যক্তিও মালাকুল মওতের সেই আকৃতি দেখে, যা তিনি ফাসিক ও ফাজিরের (গুনাহগারের) মৃত্যুর সময় গ্রহণ করে আসেন, তবে সহ্য করতে পারবে না। যেমনটি

বেহুশ হয়ে গেলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام কে বললেন: আপনি কি আমাকে আপনার সেই আকৃতি দেখাতে পারবেন, যা ধারণ করে আপনি গুনাহ্গারদের প্রাণ হরণ করতে যান? তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আপনি সেই আকৃতি দেখে সহ্য করতে পারবেন না। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: আমি দেখতে চাই। অতএব মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: কিছুক্ষণ আপনি অন্যদিকে মনযোগ দিন। যখন তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কিছুক্ষণ পর তাকালেন, তখন একজন কালো লোক দেখতে পেলেন, যার পশমগুলো খাড়া ছিলো, দুর্গন্ধের ঝাঁঝ উঠতে লাগলো, কালো কাপড় পরিহিত এবং তার নাক ও মুখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছিলো আর ধোঁয়া উঠছিলো। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এই দৃশ্য দেখে বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন তাঁর হুশ ফিরে আসলো তখন দেখতে পেলেন যে মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام আগের আকৃতিতে তাঁর সামনে বসে আছেন। হযরত ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: ফাসিক ও ফাজিরদের (গুনাহগারদের) জন্য অন্য কোন কঠোরতা যদি নাও হয়ে থাকে, তবুও কেবল আপনার আকৃতি দেখাটাই তার জন্য অনেক বড় শাস্তি।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৬৯ পৃষ্ঠা)

কিরামাইন কাতিবিনের মুখোমুখি

মৃত্যুর সময় একটি স্পর্শকাতর মুহূর্ত হলো রক্ষণাবেক্ষণকারী ফিরিশতাদের দেখার, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ওহাইব رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه হতে বর্ণিত, আমি এরূপ জানতে পারলাম যে, যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন মৃত্যুর পূর্বে সে আমলনামা লিখক ফিরিশতাদের দেখতে পায়, যদি সে নেককার হয়ে থাকে, তখন তাঁরা বলেন: **আল্লাহ পাক** তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুক, তুমি আমাদেরকে অত্যন্ত ভাল মজলিস সমূহে বসিয়েছো এবং অনেক ভাল আমল লিখতে দিয়েছো আর পক্ষান্তরে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিটি যদি গুনাহ্‌গার হয়ে থাকে, তবে তাঁরা বলেন: **আল্লাহ পাক** তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রদান না করুক, তুমি আমাদেরকে অত্যন্ত খারাপ মজলিস সমূহে বসিয়েছো এবং গুনাহে ভরা অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে বাধ্য করেছো, **আল্লাহ পাক** তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান না করুক। তখন মানুষের চোখ খুলে যায় আর সে **আল্লাহ পাকের** ফিরিশতাদের ছাড়া অন্য কিছু সে দেখতেই পায় না। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৭০ পৃষ্ঠা)

কাটা মুরগির ন্যায় ছটফট করতেন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন যোবাইর رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه এর সামনে যখন মালাকুল মওত عَلَيۡهِ السَّلَام এর কথা আলোচনা করা হতো, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه কাটা মুরগির ন্যায় ছটফট করতেন আর এতোই কান্না করতেন, তাঁর দাঁড়ি মোবারক চোখের পানিতে ভিজে যেতো।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৪ পৃষ্ঠা)

নরম হাদীস শরীফ বয়ান করতাম

হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন মেহরান رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه হতে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه আমাকে বললেন: হে মাইমুন! আমাকে একটি হাদীস শরীফ শুনান। অতএব আমি তাঁকে একটি হাদীস শরীফ শুনালাম, যা শুনে তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه এতই কান্না করলেন যে, আমাকে বলতে হলো: হে আমীরুল

মুমিনীন! আমি যদি আগে জানতাম, এ হাদীস শরীফটি শুনে আপনি এত কান্না করবেন, তবে আমি এর চেয়ে কিছুটা নম্র হাদীস শরীফই বর্ণনা করতাম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

শরীরের লোম খাড়া হয়ে যেতো

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আবি আরুবা رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: كَانَ عُمَرُ بۡنُ عَبۡدُ الۡعَزِيۡزِ اِذَا ذَكَرَ الۡمَوۡتَ اِضۡطَرَبَتۡ أَوۡصَالُهٗ অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করতেন, তখন তাঁর শরীরের লোম খাড়া হয়ে যেতো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা)

সফরের আর কতদূর বাকি?

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ একটি চিঠিতে কাউকে বুঝাতে গিয়ে লিখেন: "হে আমার ভাই! তুমি অনেক সফর করেছো আর সামান্যই বাকি রয়েছে, নিজেকে দুনিয়ার প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখো, কেননা দুনিয়াটা তারই আবাস যার আর কোন আবাস নাই, তারই সম্পদ যার আর কোন সম্পদ নাই, হে আমার ভাই! তুমি মৃত্যুর কাছাকাছি এসে গেছো, অতএব তুমি নিজেই নিজেকে বুঝিয়ে নাও, লোকেরা যেনো তোমাকে বুঝাতে না পারে।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

আমন্ত্রণকারীর নিকট কতক্ষণ থাকবে?

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এক ব্যক্তিকে বললেন: আমি গত রাতে একটি সূরা তিলাওয়াত করেছিলাম, যাতে যিয়ারতের কথা উল্লেখ ছিলো, অর্থাৎ

اَلۡهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾

حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾

(পারা: ৩০, সূরা: তাকাসুর, আয়াত: ১-২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে সম্পদের অধিক কামনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কবরসমূহের মুখ দেখেছো।

www.dawateislami.net

অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জিজ্ঞাসা করলেন: এবার বলো তো, কোন যিয়ারতকারী আমন্ত্রণকারীর (কবরবাসীদের) নিকট কতক্ষণ অবস্থান করতে পারে? অবশেষে তাকে সেখান থেকে চলে তো আসতেই হবে, সে কিন্তু জানে না যে, (তার আসাটা কি) জান্নাতের দিকে না কি জাহান্নামের দিকে।” (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১৬ পৃষ্ঠা)

জানাযা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর সর্বশেষ খোৎবায় বলেন: “হে লোকেরা! তোমাদের নিকট যে সম্পদ রয়েছে তা মৃতদেরই পরিত্যক্ত, অবশেষে তোমরাও তা এখানেই রেখে চলে যাবে, তোমরা কি জানো না যে, তোমরা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় এই দুনিয়া হতে বিদায় নেওয়া মৃতদেহের পেছনে পেছনে চলতে থাকো, তোমরা তাদেরকে কবরের সেই গর্তে ঢুকিয়ে দাও যেখানে না কোন বিছানা রয়েছে না আছে বালিশ, এই মৃত লোকটি তার সমস্ত ধন-সম্পদ ও বিলাস সামগ্রী এখানেই রেখে যায়, বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিকে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়, হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হয়, সে ঐসকল কিছুর দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, যা সে আগে থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো আর যা কিছু সে রেখে এসেছে সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপ করে না।” অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চোখে কাপড় দিয়ে কান্না করতে করতে মিম্বর থেকে নিচে নেমে আসেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুকে স্মরণ করো

কোরাইশ বংশীয় এক লোক, যে খলিফাদের নিকট নিজের চাহিদা নিয়ে এসে কখনও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়নি, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকটও এলো। এসেই তার চাহিদার কথা উপস্থাপন করলো। তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: لَا يَجُوۡزُ هٰذَا অর্থাৎ এ তো জায়িয নয়। রীতি বহির্ভূত সে নিজের উদ্দেশ্যে সফল হতে না পেরে রাগান্বিত হয়ে চলে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা

ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লোকটিকে পুনরায় ডাকলেন। সে মনে করলো হয়ত এবার তাঁর মত বদলেছে, তার কাজটি হবে। সে যখন আবার এলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে বললেন: "اِذَا رَاَيْتَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا فَاَعْجَبَكَ فَاذْكُرِ الْمَوْتَ فَاِنَّهٗ يُقَلِّلُهٗ فِيْ نَفْسِكَ وَاِذَا كُنْتَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا قَدْ غَمَّكَ وَنَزَلَ بِكَ فَاذْكُرِ الْمَوْتَ فَاِنَّهٗ يُسَهِّلُهٗ عَلَيْكَ وَهٰذَا اَفْضَلُ مِنَ الَّذِيْ طَلَبْتَ অর্থাৎ তুমি যখন দুনিয়ার কোন বস্তু দেখ আর তা তোমার পছন্দ হয়ে যায়, তখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, তাতে সেই বস্তুটির চাহিদা তোমার দৃষ্টিতে কমে যাবে আর যখন দুনিয়ার কোন বস্তু দেখবে, যা তোমার হস্তগত না হওয়ার কারণে তোমাকে চিন্তিত করে তোলে, তখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, তবে সে বস্তুটি না পাওয়ার দুঃখ কমে যাবে, যাও! এ উপদেশটি তোমার জন্য তা থেকে উত্তম যা তুমি চেয়েছিলে।" (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৪৩ পৃষ্ঠা) অনুরূপ একটি উপদেশ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার আম্বাসা বিন সাঈদকেও এরকম একটি নসীহত করেছিলেন: "اَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، فَاِنْ كُنْتَ فِيْ ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ وَسَّعَهٗ عَلَيْكَ، وَاِنْ كُنْتَ فِيْ سَعَةٍ مِّنَ الْعَيْشِ ضَيَّقَهٗ عَلَيْكَ" অর্থাৎ তুমি মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করবে, এর দুইটি উপকারিতা রয়েছে, তুমি যদি দুরবস্থায় থাকো, তবে মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে তোমার মনে প্রশান্তি আসবে আর যদি স্বচ্ছল অবস্থায় থাকো, তবে তা তোমার আরাম-আয়েশকে তিক্ত করে দিবে।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

আসলেই মানুষ যখন বিশুদ্ধ অন্তরে সত্য মনে নিজের মৃত্যু ও এর পরবর্তী বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তখন দুনিয়াবী পরীক্ষাগুলো তার নিকট কিছুই বলে মনে হয় না, সে যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকে, তবে সেগুলো ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তা তাকে এর প্রতি টানকে কমিয়ে দেয়, ফলে তার মন অযথা ও অশ্লিলতা থেকে পবিত্র হয়ে ইবাদত ও রিয়াজতের দিকে ঝুঁকে যায়। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও অধিকহারে মৃত্যুর কথা স্মরণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমনটি-

স্বাদকে নস্যাৎকারী

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মসিজদে প্রবেশ করে কিছু লোককে হাসতে দেখে ইরশাদ করেন: "তোমরা যদি স্বাদকে নস্যাৎকারীকে (মৃত্যুকে) অধিকহারে স্মরণ করতে, তবে তা তোমাদেরকে এই অবস্থা থেকে দূরে রাখতো, যাতে আমি তোমাদেরকে লিপ্ত দেখছি। অতঃপর ইরশাদ করলেন: اَکْثِرُوْا ذِکْرَ ھَاذِمِ اللَّذَّاتِ অর্থাৎ স্বাদক নস্যাৎকারী মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করো।

(শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৮২৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কিয়ামতের ভয়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ কিয়ামতের প্রতিও খুব ভীত থাকতেন। এজিদ বিন খাওশব বলেন: "আমি হাসান বসরী এবং ওমর বিন আব্দুল আযীয (رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِمَا) থেকে অধিক অন্য কাউকে কিয়ামতের প্রতি ভীত দেখিনি। মনে হতো যেনো দোযখ কেবল তাঁরা উভয়ের জন্যই তৈরি করা হয়েছে।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৬ পৃষ্ঠা)

আমীরুল মুমিনীনের জান্নাতবাসী ও দোযখবাসীদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর মজলিসে আলাপ-আলোচনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো। তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ একেবারেই নীরব বসে আছেন, জিজ্ঞাসা করা হলো: "হুযুর! কী ব্যাপার, আপনি একদম নীরব কেনো?" তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বললেন: "আমি জান্নাতবাসীদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম যে, তাঁরা কীভাবে একে অপরের সাথে আন্দচিত্তে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন, কিন্তু দোযখীরা একে অপরকে সীমাহীন অস্থিরতা নিয়ে সাহায্যের আর্তনাদ তুলবে।" এতটুকু বলার পর তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ কান্না করতে লাগলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৪ পৃষ্ঠা)

আমি যেনো দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যাই

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সূরা ইউনুসের ৬১ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ

(পারা: ১১, সূরা: ইউনুস, আয়াত: ৬১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপনি যে কোন কর্মে রত হোন ও তার পক্ষ থেকে কিছু ক্বোরআন পাঠ করুন এবং তোমরা যে কোন কাজ করো, আমি তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা সেটা আরম্ভ করো।

তখন কান্না জুড়ে দিলেন, তাঁর কান্নার শব্দ ঘরের অধিবাসীদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছলো তখন সম্মানিতা সহধর্মিনী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا লাফ দিয়ে এলেন, যখন তিনি তাঁকে কান্নারত দেখলেন, তখন তিনিও পাশে বসে কান্না করতে লাগলেন, পরিবারের অন্যান্যরাও তাঁর চারপাশে এসে জমা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর শাহাজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ও এসে গেলেন এবং সবাইকে কান্না করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: আব্বাজান! কি হয়েছে? আপনি কাঁদছেন কেন? বললেন: বৎস! তেমন কিছু না, তোমার পিতার বাসনা যে, দুনিয়াবাসীরা তাকে এবং সে দুনিয়াবাসীকে যদি না চিনতো। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন: আমার এই ভয় হয়েছিলো যে, আমি যেন দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যাই। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৭ পৃষ্ঠা)

বেহেশত-দোযখের আলোচনায় কেঁদে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন কায়স رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "একদা দুপুরে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমাকে বললেন: "বেহেশত ও দোযখ সম্পর্কে আলোচনা করুন।" আমি যখন বেহেশত ও দোযখের অবস্থাদির

কথা আলোচনা করলাম, তখন এতই কান্না করলেন যে, আমি কাউকে এতো বেশি কান্না করতে দেখিনি।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৮ পৃষ্ঠা)

হাওজে কাউছারের পেয়ালাভর্তি পানি পান করার অদম্য বাসনা

হযরত সায়্যিদুনা আবু সালাম আসওয়াদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বললাম: আমি হযরত সায়্যিদুনা ছাওবান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে বলতে শুনেছি, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমার হাওজ ‘আদন’ থেকে ‘ওম্মান’ পর্যন্ত বিস্তৃত, এর পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং এর পেয়ালাগুলোর সংখ্যা নক্ষত্ররাজির সংখ্যার সমান, যে ব্যক্তি এ থেকে এক চুমুক পানি পান করবে, এরপর তার আর কখনও পানির তৃষ্ণা লাগবে না আর এই হাওজে সর্বপ্রথম আগমনকারী হবে সেই মুহাজির ফকীরগণ যাদের মাথা হবে ধূলায়মলিন এবং পরিধেয় কাপড় হবে ময়লাযুক্ত, যারা সুন্দরী ও ধনাঢ্য মহিলাদের বিয়ে করতে পারতো না এবং যাদের জন্য দরজাও খোলা হতো না।” এই সুসংবাদ মূলক বাণী শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আক্ষেপ করে বললেন: “কিন্তু আমি তো সুন্দরী মহিলাদের মধ্যে ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিককে বিয়ে করে নিয়েছি এবং আমার জন্য তো দরজাও খুলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজ থেকে আমি আমার মাথা ধৌত করবো না যতক্ষণ না ধুলোমলিন হয়ে না যায় আর আমার পরিধেয় কাপড়ও ধৌত করবো না যতক্ষণ না ময়লাযুক্ত না হয়ে যায়।” (তিরমিযী, কিতাবু ছিফতিল কিয়ামাহ্, হাদীস নং: ২৪৫২, ৪র্থ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কিয়ামতের পরীক্ষার ভাবনা

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট কোন কাজে এসে আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! এখন আমি আপনার

সামনে দন্ডায়মান, এই থেকে আপনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে আপনার নিজের দন্ডায়মান হওয়ার কথা ভাবুন, যে দিন দাবীদারদের আধিক্য আপনাকে **আল্লাহ পাক** থেকে অদৃশ্য করতে পারবে না, যে দিন আপনি **আল্লাহ পাকের** সামনে উপস্থিত হবেন, সে দিন না আপনি আমলের উপর ভরসা করতে পারবেন, না পাবেন গুনাহ্ হতে ছাড়া পাওয়ার কোন পথ। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ এ কথা শুনে বললেন: "ভাই! এই কথাগুলো আরেক বার বলুন।" লোকটি পুনরায় বললেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ কেঁদে দিলেন আর বলতে লাগলেন: "কথাগুলো আমাকে আর একটিবার শুনাও।"

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৪১ পৃষ্ঠা)

কিয়ামতের ৫টি প্রশ্ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হাসি বা কাঁদি, ছটফট করতে থাকি কিংবা অলস নিদ্রায় অতিবাহিত করি না কেনো, কিয়ামতের পরীক্ষা কিন্তু একেবারেই সত্য। **তিরমিযী শরীফে** এই পরীক্ষা সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে: "কিয়ামত দিবসে কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের পা সরাতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। (১) তুমি তোমার জীবন কীভাবে কাটিয়েছো? (২) যৌবন কীভাবে কাটিয়েছো? (৩) ধন-সম্পদ কীভাবে অর্জন করেছো? (৪) তা কোথায় কোথায় ব্যয় করেছো? (৫) তোমার ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছো?

(জামে তিরমিযী, হাদীস নং: ২৪২৪, ৪র্থ খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

পরীক্ষা তো মাথার উপর

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করার পর লিখেন: আজ দুনিয়াতে যে শিক্ষার্থীর পরীক্ষা কাছে এসে যায়, সে অনেক দিন আগে থেকেই চিন্তিত হয়ে পড়ে। তার উপর সর্বদা এক ধরনের ধ্যান কাজ করে। **"পরীক্ষা মাথার উপর"** সে রাত জেগে এর জন্য প্রস্তুতি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আয়ত্ব করতে খুবই সাধনা করে যে, হয়ত এই প্রশ্ন আসবে হয়ত ঐ প্রশ্ন আসবে আর এভাবে হয়তঃ প্রত্যেক সম্ভাবনাময়ী প্রশ্ন আয়ত্ব করে নেয়, অথচ দুনিয়ার

পরীক্ষা খুবই সহজ, তাতে হেরপের হতে পারে, ঘুষ চলতে পারে আর তার উপকারীতাও মাত্র এতটুকু যে, সফলতা লাভকারীর এক বছরের উন্নতি লাভ হয়, অথচ ফেল হওয়া ব্যক্তিকে জেল খানায় পাঠানো হয় না। মাত্র এতটুকু ক্ষতি হয় যে, তাকে এক বছরের উন্নতি লাভ করা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভাবুন! সত্যিই এই দুনিয়াবী পরীক্ষার জন্য মানুষ কতই না সাধনা করছে। এভাবেই সে ঘুম দূরকারী ট্যাবলেট (ঔষধ) খেয়ে সারারাত জাগ্রত থেকে এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন। কিন্তু আফসোস! কিয়ামতের পরীক্ষার জন্য আজ মুসলমানদের চেষ্টা মোটেই না হওয়ার মতই। যার ফলাফলে সফলতা প্রাপ্তিতে জান্নাত অর্জিত হবে, যা অশেষ শান্তিময় স্থান আর ফেল হওয়াতে জাহান্নামের চরম শাস্তির যোগ্য হতে হবে।

(কিয়ামতের পরীক্ষা, ৭ পৃষ্ঠা)

কেবল একটি নেকী চাই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সবাইকে কিয়ামতের জ্ঞানলোপকরা অবস্থাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। গুনাহ্ থেকে বেঁচে থেকে নেকী অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত, সেদিন আমাদের এক একটি নেকির মর্যাদা উপলব্ধি হবে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনছারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন যুগশ্রেষ্ঠ তাফসীর **'তাফসীরে কুরতুবী'**তে লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি তার পিতার নিকট এসে বলবে: "আব্বাজান! আমি কি আপনার অনুগত ছিলাম না? আমি কি আপনার সাথে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করতাম না? আমি কি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলাম না? আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমি এখন কোন বিপদে নিমজ্জিত হয়ে গেছি! আপনি আপনার নেকীগুলো হতে আমাকে কেবল একটি নেকী দান করুন অথবা আমার একটি গুনাহ্রে বোঝা আপনি নিয়ে নিন।" পিতা বলবে: "বৎস আমার! তুমি আমার নিকট যা চেয়েছো তা তো সহজই, কিন্তু আমি এখন সে বিষয় নিয়েই ভয় করছি, যে বিষয়ে তুমি ভয় করছো।" তখন পিতা পুত্রের জন্য কৃত অনুগ্রহগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একই দাবী করবে। তখন পুত্র উত্তরে বলবে: "আপনি তো অনেক

কমই চেয়েছেন, আমারও কিন্তু একই বিষয়েরই ভয়, যার ভয় আপনার মাঝেও রয়েছে।” এমনিভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে: “আমি কি তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করতাম না? তুমি আমার একটি গুনাহের বোঝা উঠিয়ে নাও, তাতে হয়ত আমি মুক্তি পেয়ে যাবো।” স্ত্রী উত্তরে বলবে: “আপনি তো একটি জিনিসই চেয়েছেন, আমিও একই ভয়ে আছি, যে ভয়ে আপনি রয়েছেন।” হযরত সায়্যিদুনা ফুজাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “কিয়ামত দিবসে এক মা তার সন্তানকে বলবে: “হে আমার কলিজার টুকরো! আমার পেট তোমার জন্য কি অবস্থান স্থল ছিলো না? আমার বুকে তোমার জন্য (দুধের) ভান্ডার ছিলো না? আমার কোল কি তোমার জন্য আরামের জায়গা ছিলো না?” সেও স্বীকার করে বলবে: “হবে না কেন মা?” মা বলবে: “আজ গুনাহের ভারী বোঝার নিচে পতিত হয়েছি, তুমি এগুলো হতে শুধুমাত্র একটি বোঝা উঠিয়ে নাও।” সন্তান এবার অস্বীকার করে বলবে: “আম্মাজান! এখন যান, কেননা আমি তো নিজের গুনাহ্ নিয়েই ব্যস্ত। (কুরতুবী, ৭ম খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

কিয়ামত কি গরমি মেঁ সায়া আতা হো, করম সে তেরে আরশ কা ইয়া ইলাহী!
খোদায়া মুঝে বে হিসাব বখশ দেনা, মেরে গউছ কা ওয়াস্তা ইয়া ইলাহী!
জাওয়ার আপনি জান্নাত মেঁ মুঝ কো আতা কর,
তেরে পেয়ারে মাহবুব কা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পুলসিরাত অতিক্রম করো

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক দাসী তাঁর দরবারে এসে বললো: জাহাপনা! আমি একটি আশ্চর্য জনক স্বপ্ন দেখেছি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলে দাসীটি বললো: “আমি দেখলাম যে, জাহান্নামে আগুন জ্বালানো হলো, এর উপর পুলসিরাত রেখে দেওয়া হলো, অতঃপর উমাইয়া বংশীয় খলিফাদের নিয়ে আসা হলো, সর্বপ্রথম খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানকে সেই পুলসিরাত দিয়ে গমন করার নির্দেশ দেওয়া হলো, অতএব তিনি পুলসিরাত দিয়ে গমন করতে লাগলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি কিছু দূর যেতেই

পুলটি উল্টে গেলো, তিনি জাহান্নামে পড়ে গেলেন।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ জিজ্ঞাসা করলেন: “তারপর কী হলো?” দাসীটি বললো: “অতঃপর তার পুত্র ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিককে আনা হলো, তিনি একই ভাবে পুলসিরাত পার হতে লাগলেন, হঠাৎ তিনিও পুলসিরাত হতে উল্টে দোযখে গিয়ে পড়লেন।” তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ জিজ্ঞাসা করলেন: “অতঃপর কী হলো?” বললো: “এরপর সেলায়মান বিন আব্দুল মালিকে উপস্থিত করা হলো, তাকেও পুলসিরাত পার হবার নির্দেশ দেওয়া হলো, তিনিও চলতে শুরু করলেন, কিন্তু তিনিও দোযখের গভীরে গিয়ে পতিত হলেন।” খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন: “এরপর কী হলো?” সে বললো: “হে আমীরুল মুমিনীন! সর্বশেষ আপনাকে উপস্থিত করানো হলো।” দাসীর এই বাক্যটি শোনার সাথে সাথে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন। দাসীটি তাড়াতাড়ি বললো: “হে আমীরুল মুমিনীন! **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি দেখেছি যে, আপনি নিরাপদে পুলসিরাত পার হয়ে গেছেন।” কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ দাসীটির কথা বুঝতে পারলেন না, কেননা তিনি ভয়ে এমনভাবে জড়সড় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ হুশ হারিয়ে এদিক-ওদিক হাত-পা ছুড়াছুড়ি করছিলেন। (ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুল খওফ, ৪র্থ খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অথচ নবী ব্যতিত অন্য কারো স্বপ্ন শরীয়াতে দলিল নয়। তা সত্ত্বেও আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ পুলসিরাত পার হওয়ার ব্যাপারটিতে কীরূপ স্পর্শকাতর ছিলেন। আসলেই পুলসিরাতের ব্যাপারটি বড়ই স্পর্শকাতর, পুলসিরাত চুলের চেয়েও সরু, তাওবারির চেয়েও ধারালো, এটি জাহান্নামের উপরিভাগে স্থাপন করা থাকবে। **আল্লাহ পাকের** শপথ! এটি হল এক শ্বাসরুদ্ধকর স্তর, প্রত্যেককেই এর উপর দিয়ে গমন করতে হবে। (পুলসিরাতের ভয়াবহতা, ৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের শাস্তির ভয়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দুনিয়াতেও **আল্লাহ পাকের** আযাবের ভয় সর্বদাই থাকতো। একবার খুব জোরে বাতাস শুরু হয়ে গেলো, তখন তাঁর চেহারা কালো হয়ে গেলো, এক ব্যক্তি বললো: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার এ কি অবস্থা হলো?" বললেন: "দুনিয়ায় একটি জাতিকে এই বাতাসই ধ্বংস করে দিয়েছিলো।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই ঘটনায় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূতঃপবিত্র চরিত্রের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। যেমনটি

মেঘ দ্বারা যেনো শাস্তি না হয়

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا হতে বর্ণিত, যখন **নবী করীম, রউফ রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তীব্র ঝড়ো হাওয়া দেখতে পেতেন আর আকাশে যখন মেঘ ছেয়ে যেতো তখন **তাঁর** নূরানী চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে যেতো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুজরা শরীফ হতে কখনো বের হয়ে যেতেন আর কখনো প্রবেশ করতেন, অতঃপর যখন বৃষ্টি হয়ে যেতো, তখন এই অবস্থাও বন্ধ হয়ে যেতো। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنِّیۡ خَشِیۡتُ اَنۡ یَّکُوۡنَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلٰی اُمَّتِیۡ অর্থাৎ আমার ভয় হয় যে, এই মেঘ যেনো **আল্লাহ পাকের** শাস্তি না হয়, যা আমার উম্মতের প্রতি পাঠানো হয়েছে।"

(শুয়াবুল ঈমান, বাবুন ফিল খওফি মিনাল্লাহি তায়ালা, ১ম খন্ড, ৫৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৯৯৪)

কেউ জান্নাতে যাবে আর কেউ জাহান্নামে

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার কান্না করছিলেন। তাঁকে কান্নারত দেখে তাঁর সম্মানিতা সহধর্মিনী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَاও কান্না জুড়ে দিলেন, অতঃপর পরিবারের সবাই কান্না শুরু করে দিলেন, কান্না যখন থামলো, আবেদন করা হলো: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কী কারণে কান্না করছিলেন?" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন:

“আমার **আল্লাহ্ পাকের** দরবারে উপস্থিত হওয়ার কথা মনে পরে গিয়েছিলো, যার পড়ে কেউ জান্নাতে যাবে, কেউ যাবে জাহান্নামে।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা)

অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত আর হাসেননি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর এক গোলাম বলেন: “আমি রাতের বেলা তাঁর খেদমতে উপস্থিত থাকতাম, অধিকাংশ সময় তাঁর কান্নার কারণে ভালভাবে ঘুমাতেও পারতাম না, এক রাতে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه অন্যান্য রাতের চেয়েও বেশি কান্নাকাটি করলেন, যখন ভোর হলো তখন আমাকে ডেকে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এভাবে নসিহত করলেন: “কল্যাণ এতে নয় যে, তোমার কথা শোনা হবে এবং আনুগত্য করা হবে বরং এতেই নিহিত যে, তোমাকে তোমার **রব তায়ালা** হতে বাধা দেওয়ার পরও তুমি **তাঁর** আনুগত্য করবে।” অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه তাগাদা দিয়ে বললেন: “সকাল বেলা যখন ভালভাবে দিনের আলো বৃদ্ধি পাবে না, কাউকে আমার নিকট আসতে দিওনা, কেননা লোকেরা আমার ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবে না।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক! আজ রাতে আপনি এতো বেশি কান্না করেছেন, যা আগে কখনও দেখিনি।” আমার এই কথা শোনার সাথে সাথে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه কাঁদতে কাঁদতে বললেন: “**আল্লাহ্ পাকের** শপথ! আমার **আল্লাহ্ পাকের** দরবারে দন্ডায়মান হওয়ার দৃশ্য মনে পড়ে গিয়েছিলো।” এতটুকু বলার পর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه হুশ হারিয়ে ফেললেন, দীর্ঘক্ষণ পর হুশ ফিরে পেলেন, এরপর থেকে তাঁর জীবনে আমি তাঁকে কখনও মুচকি হাসতে দেখিনি, সেই অবস্থাতেই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه ইহলোক ত্যাগ করেন।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যু পরবর্তী কবরে সুদীর্ঘ সময় অবস্থান করার পর কিয়ামত অনুষ্ঠিত হলে আমরা যখন হাশরের ময়দানে আমাদের **পরওয়ারদিগারের** সম্মুখে উপস্থিত হবো, তখন আমাদের সমস্ত আমল আমাদের সামনে তুলে ধরা হবে। যেমনটি সূরা নাবায় রয়েছে:

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ

(পারা: ৩০, সূরা: নাবা, আয়াত: ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যেদিন মানুষেরা দেখতে পাবে যা তার হাত দু'খানি পূর্বে পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

শুধু তাই নয় বরং আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ আমলনামা সকলের সামনে পাঠ করেও শোনাতে হবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। যেমনটি ১৫ পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ১৩ ও ১৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿۱۳﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿۱۴﴾

(পারা: ১৫, সূরা: বনি ইসরাঈল, আয়াত: ১৩,১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তার জন্য কিয়ামত দিবসে একটা লিপি (কিতাব) বের করবো, যা তারা উন্মুক্ত পাবে, ইরশাদ হবে: 'আপন কিতাব পাঠ করো! আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট'।

এরপর আমাদেরকে সেই আমলসমূহের যথাযথ বদলা দেওয়া হবে শাস্তি বা প্রতিদানের আকারে। যেমনটি সূরা যিলযালে ইরশাদ হচ্ছে:

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ؕ﴿۶﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ؕ﴿۷﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿۸﴾

(পারা: ২০, সূরা: যিলযাল, আয়াত: ৬-৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সেদিন মানুষ আপন **রবের** প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে বিভিন্ন রাস্তা ধরে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো হয়। সুতরাং যে এক অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

অতঃপর যে ক্ষমা বা মুক্তির আদেশ পাবে, তার আনন্দের সীমা থাকবে না! যেমনটি সূরা আবাসায় ইরশাদ হচ্ছে:

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿۳۸﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿۳۹﴾

(পারা: ৩০, সূরা: আবাসা, আয়াত: ৩৮-৩৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কতগুলো চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হবে, হাসবে খুশী উদযাপন করবে।

পক্ষান্তরে যাদের মন্দ আমলের কারণে দোযখে যাওয়ার আদেশ হবে, তারা নিতান্তই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে যাবে। যেমনটি সূরা হাক্কায় ইরশাদ হচ্ছে:

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ওই ব্যক্তি, যার আপন আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে,

فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾

বলবে: 'হায়, কোন মতে আমাকে আমার আমলানামা না দেওয়া হতো! এবং আমি কি জানতাম যে, আমার হিসাব কি!

(পারা: ২৯, সূরা: হাক্কা, আয়াত: ২৫-২৬)

সকল বুদ্ধিমানরা সহজেই বুঝতে পারবে, হাশরের ময়দানে লজ্জা এবং জাহান্নামের হৃদয়-বিদারক শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদেরকে কীরূপ সাবধানী হতে হবে। অতএব আমাদের উচিৎ, নিজেদের হিসাব করা, আমরা নিজেদের আমলনামায় কী লিখিয়ে চলেছি। এমন যেন কখনও না হয় যে, এরূপ উদাসীন অবস্থায় আমাদের মৃত্যু এসে যাবে। পরে অনুশোচনা করা ব্যতীত আমাদের আর কিছু থাকবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীনের নবীপ্রেম

সাইয়্যিদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম, ভালবাসা, আদব ও সম্মানবোধ মুসলমানদের ঈমানের মূল বিষয়বস্তু আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর মাঝে ইশকে রাসুলের প্রেরণা ছিলো অত্যন্ত উজ্জল।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পাঠাতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ মদীনা মুনাওয়ারায় বিশেষ দূত পাঠাতেন, যাতে সে তার পক্ষ থেকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম আরয করেন। (দুররে মনছুর, ২য় খন্ড, ৫৭০ পৃষ্ঠা) হযরত সোলায়মান বিন সুহাইম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যেসব ব্যক্তি আপনার দরবারে সালাম আরয করে থাকে, আপনি কি তাদের জন্য সালাম বুঝেন? উত্তরে ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! আর তাদের উত্তরও প্রদান করি। (প্রাগুক্ত)

পবিত্র লিপিকে চুম্বন করলেন

রাসুলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন স্মারক পাওয়া গেলে তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা চোখে ও মাথায় নিতেন এবং তা থেকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বরকত গ্রহণ করতেন। এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করলেন যে, তিনি খলিফাকে একটি ক্ষেত বিক্রি করেছিলেন, সেই জমিটিতে খনি পাওয়া গেলো। মামলায় বলা হলো: লোকটি তাঁকে ক্ষেতটি বিক্রি করেছিলেন, কিন্তু খনি বিক্রি করেননি এবং প্রমাণ স্বরূপ তিনি খলিফাকে **আল্লাহ**র **রাসুলে**র একটি লিপি দেখালেন। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাতে নিয়ে লিপিটিকে চুম্বন করলেন, তা নিজের চোখে লাগালেন এবং ব্যবস্থাপককে নির্দেশ দিলেন: "এর আয় ও ব্যয় অনুমান করুন।" অতঃপর তিনি ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা ফেরৎ দিলেন। (ফতুহুল বুলদান, ১ম খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)

চুম্বন করে চোখে রাখলেন

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন সাহাবীকে জায়গীর দান করেছিলেন আর সে সম্পর্কে একটি সনদ লিখে দিয়েছিলেন, তাঁর বংশীয় কোন ব্যক্তি হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সেই সনদটি দেখালে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা চুম্বন করে চোখের উপর রাখলেন। (আসাদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

হজ্বের বাসনা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পবিত্র হেরমে শরীফে গমন করার অদম্য বাসনায় অস্থির হয়ে গোলাম মুযাহিমকে বললেন: "আমার হজ্ব করার ইচ্ছা জেগেছে, তোমার নিকট কি কোন টাকা আছে?" সে বললো: "আমার নিকট প্রায় দশ দিরহাম রয়েছে।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আফসোস করতে করতে বললেন: "এত কমে হজ্ব কী করে হয়?" কিছুদিন যেতে না যেতেই মুযাহিম বললো: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি প্রস্তুতি নিন, বনু মারওয়ানের পক্ষ হতে আমি ১৭ হাজার দীনার পেয়েছি।" বললেন: "তা বাইতুল মালে জমা করে দাও, এগুলো যদি হালাল উপায়ে অর্জিত হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী নিলাম আর যদি হারামের হয়ে থাকে তবে তাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" মুযাহিম বললো: আমীরুল মুমিনীন

যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর এই কথাটি আমাকে দুঃখ দিয়েছে, তখন তিনি বললেন: “দেখো মুযাহিম! আমার নফস উন্নতি চায় আর চায় ভালটি। যখনই সে কোন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে, তৎক্ষণাৎ সে এর চেয়েও উন্নত মর্যাদার লাভে চেষ্টায় লেগে যায়। এদিকে দুনিয়ার পদগুলোর মধ্যে সব চেয়ে বড় পদ হলো খেলাফতের পদ, যা আমার নফসের অর্জিত হয়েছে। এখন সে শুধুই জান্নাতেরই বাসনা পোষণ করে।” (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটিতে ঐসকল লোকদের জন্য বড় শিক্ষা রয়েছে, যারা ঘুষ, সূদ, জুয়ার ন্যায় না-জায়িয মাধ্যমে ধন-সম্পদ অর্জন করে থাকে আর তা দিয়ে হজ্ব করে মনে করে যে, তারা বড় সাফল্য অর্জন করে নিয়েছে। এমন লোকদের সংশোধন হয়ে যাওয়া উচিত। এটা মোটেই সাফল্য নয়, বরং ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ ধরনের বিষয়, এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়ানক। একটি শিক্ষণীয় ঘটনা লক্ষ্য করুন:

লুটের টাকায় হজ্ব করা লোকের পরিণতি

একটি কাফেলা হজ্বে যাচ্ছে, পথিমধ্যে একজন মারা গেলো, কাফেলার সদস্যরা কারো নিকট থেকে একটি কোদাল ধার এনে তা দিয়ে কবর খনন করে তাকে সেখানেই দাফন করে দিলো। কবরটি যখন বন্ধ করে দেওয়া হলো তখন তাদের স্মরণ হলো, কোদালটি সেখানেই রয়ে গেছে। তারা কোদালটি বের করার জন্য কবরটি আবার খনন করল, দেখা গেলো, লোকটির হাত-পা কোদালের শিখলে আবদ্ধ হয়ে আছে, এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে তারা কবরটি সাথে সাথেই বন্ধ করে দিলো আর কোদালওয়ালাকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দিলো। হজ্ব থেকে ফিরে এসে তারা ঐ লোকের আমল সম্পর্কে তার স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিলো:

"একবার তার সাথে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি সফরে যায়, পথে সে তাকে মেরে ফেললো, আর সেই লোকটির সম্পদ হতেই সে হজ্ব, জিহাদ সব কিছু করতে থাকলো।"

(শরহুস সুদুর, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

মিঠা দেয় সারি খতায়েঁ মেরি মিঠা ইয়া রব! বানা দেয় কে বানা নেক দেয় বানা ইয়া রব!
আন্ধেরি কবর কা দিল সে নেহিঁ নিকলতা ডর, করোঙ্গা কিয়া জু তু নারাজ হো গেয়া ইয়া রব!
গুনাহগার হোঁ মে লায়িকে জাহান্নাম হোঁ,
করম সে বখশ দেয় মুঝ কো না দেয় সাজা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাবার্‌রুকের প্রতি আমীরুল মুমিনীনের ভালবাসা

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় স্মৃতিগুলোর মধ্য থেকে **তাঁর** তোষক মোবারক, পেয়ালা, চাদর, চাক্কি (যাঁতা), তীরদানি এবং লাঠি শরীফ, এগুলো হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একটি কক্ষে খুবই যত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه প্রতিদিন সেগুলো যিয়ারত করতেন। কখনও যদি কোরাইশদের লোকজন তাঁর নিকট আসতেন, তখন তাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে সেগুলোর যিয়ারত করাতেন আর বলতেন: "এগুলো সেই পবিত্র সত্ত্বা **নবীয়ে দো জাহান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাবার্‌রুক যাঁর মাধ্যমে **আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত** তোমাদেরকে সম্মান দান করেছেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৫৩ পৃষ্ঠা) ইন্তিকালের সময় তাঁর সব চেয়ে বেশি চিন্তা ছিলো এই বরকতময় সম্পদের, অতএব তিনি অসিয়ত করলেন যে, "**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিছু চুল ও নখ মোবারক যেন তাঁর কাফনের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়।"

কবরে মৃতের সাথে তাবাররুক দিন

কোন মুসলমান ভাই বা বোন ইন্তিকাল হলে দাফন করার সময় কোন না কোন তাবাররুক মৃতের সাথে কবরে দিয়ে দিন, اِنْ شَآءَ الله এই কাজটি মৃতের জন্য প্রশান্তির কারণ হবে এবং মুনকার-নকীরের উত্তর প্রদানে সাহায্যকারী হবে।

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ এর অসিয়ত

ওহী-লিখক হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ ও নিজের ইন্তিকালের সময় এভাবে অসিয়ত করেছিলেন, "একদা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেন, আমিও লোটা নিয়ে সাথে গেলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পরিধেয় একটি জামা উপহার স্বরূপ আমাকে দান করলেন, সেই জামাটি আমি আজকের এই দিনটির জন্য সামলে রেখেছিলাম এবং একদা **নবীয়ে মুকাররাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নখ মোবারক ও চুল মোবারক কাটলেন, তাও আমি আজকের দিনের জন্য যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। আমি যখন মারা যাব, তখন এই পবিত্র জামাটি আমার কাফনের ভেতর রেখে দিবে আর এই পবিত্র নখ ও চুল মোবারকগুলো আমার চোখ, মুখ, কপালসহ সিজদার জায়গাগুলোতে রেখে দিবে।" (আল ইস্তিআব ফি মারেফাতির আসহাব, মুয়াবিয়া বিন সুফিয়ান, ৩য় খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

তাবাররুকাত সংরক্ষণ করে রাখার নিয়ম

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: 'শাজারাতুন তাইয়েবা' (এবং অন্যান্য তাবুররুকাত) কবরে তাক বানিয়ে রাখবেন, অবশ্যই তা মাথার দিকেই, কারণ মুনকির-নকীর পায়ের দিক থেকেই আগমন করে থাকে, তা যেনো তাদের চোখের সম্মুখে থাকে। না হয় কেবলার দিকে মৃতের চেহারার দিকে (অর্থাৎ সামনে) থাকবে। এগুলো তার প্রশান্তি, ভরসা এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে সহায়ক হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমিও আলীর গোলাম

একবার আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম এজিদ বিন ওমর বিন মাওরক তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কোন পর্যায়ভুক্ত?" বললো: "আমি মওলা বনী হাশেমের লোক এবং হযরত আলী মুরতদ্বা

كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নামও নিলো।” তখন তাঁর (হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর) চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো এবং বললেন: “আমিও স্বয়ং হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এরই একজন গোলাম, কেননা **আল্লাহ পাকের রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক।” অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মন্ত্রী মুযাহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি এ ধরনের লোকদের ভাতা কত করে দাও?” তিনি বললেন: “১০০ বা ২০০ দিরহাম।” বললেন: “বেলায়তে আলীর দিক বিবেচনা করে উনাকে ৫০ দীনার করে দিবেন।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিই আমীরুল মুমিনীনের সন্তুষ্টি

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো: “مَا تَشْتَهِيْ অর্থাৎ আপনার মনোবাসনা কী?” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তরে বললেন: “مَا يَقْضِى الله অর্থাৎ যা **আল্লাহ পাকের** হুকুম হয়।”

(ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা সৌভাগ্যবানদের একটি লক্ষণ। হবেই না কেনো, আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করতেন: “আমি তোমার নিকট পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, আমানতদারীতা, স্বচ্চরিত্র এবং তকদীরের উপর সন্তুষ্টি কামনা করি।”

(কিতাবুল আদাব লিল বুখারী, ৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৩০৭)

তার উপর আমার দয়া রয়েছে

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট ব্যক্তির অসংখ্য বরকত লাভ হয়ে থাকে। যেমনটি **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “বান্দা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যস্ত থাকে, সেদিকে সে সর্বদা ন্যস্ত থাকে, **আল্লাহ পাক** জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করেন: “আমার অমুক বান্দাটি আমাকে সন্তুষ্ট করতে

চায়। জেনে রেখো, তার উপর আমার রহমত রয়েছে।” তখন হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: “অমুকের উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত রয়েছে।” একই কথা আরশ বহনকারী ফিরিশতারাও বলে থাকেন, একই কথা তাঁদের আশেপাশের ফিরিশতারাও বলে থাকেন, এমনকি সপ্ত আসমানের সকল ফিরিশতারাও এ কথাই বলতে থাকেন, অতঃপর এই রহমত সেই ব্যক্তির জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়।”

(মুসনদে আহমদ, হাদীস নং: ২২৪৬৪, ৮ম খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস শরীফটির ব্যাখ্যায় বলেন: (বান্দা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যস্ত থাকে) এভাবে যে, নিজের দ্বীনি ও দুনিয়াবী সকল কাজে সে **রব তায়ালার** সন্তুষ্টি কামনা করে, সে ঘুমায় ও জাগ্রত হয় **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের জন্যই, নামায-রোযা তো আছেই। এদিকে **আল্লাহ পাক** তাকে সেই তৌফিকও দান করেন। হাদীস শরীফের ‘তার উপর আমার রহমত রয়েছে’ এই অংশটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন: অর্থাৎ তার উপর আমার পূর্ণাঙ্গ রহমত অবধারিত। মনে রাখবেন, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি সকল নেয়ামতের চেয়ে উত্তম নেয়ামত, যখন **রব তায়ালা** বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তখন সমগ্র জগতই তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়, আসমানে সেই ব্যক্তিটির নামের সাড়া পড়তে থাকে, আওয়াজ উঠে ‘رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ’, এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয় দোয়ার জন্যই, অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তার উপর রহমত করুক। এই দোয়াটি হয়ত ফিরিশতাদের ভালবাসার কারণে হয়ে থাকে, নয়ত ফিরিশতারা নিজেদের **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য বৃদ্ধির জন্য করে থাকেন। নেককারদের জন্য দোয়া করা **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যের একটি মাধ্যম। যেমন আমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করা। (মিরআত, ৩য় খন্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নম্রতার উপকারীতা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রায় বলতেন: “وَمَارَفَقَ عَبْدٌ بِعَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا رَفَقَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ” অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অন্যের উপর

বিনয়ভাব প্রদর্শন করে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তার প্রতি কোমলভাব প্রদর্শন করবেন।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

নম্রতার ফযীলত সম্পর্কিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী

(১) اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ অর্থাৎ নম্রতা যে বস্তুতেই হয়ে থাকে, সে বস্তুকে সৌন্দর্য দান করে আর যে বস্তু হতে নম্রতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়। (মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলা, ১৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ২৫৯২)

(২) اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِي عَلَى الْخُرْقِ وَاِذَا اَحَبَّ اللهُ عَبْدًا اَعْطَاهُ الرِّفْقَ مَا مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ يُحْرَمُوْنَ الرِّفْقَ اِلَّا قَدْ حُرِمُوْا অর্থাৎ নম্রতার উপর **আল্লাহ পাক** সেই পুরস্কার দান করেন, যা মুর্খতা ও অজ্ঞতার উপর করেন না আর **আল্লাহ পাক** যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাকে বিনয় দান করে থাকেন আর যে ঘর বিনয় থেকে বঞ্চিত রয়েছে, তা বঞ্চিতই।

(আল মুজামুল কবীর, মুসনাদে জরীর বিন আব্দুল্লাহ্, হাদীস নংঃ ২২৭৪, ২য় খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

(৩) اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ اَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلٰى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ অর্থাৎ **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদের সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়ে দিবো না, যে ব্যক্তি জাহান্নামের জন্য হারাম? (কিংবা ইরশাদ করেন) যার উপর জাহান্নাম হারাম? বিনম্র, কোমল-হৃদয়, কোমল চরিত্রের লোকদের জন্য জাহান্নাম হারাম।

(তিরমিযী, কিতাবু ছিফতিল কিয়ামাহ্, ৪৫তম অধ্যায়, ৪র্থ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ২৪৯৬)

(৪) مَنْ اُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ اُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ অর্থাৎ যাকে নম্রতার অংশবিশেষ প্রদান করা হয়েছে, তাকে কল্যাণের অংশবিশেষও দান করা হয়েছে আর যে নম্রতার অংশ থেকে বঞ্চিত রয়েছে, সে কল্যাণের অংশ হতেও বঞ্চিত রয়েছে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলা, বাবুন ফির রিফক, ৩য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ২০২০)

হে ফালাহ ও কামরানী নরমী ও আসানী মেঁ,
হার বনা কাম বিগড় জাতা হে না'দানী মেঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাতা-পিতার অবাধ্যদের সাথে সম্পর্ক করবেন না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার কাউকে নসিহত করলেন: "তুমি কখনও পিতা-মাতার অবাধ্যদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, কেননা যে ব্যক্তি আপন মাতা-পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে তোমার সাথে কীভাবে ভাল আচরণ করতে পারে?" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী ফুলটিতে মাতা-পিতার অবাধ্যদের জন্য রয়েছে কেবল শিক্ষাই শিক্ষা। মাতা-পিতার অবাধ্যতার পরিণতি লক্ষ্য করুন।

বেহেশত বা দোযখের দরজা

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মাতা-পিতার বাধ্য অবস্থায় ভোর করলো, তার জন্য ভোর হতেই বেহেশতের দরজা খুলে যায় আর পিতা-মাতাদের কোন একজন যদি থাকে তবে একটি দরজাই খুলে যায় আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার বিষয়ে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা অবস্থায় সন্ধ্যা করে, তার জন্য ভোর হতেই জাহান্নামের দরজা খুলে যায় আর (পিতা-মাতাদের) একজন হলে একটি দরজা খুলে যায়।" এক ব্যক্তি আরয করলো: "মাতা-পিতা যদি তার উপর অত্যাচার করে থাকে?" ইরশাদ হলো: "অত্যাচারও যদি করে, অত্যাচারও যদি করে, অত্যাচারও যদি করে।"[১] (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭৯১৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অলসতাও এক প্রকারের নেয়ামত

---

১. পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কিত জরুরি মাসআলা জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত 'সামুদ্রীক গুম্বজ' রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: “ اِنَّمَا جَعَلَ اللهُ هٰذِهِ الْغَفْلَةَ فِیْ قُلُوْبِ الْعِبَادِ رَحْمَةً كَيْلَا يَمُوْتُوْا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالٰى অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** অলসতাকে আপন ভীত (পরহেজগার) বান্দাদের জন্য রহমত বানিয়েছেন, যাতে করে তারা **আল্লাহ পাকের** ভয়ে মারা না যায়।” (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)

বাস্তব অর্থে যারা অন্তরে **আল্লাহ পাক**-ভীতি পোষণ করে থাকে, তাদের পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিতে তো কোন স্বাদ আসতেই পারে না। হয়ত এ কারণেই তাদের খেয়ালকে কিছু সময়ের জন্য দুনিয়াবী কাজের দিকে করে দেওয়া হয়ে থাকে। এই মাদানী ফুলটির ব্যাখ্যা আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই বাণী থেকেও হয়ে যায়। যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মলফুযাতে আ'লা হযরত'** কিতাবের ৪৯৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: “বড় বড় আউলিয়াদেরকেও পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিতে কিছু সময়ের জন্য উদাসীনতা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়, অন্যথায় তাঁদের পক্ষে পানাহার করা সম্ভব হবে না।” (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেধার স্বীকৃতি

একদা একটি দল হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে এলো, এক যুবক কিছু বলার জন্য দাঁড়ালে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: “বয়োজ্যেষ্ঠ কোন লোককে বলতে দিন।” তখন যুবকটি বললো: “হে আমীরুল মুমিনীন! বয়সের দিক থেকে বড় হওয়াটাই যদি মাপকাঠি হয়ে থাকে, তবে তো আপনার জায়গাতেও কোন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক হওয়ার দরকার ছিলো।” তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যুবকটির মেধাপূর্ণ উত্তর শুনে তাকে বলার অনুমতি দিলেন।”

(ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

তড়িৎ আনুগত্যের পুরস্কার

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **"আল্লাহ পাক** যখন ফিরিশতাদের হুকুম দিলেন হযরত আদম عَلَیۡہِ السَّلَام কে সিজদা করতে, তখন সর্বপ্রথম সিজদা করেছিলেন হযরত সায়্যিদুনা ইস্রাফীল عَلَیۡہِ السَّلَام। সে কারণেই উপহার স্বরূপ তাঁর কপালে পবিত্র কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীন আর মুখের কুফ্লে মদীনা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: " مَنۡ لَمۡ یَعُدَّ کَلَامَہٗ مِنۡ عَمَلِہٖ کَثُرَتۡ ذُنُوۡبُہٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার কথাবার্তাকে তার আমল হিসাবে ধরে নেবে না, তার গুনাহ কেবল বাড়তেই থাকবে।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

ব্যঙ্গ ও রসিকতাকারীদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ঠাট্টা-বিদ্রূপকে ভাল চোখে দেখতেন না, একবার বনু উমাইয়া বংশের কিছু লোক জড়ো হয়ে তাঁর সামনে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা শুরু করে দেয়, তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: "তোমরা কি এসব করতে এসেছো? নিজেদের বৈঠকে পবিত্র কোরআনের আলোচনা করবে, অন্যথায় কমপক্ষে ভদ্রতামূলক কথাবার্তা তো বলবে!" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৭৭ পৃষ্ঠা) অন্যত্র তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "তোমরা পরস্পর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা থেকে বিরত থেকো, কেননা তা অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।" (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের মন-মানসিকতাকে রুচিশীল ও ভদ্রতা সম্পন্ন রাখুন, বিদ্রূপাত্মক মানসিকতা পরিহার করুন, কিন্তু মনে রাখবেন! মলিন মুখ বানিয়ে রাখার নাম ভদ্রতা নয়, কেবল প্রয়োজন সাপেক্ষে কথাবার্তা বলাও নয়। মাঝে মাঝে (বৈধ) টিপ্পনী কাটা এবং মুচকি হাসা ভদ্রতাবিরোধী বটে, তবে হ্যাঁ! অধিকহারে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং হাসি-ঠাট্টা করা থেকে বিরত থাকুন, কেননা এতে মর্যাদা হানি হয়। যেমন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "যে ব্যক্তি বেশি হাসে, তার প্রভাব নষ্ট হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি অধিক হারে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে,

সে অন্যদের দৃষ্টি হতে ছোট হয়ে যায়।” (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা) হাসি-ঠাট্টাও এমন হওয়া উচিৎ, যার কারণে কাউকে কোন গুনাহের শিকার হতে না হয়। যেমন; কারো মনে ব্যথা দেওয়া, গীবত করা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি। **প্রিয় নবী, রসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “একব্যক্তি এমন কথা বলে, যার মাধ্যমে সে নিজের পাশে বসা লোকদের হাসায়, কিন্তু তা তাকে আসমান-জমিনের দূরত্বের চেয়েও অধিক দূরত্বের জাহান্নামে নিয়ে যাবে।” (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ৮ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, নম্বর- ১৩১৪৯)

শোরগোল করাকে অপছন্দ করতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভদ্রতা ও রুচিশীলতার কারণে শোরগোলকে খুবই অপছন্দ করতেন, একদা এক ব্যক্তি তাঁর পাশে উচ্চস্বরে কথা বলছিলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “ اِخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ فَاِنَّمَا يَكْفِى الرَّجُلَ مِنَ الْكَلَامِ قَدْرَ مَا يُسْمِعُ। অর্থাৎ আওয়াজ ছোট করো, কেননা মানুষের পক্ষে কথা বলাতে ততটুকু আওয়াজই যথেষ্ট যে আওয়াজে বললে তার পাশের মানুষটি শুনতে পায়।”

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৭৭ পৃষ্ঠা)

লজ্জাশীলতার আদর্শ

যেসব অঙ্গের নাম নিতে লজ্জাবোধ হয় হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেসব অঙ্গের নাম নিতেন না। একবার তাঁর বগলে ফোঁড়া উঠেছিলো, লোকজন জিজ্ঞাসা করলো: “ফোঁড়া কোথায় উঠেছে?” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছিলেন: “আমার হাতের পেটে।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ৭৮ পৃষ্ঠা)

নিশ্চুপ প্রকৃতির লোকের সংস্পর্শে থাকো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “যখন তুমি কোন নিশ্চুপ প্রকৃতির এবং মানুষের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা ব্যক্তিতে দেখবে, তবে তার নিকটবর্তী হয়ে যাও, কেননা সে হিকমত সম্পন্ন হবে।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

জিহ্বা ধন-ভান্ডারের চাবি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "اَلْقُلُوْبُ اَوْعِيَةُ السَّرَائِرِ وَالْاَلْسِنُ مَفَاتِيْحُهَا. فَلْيَحْفَظْ كُلُّ امْرِءٍ مِّنْكُمْ مِفْتَاحَ وِعَاءِ سِرِّهٖ অর্থাৎ অন্তর হলো গোপন রহস্যের ভান্ডার আর জিহ্বা হলো তারই চাবি, অতএব প্রত্যেকেরই উচিৎ সে যেন সেই ভান্ডারের চাবির হেফাজত করে।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

বক্তা লাভবান থাকে

একজন আলিমে দ্বীন একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আগমন করলেন, কথাবার্তার ফাঁকে তিনি বললেন: ইলম থাকা সত্ত্বেও যে লোক নীরব থাকেন আর ইলমদার যে লোক কথা বলেন উভয় সমান। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমার কিন্তু মনে হয় যে, কথা-বলা লোকটিই উত্তম, কেননা সে লোকদের উপকার করলো, পক্ষান্তরে চুপ-থাকা লোকটির উপকার কেবল তার নিজের জন্যই হয়েছে।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২২০ পৃষ্ঠা)

ভাল কিছু শিক্ষা দান করা নীরব থাকার চেয়ে উত্তম

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অসৎসঙ্গ থেকে একাকীত্ব উত্তম, সৎসঙ্গ একাকীত্ব থেকে উত্তম, ভাল কিছু শিক্ষাদান করা নীরব থাকার চেয়ে উত্তম আর মন্দ কিছু শিক্ষাদান করার চেয়ে নীরব থাকা উত্তম।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং: ৮৪৬৪, ৩য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

নিজের কথাবার্তাকে আমলের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার উপকারিতা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি চিঠিতে হামদ ও সালাতের পর লিখেন: "مَنْ عَدَّ كَلَامَهٗ مِنْ عَمَلِهٖ. قَلَّ كَلَامُهٗ اِلَّافِيْمَا يَنْفَعُهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি

www.dawateislami.net

নিজের কথাবার্তাকে আমল হিসাবে গণ্য করে, সে কেবল উপকারী কথাবার্তাই বলে থাকে।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪২ পৃষ্ঠা)

জিহ্বার হেফাজত

হযরত সায়্যিদুনা আবু ওবাইদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর চেয়ে অধিক নিজের জিহ্বার হেফাজতকারী আমি অপর কাউকে দেখিনি। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

দোয়া দেওয়ারও একটি পদ্ধতি থাকা চাই

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট এসে বললো: “تَصَدَّقۡ عَلَیَّ، تَصَدَّقَ اللہُ عَلَیۡكَ بِالۡجَنَّةِ অর্থাৎ আপনি আমার প্রতি কিছু সদকা করুন, **আল্লাহ পাক** জান্নাতে আপনাকে সদকা করবেন।” তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাকে সংশোধন করতে গিয়ে বললেন: “اِنَّ اللہَ لَایَتَصَدَّقُ، وَلٰكِنَّ اللہَ یَجۡزِی الۡمُتَصَدِّقِیۡنَ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** কখনও সদকা করেন না বরং সদকাকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন।” (দুররে মনছুর, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)

দীর্ঘ নয় পুতঃপবিত্র জীবনের দোয়া করুন

হযরত সায়্যিদুনা ত্বালহা বিন ইয়াহইয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: “আমি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় একজন লোক এসে উপস্থিত হলো, লোকটি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললো: “اَبۡقَاكَ اللہُ یَا اَمِیۡرَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ مَادَامَ الۡبَقَاءُ خَیۡرًا لَّكَ অর্থাৎ হে আমীরুল মুমিনীন! **আল্লাহ পাক** আপনাকে সেই সময় পর্যন্ত জীবিত রাখুক, যে পর্যন্ত জীবিত থাকাতে আপনার জন্য মঙ্গল রয়েছে।” কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: “আমাকে এভাবে দোয়া করুন: اَحۡیَاكَ اللہُ حَیَاۃً طَیِّبَةً وَّتَوَفَّاكَ مَعَ الۡاَبۡرَارِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**

আপনাকে পুতঃপবিত্র জীবন দান করুক এবং **তিনি** আপনার হাশর নেককারদের সাথে করুক।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

একাগ্রতা সহকারে দোয়া করুন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এমন এক লোকের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যে ব্যক্তি নিজের হাতে থাকা কতগুলো কঙ্কর নিয়ে খেলা করতে করতে দোয়া করছিলো: “اَللّٰهُمَّ زَوِّجۡنِیۡ مِنَ الۡحُوۡرِ الۡعِيۡن অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! তুমি সুন্দর বড় চোখবিশিষ্ট হুরদের সাথে আমার বিয়ে করিয়ে দিও।” তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন: “কঙ্করগুলো ফেলে দিয়ে একাগ্রতা সহকারে **আল্লাহ পাকের** প্রতি মনোযোগি হয়ে দোয়া করছো না কেন?”[১]

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৭৯ পৃষ্ঠা)

বলাতে বাধা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর লিখক নুয়াইম বিন আব্দুল্লাহ বলেন: “খলিফা বলেছেন: দম্ভ ও অহংকারে লিপ্ত হওয়ার ভয় আমাকে বেশি বলাতে বাধার সৃষ্টি করে।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

তিনটি ক্ষতিকর দোয়া

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন কা’আব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: “কোন অভ্যাসগুলো মানুষের ক্ষতি সাধন করে?” তিনি বললেন: “كَثۡرَةُ كَلَامِهٖ، وَاِفۡشَاءُ سِرِّهٖ، وَالثِّقَةُ بِكُلِّ وَاحِدٍ অর্থাৎ বেশি কথা বলা, নিজের গোপন কিছু অন্যকে বলা, প্রত্যেকের উপর ভরসা করা।”

(বাদায়িআস্ সালাক ফি তাবায়িছিলো মালাক, আস সিয়াসতুস সানিয়া, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

মুর্খ কে?

---

১. দোয়ার আদাব ও ফযীলত জানার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১৮ পৃষ্ঠার ‘ফাযায়িলে দোয়া’ কিতাবটি পাঠ করুন।

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যখনই মুর্খের সাথে তোমাদের মেলামেশা হবে, তোমরা অবশ্যই তাদের মাঝে দু'টি চরিত্র দেখবে, كَثْرَةُ الْاِلْتِفَاتِ وَسُرْعَةُ الْجَوَابِ অর্থাৎ অধিকহারে এদিক ওদিক দেখতে থাকা এবং তড়িৎ উত্তর প্রদান করা।" (আদাবুশ শরইয়া, ফসলুন ফি হুসনিল খলক, ২য় খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা)

বয়ান বন্ধ করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক রাতে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বয়ান করছিলেন, এমন সময় তাঁর দৃষ্টি এমন এক ব্যক্তির উপর পড়লো, যে বয়ান শুনে অঝোরে কাঁদছিলো। এ দৃশ্য দেখে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। আমি বললাম: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আপনার বয়ান চালিয়ে যান, শ্রোতারা কিছু জানুক। বললেন: মাইমুন! কথা বলাও একটি পরীক্ষা, কিছু বলার চেয়ে কিছু করে দেখানো উত্তম।

(তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

কম বলার অভ্যাস

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রায় সময় বলতেন: আমার এটা পছন্দ নয় যে, বলার বিনিময়ে আমি কিছু পেয়ে যাই (অর্থাৎ আমি পছন্দ করি নীরব থাকা)। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আপনারা জিহ্বাকে সংযত করা (কুফ্লে মদীনা) সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কর্তৃক প্রদত্ত মাদানী ফুল লক্ষ্য করলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জিহ্বা **আল্লাহ পাক** প্রদত্ত নেয়ামতগুলোর মধ্য হতে এক মহান নেয়ামত। এই জিহ্বার মাধ্যমে নেকিও অর্জন করা যায়, আবার এই জিহ্বা আমাদেরকে জাহান্নামের গভীরেও নিক্ষেপ করতে পারে। আফসোসের বিষয়! বর্তমানে জিহ্বার হেফাজতের চিন্তা-ভাবনা প্রায় কঠিন হয়ে গেছে। আমাদের কোন উপলব্ধিই নেই যে, মাংসের এই ছোট্ট একটি টুকরো যা দু'টি ঠোঁট, দু'টি মাড়ি এবং ৩২টি দাঁতের মাঝখানে অবস্থান করে কীভাবে যে

আমাদের অস্তিত্বকে দুনিয়ার ও আখিরাতের মুসিবতগুলোতে জড়িত করিয়ে দিতে পারে। যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বান্দা যদি তার মুখ দিয়ে মঙ্গলজনক একটি উক্তি বের করে অথচ সে তার মর্যাদা সম্পর্কে জানে না, তবে **আল্লাহ পাক** সেই বান্দার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আপন সন্তুষ্টি লিখে দেন, পক্ষান্তরে নিশ্চয় এক বান্দা তার মুখ দিয়ে মন্দ কোন উক্তি বের করে অথচ সে তার মৌলিকতা সম্পর্কে জ্ঞানই রাখে না, তবে সে কারণে **আল্লাহ পাক** তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে দেন।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, বাবুন ফি কিল্লাতিল কালাম, ৪র্থ খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ২৩২৬)

চুপ থাকাই মুক্তির উপায়

প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ صَمَتَ نَجَا অর্থাৎ যে চুপ রইলো, সে মুক্তি পেলো।"

(তিরমিযী, কিতাবু ছিফতিল কিয়ামাহ্, নম্বর- ২৫০৯, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই কম কথা-বলা লোক উপকার ভোগ করে থাকে। আমাদের প্রত্যেকেরই ভাবা দরকার যে, আমরা কথা বলে যতবার আফেসোস করেছি, চুপ থেকে কি কখনো আফসোস করেছি? আহ! আমাদেরও যদি কুফ্লে মদীনা নসিব হয়ে যেতো।

আপনি চুপ কেন?

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا হতে বর্ণিত, **আল্লাহ পাক** যখন হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে জমিনে পাঠিয়ে দিলেন, তখন তাঁর অনেক সন্তান-সন্ততি হলো। একদিন তাঁর সন্তান, নাতি, নাতির সন্তান সবাই তাঁর চতুর্দিকে জড়ো হয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একেবারেই নিশ্চুপ ছিলেন, সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করলো: "আপনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলছেন না কেন?" তিনি বললেন: "হে আমার সন্তানেরা! যখন **আল্লাহ পাক** আমাকে তাঁর প্রতিবেশিত্ব থেকে পৃথিবীতে পাঠালেন,

তখন আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: "হে আদম! কথা কম বলবে, এমনকি তুমি আমার প্রতিবেশিত্বে জান্নাতে পুনরায় ফিরে আসবে।"

(তারিখে দামেশক, ৩য় খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

কথার প্রকারভেদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বার পরিপূর্ণ হেফাজত করা আমাদের দ্বারা তখনই সম্ভব হবে, যখন কথার প্রকারভেদ এবং এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জানতে পারবো। প্রত্যেক কথাই মৌলিকভাবে চার প্রকার: (১) ঐসব কথাবার্তা যাতে কেবল ক্ষতিই, যেমন; কাউকে গালমন্দ করা, অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি। (২) এসব কথাবার্তা যাতে কেবল উপকারই, যেমন; কোরআন তিলাওয়াত করা, দরূদ শরীফ পাঠ করা, নাত পড়া, **আল্লাহ পাকের** যিকির করা, কাউকে নেকীর প্রতি আহ্বান করা ইত্যাদি। (৩) ঐসব কথাবার্তা যা কিছু ক্ষেত্রে উপকারী এবং কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিকর, যেমন; কোন পীর বা ওস্তাদ কর্তৃক নিজের নেক আমলগুলো এই নিয়্যতে প্রকাশ করা যে, লোকজন তাঁর অনুসরণে সেই নেক আমলগুলোর প্রতি আগ্রহী হবে। কিন্তু সে যদি বাহবা অর্জনের নিয়্যতে নেক আমলগুলো প্রকাশ করে থাকে, তবে সেই কথাবার্তা তাকে ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবে। (৪) ঐসব কথাবার্তা যাতে না আছে কোন উপাকারিতা, না আছে কোন ক্ষতি, এগুলোকে অযথা কথাবার্তাও বলা যেতে পারে, যেমন; ঋতু ইত্যাদির আলোচনা করা, যথা; আজ খুবই গরম পড়ছে অথবা এমন কিছু প্রশ্ন করা যাতে না কোন দুনিয়াবী উপকার রয়েছে, না আখিরাতের, যেমন; জানি না ট্রাফিক সিগন্যালটি কখন খুলবে?

চুপ থাকার অভ্যাস কীভাবে গড়বেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার জন্য নিচের মাদানী ফুলগুলোর উপর আমল করা খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে: (১) লিখে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করুন, কেননা তা নফসের জন্য কষ্টসাধ্য আর নফস কষ্ট করাকে খুবই ভয় পায়। অতএব আমাদের কথাবার্তা কেবল প্রয়োজন পর্যন্ত সীমিত থাকবে। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "মানুষকে যদি লিখে কথাবার্তা বলার

www.dawateislami.net

দায়িত্ব দেওয়া হতো, তবে তারা খুব কমই কথাবার্তা বলতো।” (মাওসূআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭ম খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা) এর জন্য একটি মাদানী প্যাড আর একটি কলম সর্বদা আপনার পকেটে রাখুন আর কম কথা বলার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য দৈনিক কিছু না কিছু কথাবার্তা লিখে করুন। (২) ইশারায় কথাবার্তা বলাও জিহ্বাকে অধিক কথা বলায় অভ্যস্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য খুবই উপকারী। (৩) যদি কখনো মুখ দিয়ে অযথা কথাবার্তা বের হয়ে যায়, তবে এতে লজ্জিত হয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করুন এবং উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এর ক্ষতি পূরনের চেষ্টা করুন, اِنْ شَآءَ الله দরূদ শরীফের বরকতে অযথা কথাবার্তা বলা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন।

আল্লাহ হামেঁ কর দেয় আতা কুফ্‌লে মদীনা, হার এক মুসলমান লে লাগা কুফ্‌লে মদীনা।
ইয়া রব না জরুরত কে সেওয়া কুছ্ কভি বোলোঁ, আল্লাহ জবাঁ কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হিংসুক অত্যাচারীও আবার অত্যাচারিতও

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমি হিংসুক ব্যতীত কাউকেই এমন দেখিনি, যে একজন অত্যাচারীও আবার অত্যাচারিতও, কেননা সে সুদীর্ঘ দুর্ভাবনা এবং পরিশ্রমের কাজে (অর্থাৎ হিংসায়) ব্যস্ত হয়ে যায়।”

(রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবুল হাসদ, ১ম খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা)

হিংসা কাকে বলে?

হিংসা হলো, কারো নেয়ামত হারিয়ে যাওয়ার কামনা করা।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা)

হিংসা নেক আমলগুলো গিলে খায়

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “হিংসা নেক আমলসমূহ এমন ভাবে গিলে খায়, যেমন আগুন কাঠকে। সদকা গুনাহ্‌গুলোকে

এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে। নামায মুমিনের নূর আর রোযা ঢাল স্বরূপ।" (ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪২১০)

হিংসার চারটি স্তর

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: "হিংসার স্তর চারটি। প্রথম স্তর হলো, হিংসুক অন্যের নেয়ামতের পতন কামনা করে, এমন ভাবে যে, আমি না পেলেও সে যেন হারায়, মুসলমানদের জন্য এ ধরনরে হিংসা করা গুনাহ্ কবীরা। কিন্তু কাফের ও ফাসেকদের জন্য করা জায়িয, যেমন; কোন সম্পদশালী লোক তার সম্পদ দ্বারা কুফরি ও অত্যাচার করতে রয়েছে, এ কারণে তার সম্পদের পতন কামনা করা যে, দুনিয়া কুফর-অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে, তবে জায়িয। দ্বিতীয় স্তর হলো, হিংসুক অন্যের নেয়ামত নিজের হস্তগত করতে চায়, যেমন; অমুকের বাগানটি কিংবা অমুকের জায়গা-জমি সব তার হয়ে যাক অথবা তার নেতৃত্ব এর হাতে চলে আসুক, এ ধরনের হিংসাও মুসলমানদের পক্ষে হারাম। তৃতীয় স্তর হলো, হিংসুক সেই নেয়ামত অর্জনে নিজে অপারগ, তাই সে কামনা করে যে, নেয়ামতটি অন্যের কাছেও না থাকুক, তবে সে এর চেয়ে বড় হতে পারবে না, এটাও নিষেধ। চতুর্থ স্তর হলো, এ ধরনের বাসনা করা যে, নেয়ামতটি অন্যের জন্যও থাকুক, নিজের জন্যও আসুক। অর্থাৎ অন্যের নিকট হতে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কামনা না করে নিজের উন্নতির বাসনা রাখে, একে 'ঈর্ষা' বা 'তানাফুস' বলা হয়ে থাকে। এসব দুনিয়াবী বিষয়াদিতে নিষেধ, দ্বীনি বিষয়াদিতে ভাল বরং কখনও কখনও ওয়াজিবও বটে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَفِیۡ ذٰلِکَ فَلۡیَتَنَافَسِ الۡمُتَنَافِسُوۡنَ ﴿۲۶﴾

(পারা: ৩০, সূরা: মুতাফফিফীন, আয়াত: ২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এরই উপর চাই আকাঙ্খাকারীদের আকাঙ্খা করা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে: দুই শ্রেণির লোকের জন্য ঈর্ষা করা জায়িয। এক, সেই আলিমে দ্বীন যে নিজের ইলম দিয়ে অন্যের উপকার সাধন করে। দুই, সেই দানশীল সম্পদশালী, যার সম্পদে অন্যের উপকার সাধিত হয়।

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭৩)

www.dawateislami.net

হিংসার প্রতিকার

মনে রাখবেন, হিংসা একটি আন্তর্জাতিক রোগ, যা থেকে খুব কম লোকই মুক্ত। তাই এর প্রতিকার খুবই প্রয়োজন, এর কেবল দুইটি প্রতিকারই রয়েছে। **এক.** ইলমী প্রতিকার। **দুই.** আমলী প্রতিকার। (১) ইলমী প্রতিকার হলো, হিংসুক মনে মনে রাখবে যে, সবকিছুই তকদীরের কারণেই হয়ে থাকে, আমি হিংসা করে নিজের ভাগ্যহীনতা এবং অন্যের সৌভাগ্যকে পাল্টে দিতে পারি না, এটাও মনে রাখবে যে, হিংসা ঈমানের চোখের ময়লা ও ধূলা। যেমনিভাবে মস্তিষ্কের চোখ তা দ্বারা ধুলিমলিন হয়ে যায়, তেমনি হিংসুকের ঈমান বরং তার দ্বীন-দুনিয়া সবই হিংসার কারণে নষ্ট হয়ে যায়, দুনিয়ায় দুঃখ-দুর্দশা এবং আখিরাতে আযাব ব্যতীত সে আর কিছুই দেখে না। (২) আমলী প্রতিকার হলো, হিংসুক হিংসিতের (যাতে হিংসা করা হচ্ছে) সাথে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আচরণ করবে, যেমন; মনে যদি চায় হিংসিতের গীবত করতে, তবে সাথে সাথে তার প্রশংসা করতে শুরু করে দিবে। নফস যদি বলে হিংসিতের সামনে গর্ব সহকারে বসতে, তবে বিনয় ও কোমল ব্যবহার করবে। মন যদি বলে হিংসিতকে ঘৃণা করতে, সাথে সাথে কষ্ট করে হলেও তাকে ভালবাসবে, اِنْ شَآءَ الله এ প্রতিকার গুলোতে অনেক উপকার হবে। এটাও মনে রাখবে, নিজের অজান্তে যদি ঘৃণা বা ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়, **আল্লাহ পাকের** নিকট এর ব্যাপারে কোন পাকড়াও নাই। (তাফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, ৬৪৯ পৃষ্ঠা)

হিংসার প্রতিকারের জন্য তাসাউফের কিতাব বিশেষ করে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কিতাবাদি যেমন; ইহ্ইয়াউল উলুম ইত্যাদি অধ্যয়ন করতে পারেন।

হাসদ, ওয়াদা খেলাফি, ঝুট, চুগলি, গীবত ও গালি
মুঝে উন সব গুনাহোঁ সে হো নফরত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধৈর্য মুমিনের সাহায্যকারী

সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের পুত্র ইন্তিকাল করলে তিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: "মুমিনেরা কি এতটুকু ধৈর্য ধারণ করবে যে, মুসিবত উপলব্ধিই হবে না?" বললেন: "পছন্দ আর অপছন্দ আপনার জন্য একই সমান হতে পারে না, কিন্তু এ অবশ্য সত্য যে, ধৈর্য মুমিনের সাহায্যকারী।" (দুররে মনছুর, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

অপছন্দনীয় বিষয় এড়িয়ে চলতেন

ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখনই কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, ধৈর্য ধারণ করে বলতেন: "তকদীরে এমনই ছিলো, সামনে আমাদের কোন মঙ্গলও রয়েছে।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

ধৈর্য নেয়ামত থেকে উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "কারো কোন নেয়ামত অর্জন হলো, তা তার নিকট থেকে আবার ছিনিয়ে নেওয়া হলো আর তাকে ধৈর্যের শক্তি দেওয়া হলো, এই ধৈর্য তার জন্য সেই নেয়ামত থেকেও উত্তম।" অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

(পারা: ২৩, সূরা: যুমার, আয়াত: ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের অপরিমিত প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে।

সর্বোত্তম কল্যাণ

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَّ اَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করতে চাইবে, **আল্লাহ পাক** তাকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করবেন এবং ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও উদার দান কাউকে প্রদান করা হয়নি।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং: ১০৫৩, ৫২৪ পৃষ্ঠা)

ধৈর্য তিন প্রকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ধৈর্য তিন প্রকার। যথা: (১) বিপদে ধৈর্য ধারণ, (২) ইবাদত ও আনুগত্যের কষ্টগুলোতে ধৈর্য ধারণ এবং (৩) নফসকে গুনাহের দিকে যাওয়া থেকে বারণ করাতে ধৈর্য ধারণ। যেমন; কোন বিপদে অস্থিরতা প্রকাশ করার ইচ্ছা হলো, কিন্তু অন্তরকে আয়ত্বে এনে কোনরূপ অনুযোগ কিংবা অভিযোগ মুখে আনবেন না বরং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এটা হলো প্রথম প্রকারের ধৈর্য। শীতের দিনে ঠান্ডা পানিতে অযু করার সাহস হচ্ছে না কিংবা ফজরের নামাযে উঠতে মন চাচ্ছে না, কিন্তু মনকে বাধ্য করে এসব কাজ করে যাবেন, এটা হলো দ্বিতীয় প্রকারের ধৈর্য। অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কেউ হারামভাবে উপার্জিত টাকা দিয়ে আরাম-আয়েশ করছে, আমাদের মনও আয়েশ চায়, কিন্তু অন্তরকে হারামের দিকে যাওয়া থেকে বারণ করে নিলেন, এটা হলো তৃতীয় প্রকারের ধৈর্য। (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

অন্তরের জন্য উপকারী বস্তু

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "অন্তরের জন্য সেটিই উপকারী, যা অন্তর থেকে বের হয়।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ ও বিচ্ছু থেকে বাঁচার ওযীফা

আফ্রিকার গভর্ণর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট বিচ্ছু ইত্যাদির অভিযোগ সম্বলিত এক চিঠি পাঠান। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তরে লিখলেন: "তুমি দৈনিক সকাল-সন্ধ্যা এই আয়াতে মোবারাকাটিকে নিজের ওযীফা[১] বানিয়ে নাও:

وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدۡ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমাদের কী হয়েছে যে, **আল্লাহ**র উপর নির্ভর করবো

১. অসংখ্য ওযীফা এবং দোয়ার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত 'মাদানী পাঞ্জেসূরা' কিতাবটি পাঠ করা খুবই উপকারী।

না? তিনি তো আমাদের পথগুলো আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আমাদেরকে যেই কষ্ট দিচ্ছো, আমরা অবশ্যই সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করবো এবং **আল্লাহরই** উপর নির্ভরকারীদের নির্ভর করা উচিত। সীরাতে ইবনে জওযী, ১১৫ পৃষ্ঠা)

هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَاۤ اٰذَیْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۱۲﴾

(পারা: ১৩, সূরা: ইব্রাহিম, আয়াত: ১২)

দয়া গ্রহণ করো না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "لَا تَقْبَلِ الْمَعْرُوْفَ مِمَّنْ لَّا يَصْطَنِعُهُ اِلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ অর্থাৎ এমন লোকের দয়া গ্রহণ করো না, যে তার পরিবারের সাথে সদাচরণ করে না।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

সফল কে?

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সেই ব্যক্তি সফল, যে নিজেকে দুঃখ-দুর্দশায় বিমর্ষ হয়ে যাওয়া থেকে, রাগ করা থেকে এবং লোভ থেকে সরিয়ে রেখেছে।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

লোভ কাকে বলে?

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "কোন কিছুতে পরিতৃপ্ত না হওয়া এবং সর্বদা আরও পাওয়ার বাসনা রাখাই হলো লোভ।" (মিরআতুল মানাজীহ্, ৭ম খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা)

মানুষের পেট তো কেবল মাটিই ভরাতে পারে

অন্যের সম্পদ ও নেয়ামত দেখে নিজেও তা অর্জনে চিন্তামগ্ন থাকা, সেই উদ্দেশ্য সাধনে ভাল মন্দ সবধরনের তদবিরে রাতদিন লোভী ব্যক্তিরাই পেছনে লেগে থাকে, এটা মূলতঃ মানুষের স্বভাবগত অভ্যাস। যেমনটি **রাসূলে আকরাম**

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ইরশাদ করেন: " صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ অর্থাৎ যদি মানুষের সম্পদের দু'টি উপত্যকা থাকে, তবে সে তৃতীয় উপত্যকার বাসনা করবে আর মানুষের পেট তো কেবল মাটিই পরিপূর্ণ করতে পারে এবং যে ব্যক্তি তাওবা করে, **আল্লাহ পাক** তার তাওবা কবুল করে থাকেন।" (সহীহ মুসলিম, ৫২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১০৫০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অল্পেতুষ্টিই হলো ফিক্‌হে আকবর

হুরাইছ বিন ওসমান তার পুত্রের সাথে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বললেন: "তোমার পুত্রকে ফিক্‌হে আকবর শিখাও।" তিনি জানতে চাইলেন: "ফিকহে আকবর কী?" বললেন: "اَلْقَنَاعَةُ وَكَفُّ الْاَذٰى অর্থাৎ অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করা এবং কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অল্পেতুষ্টি হলো সামান্য যা কিছু অর্জিত হবে তাতেই তুষ্ট থাকা, তাতেই ধৈর্য ধারণ করা। যে ব্যক্তি অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করবে اِنْ شَآءَ الله সে ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন অতিবাহিত করবে, অন্তরে দুনিয়ার লোভ যত বেশি হবে, দুনিয়ায় ততই দুরবস্থা বৃদ্ধি পাবে। কথিত আছে: "اَلْحِرْصُ مِفْتَاحُ الذُّلِّ অর্থাৎ লোভ হল লাঞ্ছনার চাবিকাঠি আর اَلْقَنَاعَةُ مِفْتَاحُ الرَّاحَةِ অর্থাৎ অল্পেতুষ্টি হলো সাচ্ছন্দ্যের চাবিকাঠি।"

সাফল্যের রহস্য

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " قَدْ اَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি সাফল্য অর্জন করলো, যে মুসলমান হয়ে গেলো,

প্রয়োজন মাফিক রিযিকপ্রাপ্ত হলো এবং **আল্লাহ পাক** তাকে প্রদত্ত তকদীরের উপর অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করলো।” (মুসলিম, হাদীস নং: ১০৫৪, ৫২৪ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উক্ত হাদীসে পাকের টীকায় লিখেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান, তাকওয়া, প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং অল্পেতুষ্টি এই চারটি বিষয় প্রাপ্ত হলো, তার উপর **আল্লাহ পাকের** বড় দয়া ও রহমত হয়ে গেলো, সে সফল জীবন অতিবাহিত করলো এবং দুনিয়া হতেও সফল অবস্থায় বিদায় নিলো। (মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম গাযালীর উপদেশ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: ভোগ-বিলাস কয়েক মুহূর্তকাল সময়েরই জন্যই, যা শেষ হয়ে যাবে, কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থা বদলে যাবে, তুমি নিজের জীবনে অল্পেতুষ্টি সৃষ্টি করে নাও, সন্তুষ্ট থাকবে। নিজের বাসনা পরিত্যাগ করো, স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। কখনো কখনো মৃত্যু স্বর্ণ, ইয়াকুত ও মুক্তার কারণে (ডাকাতদের হাতে) এসে থাকে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীনের ঘরে বিশেষ কোন আসবাবপত্র ছিলো না

একবার ইরাক হতে এক গরীব মহিলা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ঘরে আগমন করে। সে যখন দেখলো যে, তাঁর ঘরে তেমন কোন আসবাবপত্র নেই তখন বললো: আমি কি এই বিরান ঘর হতে নিজের ঘর সাজাবার জন্য এলাম? তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী বললেন: তোমাদের মত লোকদের ঘরগুলোর আবাদ করার কারণেই তো এই ঘরটিকে বিরান করে রেখেছে।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল মালিক, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

দাবাকের রাতগুলো

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর কাঁধে হাত রেখে বললেন: "ফাতিমা! এখনকার তুলনায় দাবাকের রাতগুলোতে আমরা খুব আরাম-আয়েশে ছিলাম।" সম্মানিতা স্ত্রী বললেন: "আজ আপনার নিকট যেসব সুযোগ রয়েছে, এর আগে কিন্তু কখনও ছিলো না (অর্থাৎ আরাম-আয়েশের সরঞ্জাম সংগ্রহে বাধা কোথায়?)।" এ কথা শুনে আমীরুল মুমিনীনের চিৎকার বেরিয়ে গেলো এবং দুঃখ-ভরা কণ্ঠে এই বলে উঠে গেলেন: " يَا فَاطِمَةُ! اِنِّیْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّیْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ হে ফাতেমা! যদি আমি আমার প্রতিপালকের না-ফরমানি করি, তবে মহান দিবসের (কিয়ামতের) শাস্তিকে ভয় পাচ্ছি।" তিনি এই আবেগ ভরা উক্তি শুনে কেঁদে দিলেন এবং দোয়া করতে লাগলেন: " اَللّٰهُمَّ اَعِذْهُ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! তাঁকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দাও।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি শুনে কেবল বাহবা-ধ্বনি উচ্চারিত করে মনকে খুশি না করে বরং আমাদেরও তাকওয়া ও অল্পেতুষ্টির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে যারা নেতৃত্ব ও সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত দায়িত্বশীলদের জন্য এই ঘটনায় অল্পেতুষ্টিতা ও আত্মসম্মান বোধ, লোভ ও লালসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার শিক্ষা এবং নিজের আখিরাতকে উত্তম বানানোর চমৎকার শিক্ষা রয়েছে। আহ! আমরা যদি স্বল্প উপার্জনে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়ে অধিকহারে নেক আমল করার আকাঙ্খী হয়ে যেতাম!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইবাদতগুজার তো ওমর বিন আব্দুল আযীযই

কেউ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে 'হে ইবাদতগুজার' বলে আহ্বান করেন। তদুত্তরে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "ইবাতদগুজার তো ওমর বিন আব্দুল আযীযই (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ), কেননা দুনিয়ার সম্পদ তাঁরই হাতে এবং তিনি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ইবাদতকে বেছে নিয়েছেন, আমি ইবাদতগুজার আখ্যা

পাওয়ার সাব্যস্ত নই।” (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা) এ ধরনের উক্তি হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতেও রয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “ اَلنَّاسُ يَقُوْلُوْنَ مَالِكٌ زَاهِدٌ! إِنَّمَا الزَّاهِدُ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الَّذِىْ أَتَتْهُ الدُّنْيَا فَتَرَكَهَا অর্থাৎ লোকে বলে: মালিক বিন দীনার একজন ‘ইবাদতগুজার ব্যক্তি’, প্রকৃত ইবাদতগুজার ব্যক্তি তো ওমর বিন আব্দুল আযীযই (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ), যাঁর নিকট দুনিয়া আসলেও তিনি তা ত্যাগ করেন।”

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি কাকে বলে?

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির মানে সম্পদ বিনষ্ট করা আর হালালকে হারাম করে দেওয়া নয় বরং দুনিয়া থেকে দূরে থাকার নাম হলো, যা তোমার হাতে রয়েছে তা যেনো **আল্লাহ পাকের** নিকট যা রয়েছে তা থেকে (তোমার কাছে) অধিক নির্ভরযোগ্য না হয়।”

(জামিউত তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং: ২৩৪৭, ৪র্থ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির পুরস্কার

হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরয করলেন: “হে **আল্লাহ পাক!** তুমি নেক বান্দাদের জন্য কী তৈরি করেছো এবং তুমি তাদের কী প্রতিদান দিবে?” **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: “দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির জন্য আমি আমার জান্নাতকে বৈধ করে দেব, তারা তাতে যেখানে চাইবে ঠিকানা বানিয়ে নিবে এবং আমার হারামকৃত জিনিসগুলো থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিদেরকে এই পুরস্কার দিবো যে, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন আমি পরহেযগার ব্যতীত সকলের নিকট কঠিন হিসাব নিবো, কেননা আমি পরহেযগারদের প্রতি লজ্জাবোধ করবো এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা দান করবো, অতঃপর তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে

প্রবেশ করিয়ে দিবো এবং আমার ভয়ে যারা কান্না করে তাদের জন্য উত্তম বন্ধু হবে, যাতে তাদের সাথে আর কেউ অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।”

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ৫২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৮১২৫)

কোন ব্যক্তিগত প্রাসাদ নির্মাণ করেননি

পদ ও মর্যাদাপ্রাপ্ত লোকেরা সাধারণত প্রাসাদ ও আলীশান বাড়ি নির্মাণ করে থাকেন, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জীবনেও ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রাসাদ নির্মাণ করেননি বরং বলতেন: “**হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত হলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইটের উপরে ইট এবং কড়িকাঠের উপরে কড়িকাঠ রাখেননি আর এই অবস্থাতেই দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে যান।”

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮০ পৃষ্ঠা)

একটি ইটও অপর ইটের উপর রাখবো না

এমনকি ঘরে একটি উঁচু কক্ষ ছিলো, সেটির সিঁড়ির একটি ইট নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিলো এবং তা দিয়ে উঠা নামা করতে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিলো। একদিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গোলাম তা মাটি দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিলেন, এরপর খলিফা উপরে উঠলেন। উঠার সময় তিনি ইটটির নড়াচড়া অনুভব করলেন না, গোলামকে জিজ্ঞাসা করলে ঘটনাটি বললো। তখন খলিফা বললেন: মাটি উঠিয়ে নাও, আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট ওয়াদা করেছি, যতদিন আমি খলিফা থাকবো, একটি ইটও অপর ইটের উপরে রাখবো না।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে নিরুৎসাহিতকরণ

হযরত সায়্যিদুনা খাব্বাব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَا اَنْفَقَ مُؤْمِنٌ مِنْ نَفْقَةٍ اِلَّا اُجِرَ فِيْهَا اِلَّا نَفْقَتُهُ فِيْ هٰذَا التُّرَابِ অর্থাৎ মুসলমানকে প্রত্যেক ব্যয়ের বিপরীতে প্রতিদান দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু এই মাটি ব্যতিত।" (মিশকাতুল মাসাবীহ্, ২য় খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫১৮২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীস মোবারাকারর ব্যাখ্যায় লিখেন: (ভাল নিয়্যত সহকারে শরীয়াত অনুযায়ী) পানাহার, পোশক-আষাক ইত্যাদিতে ব্যয় করলে সাওয়াব পাওয়া যায়, এসব জিনিস ইবাদতের মাধ্যম। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ঘর ইত্যাদি নির্মাণে কোনই সাওয়াব নাই। সুতরাং প্রাসাদ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা বাদ দিয়ে দিন, এতে সময় ও সম্পদ উভয়ই ধ্বংস হয়। মনে রাখবেন, এখানে পার্থিব বাড়ি ঘর সেগুলোও বিনা প্রয়োজনে নির্মাণ করা উদ্দেশ্য। মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, মুসাফিরখানা ইত্যাদি (ভাল নিয়্যত সহকারে) নির্মাণ করা তো ইবাদতই, কেননা এগুলো তো সদকায়ে জারিয়া। অনুরূপভাবে (ভাল নিয়্যত সহকারে) প্রয়োজনীয় বসতবাড়ী নির্মাণ করাও সাওয়াব, কেননা সেখানে নিরাপদে বসবাস করতঃ **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করবে। কিছু কিছু লোক এমনও দেখা যায় যে, সর্বদাই নতুন নতুন ঘরবাড়ি, প্রতি বৎসরই নিত্য নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করাতেই ব্যস্ত থাকে। এখানে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (মিরআত শরহে মিশকাত, ৭ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

উঁচে উঁচে মকান থে জিন কে, তঙ্গ কবরোঁ মেঁ আজ আন পড়ে,
আজ উয় হেঁ না হেঁ মকাঁ বাকি, নাম কো ভি নিহিঁ হেঁ নিশাঁ বাকি।

(জান্নাতি মহল ক্রয়, ৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রত্যেক সফরের জন্য পাথেয় আবশ্যক

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক খোৎবায় বলেন: "সফরের জন্য পাথেয় প্রয়োজন হয়, সুতরাং তোমরা দুনিয়া হতে আখিরাতের সফরের জন্য পাথেয় তৈরি করে নাও। তোমরা কি জান না যে, জান্নাত ও

জাহান্নামের মাঝখানে কোন মঞ্জিলই নাই আর তোমাদেরকে সেই দুইটি হতে একটিতে যেতেই হবে।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াবী সফরের জন্য বিভিন্ন বিষয় সামনে রেখে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কোথায় যেতে হবে? কখন যেতে হবে? কীসে করে যেতে হবে? কত দূর যেতে হবে? কত দিনের জন্য যেতে হবে? আহ! অনুরূপ আমরা যদি আখিরাতের সফরের জন্যও বেশি পরিমাণে চিন্তা-ভাবনা করতাম! নেকী সঞ্চয় করার প্রতি সচেষ্ট থাকতাম! কেননা এই সফরে দুনিয়াবী সরঞ্জমাদি কাজে আসবে না, কাজে আসবে কেবল নেক আমল।

কুছ নেকীয়াঁ কামা লে জলদ আখিরাত বানা লে,
কোয়ী নেহিঁ ভরোসা এ্যয় ভাই জিন্দেগী কা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীনের ক্ষমা ও মার্জনা

প্রতিশোধ নেয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কারো অসঙ্গত ব্যবহার, অশোভন আচরণ কিংবা অত্যাচার সহ্য করা উদার ও মহান ব্যক্তিদেরই কাজ আর এর অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমনটি **কানযুল উম্মালে** বর্ণিত রয়েছে: **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি রাগ সংবরন করে নেয়, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তার অন্তরকে আপন সন্তুষ্টি দ্বারা ভরপুর করে দিবেন।”

(কানযুল উম্মাল, ৩য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭১৬০)

দু’টি উত্তম অভ্যাস

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: “ইলমের সাথে সহিষ্ণু অভ্যাসের ক্ষমতার পাশাপাশি ক্ষমার অভ্যাস এক হয়ে যাওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন বিষয় নাই।” (আদাবুশ শরীয়া, ফসলুন ফি হুসনিল খুলুক, ২য় খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মাঝে এই দু'টি অভ্যাসই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। তাঁর ক্ষমা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার ১৩টি ঘটনা লক্ষ্য করুন।

(১) মাথা নত করে নিলেন

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উদ্ধৃত করেন: কোন এক ব্যক্তি হযরত আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে মন্দ কথা বললেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মাথা নত করে বললেন: "তুমি কি চাও যে, আমার রাগ আসুক, শয়তান আমাকে অহংকার আর ক্ষমতার দম্ভে লিপ্ত করে দিক, আমি তোমাকে আমার অত্যাচারের নিশানা বানাই, রোজ কিয়ামতে তুমি আমার কাছে এর বদলা নিবে? তা আমাকে দিয়ে কখনও হবে না।" এ কথাগুলো বলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নীরব হয়ে গেলেন। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

(২) শাস্তি প্রদানে সাবধানতা

হযরত সায়্যিদুনা আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর অভ্যাস ছিলো: তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন কোন শাস্তির আদেশ দিতেন, সন্দেহের আওতায় তাকে তিন দিন যাবৎ বন্দি রাখতেন, কেননা এই শাস্তির আদেশটি তাকে ভুল ভাবে দেওয়া হলো না তো কিংবা রাগের বশবর্তী হয়ে দেওয়া হলো না তো। (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)

(৩) আমি তোমার নিকট কিসাস (বদলা) নিতাম

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কর্মচারি আব্দুল হামিদ বিন আব্দুর রহমান তাঁকে লিখলেন: "আমার সামনে এক ব্যক্তিকে এই অপরাধে আনা হয় যে, সে আপনাকে গাল-মন্দ করে থাকে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পরক্ষনে এই মনে করে তাকে জেলে বন্দি করলাম যে, প্রথমে এই ব্যাপারে আপনার মতামত নিবো।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উত্তরে লিখলেন: "তুমি যদি তাকে হত্যা করতে তবে আমি

তোমার কাছ থেকে কিসাস (বদলা) নিতাম। **নবীয়ে মুকাররাম, রাসুলে মুয়াজ্জম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত অন্য কাউকে গালমন্দ করার কারণে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা যায় না। সুতরাং তোমার যদি মন চায় তাকে গালি দিয়ে এর প্রতিশোধ নাও, না হয় মুক্তি দিয়ে দাও।" (দারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)

(৪) তাকওয়া মুখে লাগাম লাগিয়ে দিয়েছে

কোন এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে কোন এক সময়ে অশোভনীয় কথা বললো, লোকেরা বললো: "আপনি চুপ হয়ে আছেন কেন?" তিনি বললেন: "اِنَّ التَّقِيَّ مُلْجَمٌ অর্থাৎ তাকওয়াই আমার মুখে লাগাম লাগিয়ে দিয়েছে।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৮ পৃষ্ঠা)

(৫) গালি প্রদানকারীকে কিছু বললেন না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো: সে আপনাকে গালাগালি করে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, লোকটি আবার বললো, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এবারও এড়িয়ে গেলেন, যখন সে তৃতীয়বার বললো তখন বললেন: "ওমর" তাকে (অর্থাৎ গালি প্রদানকারীকে) এমনভাবে শৈথিল্য প্রদর্শন করছে যে, সে তা বুঝতেও পারছে না।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন ব্যক্তি যদি আমাদের গালাগালি করে কিংবা মনে কষ্ট দেয়, তবু তার সাথে বাদানুবাদ করা পরিহার করে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকাই মঙ্গলজনক। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া করা থেকে বিরত থাকবে, আমি তার জন্য জান্নাতের পাশে একটি ঘরের জামিন হলাম।"

(সুনানে আবি দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪৮০০)

(৬) গালমন্দকারীর সাথে সদ্ব্যবহার

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাহনে আরোহন কোথাও যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে পায়ে চলা এক লোক বাহনের সামনে এসে গেলো এবং সে রাগান্বিত হয়ে বললো: দেখে চলতে পারেন না! যখন বাহনগুলো অগ্রসর হয়ে গেলো তখন সেই লোকটি বললো: এমন কেউ কি আছো, যে আমাকে নিজের পেছনে বসাবে? হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর গোলামকে বললেন: তাকে তোমার পেছনে বসিয়ে ঝর্ণা পর্যন্ত নিয়ে চলো।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের চরিত্র খুবই উন্নত হয়ে থাকে এবং তাঁরা মনে কষ্ট পেলেও রাগ করেন না আর ধৈর্যের আঁচলও ছাড়েন না এবং শুধু দোষীদের দোষ ক্ষমা করে দেন তা নয়, বরং কখনও কখনও তো ভাল আচরণ দ্বারাও ধন্য করেন।

(৭) আমি পাগল নই

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ রাতের বেলা মসজিদে গেলেন, সেখানে এক ব্যক্তি ঘুমাচ্ছিলো, অন্ধকারে তার সাথে তাঁর পা লেগে গেলো, সে তখন রাগের স্বরে বললো: "أَمَجۡنُوۡنٌ اَنۡتَ؟" অর্থাৎ তুমি কি পাগল? বললেন: না। খাদিম তাকে সেই বেআদবির কারণে শাস্তি দিতে চাইলেন কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে বাধা দিলেন আর বললেন: সে তো আমাকে শুধু এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি কি পাগল? আমি উত্তর দিয়ে দিয়েছি: 'না'। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৯ পৃষ্ঠা)

سُبۡحٰنَ الله আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের চরিত্র কীরূপ পুতঃপবিত্র ছিলো, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন দুর্বল হলে তবে তাদের ভাষায় নম্রতা এসে যেতো, কিন্তু আমাদের রাগ খুবই 'বুদ্ধিমান' যে, 'দুর্বল'কে সামনে পেয়ে খুবই গর্ব করে আর মাথা নাড়িয়ে বলা শুরু করে।

(৮) গাল থেকে রক্ত বেরিয়ে আসলো

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কায়লুলা (অর্থাৎ দুপুরে সামান্য বিশ্রাম) করার জন্য উঠছিলেন তখন এক ব্যক্তি হাতে কাগজ-পত্রের একটি বড় ফাইল নিয়ে সামনে আসলো এবং খুবই দ্রুত ফাইলটি তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মুখ ফিরিয়ে দেখতেই ফাইলটি তাঁর মুখে এসে পড়লো, যার কারণে মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো, কিন্তু রাগে অগ্নিশর্মা হওয়ার পরিবর্তে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অত্যন্ত নিশ্চুপ ভাবে তার দরখাস্তটি পড়লেন এবং তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৮ পৃষ্ঠা)

(৯) শাস্তির পরিবর্তে ভাতা নির্ধারন

এক শিশু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ছেলেকে মারলো, লোকেরা শিশুটিকে ধরে তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিকের নিকট নিয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অন্য কক্ষে ছিলেন, শোরগোল শুনে কক্ষ থেকে বের হয়ে এলেন। এমন সময় এক মহিলা এসে বললো: এ আমার ছেলে আর সে এতিম। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জিজ্ঞাসা করলেন: এই এতিম কি ভাতা পায়? আরয করলো: না। খাদিমকে বললো: এর নাম ভাতার তালিকাভুক্ত শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৭ পৃষ্ঠা)

এ কথা সত্য যে, যেকোন উচ্চ মর্যাদার লোক বিনয়ী এবং অন্যের মনতুষ্টকারী হয়ে থাকেন। তার উপমা দেয়া যায় বৃক্ষের সাথে যে, তাতে যত বেশি ফল ধরে শাখা-প্রশাখাগুলো তত বেশি ঝুকে যায়, যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি দুর্বলদের সাথে কোমল ও বিনয়ের চরিত্র প্রদর্শন করে সে কিয়ামতের দিন আনন্দিত ও উল্লাসিত থাকবে, কিন্তু অহংকারীদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ব্যতীত কিছুই থাকবে না।

(১০) রাগান্বিত অবস্থায় শাস্তি দিও না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদা এক গভর্ণরকে লিখেন: রাগান্বিত অবস্থায় কোন অপরাধীকে শাস্তি দিও না বরং তাকে বন্দী করে রাখো, যখন তোমার রাগ প্রশমিত হয়ে যাবে, তখন তাকে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দাও। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা)

(১১) অযথা রাগ প্রদর্শন উচিৎ নয়

কিছু খারেজী লোক হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট এসে মোনাজারা (বিতর্ক) শুরু করে দিলো, কেউ পরামর্শ দিলো: হে আমীরুল মুমিনীন! তাদেরকে সামান্য রাগ দেখিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত করুন। কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুবই নম্রতার সহিত কথাবার্তা বলতে থাকেন। এক পর্যায়ে তারা একটি বিশেষ শর্তে রাজি হয়ে চলে গেলো। তাদের চলে যাওয়ার পর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পরামর্শদাতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: যতক্ষণ পর্যন্ত ঔষধে আরোগ্যের আশা থাকবে, কাউকে অযথা রাগ দেখানো উচিৎ নয়।

(১২) গালমন্দ করো না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যদিও হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে তার অত্যাচারমূলক আচরণের কারণে পছন্দ করতেন না আর এমনও বলতেন: কিয়ামত দিবসে যদি উম্মতদের মাঝে দুস্কৃতকারীদের প্রতিযোগিতা হয় আর প্রত্যেক উম্মতই নিজ নিজ দুস্কৃতকারী নিয়ে আসে, তবে যদি আমরা হাজ্জাজকে নিয়ে আসি তবে তাদের সকলের উপর বিজয়ী হবে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) এই কারণেই হাজ্জাজের বংশধরদেরকে দেশান্তর করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যখন তাঁর সামনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে গালমন্দ করতো তখন সাথে সাথে তিনি বাধা দিতেন এবং বলতেন: অত্যাচারিত যদি অত্যাচারীকে গালাগালি করে নিজেই প্রতিশোধ নিয়ে নেয়, তবে অত্যাচারীর হয়তো এতে এক ধরনের উৎকৃষ্টতায় অর্জিত হয়। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১০৯ পৃষ্ঠা)

(১৩) শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক ব্যক্তির উপর কোন কারণে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, এমনকি তাকে বেত্রাঘাত করার আদেশ দিয়ে দিলেন, কিন্তু যখন বেত্রাঘাত করার সময় এলো তখন তিনি খাদিমকে বললেন: "خَلُّوۡا سَبِيۡلَهٗ অর্থাৎ তাকে ছেড়ে দাও।" আর লোকটিকে বললেন: আমি যদি রাগান্বিত

www.dawateislami.net

না থাকতাম, তবে তোমাকে অবশ্যই শাস্তি দিতাম, অতঃপর এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ক্রোধ সংবরনকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা এবং সৎব্যক্তিবর্গ **আল্লাহর** প্রিয়।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ক্ষমা ও মার্জনার দৃষ্টান্ত দেখলেন। নিঃসন্দেহে রাগ নিজের সাথে ধ্বংসের সুদীর্ঘ শোকগাঁথা নিয়ে আসে, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাগই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি, স্বামী-স্ত্রীতে তালাক, পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এবং খুন-খারাবির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন কারো রাগ আসে আর মারামারি, ভাঙচুর ইত্যাদি করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখন নিজেকে এভাবে বুঝাবে: আমি অন্যের উপর যদি কিছু ক্ষমতা অর্জন করেও থাকি, তবে তার চেয়ে আরো অধিক **আল্লাহ পাক** আমার উপর ক্ষমতাবান, যদি আমি রাগের বশবর্তী হয়ে কারও মনে কষ্ট কিংবা অধিকার বিনষ্ট করে থাকি, তবে কিয়ামত দিবসে **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি হতে আমি কীভাবে রক্ষা পেতে পারবো?[১]

আমীরুল মুমিনীনের কোমল-হৃদয়

একদা এক গ্রাম্য লোক এসে নিজের অভাব-অনটনের কথা এমন হৃদয়গ্রাহী শব্দে বললো: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মাথা নত করে নিলেন এবং চোখ দিয়ে লাগাতার অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো, এমনকি সম্মুখের মাটি ভিজে গেলো। যখন কান্না কিছুটা বন্ধ হলো তখন জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা মোট কয়জন? সে বললো: আমি আর আটজন কন্যা। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বাইতুল মাল

---

১. রাগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত 'রাগের চিকিৎসা' নামক রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।

থেকে সকলের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন আর একশ দিরহাম নিজের পকেট থেকে দিলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৯১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পশুদেরকেও তিনদিন আরাম করতে দিও

এই দয়া শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না বরং হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه জীব-জন্তুদের কষ্টও সহ্য করতে পারতেন না, তাঁর নিকট একটি খচ্চর ছিলো, যা তাঁর গোলাম ভাড়ায় চালাতো। ভাড়ায় দৈনিক আয় হতো এক দিরহাম। একদিন গোলাম দেড় দিরহাম নিয়ে উপস্থিত হলে জিজ্ঞাসা করলেন: এতে বৃদ্ধি কীভাবে হলো? সে বললো: আজকের বাজার গরম ছিলো। বললেন: না! তুমি নিশ্চয় পশুটিকে বেশি খাটিয়েছো, এখন একে তিন দিন আরাম করতে দাও। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৯৭ পৃষ্ঠা)

জীব-জন্তু সম্পর্কে নির্দেশনা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বাজারের যিম্মাদারের নিকট যথারীতি এই আদেশনামা পাঠালেন: "পশুদের ভারী লাগাম লাগাবে না এবং তাদের এমন ছড়ি দিয়ে হাঁকাবে না যাতে লোহার টোপ পরানো রয়েছে।" আর মিশরের গভর্ণরকে লিখেন: "আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, মিশরে বোঝা বহনকারী উটগুলোর উপর এক হাজার রিতাল (প্রায় ৫০০ সের) পরিমাণ বোঝা উঠানো হয়ে থাকে, যখন আমার এই পত্র পাবেন, তখন এরপর যেনো কোন উটে ছয়শত রিতিলের (প্রায় ৩০০ সের) বেশি বোঝা উঠানোর সংবাদ না আসে।"

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মীমাংসা করিয়ে দিলেন

বয়োজ্যেষ্ঠ এক ব্যক্তি তাঁর ভাতিজাকে সাথে নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। উভয়ের মাঝে কোন বিষয়ে বিরোধ ছিলো, বড় মিয়া তো প্রথম প্রথম মীমাংসায় রাজি ছিলো, পরে হঠাৎ তার রাগ এলো এবং তার নফস তাকে সম্পর্ক ছিন্ন করায় উদ্বুদ্ধ করলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বৃদ্ধটিকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে বললেন: "বড় মিয়া! আমি আপনার মত মিষ্টি লোক আর দেখিনি আর আপনার চেয়ে কড়াও কাউকে দেখিনি,আপনার মত কাছের কাউকেও দেখিনি, আপনার মত দূরেরও কাউকে দেখিনি, এখনই তো আপনি মীমাংসার কথা বলেছিলেন, হঠাৎ আপনার নফস আপনাকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ও অত্যাচারের পথে লাগিয়ে দিলো।" বড় মিয়ার গোঁফগুলো এতই লম্বা হয়ে গিয়েছিলো যে, মুখ প্রায় ঢেকে গিয়েছিলো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এক নাপিত ডেকে এনে বললেন: "একে নিয়ে যাও, গোঁফগুলো কেটে দিয়ে পুনরায় নিয়ে এসো।" সে গোঁফ কেটে ফিরে এলে খলিফা বললেন: "দেখ! এখন কত ভাল লাগছে, এতে পরিচ্ছন্নতাও এসেছে আর তা রুচিসম্মত অভ্যাসের উপযুক্তও বটে।" অতঃপর বড়ই কোমল স্বরে বললেন: "বড় মিয়া! আসুন আপনার ভাতিজার সাথে মীমাংসা করে নিন।" তিনি বললেন: "ভাল কথা।" তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উভয়ের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিলেন এবং হাত আকাশের দিকে তুলে বললেন: "اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ"।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১০৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই, তাদেরকে পরস্পর ভালবাসা ও একতার সাথে থাকা উচিত। কিন্তু শয়তান এটা কীভাবে সহ্য করতে পারবে? অতএব সেই অভিশপ্ত মুসলমানদের ঐক্যে ফাঁটল ধরায়, ঝগড়া বাঁধায় এবং হত্যাযজ্ঞও সংঘটিত করায়, কখনো কখনো শত্রুতার ধারা চলতে থাকে বংশ পরম্পরায়, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা মাঝখানে অবস্থান নিয়ে উভয়ের মাঝে সন্ধি করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে, **আল্লাহ পাক** ২৬ পারার সূরা হুজরাতের ১০ম আয়াতে ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۰﴾

(পারা: ২৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুসলমান-মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং আপন দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও এবং **আল্লাহ**কে ভয় করো, যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়।

মীমাংসা করানো সুন্নাত

মীমাংসা করানো **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সুন্নাতও বটে, যেমনটি **খাযায়িনুল ইরফানে** বর্ণিত রয়েছে: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি লম্বা কান বিশিষ্ট পশুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসার সাহাবীদের মজলিশের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, সেখানে কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতি করলেন, সেখানে পশুটি প্রস্রাব করলো। তখন ইবনে উবাই (মুনাফিক) নাক বন্ধ করে নিলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ বললেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লম্বা কানবিশিষ্ট পশুর প্রস্রাব তোমার মুশক এর চেয়েও বেশি সুগন্ধময়। "**হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো এরপর তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তারপর ঐ দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো এবং উভয় গোত্রের মাঝে পরস্পর তুমুল বাক-বিতন্ডা ছড়িয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেলো। অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে তাশরীফ আনলেন এবং উভয়ের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়:

وَإِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

(পারা: ২৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি মুসলামানদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধ করে, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করাও।

মীমাংসা করানোর সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ اَصْلَحَ

اللهُ اَمرَهُ وَاَعطَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عِتقَ رَقَبَةٍ وَرَجَعَ مَغفُوْرًا لَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিবে, **আল্লাহ পাক** তার বিষয়াদী বিশুদ্ধ করে দিবেন এবং প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে একটি গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব দান করবেন আর সে যখন ফিরে আসবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসবে।”

(আততারগীবু ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, হাদীস নং: ৯, ৩য় খন্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুশ্রূষা ও সমবেদনা জ্ঞাপন

রাজা-বাদশাহ্রা সেবা-শুশ্রূষা ও সমবেদনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে খুব কমই ঘর থেকে বের হন, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শত্রু-মিত্র সকলেরই সেবা-শুশ্রূষা ও সমবেদনা জ্ঞাপনে নির্দ্বিধায় চলে যেতেন। যেমনটি একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু ক্বিলাবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিরিয়ায় অসুস্থ হয়ে গেলে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে দেখতে চলে যান এবং নির্দ্বিধায় বললেন: يَا اَبَا قِلَابَةَ تَشَدَّدْ وَلَاتُشْمِتْ بِنَا الْمُنَافِقِيْنَ অর্থাৎ হে আবু ক্বিলাবা! আপনি এবার বস্তুনিষ্ঠ হয়ে যান আর আমাদের উপর মুনাফিকদের হাসার সুযোগ দিবেন না।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

মৃতরা মৃতদের সমবেদনা জ্ঞাপন করে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন ওবাইদুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আব্বাজান ইন্তিকাল হয়ে গেলে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর নিকট একটি শোকবার্তা পাঠান, যাতে লিখেছিলেন: “আমরা আখিরাতে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের সদস্য, কিন্তু আমরা দুনিয়াকে নিজেদের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছি, আমরা সবাই মৃত এবং মৃতদেরই সন্তান, আশ্চর্যের কথা হলো যে, একজন মৃত চিঠি লিখছে আর এক মৃতের প্রতি এবং মৃতকে শোক প্রকাশ করছে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

শোক প্রকাশের ধরন

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এক বন্ধু মারা গেলে তিনি তাঁর পরিবারের নিকট শোক প্রকাশের জন্য গেলেন, তারা তাঁকে দেখে আরো বেশি করে আহাজারি করতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "যিনি দুনিয়া হতে চলে গেছেন তিনি তোমাদের রিযিকদাতা ছিলেন না, তোমাদের রিযিকদাতা জীবিত, তিনি মৃত্যুবরন করেন না আর মৃত ব্যক্তি তোমাদের নয় বরং নিজের রিযিকের পথই বন্ধ করে দিয়েছে, তোমাদের প্রত্যেকেরই একটি দিন এমন আসবে যে, তার রিযিকের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। **আল্লাহ পাক** যখন দুনিয়া সৃষ্টি করেন, তখন তার জন্য লয়ও নির্ধারণ করে দেন আর এতে বসবাসকারীদের লয়ও লিপিবদ্ধ করে দেন, যারা এখানে একত্রিত হয়েছে, পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতএব তোমরা তোমাদের চিন্তা করো, কেননা যে পথে আজ তোমাদের এই প্রিয় মানুষটি চলে গেছে, কাল তোমরাও সে পথে (অর্থাৎ মৃত্যুর) চলে যাবে।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

ধৈর্য ও সন্তুষ্টির মাঝে পার্থক্য

এক ব্যক্তির পুত্র সন্তান মারা গেলো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক সহ তার নিকট শোক প্রকাশের জন্য গমন করলেন। লোকটি খুবই নীরবতার সহিত তার দুঃখটি সহ্য করে যাচ্ছিলো, তার এই অবস্থা দেখে কেউ বললো: **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা একেই বলে। এ কথা শুনতেই হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলে উঠলেন: সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট বলবেন, না কি ধৈর্য বলবেন? সোলায়মান সেটি বুঝিয়ে দিলেন: আসলেই ধৈর্য এবং সন্তুষ্টিতে পার্থক্য বিদ্যমান। সন্তুষ্টি হলো কোন বিপদ আসার পূর্বে মানুষের এই মনে করা যে, যত বিপদই আসুক না কেনো, আমি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট থাকবো। পক্ষান্তরে ধৈর্য বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার পরেই করা হয়ে থাকে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীনের অশ্রু বিসর্জন

নালা দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে কোথাও তাঁবু খাটান, ঠিক সেই জায়গাটিতেই হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কখনো অবস্থান করেছিলেন। সেখানে হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে এক পাদ্রীর সাক্ষাৎ হয়, পাদ্রীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিজস্ব বিশেষ কোন বিষয় লক্ষ্য করে থাকলে বলুন। পাদ্রী বলতে শুরু করলো: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এখানে ছাদের উপর অবস্থান করেছিলেন। রাতের বেলা নালা হতে আমার গায়ে পানির ফোঁটা পড়ছিলে, আমি তৎক্ষণাৎ আসমানের দিকে তাকাই, সেখানে বৃষ্টির কোন চিহ্নই ছিলো না, আমি ছাদে উঠে দেখতে পেলাম, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন সিজদাবনত অবস্থায়, তিনি কান্না করছিলেন আর তাঁরই চোখ থেকে বের হওয়া অশ্রু নালা দিয়ে নিচে পড়ছিলো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৮ পৃষ্ঠা)

দাঁড়ি অশ্রুসিক্ত ছিলো

বীর বাহাদুর আবু জাফর বলেন: আমি খানাছিরায় হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে খোৎবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মিম্বরে উঠতে দেখলাম, তখন তাঁর দাঁড়ি ছিলো অশ্রুসিক্ত, তিনি যখন মিম্বর থেকে নামলেন তখনও কান্না করছিলেন। (মাওসুআতি ইবনি আবিদ দুনিয়া, কিতাবুর রিক্কাতি ওয়াল বুকা, ৩য় খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

চোখের পানিকে গনীমত মনে করো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "اِغْتَنِمِ الدَّمْعَةَ تُسِيْلُهَا عَلٰى خَدِّكَ لِلّٰهِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের গাল বেয়ে প্রবাহিত হওয়া অশ্রুকে গনীমত বলে মনে করো।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

সিজদার জায়গা অশ্রুতে ভিজা ছিলো

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামায পড়িয়ে অবসর হলেন, তখন লোকজন দেখতে পেলো: তাঁর সিজদার জায়গাটি অশ্রুতে ভিজা ছিলো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৮ পৃষ্ঠা)

অশ্রুতে রক্ত

হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন মেহরান ও হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا বলেন: আমরা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কান্না করতে দেখলাম, এমনকি তাঁর অশ্রুতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৯ পৃষ্ঠা)

দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতিবেশী হযরত সায়্যিদুনা হারেছ বিন যায়িদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! রাতের অন্ধকার যখন ছেয়ে যেতো, তারাগুলো যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন অসুস্থ লোকের ন্যায় অস্থির হয়ে যেতেন এবং কোন দুর্ভাবনাগ্রস্থ লোকের ন্যায় কান্না করতে থাকতেন আর বলতেন: হে দুনিয়া! তুমি কেন আমার পিছু নিয়েছো? যাও! আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও, অন্য কাউকে গিয়ে ধোঁকা দাও, আমি তো তোমাকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি, আমি তো তোমার দিকে আর ফিরতে পারবো না, তোমার বয়স কম, তোমার স্বাদ তুচ্ছ, তোমার ভয়াবহতা অধিক। আহ! আমার নিকট পাথেয় কম, সফর দীর্ঘ, পথ বিপদসঙ্কুল।

(আর রওজুল ফায়িক, ২০০ পৃষ্ঠা)

সকলেই কান্না করতে লাগলেন

কখনো কখনো খোৎবা প্রদানকালে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মিম্বরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কান্না করতেন যে, খোৎবা দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে যেতো। যেমন;

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বয়ানে সূরা তাকভীরের এই আয়াতগুলো পাঠ করলেন:

اِذَا الشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ ۪ۙ﴿۱﴾ وَ اِذَا النُّجُوۡمُ انۡكَدَرَتۡ ۪ۙ﴿۲﴾ وَ اِذَا الۡجِبَالُ سُیِّرَتۡ ۪ۙ﴿۳﴾ وَ اِذَا الۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ۪ۙ﴿۴﴾ وَ اِذَا الۡوُحُوۡشُ حُشِرَتۡ ۪ۙ﴿۵﴾ وَ اِذَا الۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ ۪ۙ﴿۶﴾ وَ اِذَا النُّفُوۡسُ زُوِّجَتۡ ۪ۙ﴿۷﴾ وَ اِذَا الۡمَوۡءٗدَةُ سُئِلَتۡ ۪ۙ﴿۸﴾ بِاَیِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ ۚ﴿۹﴾ وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ ۪ۙ﴿۱۰﴾ وَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتۡ ۪ۙ﴿۱۱﴾ وَ اِذَا الۡجَحِیۡمُ سُعِّرَتۡ ۪ۙ﴿۱۲﴾

(পারা: ৩০, সূরা: তাকভীর, আয়াত: ১-১২)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: যখন সূর্যরশ্মিকে মুড়িয়ে ফেলা হবে এবং যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে আর যখন পাহাড় পর্বতকে চলমান করা হবে আর যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীগুলো বাধাহীন অবস্থায় ফিরবে এবং যখন বন্যপশুগুলোকে একত্রিত করা হবে আর যখন সমুদ্রকে উত্তপ্ত করা হবে আর যখন আত্মাগুলোকে জুড়ে দেয়া হবে এবং যখন জীবন্ত প্রোথিতা (কন্যা-সন্তান) কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? যখন আমলনামা খোলা হবে আর যখন আসমানকে সেটার আপন স্থান থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে আর যখন জাহান্নামকে অগ্নি প্রজ্জলিত করা হবে।

যখন ১৩ নম্বর আয়াতটি পাঠ করেন:

وَ اِذَا الۡجَنَّةُ اُزۡلِفَتۡ ۪ۙ﴿۱۳﴾

(পারা: ৩০, সূরা: তাকভীর, আয়াত: ১৩)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: আর যখন বেহেশতকে নিকটে আনা হবে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতটি:

عَلِمَتۡ نَفۡسٌ مَّاۤ اَحۡضَرَتۡ ﴿۱۴﴾

(পারা: ৩০, সূরা: তাকভীর, আয়াত: ১৪)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: তখন প্রত্যেক আত্মা অবগত হবে সে সম্পর্কে, যা সে উপস্থিত করেছে।

আর পড়তে পারলেন না এবং আখিরাতের চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে কান্না জুড়ে দিলেন। মসজিদে উপস্থিত লোকেরাও কান্না শুরু করে দিলো, এমনকি কান্নার আওয়াজে এবং আহাজারিতে মসজিদে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়ে গেলো।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২১৮ পৃষ্ঠা)

খলিফার প্রভাব প্রজাদের উপর

প্রসিদ্ধ আছে: তরমুজকে দেখে তরমুজ রঙ বদলায়। অনুরূপভাবে প্রশাসকদের জীবনাচারের প্রভাব প্রজাদের উপরও পড়ে থাকে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইবাদত ও রিয়াযতের রঙ সাধারণ মানুষের মাঝেও চলে আসে। যেমনটি এক বুযুর্গ বলেন: খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক প্রাসাদ ইত্যাদির নির্মাতা ছিলেন, তার সময়কালে লোকজন যখন পরস্পর মিলিত হতো, তখন শুধু ভবন নির্মাণ, বেচা-কেনা ইত্যাদি সংক্রান্ত কথাবার্তাই চলতো, অতঃপর যখন সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের সময়কাল এলো, তিনি ছিলেন খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ে শাদীর সৌখিন, তাই তাঁর সময়কালে মানুষ বিয়ে-শাদী আর দাসী-বাঁদীদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতো আর যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সময়কাল এলো, তখন তিনি তাঁর প্রশাসনের স্তম্ভ বানিয়ে নিলেন রূহানিয়তকে। যেমনটি সে সময় লোকেরা যখন পরস্পর মিলিত হতো তখন ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়েই আলাপ-আলোচনা চলতো, পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতো: আপনি কোন ওযীফাটি পাঠ করেন? তুমি কোরআন শরীফ কতটুকু পর্যন্ত মুখস্থ করেছো? তুমি কোরআন খতম কবে করবে? কখন খতম করেছিলে? মাসে তুমি কয়টি করে রোযা রাখো? ইত্যাদি।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুনাজাত

১. اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيۡ بِقَضَائِكَ وَبَارِكۡ لِيۡ فِيۡ قَدۡرِكَ حَتّٰى لَا اُحِبَّ تَعۡجِيۡلَ مَا اَخَّرۡتَ وَلَا تَاخِيۡرَ مَا عَجَّلۡتَ

অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক!** তুমি আমাকে তোমার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্টি প্রদর্শনকারী বানাও, আমার তকদীরের উপর আমাকে বরকত দান করো, আমি যেন তোমার বিলম্বে করা কোন বিষয়কে শীঘ্রই পেতে না চাই আর শীঘ্রই দান করা কোন বিষয় বিলম্বে পেতে না চাই।

www.dawateislami.net

তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ প্রায় বলতেন: এই দোয়াটি আমাকে এমনভাবে মোহিত করেছে যে, এখন আমার নিকট ক্বজা ও ক্বদর ব্যতীত কোন বিষয়ে কোনরূপ আকাঙ্খাই নাই। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৯৩ পৃষ্ঠা)

২. اَللّٰھُمَّ اِنۡ لَّمۡ اَکُنۡ اَھۡلاً اَنۡ اَبۡلُغَ رَحۡمَتَکَ فَاِنَّ رَحۡمَتَکَ اَھۡلٌ اَنۡ تَبۡلُغَنِیۡ فَاِنَّ رَحۡمَتَکَ وَسِعَتۡ کُلَّ شَیۡءٍ وَاَنَا شَیۡءٌ فَتَّسِعُنِیۡ رَحۡمَتُکَ یَا اَرۡحَمَ الرّٰحِمِیۡنَ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমি যদি তোমার রহমতের যোগ্য নাও হয়ে থাকি, তোমার রহমত তো আমি পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্যতা অবশ্যই রাখে, কেননা তোমার রহমত তো প্রতিটি বস্তুকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে, আমিও তো 'বস্তু'রই অন্তর্ভুক্ত, অতএব তোমার রহমত আমাকেও নিজের আওতায় নিয়ে নিক, হে সর্বাধিক রহমত প্রদানকারী। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৯ পৃষ্ঠা)

৩. اَللّٰھُمَّ اِنَّ رِجَالًا اَطَاعُوۡکَ فِیۡمَا اَمَرۡتَھُمۡ وَانۡتَھَوۡا عَمَّا نَھَیۡتَھُمۡ اَللّٰھُمَّ وَاِنَّ تَوۡفِیۡقَکَ اِیَّاھُمۡ کَانَ قَبۡلَ طَاعَتِھِمۡ اِیَّاکَ فَوَفِّقۡنِیۡ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! যেসব সৌভাগ্যবান লোক তোমার আদেশ মেনে চলে, আনুগত্য করে, না-ফরমানি করে না, নিঃসন্দেহে তোমার আনুগত্য করার পূর্বমুহূর্তে তারা সেটির তৌফিক পেয়ে যায়, হে **আল্লাহ পাক**! তুমি আমাকেও (আনুগত্যের) তৌফিক দান করো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৯ পৃষ্ঠা)

৪. اَللّٰھُمَّ اَصۡلِحۡ مَنۡ کَانَ فِیۡ صَلَاحِہٖ صَلَاحُ اُمَّۃِ مُحَمَّدٍ اَللّٰھُمَّ اَھۡلِکۡ مَنۡ کَانَ فِیۡ ھَلَاکِہٖ صَلَاحُ اُمَّۃِ مُحَمَّدٍ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! তুমি সেসব মানুষকে শান্তি দান করো, যাদের শান্তিতে নিহিত আছে উম্মতে মুহাম্মদীর শান্তি আর তুমি সেসব মানুষকে ধ্বংস করো, যাদের ধ্বংসে নিহিত আছে উম্মতে মুহাম্মদীর শান্তি। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৯ পৃষ্ঠা)

৫. اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَطَعۡتُکَ فِیۡ اَحَبِّ الۡاَشۡیَاءِ اِلَیۡکَ وَھُوَ التَّوۡحِیۡدُ وَلَمۡ اَعۡصِکَ فِیۡ اَبۡغَضِ الۡاَشۡیَاءِ اِلَیۡکَ وَ ھُوَ الۡکُفۡرُ فَاغۡفِرۡ لِیۡ مَا بَیۡنَھُمَا অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমার সব চাইতে প্রিয় বস্তু অর্থাৎ তাওহীদে তোমার আনুগত্য গ্রহণ করেছি আর তোমার সব চাইতে অপ্রিয় বস্তু অর্থাৎ কুফরের ব্যাপারে তোমার না-ফরমানি করিনি (অর্থাৎ কুফর গ্রহণ করিনি)। অতএব হে আমার **মালিক**! এসব দিনগুলোর মাঝখানে যা যা রয়েছে সব তুমি ক্ষমা করে দাও। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

৬. اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! তুমি শান্তি আর নিরাপত্তা দান করো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩০ পৃষ্ঠা)

৭. যখন কাবা শরীফে প্রবেশ করতেন, তখন পড়তেন: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ وَعَدْتَّ الْاَمَانَ دُخَّالَ بَيْتِكَ وَانْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهٖ فِيْ بَيْتِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَمَانَ مَاتُؤْمِنُنِيْ بِهٖ اَنْ تَكْفِيَنِيْ مُؤْوْنَةَ الدُّنْيَا حَتّٰى تَبْلُغَنِيْهَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! তোমার ঘরে প্রবেশকারীদের জন্য তুমি দিয়েছো নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আর তুমি তোমার ঘরে আসা লোকদের সব চেয়ে বেশি মেহমানদারী করো। হে **আল্লাহ পাক**! তুমি আমাকে সেই নিরাপত্তা মূলক সুসংবাদ দান করো, যা দ্বারা আমার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি অর্জিত হয়। তা হলো, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টকে আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও, হে **দয়াশীলদের দয়াশীল**! তোমার রহমতের সদকায় আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও।

তাছাড়া এই দোয়াও করতেন: اَللّٰهُمَّ اَلْبِسْنِيْ الْعَافِيَةَ حَتّٰى تُهَنِّئَنِيْ الْمَعِيْشَةُ وَاخْتِمْ لِيْ بِالْمَغْفِرَةِ حَتّٰى لَا تَضُرَّنِيْ الذُّنُوْبُ وَاكْفِنِيْ كُلَّ هَوْلٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ حَتّٰى تَبْلُغَنِيْهَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! তুমি আমাকে শান্তির পোশক দান করো, আমার জীবন যেনো সৌন্দর্যমন্ডিত হয়। তুমি তোমার দানের উপর আমার ইহজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দিও, যাতে গুনাহ্ আমার ক্ষতি করতে না পারে আর জান্নাতের পূর্বেকার যত প্রকারের ভয়াবহতা রয়েছে, সেগুলোকে আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। হে **দয়াময়ের দয়াময়**! তুমি আমাকে তোমার জান্নাত দান করো। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৯৪ পৃষ্ঠা)

৮. আরাফাতের ময়দানে এই দোয়া করতেন: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ دَعَوْتَ اِلٰى حَجِّ بَيْتِكَ وَوَعَدْتَّ بِهٖ مَنْفَعَةً عَلٰى شُهُوْدِ مَنَاسِكِكَ وَقَدْ جِئْتُكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مَنْفَعَةً مَا تَنْفَعُنِيْ بِهٖ اَنْ تُؤْتِيَنِيْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! তুমি আমাদেরকে তোমার ঘরের যিয়ারত করার জন্য আহ্বান করেছো আর ঐসব যিয়ারতের স্থানগুলোতে উপস্থিত হওয়ার বিপরীতে অনেক উপকারিতা দান করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছো। হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত হয়ে গেছি। হে **আল্লাহ পাক**! তুমি আমাকে এমন উপকারিতা দান করো যাতে দুনিয়াতেও আমার মঙ্গল আসে, আখিরাতেও মঙ্গল পাওয়া যায়। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৯৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

৯. اَللّٰھُمَّ لَا تُعْطِنِیْ فِی الدُّنْیَا عَطَاءً یُبْعِدُنِیْ مِنْ رَحْمَتِكَ فِی الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! তুমি দুনিয়াতে আমাকে এমন জিনিস দান করিও না, যা আখিরাতে তোমার কাছ থেকে দূর করে দেবে। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৯৪ পৃষ্ঠা)

১০. হে **আল্লাহ পাক**! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমাকে কিছু কাজ করার জন্য আদেশ দিয়েছো, কিছু কাজ না করার জন্য নিষেধ করেছো আর আদেশ মান্য করা সাপেক্ষে তুমি আমাকে সাওয়াব দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছো এবং অবাধ্য চললে শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখিয়েছো, তুমি আমার উপর একটি শত্রুকে (শয়তানকে) নিযুক্ত দিয়েছো, আমি যদি মন্দ কিছু করার ইচ্ছা করি, সে আমাকে সাহস যোগায় আর যদি কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করি, সে আমার সাহস ভেঙে দেয়, আমি অলস হয়ে পড়ি, সে কিন্তু সর্বদাই সজাগ থাকে, আমি ভুলে যাই, সে কিন্তু ভুলে না, সে আমাকে যৌন চাহিদার দিকে ধাবিত করে, সে আমাকে সন্দেহে নিপতিত করে, তুমি যদি তার প্রতারণা থেকে আমাকে হেফাজত না করো, তবে সে আমাকে বারংবার ফুসলাতে থাকবে, হে **আল্লাহ পাক**! তাকে তুমি পরাভূত করে দাও, আমাকে তোমার অধিকহারে স্মরণ করার তৌফিক দাও, তাকে তুমি হীন-দুর্বল করে দাও, যাতে করে সেসব পবিত্র বুযুর্গদের সহচর্যে এসে সাফল্য লাভ করতে পারি, যাঁরা তোমার তৌফিক প্রদানের সদকায় শয়তানের অনিষ্টতা থেকে হেফাজতে রয়েছেন, মন্দ হতে বাঁচার এবং সৎকাজে অটল থাকার তৌফিক তোমারই পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৯৪ পৃষ্ঠা)

১১. যখন কোন নেয়ামত দেখতে পেতেন, তখন এই দোয়াটি করতেন: اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُبَدِّلَ كُفْرًا اَوْ اَكْفُرَبِھَا بَعْدَ مَعْرِفَتِھَا اَوْاَنْسَاھَا فَلَا اُثْنِیْ بِھَا অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে, নেয়ামত চেনার পর তা অস্বীকার করা থেকে অথবা তোমার কোন নেয়ামতের কথা ভুলে গিয়ে তোমার হামদ ও সানা না করা থেকে। (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীনের তাঁর অধীনস্তদের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ

একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠান, যাতে রয়েছে আমাদের জন্য অসংখ্য মাদানী ফুল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেছিলেন: **আল্লাহ পাকের** বান্দা ওমর বিন আব্দুল আযীয আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে সেনাপ্রধানদের নিকট। পর সমাচার এই যে, যে ব্যক্তি প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে জড়িত হয়েছে তাকে অনেক অশোভন ব্যাপারসহ বিভিন্ন ধরনের আপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, একদিন তা যদিও না এসে থাকে, পরের দিন হলেও আসবেই। প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্তদের চেয়ে বেশি কোন ব্যক্তি নিজের নফসের পক্ষ থেকে ব্যস্ত ও অসততার স্বীকার হয় না, কিন্তু **আল্লাহ পাক** যদি কাউকে নিরাপদে রাখেন, বিশেষ রহমত দিয়ে ধন্য করেন তার বিষয়টি অবশ্যই আলাদা, অতএব যতদূর সম্ভব **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতে থাকবে, তুমি যে পদে অধিষ্ঠিত রয়েছো, সেই পদকে এবং সেই দায়িত্ব যা তোমার উপর অর্পিত হয়েছে তা সর্বদা মনে রাখবে, নিজের নফসের বিরুদ্ধে এমনভাবে জিহাদ করবে যেভাবে তুমি তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে থাকো আর যখনি কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তখন নিজের নফসকে এর উপর অটল রাখবে, সেই সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যা **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে এর বিপরীতে লাভ করতে পারবে, যার ওয়াদা করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য তাদের মৃত্যুর পর। তোমার নিকট যখন এমন কোন মুর্খ ও অজ্ঞ দল আসবে, যা তোমার তকদীরে ছিলো আর যখন তুমি তাদের পক্ষ থেকে অশোভন আচরণ ও কুমতলব দেখবে, যতদূর সম্ভব তাদের সত্য পথে আনয়ন করার চেষ্টা করে যাবে, তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করবে, তাদের বুঝাবে, তারা যদি বুঝে নেয় এবং ইলম ও সত্যের দিকে ফিরে আসে, তবে

তা হবে **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে এক বড় ক্ষমা ও দয়া। তারা যদি ইলম ও সত্যের দিকে ধাবিত না হতে পারে, তাতেও কী? তুমি তো নিজের দায়িত্ব পালন করেছো, তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে দেখতে পাও যে, এমন অপরাধ সে করছে, যে কারণে শাস্তিযোগ্য অপরাধী হয়ে গেছে, তবে তাকে তোমার নিজের রাগের বশবর্তী হয়ে শাস্তি দিবে না বরং খুব চিন্তা-ভাবনা করার পর দেখবে তার অপরাধটি কত বড় আর বিচারের দৃষ্টিতে তার কী ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত, শাস্তি হতে হবে অপরাধ অনুযায়ী, অপরাধটির শাস্তি যদি কেবল একটি বেত্রাঘাত হয়ে থাকে, তবে একটিমাত্র আঘাতই করবে। অপরাধ যদি এর চেয়ে বড় হয়ে থাকে, তোমার ধারণায় যদি সে হত্যার শাস্তিপ্রাপ্ত হয় কিংবা তার চেয়েও কম, তবে তাকে সাথে সাথে জেলে পাঠিয়ে দিবে। এ বিষয়টি ভালভাবে মনে রাখবে যে, যেসব লোকজন তোমার মজলিসগুলোতে আনাগোনা করে কখনও যেন তাদের উপস্থিতি অপরাধীকে শাস্তি প্রদানে শীঘ্রই করার প্রতি উদ্বুদ্ধ না করে, কেননা কখনো কখনো এমন হয় যে, বিচারক কেবল নিজের অনুচরদের উপস্থিতিতে নাগরিকদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং তাদের প্রভাব দেখানোর জন্য শাস্তির নির্দেশ দিয়ে থাকে আর কোন জাতি এমন নাই যে, বিচারকের কোন রায় শোনার পর তাঁর নিকট নিজের স্বপক্ষীয় কিছু সুপারিশ নিয়ে আসে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তারা আলাদা, যাদের উপর **আল্লাহ পাকের** দয়া রয়েছে, কেননা যেসব লোকদের উপর **আল্লাহ পাক** দয়া করে থাকেন, তারা হক ও ন্যায়ের বিচারে মতবৈষম্য প্রদর্শন করে না। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿۱۱۸﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ

(পারাঃ ১২, সূরাঃ হুদ, আয়াতঃ ১১৮-১১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর তারা সর্বদা মতভেদেই থাকবে; কিন্তু যাদের উপর আপনার **রব** দয়া করেছেন।

যদি কোন বিষয় অজানা হয়ে থাকে, তবে সেটি ভাল করে জেনে নিবে, তোমার এলাকার লোকেরা যদি এটা দেখে যে, তুমি তোমার প্রজার কোন মুর্খের সাথে (যে মুর্খতা ও অজ্ঞতামূলক কোন কাজ করেছে) কীরূপ ব্যবহার করো, তবে তার ব্যাপারে সেই বিচারই করবে যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক ন্যায় বলে মনে হবে

www.dawateislami.net

আর মৃত্যুর পর যা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। কেবল লোকজন কর্তৃক তোমাকে দেখা আর তোমার কর্মকান্ডের আলোচনা-সমালোচনা করা, তোমাদের জন্য যেনো দেখিয়ে দেয়ার বিষয় না হয়। কেননা যেসব কথাই তাদের মনে থাকুক না কেন, সে তা ভাল মনে করুক না খারাপ মনে করুক, কম-বেশি প্রকাশ করেই থাকে। তুমি সেসব দিবস-রজনীকে গনীমত বলে মনে করবে যা কুশলে ও শান্তিতে কাটে এবং কাউকে অবৈধ শাস্তি দেয়ার আপদ যেনো তোমার কাঁধে না থাকে। তোমার এবং তোমার প্রজাদের জন্য **আল্লাহ পাকের** নিকট অধিকহারে মঙ্গল কামনা করবে, কেননা প্রজারা ভাল থাকলে যে উপকার তোমার সাধিত হবে তা তাদের কারো হবে না আর প্রজাদের কেবল একজন বিগড়ে গেলে তোমার যা ক্ষতি হয়ে যাবে, তা তাদের মধ্য হতে আর কারও হবে না। তুমি যদি প্রজাদের মঙ্গল করে থাকো কিংবা তাদের সংশোধন করে থাকো, তবে তার বিনিময় চেয়ো না, প্রজাদের জন্য যদি তুমি কোন ভাল বা মঙ্গলজনক কাজ করে থাকো, তবে তা দ্বারা সাওয়াব ও প্রতিদানের বাসনা রাখবে না। কোনরূপ প্রশংসা ও বাহবাসহ মৌলিক উপকারিতার বাসনা বরং প্রতিদান ও সাওয়াবের বাসনা কেবল **আল্লাহ পাকের** নিকটই করা যাবে, **যিনি** যেকোন মঙ্গলদাতা ও মন্দ দূরীভূতকারী আর হ্যাঁ! নিজের দারোয়ান, পুলিশসহ সমস্ত অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর কড়াভাব রাখবে না, তারা যেনো তোমার অধীনে কোন ধরনের অত্যাচার-অনাচার এবং অবৈধ ফন্দি করতে না পারে, সে ব্যাপারে লোকজনের নিকট হতে অধিকহারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অতএব তাদের মধ্য থেকে যারা সচ্চরিত্রবান প্রতীয়মান হবে, তাতেই তার লাভ আর যে ব্যক্তি অসচ্চরিত্রের প্রতীয়মান হবে তাকে বাদ দিয়ে তার স্থলে আরেক জনকে নিয়োগ দিবে।

আমরা **আল্লাহ পাকের** দরবারে **তাঁর** রহমত ও কুদরতের ওসীলা নিয়ে ফরিয়াদ করছি, **তিনি** যেনো আমাদের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। নেকি, তাকওয়াসহ **তাঁর** সমস্ত পছন্দনীয় কাজের জন্য **তিনি** যেনো আমাদের বক্ষকে উম্মুক্ত করে দেন, সমস্ত অপছন্দীয় বিষয়াদি থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন, **তিনি** যেনো

আমাদেরকে সেসব মুত্তাকীদের দলভূক্ত করে নেন, যাদের শেষ পরিণতি শুভ ও মঙ্গলময়। وَالسَّلَام (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৭৩ পৃষ্ঠা)

সেনাপ্রধানের নিকট পত্র

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের একটি সেনা দলের প্রধান মনছুর বিন গালিবের নিকট যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে এও ছিলো: **আল্লাহ পাকের** হুকুমে তোমার যে অবস্থাই হোক তাতে তাকওয়াকে আবশ্যক মনে করবে, কেননা তাকওয়া হলো সবচেয়ে উত্তম পাথেয়, সবচেয়ে উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং সবচেয়ে বড় শক্তি। নিজের বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষে তাদের শত্রু থেকে বাঁচার যে পরিমাণ গুরুত্ব তুমি নিয়ে থাকো তার চাইতেও অধিক পরিমাণে **আল্লাহ পাকের** না-ফরমানি থেকে বাঁচার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে তোমাকে, কেননা আমার দৃষ্টিতে গুনাহ্ শত্রুদের গোপন অভিযান কিংবা ষড়যন্ত্রের চেয়েও অধিক ভয়ানক। কোন মানুষের শত্রুতার চাইতে বড় করে দেখবে গুনাহ্কে আর এ বিষয়টি সম্পর্কে সার্বক্ষণিক সজাগ থাকবে যে, **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে তোমার উপর ফিরিশতা নিযুক্ত করে রাখা হয়েছে, যারা তোমার সমস্ত আমল লিখে যাচ্ছেন। তুমি সফরে কি অবস্থানে তাঁদের লজ্জা করে চলবে, তাঁদের সৎসহচর্যের হক আদায় করবে, **আল্লাহ পাকের** না-ফরমানি করে তাঁদের কষ্ট দিও না, নিজের নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে **আল্লাহ পাকের** নিকট সেরূপ দোয়া করবে, যেরূপ তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রার্থনা করে থাকো। وَالسَّلَام (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৭৩ পৃষ্ঠা)

তাকওয়াই উত্তম পাথেয়

এক বয়ানে মাদানী ফুল ছড়াতে গিয়ে বলেন: দুনিয়া তোমাদের অবস্থানের জায়গা নয়, এটা এমন এক আবাস যার জন্য **আল্লাহ পাক** ধ্বংস নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর এখান থেকে এর অধিবাসীদের চলে যাওয়াকে আবশ্যক করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে অনেক অবস্থানকারী এমন রয়েছে যারা মূলতঃ অনতিবিলম্বে মন্দকারীই বটে আর অনেক অবস্থানে লোভী ব্যক্তি কিছু কাল পর সফর করে যাবে, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর দয়া করুক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সফর

www.dawateislami.net

করে চলে যাও আর সাথে করে পাথেয় নিয়ে যাও, দুনিয়া হলো উধাও হয়ে যাওয়া ছায়ার মতোই, কিছুক্ষণ চলার পর শেষ হয়ে যায়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

আমাদের মর্যাদা টাকায় কেনা গোলামের ন্যায়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমলাদের (অর্থাৎ প্রশাসনিক কমকর্তাদের) উদ্দেশ্যে লিখেন: **আল্লাহ পাকের** বান্দা আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে বিচারকগণের প্রতি। পর সমাচার এই যে, সম্রাজ্যের মালিককে আমি তো টাকায় কেনা গোলামের ন্যায় মনে করি, যাকে **আল্লাহ পাক তাঁর** জমিনের দেখা-শোনা করার জন্য নিযুক্ত করেছেন, তার জন্য আবশ্যক যে, সেই জমিনকে সংশোধন করার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, সে যদি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড প্রদর্শন করে, তবে উত্তম প্রতিদানের উপযুক্ত হবে, সুতরাং আপনারা নিজেদেরকে সমস্ত বিষয়াদিতে সেই মর্যাদারই বলে মনে করবে, নিজের পছন্দনীয় বস্তু অর্জনে এবং অছন্দনীয় বস্তু বর্জনের ব্যাপারে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাবেন, প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে নিজেদের নফসকে সেই জিনিসে বাধ্য করবে যার মাধ্যমে **পরওয়ারদিগারের** নিকট আপনাদের মুক্তির আশা করতে পারবে, আপনারা দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ কথাগুলো মনে রাখবেন, হতে পারে এই বিদায় অতি শীঘ্রই ঘটবে, তখন যেনো আপনারা নেককার ও প্রতিদানের যোগ্য সাব্যস্ত হন, আপনারা নিজেদের বিগত দিনগুলোর পর্যবেক্ষণ করে নিন, অতঃপর সেগুলোতে অপছন্দনীয় যা যা রয়েছে অন্য কেউ সেগুলো সংশোধন করার পূর্বেই নিজেরা সংশোধন করে নিন, এসব কাজে আপনাদের **'পাছে লোকে কিছু বলে'**র দিকে দেখার দরকার নাই, কেননা **আল্লাহ পাক** যেহেতু জানেন যে, আপনারা কাজগুলো **তাঁর** জন্য করছেন, তাই এর উপর দুনিয়ার যত সব সংশয়-সন্দেহ আসতে পারে তা **তিনিই** আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট করে দিবেন, **আল্লাহ পাক** আপনাদেরকে যেসব প্রজাদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, তাদের দ্বীন ও ইজ্জতের ব্যাপারে তাদের শুভানুধ্যায়ী হয়ে থাকবেন, যতদূর সম্ভব হবে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন, হ্যাঁ! অবশ্য যে বিষয়গুলো **আল্লাহ পাক** প্রকাশ করে দিয়েছেন, এমন সব বিষয়

গোপন করা আপনাদের জন্য বৈধ হবে না, নিজের চাহিদা ও রাগের সময় নফসকে দমন করে রাখবেন, তবে যতদূর সম্ভব সেই ব্যাপারটি মঙ্গলময়তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ঘটবে আর যখন আপনাদের পক্ষ থেকে কোন বিচার শীঘ্রই হয়ে যাবে অথবা কোন ব্যাপার নিজেদের চাহিদা ও রাগের সাথে হয়ে থাকবে, তবে সেই বিচার প্রত্যাহার করে নিবেন, এসব যা উপদেশ আমি আপনাদের প্রতি লিখলাম নিজের সামর্থ অনুযায়ী সত্য জেনে লিখলাম, আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, **তাঁর** নিকট আবেদন করছি যে, **তিনি** যেনো আপনাদের আমলগুলো সংশোধন করে দেন। وَالسَّلَام

হাজ্জাজের কর্মপদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকবেন

গভর্ণর আদী বিন আরতাতকে লিখেন: আমি জানতে পেরেছি, আপনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পন্থা অবলম্বন করছেন, তার পথে চলবেন না, কেননা সে সময় মত নামায পড়তো না, অন্যায়ভাবে যাকাত উসূল করতো, তাছাড়াও সে কাজে ফাঁকি দিতো বেশি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা)

এজিদকে আমীরুল মুমিনীন বলার কারণে ২০টি চাবুক মারলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যদিও খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারটি ইসলামি পদ্ধতিতে দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তাঁকে বাধ্য হয়েই সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের অসিয়ত অনুযায়ী এই আমানতকে এজিদ বিন আব্দুল মালিককে সমর্পণ করতে হয়েছিলো, তা সত্ত্বেও অন্তর থেকে এই ব্যক্তিগত পদ্ধতিকে পছন্দ করতেন না, হয়ত এ কারণেই হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত হোসাইনের হত্যাকারী অপবিত্র এজিদকে খলিফা স্বীকার করতেন না। যেমনটি কোন সময় কথাবার্তার ফাঁকে এজিদকে কেউ 'আমীরুল মুমিনীন' বললে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লোকটিকে বলেন: তুমি কি এজিদকে আমীরুল মুমিনীন বলছো? অতঃপর লোকটিকে বিশটি (২০ বার) চাবুক মারার আদেশ দিলেন। (তারিখুল খুলাফা, ১৬২ পৃষ্ঠা)

অসৎ কাজে বাধা না দেওয়ার পরিণতি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সৎকাজের প্রতি আহ্বানকে প্রসার করতে গিয়ে নিজের কোন কোন গভর্ণরকে চিঠিতে লিখেন: পর সমাচার হলো, এমন কখনো হয়নি যে, কোন জাতির কোন অমঙ্গল প্রকাশ পেয়েছে, অথচ সেই জাতির সৎ লোকেরা তাতে বাধা প্রদান করেননি, **আল্লাহ পাক** সেই জাতিকে কোন শাস্তি দেননি, এই ধরনের শাস্তি কখনো রীতিমতো **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে এসে থাকে, আবার কখনও বান্দাদের হাতেই প্রকাশ পায় আর বান্দারা **আল্লাহ পাকের** শাস্তি থেকে সেই পর্যন্ত বেঁচে থাকে, যে পর্যন্ত তারা বাতিলপন্থীদের বাঁধা দিয়ে রাখে আর প্রকাশ্য গুনাহ না হতে পারে। লোকদের মাঝে এই ক্ষমতা যতদিন রয়েছে যে, যখনই কারো নিকট হারাম কাজ প্রকাশ পেয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তা থামিয়ে দেয়, কিন্তু যখন হারাম কাজের ছড়াছড়ি চলতে থাকে, সমাজের সৎ লোকেরাও তাতে বাধা প্রদানে উদাসীনতা প্রদর্শন করে, তখন আসমান হতে জমিনের দিকে শাস্তিসমূহ অবতীর্ণ হতে শুরু করে, যা গুনাহ্গার ও শান্তিপ্রিয় দ্বীনদার উভয়কেই নিজের কবলে নিয়ে নেয়, কেননা **আল্লাহ পাক** কোরআন মজীদে যেখানে এমন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে এমন আমি শুনিনি যে, একজনকে ধ্বংস করে দিয়েছেন আর একজনকে উদ্ধার করে নিয়েছেন, তাদের ব্যতীত যারা অসৎকাজে বাধা দান করেছেন, যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, **আল্লাহ পাক** গুনাহ্গারদেরকে না আসমানী শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করেন, না বান্দাদের কারণেই কোন আযাব অবতীর্ণ করেন, তবু এটা অবশ্যই হবে যে, **আল্লাহ পাক** গুনাহে লিপ্ত লোকদের উপর ভয়-ভীতি ও লাঞ্ছনা অবধারিত করে দিবেন, কখনো কখনো তা একজন গুনাহগারের নিকট হতে অপর গুনাহগারের মাধ্যমে, আবার একজন অত্যাচারীর নিকট হতে অন্য অত্যাচারীর মাধ্যমে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। অতঃপর উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী স্ব স্ব মন্দ আমল নিয়ে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়, **আল্লাহ পাকের** আশ্রয়প্রার্থনা করছি, আমরা অত্যাচারী ও অত্যাচারীর অত্যাচারে নীরব থাকা থেকে, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনাদের ওখানে বদ আমল প্রসার হয়ে গেছে, গুনাহগার ও বদকাররা নগরে অবাধ ও নির্ভয়ে ঘুরাফেরা করছে, প্রকাশ্যে হারাম ও

জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এ বিষয় **আল্লাহ পাকের** নিকট খুবই ঘৃনিত আর **তিনি** এসব এড়িয়ে চলাকে সহ্য করেন না।

আল্লাহ পাকের শপথ! হারামে লিপ্ত লোকদের হাতে ও মুখে কঠোরতা প্রদর্শন করা এবং তাদের জন্য কষ্ট সহ্য করাও '**আল্লাহ পাকের** পথে জিহাদে'র একটি অংশ, চাই তারা নিজের পিতা-মাতা হোক, চাই নিজেদেরই সন্তান, চাই সম্প্রদায়ের লোক বা ভাই-বন্ধু, **আল্লাহ পাকের** একমাত্র পথ হলো **তাঁরই** আনুগত্য করা, আমি জানতে পেরেছি যে, লোকেরা গালমন্দ করবে এই সন্দেহে 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বারণে' উদাসীন রয়েছে, যাতে করে লোকেরা তাদেরকে সচ্চরিত্রবান, সরল ও কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত বলে মনে করে, কিন্তু তারা **আল্লাহ পাকের** নিকট সচ্চরিত্রবান নয়, বরং অসচ্চরিত্র আর তারা নিজেদের চিন্তা করেনি, বরং নিজেরাই নিজেদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, তারা সরল মোটেও নয়, বরং এতে অসৎ উদ্দেশ্য লুকায়িত রয়েছে, কেননা **আল্লাহ পাক** 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ'-এর মাধ্যমে যে অবস্থা তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছিলেন, তা বাদ দিয়ে তারা অন্য পন্থা অবলম্বন করে নিয়েছে, অবশ্য অনেক এমন লোকও রয়েছে যাদের মুখে নিচের আয়াতটি বারংবার চলে আসে, যা তারা যথাযথ প্রয়োগ করে না আর এটির ভুল ব্যাখ্যা করে, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ

(পারা: ৭, সূরা: মায়িদা, আয়াত: ১০৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা ভাবনা রাখো। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ওই ব্যক্তি, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো।

নিঃসন্দেহেই কোন পথভ্রষ্ট লোকের পথভ্রষ্টতা আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়, যতদিন আমরা হেদায়তের উপর থাকবো, না কারো হোদায়তও আমাদের জন্য উপকারী হবে, যতদিন পর্যন্ত আমরা পথভ্রষ্ট হবো না (اَلْاَ مَانُ وَ الْحَفِيْظ)। কেউ কারো বোঝা বহন করবে না, কিন্তু যে বিষয়টি স্বয়ং নিজের উপর এবং তাদের উপর আবশ্যক সেই 'সৎকাজে আহ্বান ও অসৎকাজে বারণ' করার আদেশও তো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ যখন কিছু মানুষ হারামে লিপ্ত হবে, তখন সে যে-ই হোক,

www.dawateislami.net

যেখানকারই হোক, আবশ্যক যে, তাদের প্রতিশোধ নিতে হবে, যেসব লোক এ কথা বলে: আমাদের জন্য আমাদের কাজই যথেষ্ট আর মানুষের এসবে আমাদের কী পড়েছে? সবাই যদি এই পথ অবলম্বন করে তবে না **আল্লাহ পাকের** কোন হুকুমের উপর আমল করা হবে, না কোন গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচাবার কোন পন্থা থাকবে। ফল এই হবে যে, বাতিলপন্থীরা হকপন্থীদের উপর বিজয়ী হবে, তখন এই দুনিয়া আর মানুষদের থাকবে না বরং চতুষ্পদ আর জন্তু-জানোয়ারদের হয়ে যাবে।

অতএব ফাসিকদের দমন করুন, তাদের আর আপনাদের অবস্থানে যত ব্যবধানই হোক না কেন, আপনাদের সত্যতা দিয়ে তাদের বাতেল মতবাদকে এবং আপনাদের দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তাদের অন্ধত্বকে দূর করে দিন, কেননা **আল্লাহ পাক** গুনাহগার ও বদকারদের বিপরীতে নেককারদের অনেক বিজয় দান করেছেন এবং তাদের উপর এদের প্রভাব রেখেছেন, চাই সে কোন বিচারক হোক বা নেতা, যে ব্যক্তি নিজের হাতে এবং মুখে অসৎকাজকে বারণ করতে অপরাগ হবে, তার ব্যাপারে ইমামকে (খলিফাকে) বলতে হবে, কেননা তাও নেকী ও তাকওয়ার পক্ষে সহযোগিতার একটি রূপ। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

আতা কর দো মুঝে ইসলাম কি তাবলীগ কা জযবা,
মে বস দেতা প্হেরোঁ নেকী কি দাওয়াত ইয়া রসুলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

অমুসলিমদের পদ হতে অপসারণ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের আমলা (অর্থাৎ গভর্ণরদের) লিখেন: পর সমাচার হলো, মুশরিকরা অপবিত্র, **আল্লাহ পাক** তাদেরকে শয়তানের সেনা আখ্যা দিয়েছেন, তাদের এমন লোক বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যারা আমলের দিক থেকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত রয়েছে, যাদের সমস্ত মই দুনিয়াবী জীবনে ধ্বংস হয়ে গেছে, অথচ মনে মনে বলে ভাল কাজই করে যাচ্ছে। **আল্লাহ পাকের** শপথ! এসব লোক তারাই যাদের উপর তাদের পরিশ্রমের কারণে **আল্লাহ পাকের** এবং অভিশাপকারীদের অভিশাপ পড়তে থাকে, আগেকার যুগে মুসলমানেরা যখন এমন লোকালয়ে গমন করতেন যেখানে মুশরিকরা বসবাস করতো, তাদের নিকট

www.dawateislami.net

হতেও রাষ্ট্রীয় কাজে সাহায্য গ্রহণ করতেন, কেননা এসব লোক তহসিলদারি, লিপিকর্ম ইত্যাদি কাজে পারদর্শী হতো আর এ দ্বারা মুসলমানদের সাহায্য অর্জিত হতো, কিন্তু **আল্লাহ পাক** আমীরুল মুমিনীনের মাধ্যমে সেই প্রয়োজনটুকুও পূর্ণ করে দেন, তাই যদি আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ব ভূখন্ডগুলোতে কোন অমুসলিম করণিক (ক্লার্ক) কিংবা অন্য যে কোন ধরনের পদে নিয়োজিত রয়েছে এমন হয়ে থাকে, তবে তাকে সে পদ থেকে অপসারণ পূর্বক তার স্থলে কোন মুসলমানকে নিয়োগ দিয়ে দিবেন, অমুসলিমদের পদশূণ্য করে দেওয়া মূলতঃ তাদের ধর্মগুলোকেই মিটিয়ে দেওয়া, হীনতা ও লাঞ্ছনার যে স্থান তাদের জন্য **আল্লাহ পাক** তৈরি করে রেখেছেন তাদেরকে সেই স্থানে রাখাই সমীচিন, তাই আমার এই আদেশ কার্যকর করবেন আর আপনাদের কর্মকান্ডের খবরাখবর আমাকে দিবেন, দেখুন কোন খ্রীষ্টান যেনো জিনে বসতে না পারে, পালানে বা নীচের গদিতে বসেই চড়বে, তাদের কোন মহিলা যেনো উটের পিঠের সামনের দিকে বসতে না পারে, পালানে বসবে, তারা যেনো পালঙ্ক ইত্যাদিতে পা ঝুলিয়ে না বসে বরং উভয় পাকে একদিকে করে বসবে, এ বিষয়ে আপনাদের সকল অধীনস্থদেরকেও সতর্ক করে দিবেন, এ বিষয়ে তাদেরকে কঠোরতার সাথে তাগাদা দিবেন, আমার পক্ষে আপনাদের জন্য কেবল লেখাই যথেষ্ট হওয়া চাই। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

নওমুসলিমদের উপর কোন কর নাই

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্তরে এমন একটা আগ্রহ সর্বদা কাজ করতো যে, সারা দুনিয়ায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে যাক, বিশ্বমানবতা কুফরের রাস্তা পরিহার করে সত্য-শুদ্ধ পথে আগমন করুক, তিনি ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এবং গভর্ণরদের প্রতি লিখতেন: “যিম্মীদেরকে ভালভাবে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবেন।” (ত্ববকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা) যিম্মীদের মুসলমান হয়ে যাওয়া নিয়ে কোন গভর্ণর যদি কর উসুল কম হওয়ার অজুহাতে কোষাগার শূণ্য হয়ে যাওয়ার অভিযোগ আনতেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে শাসিয়ে দিতেন, একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গভর্ণর আব্দুল হামিদ বিন আবদির

রহমানকে লিখেন: আপনি আমাকে লিখেছেন: হেয়রার অনেক ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজারী মুসলমান হয়ে গেছে, তাদের নিকট বড় অংকের অনাদায়ী কর (শরীয়াত সম্মত জিযিয়া) রয়ে গেছে, আপনি তাদের কাছ থেকে কর উসুল করার অনুমতি চেয়েছেন, মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সৎকাজের প্রতি আহ্বানকারী রূপেই প্রেরণ করেছেন, কর উসুলকারী রূপে নয়, সুতরাং কোন অমুসলিম যদি ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে, তবে তাদের সম্পদে যাকাত রয়েছে, কর নাই। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ৪র্থ খন্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ছিলো খোদাভীতির উপর

রাজনৈতিক কর্মকান্ড সাধারণতঃ প্রয়োজন অনুযায়ী কৌশলে করা হয়ে থাকে, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি শুধুমাত্র **খোদাভীতি**র উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যা কিছু করতেন **আল্লাহ পাকের** ভয়, কিয়ামত দিবসের পাকড়াও এবং মৃত্যুর ভয় অন্তরে জাগ্রত রেখেই করতেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মক্কা মুকাররামা গিয়েছিলেন, যখন ফিরে আসছিলেন গভর্ণরসহ কিছু লোক তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য তাঁর সাথে সাথে ছিলেন, সে সময় কোন এক ব্যক্তি আবেদন করলো: **আল্লাহ পাক** আমীরুল মুমিনীনকে মঙ্গল দান করুন! আমার প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, দুঃখের বিষয়, তা আমি বর্ণনাও করতে পারছি না, কারণ স্বয়ং গভর্ণর আমার নিকট শপথ নিয়েছেন। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গভর্ণরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: খুবই পরিতাপের বিষয়! আপনি এই লোকটি থেকে শপথ নিয়েছেন? অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই লোকটিকে বললেন: তুমি যদি তোমার দাবীতে সত্য হয়ে থাকো, তবে নির্ভয়ে সব কথা ঠিক করে বলো। লোকটি ভয়ে ভয়ে গভর্ণরের দিকে ইঙ্গিত করে বললো: ইনি আমার কাছ থেকে আমার কোন সম্পদ ৬০০০ দিরহামে কিনতে চান, কিন্তু আমি সে দামে বিক্রি করতে অসন্তুষ্টি দেখাই, এমন সময় আমার এক ঋণদাতা তার নিকট এসে মামলা দায়ের করে, তখন তিনি সুযোগ

পেয়ে গেলেন, আমাকে গ্রেফতার করে জেলে ঢুকিয়ে দেন, যতক্ষণ আমি আমার জিনিসটি তাকে তিন হাজার দিরহামে বিক্রি করিনি, তিনি আমাকে মুক্তি দিলেন না আর আমার নিকট অভিযোগ না আনার জন্য শপথও নিয়ে নেন (এভাবে যে, আমি যদি কখনও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি তবে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে)। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গভর্ণরের দিকে তাকালেন, অতঃপর তাঁর হাতের ছড়িটি তার দুই চোখের মাঝখানে নিশান বানিয়ে বললেন: তোমার এই মেহরাবটিই আমাকে প্রতারিত করেছে, অতঃপর লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন: যাও! তোমার সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১৪ পৃষ্ঠা)

গভর্ণর হবো না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নিকট তাঁর কোন গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তার নিকট পত্র পাঠালেন, যাতে ছিলো মৃত্যু ও জাহান্নামের আযাবের স্মরণ। গভর্ণর যখনই পত্রটি পাঠ করলো, দীর্ঘ সফর করে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নিকট এসে গেলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন জানতে চাইলেন যে, কীজন্য এসেছেন? আরয করলো: আপনার চিঠিই আমাকে এখানে ডেকে এনেছে। এখন আমি আমার জীবনে আর কখনও গভর্ণর হবো না। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১২০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দায়িত্বপ্রাপ্তদেরকে ভিন্ন ভিন্ন নসিহত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আপন দায়িত্বপ্রাপ্তদের মাদানী ফুল উপহার দিতে গিয়ে বলেন: ❁ আপনারা দায়িত্বগুলো পালনকালে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করবেন, **তিনি** আমাদের শীঘ্রই পাকড়াও করছেন না বলে **তাঁর**

গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে ভয়হীন থাকবেন না, কেননা গ্রেফতার করাতে শীঘ্র সেই করে থাকে, যে মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে চায় (আর **আল্লাহ পাক** তো মৃত্যু হতে পবিত্র)। ❋ আপনাদের মন যখন আপনাদেরকে লোকদের প্রতি অত্যাচার করার জন্য আগ্রহান্বিত করে তখন সাথে সাথে **আল্লাহ পাকের** কুদরতের কথা স্মরণ করে নিবেন। ❋ اِعْمَلْ لِلدُّنْيَا عَلٰى قَدْرِ مَقَامِكَ فِيْهَا وَاعْمَلْ لِلْاٰخِرَةِ عَلٰى قَدْرِ مَقَامِكَ فِيْهَا অর্থাৎ দুনিয়ার জন্য ততটুকু প্রস্তুতি নাও, যতদিন তুমি দুনিয়ায় থাকবে আর আখিরাতের জন্য ততটুকু প্রস্তুতি নাও, যতদিন সেখানে থাকতে হবে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১২১ পৃষ্ঠা)

বিশ্বস্ত কীভাবে হবে

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গভর্ণর আদী বিন আরতাতকে লিখেন: আপনার বিশ্বস্ত মধ্যপন্থী লোকই হওয়া উচিৎ, কেননা তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে থাকে, তারা না হককে পরিহার করে, না বাতিলকে গ্রহণ করে।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এটা আমার জন্য ঘুষ

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কথাবার্তার ফাঁকে আপেল খাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন, তাঁরই বংশের এক লোক গিয়ে তাঁর জন্য একটি আপেল উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন, লোকটি যখন আপেলটি নিয়ে এলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা গ্রহণ করলেন না, কিন্তু স্বভাবতঃ বললেন: তাকে গিয়ে বলো, তার উপহার গৃহিত হয়েছে। লোকটি বললো: এটি তো ঘরের জিনিস, কেননা তা তো আপনার আত্মীয়ই পাঠিয়েছে, আপনি কি জানেন না যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপহার গ্রহণ করতেন। বললেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য উপহার উপহারই ছিলো, কিন্তু আমার জন্য তা ঘুষ। (তারিখে দামেশক, ৪৫ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা)

আপেলের বড় থালা

মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত জগদ্বীখ্যাত কিতাব **‘ফয়যানে সুন্নাত’** ১ম খন্ডের ৪০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ফুরাত বিন মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সনদে বর্ণনা করেন, একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর আপেল খাওয়ার ইচ্ছা হলো কিন্তু ঘরে এমন কোন বস্তু পেলেন না, যা দিয়ে আপেল কিনতে পারেন, তাই আমরা তাঁর সাথে আরোহী হয়ে বের হলাম, গ্রামের দিকে গিয়ে কিছু ছেলে পেলাম যারা আপেলের বড় থালা (উপহার দেয়ার জন্য) নিয়ে আসছিলো। সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একটি থালা নিয়ে ঘ্রাণ নিলেন ও অতঃপর ফিরিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে বললেন: “আমার এটার প্রয়োজন নেই।” আমি বললাম: “**রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক ও সায়্যিদুনা উমর-ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا কি উপহার গ্রহণ করতেন না?” বললেন: “নিঃসন্দেহে এটা তাঁদের জন্য উপহারই ছিলো কিন্তু তাঁদের পরবর্তী শাসক বা তাদের প্রতিনিধিদের জন্য হলো ঘুষ।” (ওমদাতুল ক্বারী, ৯ম খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উপহারের আপেল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, কেননা তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه জানতেন যে, এ উপহারগুলো খলিফা হওয়ার কারণেই দেওয়া হচ্ছে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যদি খলিফা না হতেন, তবে কেউ তাঁকে এসব দিতো না, সুবিবেচক ব্যক্তিরাই তো এ কথা বুঝতে পারবেন যে, জাতীয় বা বিভাগীয় পরিষদের মেম্বারগণকে, প্রশাসনিক অফিসারগণকে, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে, জজ সাহেবগণকে এমনকি পুলিশদেরকেও মানুষেরা কেনো উপহার দিয়ে থাকে, কী কারণে তাদেরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে থাকে, বুঝতেই তো পারছেন, হয়তো কোন কাজ করিয়ে নেওয়া, নয়তো আগামীতে তার কোন না কোন প্রয়োজনে তার নিকট এলে কাজ যেনো সহজভাবে হয়ে যায়। এই দুই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এসব লোকদের উপহার দেওয়া আর তাদের বিশেষ আমন্ত্রণ করা ঘুষেরই পর্যায়ভূক্ত, অথচ ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয় জাহান্নামী। ঈদের উপহার, নববর্ষের শুভেচ্ছা, মিষ্টান্নভোজ, চা-চক্র এসব আপানাদের ভালবাসার খাতিরে করা হচ্ছে,

আনন্দের সহিত করা হচ্ছে এমন সুন্দর সুন্দর বাক্য ঘুষের গুনাহ্ থেকে বাঁচাতে পারবে না, যদিও আসলেই একনিষ্ঠতার সহিত তা করা হয়ে থাকে, ঘুষের কোন রূপ লেনদেন না করে থাকে, তবুও এমন লোকদের পক্ষে নিজেদের অধীনস্থদের পক্ষ থেকে উপহার কিংবা বিশেষ দাওয়াত গ্রহণ করা অপবাদ লেপনের সুযোগ এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। অথচ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেনো অপবাদের স্থানগুলোতে না দাঁড়ায়।" (কাশফুল খাফা, ২য় খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৪৯৯) অবশ্য পদ প্রাপ্তির পূর্বেও যদি তাদের মাঝে পরস্পর উপহার বিনিময়ের এবং বিশেষ দাওয়াতের রীতি প্রচলিত থাকে, তবে অসুবিধা নাই, কিন্তু পূর্বে কম ছিলো, বর্তমানে বেশি হয়ে গেছে, তবে বেশি অংশটি না-জায়িয হয়ে যাবে, দাতা যদি পূর্বের তুলনায় সম্পদশালী হয়ে যায়, সে কারণে সে উপহারের মাত্রা বাড়িয়ে থাকে, তবে তা গ্রহণ করাতে কোন ক্ষতি নাই। অনুরূপভাবে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অধিকহারে দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকলে তাও না-জায়িয, দাতা যদি রক্ত সম্পর্কীয় হয়ে থাকে, তবে লেনদেনে অসুবিধা নাই, (পিতা-মাতা, ভাই-বোন, নানা-নানী, দাদা-দাদী, বেটা-বেটী, চাচা, মামা, খালা, ফুফু এরা হলেন মুহরিম সম্পর্কের আত্মীয়, পক্ষান্তরে ফুফা, ভগ্নিপতি, চাচী, তালই, মামী, ভাবী, চাচাত ভাই-বোন, ফুফাত ভাই-বোন, মামাত ভাই-বোন ইত্যাদি 'যী রেহেম' অর্থাৎ মুহরিম আত্মীয় বহির্ভুত)। যেমন; সন্তান বা ভাতিজা জজ, তাকে তার পিতা কিংবা চাচা উপহার দিলো বা বিশেষ দাওয়াত দিলো, তা তার জন্য গ্রহণ করা জায়িয, ব্যাপার যদি এরূপ হয় যে, পিতার মামলাটি জজ পুত্রের নিকট চলছে, তবে 'মিজিন্নায়ে তুহ্মত' অর্থাৎ অপবাদের সুযোগ থাকার কারণে না-জায়িয। বর্ণিত বিধি-বিধানগুলো কেবল রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্তদের জন্যই নয় বরং প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় নেতা-কর্মীদের জন্যও প্রযোজ্য। এমনকি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল সাংগঠনিক বিভাগের সকল নিগরান এবং যিম্মাদারগণও নিজ নিজ অধীনস্থদের উপহার বা বিশেষ দাওয়াত গ্রহণ করতে পারেন না, অধীনস্থ যিম্মাদার নিজের চেয়ে বড় যিম্মাদারদের গুলো গ্রহণ করতে পারবে। যেমন' **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযি মজলিসে শুরার সদস্য, শুরার নিগরানের পক্ষ থেকে

www.dawateislami.net

গ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু অন্যান্য **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করতে পারবেন না এবং শুরার নিগরান কোন অধীনস্থ **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালার পক্ষ থেকে গ্রহণ করতে পারবেন না। শিক্ষকগণ তাদের ছাত্রদের কিংবা তার অভিভাবকের শরয়ী অনুমোদন ব্যতিত উপহার নিতে পারবেন না, হ্যাঁ! শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্র যদি কোন উপহার বা বিশেষ দাওয়াত দিয়ে থাকে, তবে তা গ্রহণ করা যাবে, যেসব ওলামা-মাশায়িখগণ লোকেরা যাঁদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে সম্মান করে উপহার পেশ করে থাকেন, তারা গ্রহণও করে থাকেন, লোকজন এগুলোকে ঘুষ ইত্যাদি বলেও মনে করে না, এমন লোকদের পক্ষে উপহারগুলো গ্রহণ করা 'মিজিন্নায়ে তুহ্মত' অর্থাৎ অপবাদের সুযোগ না থাকার কারণে জায়িয।

সূদ ও রিশওয়াত মেঁ নাহুসত হে বড়ি, নীয দোযখ মেঁ সাজা হোগি কড়ি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কলম চিকন করে নিন

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দাপ্তরিক ব্যয় ইত্যাদি হ্রাস করে দিলেন, অফিসের জন্য বাইতুল মাল হতে যে ব্যয় পেতো, সে ব্যাপারে গভর্ণর আবু বকর বিন হাযমকে লিখেন: কলম চিকন করে নিন, লাইনগুলো কাছাকাছি লিখবেন, প্রয়োজনাদিতে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করুন, কেননা আমি মুসলমানদের ভান্ডার হতে এরূপ টাকা (মুদ্রা) ব্যয় করা পছন্দ করি না যার উপকার তাদের নিকট পৌঁছাবে না।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১০১ পৃষ্ঠা)

মোমের স্থলে প্রদীপ জ্বালান

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আবু বকর বিন হাযমকে (যিনি ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারার গভর্ণর) লিখেন: পর সমাচার হলো, আমি আপনার সেই চিঠিটি পড়েছি, যা আপনি সোলায়মান বিন আব্দুল মালিককে (সাবেক খলিফাকে) লিখেছিলেন, তাতে লেখা রয়েছে, আপনার পূর্বের গভর্ণররা মোমবাতির খাতে এত টাকা পেতেন যে, যা দ্বারা তারা তাদের চলাচলের রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা

www.dawateislami.net

করতেন। (সোলায়মানের যেহেতু ইন্তিকাল হয়ে গেছে, তাই) তার পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব আমার উপর পতিত হয়েছে। হে আবু বকর! আপনাদের সেই সময়কার কথা আমার খুব মনে আছে, যখন আপনারা শীতের অন্ধকার রাতগুলোতে আলোবিহীন অবস্থায় নিজ ঘর হতে বের হতেন, অথচ আজ আপনাদের অবস্থা সেই দিনগুলোর তুলনায় কতই না উন্নত হয়েছে, অতএব নিজের বাড়ির প্রদীপ দিয়ে কাজ চালান।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ১০০ পৃষ্ঠা)

ন্যায়ের দূর্গ বানিয়ে নিন

কোন গভর্ণর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট পত্র লিখলেন: "আমাদের শহরটি দুরাবস্থার শিকার হয়েছে, ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠায় ফাঁটল ধরেছে, আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি পেলে কিছু ব্যয় বরাদ্দ করে সেগুলো নতুন সূত্রে মেরামত করাতে পারি।" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তরে লিখলেন: "حَصِّنۡهَا بِالۡعَدۡلِ، وَنَقِّ طُرُقَهَا مِنَ الظُّلۡمِ فَاِنَّهٗ مَرَمَّتُهَا অর্থাৎ আপনি আপনার শহরকে ন্যায়ের দূর্গ বানিয়ে নিন, এর রাস্তা-ঘাট অত্যাচার থেকে পবিত্র করে ফেলুন, এটিই হলো এর নির্মাণ ও মেরামত।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ১১০ পৃষ্ঠা)

সাক্ষীর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিন

ইয়াহইয়া গাসানী বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন আমাকে সিরিয়ার মওসুল শহরের বিচারক নিযুক্ত করলেন, সেখানে গিয়ে দেখলাম, যেখানে-সেখানে শুধু চুরির হিড়িক চলছে, আমি এসব অবস্থার কথা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে লিখে পাঠালাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: "চুরির এসব মামলার ব্যাপারে লোকদের অপবাদের উপর ভিত্তি করে আমার রায় অনুযায়ী শাস্তি দিবো, না কি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শাস্তি দিবো।" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তরে লিখে পাঠালেন: "আপনি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিবেন, সত্য ও ন্যায় যদি তাদের সংশোধন না করে থাকে, তবে **রব তায়ালা** কখনও তাদের সংশোধন করবেন না।" ইয়াহইয়া বলেন: "আমি হযরত

সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ীই মামলার বিচার করেছি, যার ফলে, আমি যখন মওসুল থেকে বদলী হই তখন পুরো শহরটাই একটা নিরাপদ শহরে রূপ নিয়েছিলো, কোথাও কোন চুরি-ডাকাতি হচ্ছিল না বললেই চলে।” (তারিখুল খুলাফা, ১৯০ পৃষ্ঠা)

বিচারককে কেমন হওয়া উচিৎ?

মুযাহিম বিন যুফর বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি, বিচারকদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিৎ।

যথা: ১. কোরআন-সুন্নাহর আলিম হতে হবে। ২. ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা থাকতে হবে। ৩. আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন হতে হবে। ৪. পরহেযগার হতে হবে এবং ৫. পরামর্শকারী হতে হবে।

যখনই এই পাঁচটি বিষয় বিচারকের মাঝে বিদ্যমান থাকবে, তবে সে বিচারক, অন্যথায় ন্যায়বিচারের নামে ধোঁকাবাজিই। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

খোদাভীতি সম্পন্ন লোককেই বিচারক নিযুক্ত করলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেলাফতের পূর্বে সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের নিকট মিশরবাসীদের একটি দল এলো, সেই দলে ইবনে খুযামির নামের এক লোকও ছিলো, খলিফা সোলায়মান তাদের নিকট মিশরবাসীদের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করলে ইবেন খুযামির ব্যতীত সবাই একে একে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে বললো। সবাই বললো, **“সবই ঠিক ঠাক”**, দলটি যখন চলে যেতে লাগলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইবনে খুযামিরের নিকট তার নীরব থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, সে বললো: “মিথ্যা বলাতে আমার **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভয় হয়।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘটনাটি মনে রেখে দিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন খলিফা হলেন, ইবনে খুযামিরকে মিশরের বিচারক বানিয়ে দিলেন।

(তারিখে দামেশক, ৩৩ খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

গভর্ণর বানানোর পূর্বে পরীক্ষা করে দেখলেন

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন কাউকে বিচারক বা গভর্ণর নিযুক্ত করতেন, তার সম্পর্কে যাচাই-বাছাই পূর্বক সমস্ত বিষয়াদি একত্রিত করতেন, দেখতেন: তিনি তাকওয়া ও পরহেযগারিতায় কেমন? এর ভিতরে-বাইরে কোন পার্থক্য নাই তো? এসব যাচাই-বাছাই তিনি এ কারণেই করতেন যে, কখনও যেনো তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কারো বাহ্যিক অবস্থাদি দেখে প্রতারিত না হন। যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পূর্ণাঙ্গরূপে বিশ্বাস করে নিতে পারতেন, তখনই তাকে বিচারক বা গভর্ণর বানাতেন। যেমনটি বেলাল ইবনে আবি বুর্দার এর বেলায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমনরূপ যাচাই-বাছাই করাকে উপেক্ষা করেছিলেন, বেলাল ইবনে আবি বুর্দা একজন বিচক্ষণ, মেধাবী এবং খুবই বিজ্ঞ লোক ছিলেন, হানাছিরায় তিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট গমন করলেন, তিনি তাঁকে খেলাফতের মোবারকবাদ দিয়ে বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! খেলাফত যদি কারো দ্বারা আভিজাত্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তবে আপনার দ্বারাই তা হয়েছে, খেলাফত যদি কারো দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে থাকে, তবে তা আপনারই দ্বারা। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রশংসা করার পর তিনি মসজিদে গমন করলেন, একটি স্তম্ভের পাশে নামায পড়তে থাকেন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একান্ত গোলামকে বললেন: এর ভেতরটাও যদি বাইরের মত হয়ে থাকে, তবে লোকটি বাস্তবেই ইরাকের গভর্ণর হওয়ার যোগ্যতা রাখে আর এর খেদমত দ্বারা উপকৃত হওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। বিশেষ গোলামটি বললেন: এক্ষুণি যাচাই-বাছাই করে তার পূর্ণাঙ্গ বিষয় আপনার নিকট নিয়ে আসছি। অতএব তিনি সেই সময় মসজিদে গেলেন আর বেলাল বিন আবি বুর্দার এর সাথে এভাবে কথাবার্তা বলা শুরু করলেন: আপনি কি জানেন যে, আমীরুল মুমিনীনের কাছে আমার কী মর্যাদা, আমি যদি আমীরুল মুমিনীনের নিকট ইরাকের গভর্ণর পদের জন্য আপনার নাম উচ্চারণ করি, তবে আপনি আমাকে কী দিবেন? বেলাল তাকে বললেন: এর বিনিময়ে আমি আপনাকে অনেক সম্পদ দিবো। তিনি এসে এসব কথা আমীরুল মুমিনীনের নিকট বললেন: সাথে সাথেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে গভর্ণর

বানানোর মনোভাব ত্যাগ করলেন আর ইরাকবাসীদের নিকট লিখে পাঠালেন: লোকটি কথায়বার্তায় তো কম ছিলো না, কিন্তু জ্ঞানটা ছিলো কম।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোন কাজের সিদ্ধান্ত কীভাবে নিবে?

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: " اَلْاُمُوْرُ ثَلَاثَةٌ اَمْرٌ اِسْتَبَانَ رُشْدُهٗ فَاتَّبِعْهُ، وَاَمْرٌ اِسْتَبَانَ ضِدُّهٗ فَاجْتَنِبْهُ، وَاَمْرٌ اَشْكَلَ فَرُدَّهٗ اِلَى اللهِ অর্থাৎ যে কোন কাজ তিন প্রকার। (১) যা পরিশুদ্ধ হওয়া একেবারেই প্রকাশ্য, সে কাজটি করে নাও। (২) যে কাজটি ভুল হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত, সেটি পরিহার করো আর (৩) যে কাজটি পরিশুদ্ধ, না অপরিশুদ্ধ তা প্রকাশ্য নয়, সে কাজটি করা না করার বিষয়ে **আল্লাহ পাকের** নিকট ইস্তেখারা করো (অর্থাৎ পথনির্দেশনা তালাশ করো)।

(বাবুস সালাক ফি তাবায়িছিলো মালাক, ১ম খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা)

তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দিতেন

একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কোন মামলার রায় প্রস্তুত করলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সেখানে উপস্থিত ছিলেন, খলিফা যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! আমার মতে আপনি সঠিক বিচার করেননি।" খলিফা বললেন: "সে কথা তো আপনার তখনই বলা উচিত ছিলো।" আরয করলেন: "আমার উচিৎ মনে হয়নি যে, লোকজনের সামনে আপনাকে লজ্জিত করার।" খলিফা বললেন: "তবুও আপনার বলা উচিত ছিলো, লোকেরা যাতে বুঝতে পারে যে, এই রাজত্ব সত্যের।" (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

নসিহত করার অধিকার

হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমাকে তাগাদা দিলেন:

"قُلْ لِیْ فِیْ وَجْهِیْ مَا اَکْرَهُ فَاِنَّ الرَّجُلَ لَا یَنْصَحُ اَخَاهُ حَتّٰی یَقُوْلَ لَهٗ فِیْ وَجْهِهٖ مَا یَکْرَهُ" অর্থাৎ যে বিষয়টি আমার পছন্দের নয়, তা আমার মুখের সামনে বলে দিবেন, কেননা মানুষ তার ভাইকে ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে কোন নসিহত করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সম্মুখে তার খারাপ লাগে এমন কথা বলার সাহস রাখে না।"

(বাবুস সালাক ফি তাবায়িছিলো মালাক, ১ম খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা)

আমার শরীয়াত-বিরুদ্ধ নির্দেশ ছুঁড়ে ফেলে দিবেন

হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে কোন বিষয়ের দায়িত্ব দিলেন আর বললেন: اِنْ جَاءَكَ كِتَابِیْ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَاضْرِبْ بِهِ الْحَائِطَ অর্থাৎ আপনার নিকট যদি আমার কোন শরীয়াত-বিরুদ্ধ নির্দেশ আসে তবে তা ছুঁড়ে ফেলে দিবেন।

(তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

ক্ষমা করাতে ভুল করা শাস্তি প্রদানে ভুল করার চেয়ে উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শাস্তি দেওয়ার সময় যথাসম্ভব কোমল থাকবে, কেননা একজন বিচারকের পক্ষে ক্ষমা করাতে ভুল করা শাস্তি প্রদানে ভুল করার চাইতে উত্তম।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১২৩ পৃষ্ঠা)

ন্যায় বিচারকের ন্যায় বিচার

সমরকন্দের যিম্মীরা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করলো, যারা অভিযোগ করলো যে, মুসলিম সেনাপতি ইসলামী সেনা আইন ভঙ্গ করে সমরকন্দ জয় করেছিলো, অতএব আমরা ন্যায় বিচার চাই। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সমরকন্দের গভর্ণর সোলায়মান বিন আবি সিররীকে চিঠি পাঠালেন: সমরকন্দবাসীরা আমার নিকট তাদের উপর চালানো অত্যাচারের অভিযোগ করেছে, আমার পত্র পাওয়া মাত্রই তাদের মামলা শুনার জন্য বিচারক নিযুক্ত করুন, বিচারক যদি তাদের পক্ষে রায় দেয়, তবে তারা তাদের

শিবিরে থাকবে আর মুসলমানেরা পূর্বের জায়গায় চলে আসবে। গভর্ণর নির্দেশ অনুযায়ী বিচারক নিযুক্ত করে দিলেন, যিনি ইসলামী বিচারের মাদানী ফুলগুলোর (অর্থাৎ মূলনীতি) প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে যিম্মীদের পক্ষে রায় দিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নির্দেশনা অনুযায়ী যিম্মীদেরকে শিবিরে থাকতে এবং মুসলমনাদেরকে শিবির ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, তাছাড়া নতুন সন্ধি কিংবা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়ার নির্দেশ দিলেন। ন্যায় ও আদর্শের মূর্তপ্রতীকের সিদ্ধান্ত শুনে সমরকন্দবাসীরা সমস্বরে বলে উঠলো: না, আমরা পূর্বের অবস্থাতেই থাকতে চাই, যুদ্ধ চাই না, কেননা মুসলমানরা আমাদের সাথে নিরাপদ সহাবস্থান বজায় রেখেছে, আমাদের কোন কষ্ট দেয় না, যদি আমাদেরকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়া হয় তবে জানি না কারা সফলতা লাভ করবে? অতএব আমাদের আগের মুসলমানদের অধীনে থাকাই গ্রহণযোগ্য। (তারিখে তাবারী, ৪র্থ খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা)

বন্দিদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়েছে

একবার কোন মুসলিম হেরার কোন বন্দিকে হত্যা করলো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানকার গভর্ণরকে লিখলেন: হত্যাকারীকে নিহতের ওয়ারিশকে সোপর্দ করে দাও, অতএব তারা তাকে হত্যা করুক বা ক্ষমা করে দিক, সাথে সাথেই হত্যাকারীকে নিহতের ওয়ারিশের নিকট সোপর্দ করে দেওয়া হলো, তারা তাকে খুনের বদলায় খুন করলো।

(নসবুর রায়া ফি তাখরীজে আহাদিসিল হেদোয়া, ৫ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাজ্জাজের সাথে যারা কাজ করতো তাদেরকে গভর্ণর বানাননি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক ব্যক্তিকে গভর্ণর বানালেন, পরে জানতে পারলেন, সে ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের গভর্ণর ছিলো, সাথে সাথে তাকে বরখাস্ত করে দিলেন, সে অজুহাত নিয়ে তাঁর নিকট এসে বললো: আমি খুব কম সময়ই হাজ্জাজের গভর্ণর ছিলাম। বললেন: মন্দ লোকের একদিনের সহচর্যও তোমার ক্ষতির পক্ষে যথেষ্ট। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১০৮ পৃষ্ঠা)

তা কি অবাধ্যতা ছিলো?

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক ব্যক্তিকে গভর্ণর বানাতে চাইলে সে অপারগতা পেশ করলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন আরো জোর করলেন, সে কসম করে বললো: আমি এ কাজ করবো না। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: অবাধ্যতা করো না। সে বললো: হে আমীরুল মুমিনীন! **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেছেন:

اِنَّا عَرَضۡنَا الۡاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ الۡجِبَالِ فَاَبَيۡنَ اَنۡ يَّحۡمِلۡنَهَا وَ اَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি আমানত অর্পণ করেছি আসমান সমূহ, যমীন এবং পর্বতমালার প্রতি। অতঃপর সেগুলো তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তাতে শঙ্কিত হলো।

এবার বলুন! জমিন আর আসমান যে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলো তা কি অবাধ্যতা ছিলো? এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে যেতে দিলেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত ঘটনাটি থেকে আমরা একটি মহৎ মাদানী ফুল পাই আর তা হলো, অধীনস্থদের পক্ষ থেকে 'না' শোনার সাহসও আমাদের থাকতে হবে, হতে পারে, সে বেচারা গ্রহণযোগ্য কোন কারণে আমাদের আদেশ মানতে পারছে না।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রকাশ্য পরীক্ষা

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: হে আমীরুল মুমিনীন! আমার প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। বললেন: কে করেছে? ব্যক্তিটি নীরব হয়ে গেলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কিন্তু লোকটির মুখ দিয়ে অত্যাচারির নাম

উচ্চারণ হচ্ছিলো না, সম্ভবতঃ সেই লোকটি খলিফারই কোন প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। অবশেষে সে বললো: অমুক জোড় করে আমার এতগুলো সম্পদ নিয়ে নিয়েছে। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তৎক্ষণাৎ গোলামের নিকট কলম, দোয়াত আর কাগজ চেয়ে নিয়ে সেই গভর্ণরকে লিখলেন: অমুক ব্যক্তিটি আমার নিকট এরূপ অভিযোগ করেছে, তা যদি সত্য হয়, আমাকে সে সংবাদ দেয়ার পূর্বেই তার সম্পদ যেনো সে পেয়ে যায়। লেখাটি লেখার পর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাত দুইখানিকে একটির সাথে অপরটি মলতে মলতে নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡبَلٰٓؤُا الۡمُبِيۡنُ ﴿۱۰۶﴾

(পারা: ২৩, সূরা: সাফফাত, আয়াত: ১০৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিঃসন্দেহে এ ছিলো প্রকাশ্য পরীক্ষা।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৩ পৃষ্ঠা)

চল্লিশটি বেত্রাঘাত করলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নির্দেশ ছিলো, কোন মুসলমান যেনো কোন বন্দির সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ না চালায়। এই নির্দেশনার প্রভাবই এমন ছিলো যে, কোন মুসলমান অমুসলিমদের সম্পদ ও জমির উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারতো না, যদি করতো তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হতো। যেমনটি একবার রবীয়া নামের এক মুসলমান সরকারি কোন প্রয়োজনে একটি ঘোড়া (বিনা ভাড়ায় সরকারি প্রভাব খাটিয়ে) আটক করলো এবং তার উপর আরোহন করলো, সে মনে করেছিলো এটি একটি সাধারণ এবং তুচ্ছ বিষয়, কিন্তু যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এ কথা জানতে পারলেন, সেই কর্মকর্তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছিলেন, অন্যরা যেনো তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অভিযুক্ত ও অপরাধীর মাঝে পার্থক্য

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমলারা কখনো কখনো স্বয়ং সংবাদ পাঠাতেন: আমাদের পূর্বে যারা আমলা ছিলো তারা সম্পদ আত্মসাৎ করেছিলো, আমীরুল মুমিনীন যদি অনুমতি দেন তবে তাদের কাছ থেকে সম্পদ জব্দ করে নিতে পারি। তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের নিকট নির্দেশনা লিখে পাঠাতেন, এসব ব্যাপারে আমার সাথে পরামর্শ করার দরকার নাই, যদি সাক্ষীদের মাধ্যমে কিংবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে থাকে তবে সম্পদ ফিরিয়ে নিন, অন্যথায় হলফ নিয়ে ছেড়ে দিন। যেমনটি বসরার গভর্ণর আদী বিন আরতাতকে লিখেছিলেন: পর সমাচার এই যে, আপনি চিঠিতে বলেছেন: আপনার এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের খেয়ানত প্রকাশ পেয়েছে, তাদের শাস্তি দেয়ার জন্য আমার নিকট অনুমতি চেয়েছেন, আপনি মনে হয় **আল্লাহ পাকের** পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য আমাকে মাঝখানে ঢাল বানাতে চান, আমার এই চিঠি যখন আপনি পাবেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে যদি সাক্ষী পাওয়া যায়, তবে তাদের গ্রেফতারও করবেন, শাস্তিও দিবেন, অন্যথায় আসরের নামাযের পর তাদের কাছ থেকে হলফনামা নিবেন যে: সেই সত্তার শপথ! **যিনি** ছাড়া কোন মাবুদ নাই, আমরা মুসলমানদের সম্পদে কিঞ্চিৎ পরিমাণও খেয়ানত করিনি। তারা যদি এই শপথ করে নেয়, তাদের ছেড়ে দিন, কেননা আমরা এতটুকুই করতে পারি, **আল্লাহ পাকের** শপথ! তাদের খুনের আপদগুলো নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হওয়ার চাইতে তাদের নিজ নিজ খেয়ানতগুলো নিয়ে **আল্লাহ পাকের** দরবারে পৌঁছিয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে অধিক সহজতর।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৫ পৃষ্ঠা)

হামেশা হাত ভালাই কে ওয়াস্তে উঠে,
বাচানা জুলম ও সিতম সে মুঝে সদা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারো প্রতি গুনাহের ইঙ্গিত করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘটনাটি থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম যে, শরীয়াতের কোন প্রমাণ ব্যতীত কারো নামে কোন গুনাহের ইঙ্গিত করা যাবে না, অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত খেয়ানতকারী, সুদখোর, ঘুষখোর ইত্যাদি বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নিকট শরীয়াত সম্মত কোন প্রমাণ না থাকে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কোন ব্যক্তির মুখ দিয়ে যদি মদের গন্ধ আসে, তবে তাকে শরীয়াতের শাস্তি প্রদান করা জায়িয নাই, কেননা হতে পারে সে ব্যক্তি মদে চুমুক দিতেই সাথে সাথে কুলি করে নিয়েছে অথবা কেউ তাকে জোর করে খাইয়েছে, এসব সন্দেহ যেহেতু এড়ানো যাবে না (শরীয়াত সম্মত প্রমাণ ব্যতিরেকে) শুধু মনের খেয়ালের বশবর্তী হয়ে সত্যায়ন করা এবং সে মুসলমানের সম্পর্কে কু-ধারণা করা জায়িয নেই।

(ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাবু আফাতিল লিসান, ৩য় খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

লোক দেখানো কাজের পরিণাম

ওয়ালিদ বিন হিশাম হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে পত্রে লিখেন: "আমি আমার মাসিক ব্যয় হিসাব করেছি, আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমার বেতন আমার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি, আপনার যদি মঞ্জুর হয়, এই বাড়তি টাকা আমার বেতন থেকে কমিয়ে দেওয়া হোক।" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "لَوۡ كُنۡتُ عَازِلًا اَحَدًا عَلٰی ظَنٍّ لَعَزَلۡتُهٗ অর্থাৎ আমি যদি কাউকে মনের খেয়ালের বশবর্তী হয়ে অপসারণ করতাম, তবে একেই করতাম।" অতঃপর তার আবেদনটি মঞ্জুর করে বেতন কমিয়ে দিলেন। কিন্তু নিজের কর্মচারী এজিদ বিন আব্দুল মালিকের নিকট পত্র লিখলেন: ওয়ালিদ বিন হিশাম আমাকে এই বিষয়ে আবেদন করেছে, যদিও আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতে পারছি না, তবু আমি প্রকাশ্যের উপর আমল করেছি, কেননা অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে **আল্লাহ পাকেরই** নিকট। আমি তোমাকে শপথ দিচ্ছি,

www.dawateislami.net

যদি আমি কোন দূর্ঘটনার শিকার হই আর আপনি খেলাফতের মসনদে সমাসীন হন, ওয়ালিদ আপনার নিকট এই আবেদন করে যে, তাকে তার পুরনো বেতনে বহাল করা হোক, যা আমি কমিয়ে দিয়েছিলাম, তবে কখনোই যেনো তার আশাটি পূর্ণ করা না হয়, অতএব ব্যাপারটি তেমনই ঘটে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকালের পর এজিদ বিন আব্দুল মালিকের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন ওয়ালিদের চিঠি আসে যে, ওমর আমার প্রতি অত্যাচার করেছেন আর আমার বেতন কমিয়ে দিয়েছেন, অতএব আমার পুরোনো বেতন বহাল রাখা হোক, তখন এজিদ বিন আব্দুল মালিক তার সেই আবেদনে এতই রাগান্বিত হলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাকে পদ থেকেই অপসারণ করে দেন আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত যত বেতন উত্তোলন করেছিলো সেগুলোও ফিরিয়ে নেন এবং ওয়ালিদকে আমরণ আর কোন পদ দেয়া হয়নি। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৩১ পৃষ্ঠা)

যব শরীফের জাউ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট খবর এলো, সেনাপতির বাবুর্চিখানার দৈনিক ব্যয় এক হাজার দিরহাম। এই ভয়াবহ সংবাদে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ব্যথিত হলেন, এর সংশোধনের জন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইনফিরাদী কৌশিশের মনোভাব সৃষ্টি করলেন, তাকে নিজের নিকট দাওয়াত করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাবুর্চিদের নির্দেশ দিলেন খাওয়া-দাওয়ার পর কষ্ট করে একটু **যব শরীফের জাউ**'র ব্যবস্থা রাখবে। সেনাপতি যখন দাওয়াতে এলো, খলিফা ইচ্ছাকৃতভাবে খাবার আনতে বলায় এমন বিলম্ব করলেন, যেনো সেনাপতি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে যায়, অবশেষে আমীরুল মুমিনীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রথমে যব শরীফের জাউ আনতে বললেন, সেনাপতি যেহেতু অনেক ক্ষুধার্তই ছিলো, তাই তিনি যব শরীফের জাউ খেতে শুরু করে দিলেন, অতঃপর অন্যান্য খাবার যখন দস্তরখানায় সাজিয়ে রাখা হলো, তখন তার পেট ভরে গিয়েছিলো। বিজ্ঞ খলিফা দস্তরখানায় আনা খাবারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন: আপনার খাবার তো এখন এসেছে, খান!

www.dawateislami.net

সেনাপতি অস্বীকৃতি জানালেন, বললেন: হুযুর! **যব শরীফের জাউ**তেই তো আমার পেট ভরে গেছে। আমীরুল মুমিনীন বললেন: سُبۡحٰنَ الله, জাউও কি এত উন্নত খাবার যে, পেট ভরে দেয়, দামেও তো অনেক সস্তা, এক দিরহামে দশ জনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, এ বলে উপদেশের মাদানী ফুল দিতে গিয়ে বললেন: আপনি যখন জাউতেও তুষ্ট হতে পারেন, তবে দৈনিক এক হাজার দিরহাম নিজের খাবারে কেনো ব্যয় করেন? সেনাপতি সাহেব! আপনি **আল্লাহ পাক**কে ভয় করে চলুন, নিজেকে অপব্যয়ীদের দলভূক্ত করবেন না, আপনি বাবুর্চিখানায় যে টাকাটা বাড়তি ব্যয় করেন, তা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্ত, অভাবী এবং অনাথদের দিয়ে দিন। মুত্তাকী খলিফার ইনফিরাদী কৌশিশ সেনাপতির অন্তরের গভীর রেখাপাত করে, তিনি প্রতিজ্ঞা করে নেন যে, সাধারণ আহারে নিজেকে অভ্যস্থ করে তুলবেন, মিতব্যয়িতার পন্থা অবলম্বন করবেন। (মাগনিল ওয়ায়েজিন, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

ঘটনাটি উদ্ধৃত করার পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه লিখেন: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমরা নফসকে যতই মজাদার খাবার খাওয়াব সে ততই ভাল ভাল খাবারের প্রত্যাশা করতে থাকবে, আজকে আমাদের অধিকাংশই বরকত শূন্যতার অভিযোগ করে থাকি, এছাড়া দারিদ্রতা ও এর উপর দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির অভিযোগ করে আজ প্রায় সকলকেই বলতে শুনা যায় যে “পুরোপুরি হয় না”, “বিশ্বাস করুন, আকাশচুম্বী দাম।” এযুগে অপ্রয়োজনীয় খরচ করাটাও বরকতশূন্যতা ও দারিদ্রতার অনেক বড় একটি কারণ। এটা যখন স্পষ্ট যে, আমরা অপ্রয়োজনীয় খরচাদির ধারাবাহিকতা চালুই রাখবো, এছাড়া সর্বদা উৎকৃষ্ট খাবার, উন্নত ঘর, এরপর তাতে সাজ-সজ্জার দামী আসবাবপত্র, দামী দামী আকর্ষণীয় পোশক-পরিচ্ছেদের সাথে মন লাগিয়ে রাখি, তাহলে এসব কাজের জন্য প্রচুর টাকা-পয়সার প্রয়োজন হবে আর তাই “বরকতশূন্যতা” ও পুরোপুরি হয়না” এর সুরও চালুই থাকবে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ الله عَلَيۡه বলেছেন: “যে নিজের সম্পদ অপ্রয়োজনীয় খরচাদিতে নষ্ট করেছে, এখন বলে, হে **রব**! আমাকে আরো দাও। **আল্লাহ পাক** (এমন ব্যক্তিকে) ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাকে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেইনি? তুমি কি আমার বাণী শুননি?

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿۶۷﴾

(পারা: ১৯, সূরা: ফুরকান, আয়াত: ৬৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ঐসব লোক, তারা যখন ব্যয় করে তখন না সীমাতিক্রম করে এবং না কার্পণ্য করে আর সেই দু'টির মাঝখানে মধ্যমপন্থায় থাকে।

(আহসানুল ভিআ লি আদাবিদ দুআ, ৫৭ পৃষ্ঠা)

সর্বোপরি কথা হলো, যদি অল্পে তুষ্টি ও সাদাসিধে ভাবে সস্তা খাবার ও সাধারণ পোশাকে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেয়া যায়, শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুপাতে ঘর করা হয়, অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা ও প্রদশর্নীয় দাওয়াতের ব্যাপারে নিজের উপর বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়া হয় তবে নিজে থেকেই উর্ধ্বমূল্যের অবসান হবে এবং অস্বচ্ছলতা বিদায় নেবে। (ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

খলিফার নামে এক হাবশী দাসীর চিঠি ও সমস্যার তড়িৎ সমাধান

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুগে ডাক পিয়নের নিয়ম ছিলো, সে যখন ডাক চিঠি নিয়ে যেতো, পথে যারা তাকে কোন চিঠি দিতো, তা সে তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিতো। একদা সে মিশর যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে 'জি আসবাহ্'-র মুক্তিপ্রাপ্ত 'ফারতুনা' নামক হাবশী দাসী তাকে একটি চিঠি দিলো, যা ছিলো খলিফার নামে, চিঠিতে লেখা ছিলো: তার চতুর্দিকের দেওয়ালগুলো নিচু, লোকজন সেগুলো ডিঙ্গিয়ে ভিতরে চলে আসতে পারে, এদিকে তার মুরগিগুলো চুরি হয়ে যায়। ডাক পিয়ন যখন তার চিঠিখানি এনে আমীরুল মুমিনীনকে দিলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তরে লিখলেন: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীযের পক্ষ থেকে জি আসবাহ্র দাসী ফারতুনার প্রতি! তোমার চিঠিখানি পেলাম, যাতে তুমি লিখেছো যে, তোমার ঘরের দেওয়ালগুলো নিচু। লোক সেগুলো ডিঙ্গিয়ে তোমার মুরগিগুলো চুরি করে নেয়, আমি আইয়ুব বিন শুরাহবিলকে লিখে দিয়েছি যিনি মিশরে নামাযের ইমাম এবং একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, তিনি যেনো তোমার ঘরের দেওয়ালগুলো মেরামত করিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে সংরক্ষিত করে দেন। وَالسَّلَام

এদিকে আইয়ুব বিন শুরাহবিলকে চিঠি লিখেন: **আল্লাহ পাকের** বান্দা আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে ইবনে শুরাহবিলের প্রতি। পর সমাচার হলো; জি আসবাহের দাসী ফারতুনা আমাকে লিখেছে, তার ঘরের দেওয়ালগুলো নিচু আর তার মুরগিগুলো চুরি হয়ে যাচ্ছে, সে আবেদন করেছে, তার ঘরটি যেন সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়, এই চিঠিখানি পাওয়ার সাথে সাথে আপনি স্বয়ং বাহনে করে সেখানে যাবেন এবং আপনার তত্ত্বাবধানে তার ঘরের মেরামত করাবেন। وَالسَّلَام

আইয়ুব বিন শুরাহবিলের নিকট যখন খলিফার এই পত্রখানি এসে পৌছায় তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর উটে আরোহন হয়ে সেদিকে রওয়ানা হলেন, সেখানে জিজ্ঞাসা করতে করতে তিনি ফারতুনার ঘরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সে বেচারি একজন নিতান্তই অসহায় বৃদ্ধা মহিলা, আইয়ুব বিন শুরাহবিল তাকে বললেন: আমীরুল মুমিনীন তোমার ব্যাপারে আমাকে এই নির্দেশনামাটি পাঠিয়েছেন, অতঃপর তার ঘরটি মেরামত করিয়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘটনাটিতে সমস্যা সমাধানের এবং মনোতুষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে, নিঃসন্দেহে মুসলমানদের মাঝে মনোতুষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে: ফরয আমলগুলোর পর **আল্লাহ পাকের** নিকট প্রিয় আমল হলো মুসলমানদের মন খুশি করা। (আল মু'জামুল কবীর, ১ম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১১০৭৯) আসলেই আমরা সকলে যদি একে অপরের সমবেদনা ও সহমর্মিতায় এসে যাই তবে খুব তাড়াতাড়ি দুনিয়ার চিত্র পাল্টে যাবে। কিন্তু আহ! এখন তো ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই মেতে উঠেছে, আজ মুসলমানদের মান-সম্মান, তাদের জান-মাল মুসলমানদের হাতেই নষ্ট হতে দেখা যায়, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে পরস্পরের মাঝে ঘৃণাভাব দূর করে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা বৃদ্ধি করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীনের ক্লান্তিময় ব্যস্ততা

একজন মানুষের মাঝে কয়েক ধরনের যোগ্যতার সমন্বয় প্রায় কমই হয়ে থাকে। যেমন; যেসব মানুষ মেধাবী ও বিজ্ঞ হওয়ার বিবেচনায় আলাদাভাবে চিহ্নিত হন, তাদের মধ্যে চারিত্রিক গুণাবলী সাধারণতঃ কমই পাওয়া যায়, আবার যেসব মানুষ রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডগুলো খুবই সুন্দরভাবে পালন করে থাকেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে একেবারেই মনোনিবেশ দিতে পারেন না, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেভাবে দৃঢ়তার সহিত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন, একই মাত্রার আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সহিত ব্যক্তিগত ইবাদত ও রিয়াযতও করতেন। সাধারণতঃ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দিনের বেলায় প্রজাদের ব্যাপার এবং মামলা-মুকাদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ইশার নামাযের পর প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে যেতেন এবং তাঁর কাজ শুরু হয়ে যেতো, অতঃপর পরামর্শ সভার উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গের সাথে খেলাফত পরিচালনা বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করতেন, এরপর যে সময়টুকু পেতেন তাতে ইবাদত ও রিয়াযত করতেন আর ঘুমাতেন, তাঁর ক্লান্তিময় এই ব্যস্ততা দেখে কোন কোন মনিষীরা ব্যথিত হতেন এবং তাঁকে আরাম করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর তা কোন প্রভাব পড়তো না। যেমনটি একদিন হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (যিনি ছিলেন তাঁরই বিশেষ উপদেষ্টা) বললেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! সারা দিন আপনার সময়গুলো প্রজাদের ব্যাপারে ব্যয় হয়, রাতে এসে যে সামান্য সময়টুকু আপনি পান তাও আপনি আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে দেন!" উত্তরে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "লোকজনের সাক্ষাতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।" (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা)

আনন্দ ভ্রমণের পরামর্শদাতাকে উত্তর

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাই রাইয়ান বিন আব্দুল আযীয তাঁকে পরামর্শ দিলেন, মাঝে মাঝে আপনি আনন্দ

ভ্রমনেও তো যেতে পারেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "كَيْفَ لِيْ بِعَمَلِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ অর্থাৎ অতঃপর সেদিনের কাজটি কীভাবে সম্পন্ন হবে?" উনি বললেন: "يَكُوْنُ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ يَلِيْهِ অর্থাৎ পরের দিন করে দিবেন।" বললেন: "حَسْبِيْ عَمَلُ يَوْمٍ فِيْ يَوْمِهٖ فَكَيْفَ بِعَمَلِ يَوْمَيْنِ فِيْ يَوْمٍ অর্থাৎ আমার জন্য এটাই অনেক যে, দিনের কাজ দিনে আদায় করবো, দুই দিনের কাজ আমি একদিনে কীভাবে করবো?" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২৫ পৃষ্ঠা) অনেক মনিষী ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন অবসর পাবেন তখন তাঁর কাছে এসে ফয়েয নিয়ে যাবেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: অবসর কোথায়? এখন তো দেখি শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** নিকট গিয়েই অবসর নসিব হতে পারে।

(তবকাতে ইবনে সা'আদ, ৫ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

সময়ের মূল্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সময় এমন এক অমূল্য সম্পদ, যা ধনী-গরীব সকলেরই সমানভাবে অর্জিত, কিন্তু আমাদের বেশিরভাগই সময়ের মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ, এই গুরুত্বপূর্ণ মহামূল্যবান সম্পদ সময়কে অযথা নষ্ট করে দেয়। যেমনটি কিছু লোক ঘুম ভাঙ্গা সত্ত্বেও অযথা বহুক্ষণ ধরে বিছানায় শুয়ে থাকে, গোসলখানায় গিয়ে অযথা অনেকক্ষণ ধরে সময় অতিবাহিত করে, খাওয়ার সময় অনেক সময় ব্যয় করে, আয়না সামনে নিয়ে অনেক্ষণ বসে থাকে, কোথাও চা খেতে বসে অযথা কথাবার্তা যেমন; রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক আলোচনা, ম্যাচ সম্পর্কে ইত্যাদি সময় নষ্ট করে, এমন লোকও কম নয় যারা গীবত, চোগলখুরী, কুধারণা, কাউকে কষ্ট দেওয়া, অপবাদ, সমালোচনা, অবাধ মেলামেশার বিনোদন কেন্দ্র-হোটেল, টিভিতে সিনেমা নাটক, খেলাধূলার শরীয়াত বিরোধী অনুষ্ঠান দেখে দেখে সময়ের মত মহান নেয়ামতকে নষ্ট করে যাচ্ছে আর নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি সাধন করছে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দু'টি নেয়ামত এমন যে, মানুষ সে দু'টিতে অনেক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, সেই দু'টি হলো সুস্থতা ও অবসর।" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪র্থ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬৪১২) সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, মূল্যবান সময়কে **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের কাজে ব্যয় করার

চেষ্টা করা এবং সংক্ষিপ্ত জীবনের মহামূল্যবান মুহূর্তগুলোকে অযথা হারাম এবং যৌন চাহিদা পূরণে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা, কেননা যে ব্যক্তি সময়কে নষ্ট করে সময় তাকে নষ্ট করে দেয়।[১]

দিন লহ্ব মেঁ খো'না তুঝে, শব সুবাহ তক সোনা তুঝে,
শরমে নবী খওফে খোদা, ইয়ে ভি নেহিঁ উহ ভি নেহিঁ। (হাদায়িকে বখশিশ)

সময় বরফের ন্যায়

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী উদ্ধৃত করেন: আমি সূরা আসরের মর্মার্থ একজন বরফ বিক্রেতাকে দেখে বুঝেছি, যে বাজারে এইরূপ বলছিলো: সেই ব্যক্তির উপর দয়া করুন, যার বিনিয়োগ গলে যাচ্ছে। সেই ব্যক্তির উপর দয়া করুন, যার বিনিয়োগ গলে যাচ্ছে। তার এই কথা শুনে আমি বললাম: এটাই হচ্ছে "وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾" (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় মানুষ অবশ্য ক্ষতির মধ্যে রয়েছে) এর মর্মার্থ। (তিনি আরো বলেন) যে জীবন মানুষকে দেয়া হয়েছে, তা বরফের গলে যাওয়ার মতো দ্রুত অতিবাহিত হচ্ছে, সেটিকে যদি নষ্ট করা হয় বা মন্দ কাজে ব্যয় করা হয় তবে মানুষের ক্ষতিই ক্ষতি রয়েছে। (তাফসীরে কবীর, ১১/২৭৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাইতুল মালের সংশোধন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেসব বিভাগকে সংশোধন করেছেন, তন্মধ্যে বাইতুল মাল অন্যতম। সবিস্তারে পর্যবেক্ষণ করুন:

(১) বিভিন্ন ধরনের আমদানীসমূহের সমন্বয় যেখানে হয় সেটিই বাইতুল মাল, যাতে প্রত্যেক খাতের আয় ও ব্যয় আলাদা আলাদা থাকে। সম্ভবতঃ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সময়কালের পূর্বে এসব আমদানী

১. সময়ের মূল্যকে বুঝার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত 'অমূল্য রত্ন' রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।

একই খাতে জমা হতো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কিন্তু আমদানীগুলোর আলাদা আলাদা খাত তৈরি করেন এবং প্রত্যেক প্রকারের আমদানীকে আলাদা গ্রহণ করেন।

(তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)

(২) বাইতুল মাল মূলতঃ মুসলমানদের সম্মিলিত ধন-ভান্ডার, যা থেকে প্রত্যেক মুসলমান সমানভাবে উপকৃত হয়, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেলাফতের পূর্বের সময়গুলোতে সমস্ত রাজ বংশীয়রা সাধারণ মুসলমানদের থেকে আলাদাভাবে বিশেষ ভাতা পেতো, যার নাম ছিলো বিশেষ ভাতা (ওযীফায়ে খাসসা)। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন।

(৩) প্রশংসামূলক কবিতা লিখা ও আবৃত্তিতে কবিরা বাইতুল মাল থেকে উপহার ও পুরস্কার পেতো, সেই রীতি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একেবারেই বন্ধ করে দেন।

(৪) হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেলাফতের পূর্বের রীতি এরূপ ছিলো, ইশা ও ফজরের সময় গভর্ণর মসজিদে যাওয়ার সময় লোকজন সাথে সাথে মোমবাতি হাতে নিয়ে যেতো আর সেই মোমবাতির ব্যয়ভার ছিলো বাইতুল মালের উপর, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সে ব্যয় বন্ধ করে দেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৫ পৃষ্ঠা)

(৫) বাইতুল মালের আমদানীগুলোতে খামস (পাঁচ) নামের পাঁচটি ব্যয়ের খাত নির্ধারিত ছিলো, যেগুলো ভিন্ন কোন খাতে ব্যয় করা যেতো না, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পূর্বেকার কোন খলিফাই সেসব ব্যয়ের খাতের প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করতেন না, পাঁচটি ব্যয় খাতের সবচেয়ে অগ্রগণ্য যে খাতটি তা হলো আহলে বাইতের ব্যয় খাত, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কর্তৃক অনেক করে বুঝানোর পরও ওয়ালিদ ও সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক তাঁদেরকে একেবারেই তাঁদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খলিফা হওয়ার সাথে সাথেই খামসকে (পাঁচটি খাতকে) তার আসল ও উপযুক্ত খাতেই ব্যয় করেন, আহলে বাইতকে তাঁদের অধিকার প্রদান করেন। (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

আপনি শপথ করুন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দৃষ্টিতে বাইতুল মালের সংরক্ষণ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (যিনি ছিলেন একজন মুত্তাকী ও পরহেযগার বুযুর্গ ব্যক্তি) বাইতুল মালের পরিচালক ছিলেন, এক সময়ে বাইতুল মালের কিছু দীনার কম পড়ে যায়, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে লিখলেন: বাইতুল মালে কিছু দীনার কম রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁকে উত্তরে লিখলেন: “আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি না, মুসলমানেরা এই সম্পদ নিয়ে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করবেন, একমাত্র আপনার শপথই তাদেরকে থামাতে এবং শান্ত্বনা দিতে পারবে, সুতরাং আপনি শপথ করুন।” (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৯ পৃষ্ঠা)

রাজস্ব খাতে সংশোধন

রাষ্ট্রীয় রাজস্বের কারণে রাজকোষ উপার্জন করতো উল্লেখযোগ্য অংক, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পূর্বে সেসবের ব্যবস্থাপনায় এমন ভাটা পড়ে গিয়েছিলো যে, এই রাজস্ব প্রজাদের নিকট এক প্রকার আপদ হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলো, ইসলামে ট্যাক্স ছিলো কেবল অমুসলিমদের জন্যই, সে কারণে কোন খ্রিষ্টান, ইহুদী কিংবা অগ্নিপূজারী ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে নিতো, তবে সে এ থেকে একেবারেই মুক্ত হয়ে যেতো। কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই পার্থক্যটুকু একেবারেই রক্ষা করেনি, উপরন্তু নও-মুসলিমদের থেকেও ট্যাক্স নিতো, এ ব্যাপারে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হাইয়ান বিন শুরাইহকে লিখেন: বন্দিদের মধ্য হতে যারা মুসলমান হয়ে গেছে, তাদের টেক্স মওকুফ করে দিন, কেননা **মহান প্রতিপালক** ইরশাদ করেন:

فَاِنۡ تَابُوۡا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتَوُا الزَّکٰوۃَ فَخَلُّوۡا سَبِیۡلَہُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۵﴾

(পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যদি তারা তাওবা করে এবং নামায কায়েম রাখে ও যাকাত দেয়, তবে তাদেরকে তাদের পথে ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালূ।

সূরা তাওবার ২৯ নম্বর আয়াতে আরও ইরশাদ হচ্ছে:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

(পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা ঈমান আনেনা- আল্লাহর উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর এবং হারাম বলে মনে করে না ঐ বস্তুকে, যা হারাম করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আর সত্য দ্বীনের অনুসারী হয়না; অর্থাৎ সেসব লোক, যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, যে পর্যন্ত নিচ হাতে জিযয়া (কর) দিবে না লাঞ্ছিত হয়ে।

এই আদেশের উপর ভিত্তি করে এতো বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করে নিলো যে, কর (ট্যাক্স) খাতে আয় হঠাৎ করেই হ্রাস পেয়ে গেলো, অতএব হাইয়ান বিন শুরাইহ্ তাঁকে সংবাদ পাঠালেন যে, বন্দিদের ইসলাম গ্রহণের কারণে কর খাত এতই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যে, আমি তিন হাজার আশরাফী ঋণ করে মুসলমানদের ভাতা প্রদান করেছি, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কোন তোয়াক্কাই করলেন না, উপরন্তু লিখলেন: আমি যেদিন আপনাকে মিশরের সংগ্রাহক নিয়োগ করেছিলাম সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম আপনার দুর্বলতা, আমি দূতকে আপনার মাথায় আঘাত করার আদেশ দিয়েছি কর মওকুফ করে দিন।

(আল মাওয়ায়িজু ওয়াল ইতিবার, ১ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

কর নিবেন না

'হায়য়ারাহ'র ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজারী যাদের নিকট হতে করের টাকা সংগ্রহ করা হতো, তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করলো গভর্ণর আব্দুল হামীদ বিন আব্দুর রহমান তাদের নিকট হতে কর সংগ্রহ করতে চাইলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট সে বিষয়ে অনুমতি চাইলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখে পাঠালেন: **আল্লাহ পাক মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, কর সংগ্রহ করার জন্য নয়,

www.dawateislami.net

সেসব ধর্মের যারা ইসলাম গ্রহণ করে নিবে তাদের সম্পদে রয়েছে কেবল সদকা, কর নয়। (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

নও-মুসলিমদের কাছ থেকে কর সংগ্রহকারী গভর্ণরকে অপসারণ করলেন

গভর্ণর জিরাহ্ সম্পর্কে যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জানতে পারলেন, তিনি মুসলমানদের নিকট হতে কর সংগ্রহ করেন, তখন সাথে সাথেই তাকে পদ হতে অপসারণ করে দিলেন। নও-মুসলিমদের কর মওকুফের বিষয়টিতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এতোই জোর দিতেন যে, একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছিলেন: কোন বন্দির কর যদি দাঁড়িপাল্লায় তোলা হয় আর তখনই যদি সে ইসলাম কবুল করে নেয়, তবে তার কর ক্ষমা করে দিবেন। অনুরূপভাবে আরেকবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বছর পূর্তি হওয়ার একদিন মাত্র অবশিষ্ট থাকা অবস্থায়ও যদি কোন বন্দি মুসলমান হয়ে যায়, তবে তার নিকট হতে কর সংগ্রহ করবেন না। (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

কর মুলতবী করে দিলেন

পূর্বেকার খলিফার সময়ে প্রজাদের উপর বিভিন্ন ধরনের কর আরোপ করে রাখা হয়েছিলো: টাকা জমা করলেই কর, রূপা গলানোতেই কর, দরখাস্থ ইত্যাদি লিখাতেও কর, দোকানের উপর কর, বসতবাড়ীর কর মোট কথা কোন বিষয়ই করশূণ্য ছিলো না আর এসব কর মাসিক ভাবে সংগ্রহ করা হতো। তাই একে বলা হতো 'মালে হেলালী' বা মাসিক সংগ্রহযোগ্য সম্পদ। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন খেলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন, দেখলেন এখানকার কোন কোন আমদানী শরীয়াতের দৃষ্টিতে না-জায়িয আর কিছু দ্বারা প্রজাদের উপর অসামান্য চাপ পড়ে আছে, তাই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেগুলো একেবারে মওকুফ করে দিলেন। আরবি ভাষায় এ ধরনের করকে 'মাক্স' বলা হয়ে থাকে, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'মাক্স' বললেন না, বললেন: 'নাজিস' বা অপবিত্র। সেই নাজিস যা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে:

www.dawateislami.net

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۱۸۳﴾

(পারা: ১৯, সূরা: শুয়ারা, আয়াত: ১৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর লোকদের বস্তুসমূহ কম করে দিওনা আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে বেড়িয়োনা।

অতএব যে ব্যক্তি নিজের সম্পদের যাকাত দেয়, তা গ্রহণ করে নাও আর যে না দেয় তার হিসাব স্বয়ং **আল্লাহ পাকই** নিবেন। (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

বাইতুল মালে বরকত

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, এতো কোমল হওয়া সত্ত্বেও হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুগে যে অংকের কর সংগ্রহ হয়েছিলো তার সাথে হাজ্জাজের অত্যাচারমূলক সময়গুলোর কোনই তুলনা হয় না। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গর্ব করতেন যে, হাজ্জাজের না দ্বীনের যোগ্যতা ছিলো, না দুনিয়ার, তিনি কৃষকদের জমি চাষ করার জন্য ২০ লাখ দিরহাম ঋণ প্রদান করেন আর সংগ্রহ খাতে জমা হয়েছে সর্বমোট এক কোটি ৬০ লাখ দিরহাম কিন্তু এত অত্যাচারের পরও ইরাক যখন আমার আয়ত্বে আসে, আমি সংগ্রহ করি ১০ কোটি ২৪ লাখ দিরহাম, আমি যদি জীবিত থাকি আরও বেশি উসুল করতে পারবো। (মু'জামুল বুলদান, বাবুস সীনে ওয়াল ওয়াও, ৩য় খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা)

সরকারি পদে নিয়োগ পদ্ধতি

আগেকার দিনের রাষ্ট্র পরিচালনা বর্তমানকার পরিচালনার তুলনায় একেবারেই ভিন্ন ছিলো, বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের শাসক লোকেরা বদলে গেলে রাষ্ট্রের পরিচালনা উলট পালট হয়ে যায়, কিন্তু রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অর্থাৎ আমলাদের (অর্থাৎ গভর্ণর ইত্যাদি) উপর এর কোন প্রভাব পড়তো না, অথচ আগেকার দিনে রাষ্ট্রের সুলতানদের রদ-বদল যেন রাষ্ট্রের পরিচালনারই রদ-বদলে রূপ নিতো আর এই পরিবর্তন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুগে সবচেয়ে বেশিই নজরে আসে, তিনি খেলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর সাথে সাথেই সব ধরনের অনিয়মকে সংশোধন করতে চাইলেন, কিন্তু সেজন্য সবচেয়ে বড়

প্রয়োজন ছিলো ঐ সমস্ত মানুষের যারা খুবই নেককার ও একনিষ্টতার সহিত রাষ্ট্রের সবদিক পরিচালনা করবে, অথচ তাঁর যুগে সে ধরনের যোগ্য ব্যক্তির প্রায় অভাব ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তাঁর যে ধরনের সহায়ক লোকের দরকার সে ধরনের লোক সরকারি অফিসগুলোর জন্য মিলছে না, তাই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রদান করতে থাকেন, যেখানেই তিনি সেই ধরনের লোক পেতেন তাকেই জালে ফাঁসাতে চাইতেন, যাতে তিনি নিজেই ফেঁসে যান, নিজের নিকটদের কাউকে পাওয়া যাক বা না যাক রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পরিবর্তনের কাজটি সেরে ফেলা অতি প্রয়োজন, তাই হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শাসকের সিংহাসনে বসতে না বসতেই বিভিন্ন লোকজনকে বিভিন্ন পদের দায়িত্ব দিয়ে দেন, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন হাযমকে সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক মদীনা মুনাওয়ারার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাঁকে সেই পদে বহাল রাখেন। আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন খালিদকে মক্কার গভর্ণর বানালেন। আব্দুল হামীদ বিন আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন খাত্তাবকে কূফার গভর্ণর নিযুক্ত করলেন। আদী বিন আরতাতকে বসরার গভর্ণর করলেন। মাসাহ বিন মালিক খাওলানীকে বানালেন স্পেনের গভর্ণর। ওমর বিন হবীরকে জযীরার। ইসমাঈল মাখযুমীকে আফ্রিকার। জারাহ বিন আব্দুল্লাহ হিকামীকে খোরাসানের গভর্ণর নিযুক্ত করলেন।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ৪র্থ খন্ড, ২১৬, ৩২৩ পৃষ্ঠা। তারিখে তাবারি, ৪র্থ খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা)

কর্মকর্তা নিয়োগের মাদানী ফুল

আমলাদের দায়িত্ব পরিবর্তন ও দায়িত্ব হতে অপসারণ যেসব মাদানী ফুলগুলোর (নিয়ম-নীতির) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা শুনুন:

(১) হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিকট আত্মীয়দের কখনও দায়িত্ব অর্পন করতেন না, পুত্রের চেয়ে আপন আর কে হতে পারে? কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁদের কাউকেও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

প্রদান করেননি। (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা) একবার জারাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ হিকামী আব্দুল্লাহ্ বিন আহতামকে কর্মী বানালেন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সে কথা জানতে পারলেন, তিনি লিখলেন: তাকে বাদ দিয়ে দাও, কেননা অন্য সব কথা ছাড়াও সে আমার আত্মীয়। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১০৫ পৃষ্ঠা)

(২) কেউ যদি কোন পদের জন্য আবেদন করতেন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে সে পদ দিতেন না এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতও ছিলো তাই।

(৩) যে ব্যক্তি অত্যাচারী ও দুর্ধষ প্রকৃতির হতো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকেও কোন পদ দিতেন না, একবার জারাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ হিকমী আম্মারাকে কর্মী হিসাবে নিয়োগ দিলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিঠিতে লিখলেন: আমার আম্মারারও প্রয়োজন নাই, তার মারপিটেরও না, এমন লোকেরও আমার প্রয়োজন নাই যে ব্যক্তি মুসলমানের রক্তে নিজের হাত রাঙ্গিয়েছে, অতএব তাকে অপসারণ করে দাও।” (ইবনে জওযী, ১০৫ পৃষ্ঠা) স্বয়ং জারাহ্ এবং এজিদ বিন মুহলাবের অপসারণের মূল কারণও ছিলো এ অত্যাচার ও শত্রু ভাবাপন্নতা, একই কারণে হাজ্জাজের কর্মচারীদের এবং তার বংশীয় লোকদের কোন পদ দিতেন না। আবু মুসলিম যে হাজ্জাজের জল্লাদ ও স্বগোত্রীয় ছিলো, এক সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। (ইবনে জওযী, ১০৮ পৃষ্ঠা)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কর্মী নিয়োগে যেই বিষয়টির প্রতি সজাগ থাকতেন, তা হলো কোরআন-হাদীসের আলিম হওয়া, অতএব সেই বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখেই তিনি সমস্ত কর্মীদের নামে এক সাধারণ ফরমান জারি করেন যে, একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত কোন মানুষ যেনো কোন পদে তালিকাভূক্ত হতে না পারে, সকল আমলাদের পক্ষ থেকে উত্তর এলো যে, আমরা তো তাদেরকে কাজ দিয়েছি, কিন্তু তাদেরকে খেয়ানতকারী হিসাবে পেয়েছি, অথচ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তখনও একই বিষয়ে অটল ছিলেন, লিখলেন: সাবধান! আমি যেন না শুনি যে, তোমরা জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য

www.dawateislami.net

কাউকে কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন, জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাঝে যদি সততা না থাকে তবে অন্যদের মাঝে তা কিভাবে আশা করা যেতে পারে? (সীরাতে ইবনে জওযী, ১২০ পৃষ্ঠা)

(৭) যদিও হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সততার প্রসিদ্ধি যেমনটি মাইমুন বিন মেহরান তাঁকে বিশ্বাস জুগিয়েছিলেন, তিনি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পদে সেরা সেরা লোকজনকে বসিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সবাই হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন, তাঁরই ইশারায় প্রশাসনের সব কিছু নড়ে উঠতো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিয়ম ছিলো যে, তিনি কথায় কথায় কর্মীদের উপদেশ দিতেন, নির্দেশাবলী পাঠাতেন, কাজের প্রতি তাদের একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা স্মরণ করিয়ে দিতেন, তাই তাদের মন-মানসিকতায় এর প্রভাব পড়তো। যেমনটি গভর্ণর আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযাম নিজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য দিনরাত চেষ্টা করেছিলেন, এটি ছিলো হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কেবল একাগ্রতা ও একনিষ্ঠ প্রশিক্ষণেরই প্রভাব।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১০২ পৃষ্ঠা)

হাজ্জাজের চালচলনে অভ্যস্থ হতে বারণ করতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কর্মীদের কঠোরভাবে তাগাদা দিয়ে রেখেছিলেন যে, কেউ যেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের চালচলনে অভ্যস্থ না হয়। একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আদী বিন আরতাতকে লিখেছিলেন: আমি তোমাকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের চালচলনে অভ্যস্থ হতে বারণ করছি, কেননা হাজ্জাজ ছিলো একটি আপদ, কোন এক সম্প্রদায় তার অপকর্মের অনুকরণে চলতো, তাই তার সময়কালে সে সম্প্রদায় যা চেয়েছে তাই করেছে, কিন্তু এখন সে সময় পার হয়ে গেছে, শান্তির দিন ফিরে এসেছে, এই অবস্থা যদি কেবল একদিনের জন্যও বহাল থাকে, তবুও তা হবে **আল্লাহ পাকের** বিরাট এক দান। আমি নামাযের বিষয়ে তোমাদেরকে তার অনুসরণে বারণ করেছি, কেননা সে দেরীতে নামায পড়তো, আমি যাকাতের বিষয়ে তোমাদেরকে তার অনুসরণে বারণ করেছি, কেননা সে যাকাত সংগ্রহে সময়ে তোয়াক্কা করতো না এবং অযথা ব্যয়ও করতো।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১০৭ পৃষ্ঠা) অপর এক কর্মী বন্দিদের গুদামে নজরবন্দী করেন, তাকে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছিলেন: এমন করিও না, এটা হলো হাজ্জাজেরই পদ্ধতি, আমি তা পছন্দ করি না। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১০৮ পৃষ্ঠা)

কাজকর্মের তদারকিও করতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ শুধুমাত্র নির্দেশনা দিয়েই বসে থাকতেন না বরং বিভিন্ন পদ্ধতিতে কর্মচারীদের কাজকর্মের তদারকিও করতেন, যাতে তারা ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত না হয়, রিয়াহ্ বিন ওবাইদা বলেন: একবার আমি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বললাম: ইরাকে আমার জায়গা-জমি ও আমার পরিবার-পরিজন রয়েছে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি তাদের দেখে আসতে পারি। তিনি প্রথমবার আমাকে বাধা দিলেন, কিন্তু আমি বারবার জোর করাতে অনুমতি দিলেন। আমি গমন কালে তাঁকে বললাম: আপনার প্রয়োজনীয় কিছু থাকলে বলতে পারেন। তিনি বললেন: আমার প্রয়োজন শুধু এই যে, ইরাকের অধিবাসিদের নিকট প্রশাসক ও কর্মীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে খবরাখবর জেনে নিবেন। সে ব্যাপারে আমি লোকজনের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি, সকলেই কর্মীদের প্রশংসা করেছে, ফিরে এসে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ কে সে ব্যাপারে জানালাম। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ তখন **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন আর বললেন: তুমি যদি এর ব্যতিক্রম কোন সংবাদ নিয়ে আসতে তবে আমি তাদের অপসারণ করতাম।

বন্দিদের অধিকার সংরক্ষণ

বন্দিদের অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়া ইসলামী শাসকের একটি বড় দায়িত্ব ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ যেমনিভাবে সেই বিষয়াদির প্রতি যত্নবান ছিলেন, তার দৃষ্টান্ত খেলাফতে রাশেদা ছাড়া অন্য কোন খলিফার সময়ে খুব কমই পাওয়া যায়। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বন্দিদের জায়গা-জমি সংরক্ষনে বংশীয় সম্পর্কেরও ভ্রুক্ষেপ করেননি। তাঁর যুগে বন্দিদের সমস্ত জিনিস-

পত্র এমনভাবে সংরক্ষিত ছিলো যে, কিঞ্চিৎ পরিমাণও এদিক-সেদিক হতে পারেনি। প্রাণ হলো সম্পদের চেয়েও অধিক প্রিয় বস্তু আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বন্দিদের প্রাণকে মুসলমানদের প্রাণের সমতূল্য বলে মনে করেন।

গীর্জার মামলা

দামেশকে খ্রিষ্টানদের একটি গীর্জা ছিলো, যা বনু নদ্বর গোত্রের করায়ত্বে এসে যায়, খ্রিষ্টানরা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে এর দাবীতে মামলা দায়ের করে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা তাদের ফিরিয়েও দেন, অপর এক মুসলমান একটি গীর্জা নিয়ে দাবী তুললো, সে বললো: সেটি তার জায়গায়, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তা যদি খ্রিষ্টানদের করায়ত্বে থেকে থাকে তবে তুমি তা পেতে পারো না।

(ফতুহুল বুলবাদ, ১ম খন্ড, ১৪৭-১৪৯ পৃষ্ঠা)

কর আদায়ে শৈথিল্য

কর আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শনসহ আদায়ে নমনীয়তায় হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বন্দিদের সাথে সর্বদা কোমলভাব পোষণ করতেন, প্রথমে তারা স্ব-উদ্যোগে বার্ষিক কাপড়-চোপড় দিতো, পরে যখন তাদের সংখ্যা কমতে শুরু করে তখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান এবং হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا কাপড়ের সংখ্যা কমিয়ে দেন। ইরাকে ইবনুল আশআছ যখন হাজ্জাজের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, তখন তিনি সেখানকার কর্মকর্তাদের উপর তাকে সাহায্য করছে মর্মে অপবাদ দিতে শুরু করলো এবং তার খেরাজ ও করকে অনেক কড়া করে দিলো, তাতে অহেতুক বৃদ্ধি করে দেয়, অর্থাৎ বার্ষিক আট শত রঙ্গিন কাপড় তাদের উপর বাধ্য করে দিলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেলাফতকালে তারা সকলে নিজেদের সমস্যার কথা প্রকাশ করে, এতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা কমিয়ে দিয়ে দুই শত কাপড়ে এনে দেন, যার দাম ছিলো আট হাজার দিরহাম। (ফতুহুল বুলদান, ১ম খন্ড, ৮০) পৃষ্ঠা

নম্রতা প্রদর্শন করো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কর্মচারিদের আদেশ দিতেন: বন্দিদের সাথে সব ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী প্রদর্শন করবে, অতএব একবার আদী বিন আরতাতকে লিখেছিলেন: বন্দিদের সাথে নম্র ব্যবহার করবেন, তাদের কেউ যদি বৃদ্ধ হয়ে যায়, সে যদি অভাবী হয়ে থাকে, তার কর আদায়ে আপনি নিজেই জামিন হয়ে যাবেন, তার কোন আত্মীয়-স্বজন থাকলে তাদের আদেশ দিবেন যে, সে যেন তার করের বোঝাটা নিজের কাঁধে তুলে নেয়, অনুরুপভাবে তোমাদের কোন গোলাম বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাকে মুক্ত করে দিতে হবে, কিংবা আজীবন তাকে পালন করতে হবে। (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা)

অত্যাচারের নিদর্শনগুলো মিটিয়ে দাও

যদিও হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সৌভাগ্য হয়েছিলো যে, সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত কর্মচারিকে অপসারণ করে তার আগ্রাসী নেতৃত্বকে অনেকাংশেই নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, তবুও তখনও তার অত্যাচার ও নির্যাতনের যেসব স্মৃতিগুলো মানুষের মনে রয়ে গিয়েছিলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেসবেরও মূলোৎপাটন করে দিলেন। হাজ্জাজের পুরো বংশকে ইয়ামেনের দিকে দেশান্তর করে দেন আর সেখানকার কর্মচারির প্রতি লিখেন: আমি তোমার নিকট হাজ্জাজের খান্দানদের পাঠাচ্ছি, তুমি তাদেরকে তোমার রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দাও। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১০৯ পৃষ্ঠা)

বাড়তি টাকা ফেরত দিয়ে দিলেন

সদকা স্বরূপ প্রথমে যে বাড়তি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিলো হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেসব টাকা ফেরত দিয়ে দিলেন। এক কর্মচারি যাকাত সংগ্রহ করে এলে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "এখানে কতো?" সে পরিমাণ বললো, এবার

জিজ্ঞাসা করলেন: "পূর্বে তোমার কত পরিমাণে যাকাত সংগ্রহ হতো?" সে আরও বেশি পরিমাণ উল্লেখ করলো। বললেন: "সেগুলো কোন খাত থেকে সংগ্রহ হতো?" সে বললো: "ঘোড়া ও তাদের সেবকদের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হতো।" এ কথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওসব টাকা ক্ষমা করে দিলেন আর বললেন: "আমি ক্ষমা করিনি, **আল্লাহ পাকই** ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কয়েদীদের সুযোগ সুবিধা দাও

নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা যদিও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়, তবুও প্রচলিত রীতিনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্তির প্রকারে এবং অপরাধীদের অবস্থায় ভিন্নতা হয়েই থাকে, ইসলাম যেহেতু একটি আদর্শ রাষ্ট্রেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলো, তাই সে কয়েদীদের সাথে সেসব দিক বিশেষ বিবেচনায় রেখেছে যা মানবতার সামর্থ্য ও চাহিদার পক্ষে ছিলো। যেমন; সাধারণ নির্দেশ দেয় যে, "কোন মুসলমান কয়েদীকে এমন ভারী শিকল পরানো যাবে না, যার ফলে সে নামায পড়তে পারে না।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৮৯ পৃষ্ঠা) কয়েদীদের বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের জন্য আলাদা আলাদা বিধান রচনা করেছেন, অতএব সমস্ত বিভাগীয় গভর্ণরদেরকে লিখে পাঠালেন: "কোন অসুস্থ কয়েদীর যদি কোন প্রিয়জন কিংবা আত্মীয়-স্বজন না থাকে অথবা তার নিকট সম্পদ না থাকে, তবে তার পক্ষে সহানুভূতিশীল হবেন, যেসব লোককে ঋণের কারণে কয়েদ করা হবে, তাদের অন্য অপরাধীদের সাথে একই কক্ষে রাখবেন না, মহিলাদেরকে আলাদা ভাবে রাখবেন, শীতকাল ও গ্রীষ্মকালে কয়েদীদের উপযুক্ত কাপড়ের ব্যবস্থা করবেন, জেলার হিসাবে এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যাকে নির্ভর করা যায় এবং ঘুষ না নেয়।" এসব নির্দেশনাসহ আবু বকর বিন হাযামকে বিশেষভাবে লিখেন: "প্রতি শুক্রবার জেলখানার দেখাশোনা করবেন, সেই সাথে অন্যান্য কর্মীদেরকেও কয়েদীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দিবেন।" (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

মুসলমান কয়েদীদের ফিদিয়া

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিজের গভর্ণরদের নিকট তাগাদা মূলক চিঠি পাঠান: "মুসলমান কয়েদীদের ফিদিয়া আদায়পূর্বক তাদের মুক্তি দিয়ে দিন, প্রয়োজনে সমস্ত ট্রেজারিই ব্যয় করতে হোক।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১২০ পৃষ্ঠা)

শাস্তির সীমা নির্ধারণ করে দিলেন

স্বয়ং ইসলাম যেসব অপরাধীদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাতে তো কোন ধরনের পরিবর্তন হতে পারে না, তবু ইসলাম 'তাযীয'এর (অর্থাৎ ইসলামী শাসক কিংবা বিচারকের পক্ষ হতে প্রদত্ত শাস্তির) কোন সীমারেখা (অর্থাৎ নির্ধারিত সীমা) নির্ধারণ করেনি বরং তা স্বয়ং ইসলামী বিচারক বা শাসকের ইচ্ছাধীন করে দিয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর যুগে আমলারা তাতে এমনই কঠোরতা শুরু করে দিয়েছিলো যে, কোন কোন অপরাধীকে বরং কেবল অভিযোগ ও সন্দেহের ভিত্তিতেই তিনশ ঘা করে মারা হতো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আইনী ভাবে তাযীযের সীমারেখা নির্ধারণ করে দেন, এর সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিলো ৩০ ঘা বেত্রাঘাত।

(তবকাতে ইবনে সাআত, ৫ম খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

লোকজনকে কষ্টে অভ্যস্ত করছি

এসব ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও তখনো পর্যন্ত হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সেরূপ কাজ করতে পারেননি যেরূপ তিনি করতে চেয়েছিলেন। অতএব তাঁর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন এ ব্যাপারে তাঁর নিকট আবেদন করলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "আমার নিকট নিজের ও তোমার জীবনের কি কোনই পরওয়া নাই। আমি লোকজনকে কষ্ট সহ্য করায় অভ্যস্ত হিসাবে গড়ে তুলছি, জীবন যদি সামনে আরো থাকে তবে নিজের মতই কাজ করে যাবো আর যদি এর আগেই দুনিয়া থেকে চলে যাই, তবে **আল্লাহ পাক** তো

নিয়্যতের ব্যাপারে ভালই জানেন, আমি ভয় পাচ্ছি যে, লোকদের সাথে যদি হঠাৎ কোন কঠোরতা করা হয় তবে তারা আমাকে তাওবারি ব্যবহার করতে বাধ্য করবে আর যে ভাল কাজটি তাওবারি ব্যতীত হতে পারে না তাতে কোন মহত্বই নাই।”

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

তোমাদের অন্তর থেকে লোভ ও লালসা দূর করে দিতে চাই

হযরত মাইমুন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি স্বয়ং হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমি যদি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ তোমাদের খলিফা হিসাবে থাকি, তা সত্ত্বেও ন্যায়ের সব কিছু তোমাদের শিক্ষা দিতে পারবো না, আমি তোমাদের অন্তর থেকে লোভ ও লালসাকে দূর করে দিতে চাই, কিন্তু আমার ভয় হয় যে, লালসার সাথে তোমাদের অন্তরও বক্ষসমূহ থেকে বেরিয়ে আসার, আমার বাসনা যে, তোমরা মন্দ কিছুকে সত্য অন্তরে মন্দ বলেই জানবে, এতে ন্যায় পরায়নতার মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে স্বস্তি ও শান্তি পাবে।” (তারিখুল খুলাফা, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের কষ্ট দেয়া পছন্দ করতেন না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জাওয়ানা বিন হারিছকে ‘মালাতিয়া’র দিকে পাঠালেন, তিনি সেখানে গিয়ে হামলা করলেন, অনেক গনীমতের মাল পেলেন, তিনি যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এলেন এবং নিজের কর্মদক্ষতার কথা জানালেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন:“ কোন মুসলমানের কোনরূপ ক্ষতি করেননি তো?” আবেদন করলেন: “হে আমীরুল মুমিনীন! একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া কারো কোন ক্ষতি আমি করিনি।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ব্যাকুল হয়ে বললেন: “সাধারণ মানুষ?” এরপর জাওয়ানাকে শাষালেন: “আপনি একজন মুসলমানের ক্ষতি করে আমার জন্য গরু-ছাগল নিয়ে এসেছেন? আমার শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, আপনি আর কোন পদে দ্বিতীয়বার আসতে পারবেন না।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৭৪৩৪)

www.dawateislami.net

নিজের হাত, পেট ও মুখকে সংযত করবে

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক গভর্ণরকে উপদেশ দিলেন: "আপনি আপনার হাতকে মুসলমানদের রক্ত হতে, পেটকে তাদের সম্পদ হতে আর জিহ্বাকে তাদের অপমান করা হতে রক্ষা করবেন, আপনি যদি এই উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন, তবে যেনো আপনি আপনার সমস্ত দায়-দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ১১৪ পৃষ্ঠা)

নেক বান্দারা একটি পিঁপড়াকেও কষ্ট দেয় না

আল্লাহ পাকের সৎ বান্দাদের একটি লক্ষণ হলো, সে রাগের বশবর্তী হয়ে কোন মুসলমানকে তো দূরের কথা একটি পিঁপড়াকেও কষ্ট দিতে চায় না। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ﴿۲۲﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: নিশ্চয় পূর্ণবানরা অবশ্যই শান্তিতে থাকে।) (পারা: ৩০, মুতাফফিফীন, ২২) এর তাফসীরে বলেন: اَلَّذِیْنَ لَایُؤْذُوْنَ الذَّرَّ অর্থাৎ নেক বান্দা তারাই, যারা একটি পিঁপড়াকেও কষ্ট দেয় না। (তাফসীরে হাসান বসরী, ৫ম খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

তরবারির ব্যবহার করতে বারণ করলেন

জারাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে খোরাসানের অধিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করণের উদ্দেশ্যে লিখলেন: এরা অনেক বিগড়ে গেছে, তাওবারি ও চাবুক ছাড়া এদের সংশোধনের আর কোন পথ নাই, আপনি আমাকে পথ নির্দেশনা দিন।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে উত্তরে লিখলেন: "আপনি এটি ভুল লিখেছেন যে, খোরাসানের অধিবাসীরা তাওবারি ব্যতীত সংশোধন হবে না, ন্যায় আর সত্য এমন দু'টি জিনিস, এতদুভয়ের বদৌলতে তারা এমনিতেই সংশোধন হয়ে যাবে, আপনি তাদের মাঝে হক ও ন্যায়ের সাড়া জাগিয়ে তুলুন। وَالسَّلَام (তারিখুল খুলাফা, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

রক্তপাতের অনুমতি দিলেন না

দু'জন ব্যক্তিকে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরাকের কোন এক দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন, তারাও লিখলো: "তরবারি ব্যতীত মানুষ সংশোধন হচ্ছে না।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের দু'জনের উদ্দেশ্যে লিখেন: "বোকা! আপনারা কি আমার নিকট মুসলমানদের রক্তপাত করা নিয়ে আবেদন করা শুরু করে দিয়েছেন? যে কোন একজন মানুষের রক্তের তুলনায় আমার নিকট আপনারা দু'জনের রক্তই মূল্যহীন।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৭৩২১)

মুসলমান একে অপরের রক্ষকই হয়ে থাকে, যেমনটি হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'ইহইয়াউল উলুমে'** উদ্ধৃতি করেন: আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদা সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা কি জান যে, মুসলমান কে?" সকলে আরয করলেন: **"আল্লাহ পাকের রাসূলই** ভাল জানেন।" ইরশাদ করলেন: "মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ হতে অপর মুমিনের সম্পদ ও শরীর নিরাপদ থাকে।" অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: "মুহাজির কারা?" ইরশাদ করলেন: "যারা মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে।" আরও ইরশাদ করলেন: "কোন মুসলমানের পক্ষে জায়িয নাই যে, অপর মুসলমানের দিকে এভাবে চোখ তুলে দেখা যাতে সে মনে কষ্ট পায় আর বৈধ নয় এমন কোন কাজ করা যা দ্বারা অপর মুসলমান আতঙ্কগ্রস্থ হয়।"

(কিতাবুয যুহদ লি আবি মোবারক, ২৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬৭৯০৬৮৮। ইতহাফুস সাদতিল মুত্তাকীন, ৭ম খন্ড, ১৭৫, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

ক্ষেতের মালিকের অভিযোগ

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে এসে অভিযোগ করলো: "আমি ক্ষেত করেছিলাম, সিরিয়ার সেনারা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো আর আমার ক্ষেত নষ্ট করে দিলো।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিনিময় স্বরূপ তাকে দশ হাজার দিরহাম দিলেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৯৭ পৃষ্ঠা)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এমনি একটি ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখেন: এই ঘটনাটিতে সেসব লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা মানুষের দেওয়ালে এবং সিঁড়ির কোণা ইত্যাদি পানের পিক ফেলে রাঙিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে মালিকের অনুমতি ব্যতিত ঘর, দোকান, দেওয়াল, দরজা, সাইনবোর্ড, গাড়ি কিংবা বাসের বাইরে কিংবা ভিতরে ষ্টিকার, পোষ্টার লাগিয়ে থাকে, মালিকের অনুমতি না নিয়ে যারা চিকা মারে তারাও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন, কেননা এরূপ করাতে মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন হয়। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** হকই সর্বাধিক মহান, কিন্তু তা তাওবার আওতায়। বান্দাদের হকের বিষয়টি **আল্লাহ পাকের** হকের তুলনায় জঘন্য, দুনিয়ায় যে কারও হক বিনষ্ট করে থাকলে, তার নিকট ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দুনিয়াতেই যদি না হয়ে থাকে, তবে কিয়ামতের দিন সেই হকপ্রাপক লোকটিকে নেকী দিয়ে দিতে হবে, এভাবেও যদি হক আদায় না হয়ে থাকে, তবে তার গুনাহ্ নিজের কাঁধে নিতে হবে। যেমনটি কোন ব্যক্তি শরীয়াতের কোন অপারগতা ব্যতিত যদি কাউকে গালমন্দ করে, আতঙ্কগ্রস্ত করে, মনে কষ্ট দেয়, মারধর করে, কারো টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়, পিক-পোষ্টার-চিকা ইত্যাদির মাধ্যমে কারো দেওয়াল নষ্ট করে, কারো দোকান বা বসতবাড়ীর সম্মুখে জায়গা ঘেরাও করে তাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়, কারো দালানের পার্শ্বে বিনা প্রয়োজনে জোরপূর্বক নিজের দালান তৈরি করে আলো-বাতাসে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, কারো স্কুটার বা কার ইত্যাদিকে নিজের গাড়ি দিয়ে চাপ মেরে কিংবা লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় অথবা পালাতে না পারা অবস্থায় নিজের দোষ হওয়া সত্ত্বেও নিজের চাটুকারীতা ও প্রভাব দেখিয়ে তাকেই উল্টো অপরাধী বানিয়ে তার হক নষ্ট করা হয়ে থাকে, কোরবানির ঈদে ঘরের মালিককে না বলে তার ঘরের সামনে পশু বেঁধে কিংবা জবাই করে ঘরের দেওয়াল বা ঘর হতে বের হওয়ার রাস্তা গোবর, রক্ত, নাড়ি-ভুঁড়ি ইত্যাদিতে ভরপুর করে তার জন্য কষ্টদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে, কারো ঘর বা দোকানের পাশে অথবা ছাদে বা প্লটে এমন কোন ময়লা নিক্ষেপ করা যাতে দূর্গন্ধ বের হয়, মোট কথা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদিও নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, ওমরা, দান-খয়রাত ইত্যাদি বড় বড় নেক আমল নিয়ে যায়ও, তবে কিয়ামত দিবসে তার সেসব

ইবাদত ঐ লোকটিই নিয়ে যাবে, যাকে সে দুনিয়ায় অন্যায়ভাবে ক্ষতি করেছিলো, শরীয়াতের অনুমোদন ব্যতিত কোনোভাবে তার মনে কষ্ট দেওয়ার মত কাজ করেছিলো, নেক আমল দিয়ে দেয়ার পরও যদি আরও হক অবশিষ্ট থাকে তবে সেই ব্যক্তির গুনাহ এই 'নেক নামাযী'র মাথায় তুলে দেওয়া হবে আর এভাবেই অন্যের হক নষ্ট করার কারণে হাজী, নামাযী, রোযাদার, তাহাজ্জুদগুজার হওয়া সত্ত্বেও সে জাহান্নামেই নিক্ষিপ্ত হবে نَعُوْذُ بِاللهِ। তবে হ্যাঁ, **আল্লাহ পাক** যাকে চাইবেন, শুধুমাত্র **তাঁরই** দয়া ও অনুগ্রহের বদান্যতায় উভয়ের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিবেন। বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত **'জুলুমের পরিণতি'** পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করুন। (অশ্রুর বরিধারা, ১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জনকল্যাণ মূলক কাজ

জনসাধারণের সুযোগ ও সুবিধাদির জন্য হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সকল সংরক্ষিত রাষ্ট্রগুলোতে অধিক হারে মুসাফিরখানা তৈরি করে দিয়েছিলেন। যেমনটি তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খোরাসানের কর্মকর্তার নিকট লিখেন: সেখানকার রাস্তায় যেন অধিক হারে মুসাফিরখানা নির্মাণ করে দেওয়া হয়।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৫ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

মুসাফিরদের কল্যাণ কামনা করা

সমরকন্দের কর্মকর্তা সোলায়মান বিন আবিস সরার নিকট নির্দেশনামা পাঠালেন: সেখানকার শহরগুলোতে মুসাফিরখানা তৈরি করে দিন, যেসব মুসলমান সেখান দিয়ে যাবে একদিন একরাত তাদের মেহমানদারি করুন, তাদের বাহনের নিরাপত্তা বিধান করুন, যেসব মুসাফির অসুস্থ তাদের দুই দিন দুই রাত থাকতে দিবেন, কারো নিকট যদি ঘরে পৌঁছার পাথেয় না থাকে, তাকে তার ঘরে যাওয়া পর্যন্ত যা লাগবে সেই পাথেয়র ব্যবস্থা করে দিন। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

সর্বসাধারণের লঙ্গরখানা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একটি সাধারণ লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন। যাতে সমস্ত ফকির, মিসকিন, মুসাফিরদের ভোজ চলতো। (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা)

চারণভূমি উম্মুক্ত করে দিলেন

রাষ্ট্রায়ত্ব সে সব চারণভূমি ছিলো 'নকী' ব্যতীত সমস্ত চারণভূমিগুলো মুক্ত করে দিয়েছিলেন। (আততাবাকাতুল কুবরা, ৫ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা) সে ব্যাপারে এক কর্মকর্তাকে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছিলেন: فَمَا حُمِيَ مِنَ الْاَرْضِ اَلَّا يُمْنَعُ اَحَدٌ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ فَاَبِحِ الْاَحْمَاءَ ثُمَّ اَبِحْهَا অর্থাৎ যেসব চারণভূমি তৈরি করা হয়েছে সেসবের যেখানে যেখানে বর্ষার পানি পড়ে, একটিতেও বাধা দেওয়া যাবে না, তাই চারণভূমিগুলো উম্মুক্ত করে দিন এবং অবশ্যই উম্মুক্ত করে দিবেন। (আততাবাকাতুল কুবরা, ৫ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা)

মুখাপেক্ষীদের অন্বেষণ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি নিয়মিত ঘোষণা করতো: ঋণগ্রস্থরা কোথায়? বিয়ের আগ্রহী পুরুষেরা কোথায়? মিসকিনরা কোথায়? এতিমরা কোথায়? তারা যখন ঘোষকের সাথে যোগাযোগ করতো, তখন তিনি তাদের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে দিতেন।

(আল হিদায়াতু ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও এতিমদের কল্যাণ কামনা

গোলামদের রক্ষণাবেক্ষণকারী এসে তাদের খাবার-দাবার এবং আবাসনের খরচ প্রার্থনা করলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ গোলামদের সংখ্যা জানতে চাইলেন, বলা হলো এত হাজার গোলাম রয়েছে। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সিরিয়ার শহরগুলোতে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং এতিমদের তালিকা পাঠানোর জন্য, এসব তথ্য তাঁর নিকট পৌঁছার সাথেসাথেই

প্রত্যেক অন্ধ ব্যক্তিকে একটি, পক্ষাঘাতগ্রস্তকে একটি করে সেবকের ব্যবস্থা করে দিলেন, এরপরও কিছু গোলাম অবশিষ্ট ছিলো, অতএব তিনি رَحْمَةُاللهِ عَلَيْهِ এতিমদের ও ঋণগ্রস্তদের তালিকা চাইলেন এবং প্রতি পাঁচ জনকে একজন করে গোলাম দিয়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

অন্ধ ও প্রতিবন্ধীদের দেখাশোনার জন্য গোলাম দিয়ে দিতেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট যখন 'খুমুস'[১] এর গোলাম বেশি হয়ে যেতো, তখন প্রতি দুইজন প্রতিবন্ধীর জন্য একটি করে গোলাম এবং প্রতি অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখানোর জন্য একটি করে গোলাম দিয়ে দিতেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিবন্ধীদের জন্যও ভাতা নির্ধারন করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এতোই কঠোর ছিলেন যে, যেই কর্মকতা এর বিপরীত করতো সে শাস্তির শিকার হতো। একবার দামেশকের বাইতুল মাল থেকে এক প্রতিবন্ধীর ভাতা নির্ধারণ করা হলো, এক কর্মকর্তা বলেছিলো: "এমন লোকদের সাথে অবশ্য ভাল ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু একেবারে সুস্থ কতগুলো মানুষকে তো ভাতা প্রদান করা যায় না।" লোকজন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে দিলো। অতএব তিনি رَحْمَةُاللهِ عَلَيْهِ সেই কর্মকর্তাকে শাসিয়ে দিলেন।

দুর্ভিক্ষ কবলিতদের সাহায্য

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُاللهِ عَلَيْهِ এর যুগ একবার কঠিন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন আরবের কিছু লোক একটি দল হয়ে তাঁর নিকট এসে আবেদন

---

১. যেসব সম্পদ মুসলমানরা সৌর্যবীর্য ও প্রাধান্য এবং শত্রু সৈন্যদের পরাস্ত করণের মাধ্যমে করায়ত্ব করে সেগুলোকে গনীমতের মাল বলা হয়। এই গনীমতকে পাঁচ ভাগ করা হয়, চার ভাগ মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয় এবং পঞ্চম ভাগটি আলাদা করে রাখা হয়। যাকে বলা হয় 'খুমুস' বা পঞ্চমাংশ। (তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৬,৭ পৃষ্ঠা)

করলো: হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা এক কঠিন প্রয়োজনে আপনার নিকট এসেছি, অনাহারে আমাদের গায়ের চামড়া শুকিয়ে গেছে এবং আমাদের সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র বায়তুল মাল দ্বারাই করা সম্ভব। এই মালের তিনটিই প্রেক্ষিতের একটি হতে পারে, হয়ত এই মাল **আল্লাহ পাকের** জন্য অথবা বান্দার জন্য কিংবা আপনার। **আল্লাহ পাকের** নিকট এর কোনই প্রয়োজন নাই, **তিনি** অমুখাপেক্ষী, যদি **আল্লাহ পাকের** বান্দাদের জন্য হয়ে থাকে, তবে তা হতে আমাদেরকেও দিন আর যদি কেবল আপনার হয়ে থাকে, তবে সদকা রূপে হলেও তা হতে আমাদেরও দিন, **আল্লাহ পাক** সদকাকারীকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেকে সামলাতে পারলেন না এবং তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে শুরু করলো, অতএব তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নির্দেশ দিলেন: এই লোকগুলোর সমস্ত প্রয়োজনাদি বাইতুল মাল থেকেই পূর্ণ করা হোক।

(আত তাবারুল মাসবুক ফি নসিহতিল মামলুক, বাবুন ফি যিকরিল আদলি ওয়াস সিয়াসাহ, ১ম খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লজ্জা হয়

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা মুশকিল কোশা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দৌহিত্র হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন হাসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কোন প্রয়োজনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আগমন করলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে তাগাদা দিলেন: اِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاَرْسِلْ اِلَیَّ اَوِ اكْتُبْ. فَاِنِّیْ اَسْتَحْیِیْ مِنَ اللهِ تَعَالٰی اَنْ یَّرَاكَ عَلٰی بَابِیْ অর্থাৎ আপনার কোন প্রয়োজন পড়লে কারো মাধ্যমে মৌখিক বা লিখিতভাবে বার্তা পাঠিয়ে দিবেন, কেননা **আল্লাহ পাকের** প্রতি আমার লজ্জা হয় যে, **তিনি** আপনার মত একজন ব্যক্তিত্বকে আমার দরজায় দন্ডায়মান দেখুক।

(বাদায়িআস্ সালক ফি তাবায়িছিলো মালিক, জুহুরুল ইনায়া বিমান লাহু হক্কুন, ১ম খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শিশুদের ভাতা

রাজ্যে যত মুসলমান ছিলো তন্মধ্য হতে শিশুদের জন্য তিনি ভাতা নির্ধারণ করে দেন, যেমনটি মুহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনা হলো: আমি ১০০ হিজরি সনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় খেলাফত কালে জন্মগ্রহণ করি, তখন আমার ধাত্রী আমাকে গভর্ণর আবু বকর বিন হাযমের নিকট নিয়ে যান এবং তিনি আমাকে একটি দীনার দেন। এদিকে হাইছাম বিন ওয়াকিদ বলেন: আমি জন্মগ্রহণ করি ৯৭ হিজরিতে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন খলিফা হন, তখন আমি তাঁর খেলাফত কালে বার্ষিক তিন দীনার করে ভাতা পেতাম। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেকেই সমান ভাতা পেতো

এই ভাতা সমস্ত লোকেরা একই সমান পেতো, শুধুমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামদের ভাতায় কিছু পার্থক্য ছিলো। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা) এমনকি যেসব লোক সদা সর্বদা উচ্চাভিলাষী ও পরখ করে চলার মন-মানসিকতা সম্পন্ন, তারা এই সমতা দেখে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে একেবারেই আলাদা হয়ে যায়।

ভাতা বৃদ্ধি পেতে থাকতো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভাতায় নিয়ম-নীতি অনুযায়ী বৃদ্ধিও করতেন, যেমনটি একবার প্রত্যেকের ভাতায় দশ দীনার করে বাড়িয়ে দেন, এতে সবাই একই হারে উপকৃত হলো। (সীরাতে ইবনে জওযী, পৃষ্ঠা ১০৭) এমন দানমুখী কর্মকান্ডের কারণে বাইতুল মালের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, অতএব, কোন কোন কর্মকর্তা সে বিষয়ে তাঁর মনোযোগও আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু আমীরুল মুমিনীন সে বিষয়টি নিয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না, বরং কর্মকর্তাদের এমনও লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, اَعْطِ مَافِيْهِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ فِيْهِ شَيْءٌ فَامْلَأْهُ زُبْلًا অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ধন ভান্ডারে মুদ্রা থাকবে দিতে থাকুন, যখন এতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তখন তাতে খড়-কুটো ভরে দিন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১০৪ পৃষ্ঠা)

অভাবীদের সাহায্যের অন্যান্য মাধ্যম

ভাতা ও অনুদান ছাড়াও অসহায় ও অভাবীদের ত্রাণ ও পূনর্বাসনের বিভিন্ন মাধ্যমও অবলম্বন করেন, যেমন: (১) সকলের জন্য সমতার ভিত্তিতে রেশন নির্ধারণ করলেন। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা) (২) গরীবদের নিকট যেসব অচল মুদ্রা রয়েছে সেসব সম্বন্ধে বাইতুল মালের অফিসারদের লিখেন: তারা যদি ওসব পয়সা বা টাকা বদলাতে চায় তবে তাদের নতুন কয়েন দিয়ে সেগুলো পাল্টিয়ে দিবেন।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গোলাম কীভাবে মুক্তি পেলো?

হযরত সায়্যিদুনা যিয়াদ বিন আবি যিয়াদ মাদীনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "আমাকে আমার মুনিব ইবনে আইয়াশ বিন আবি রাবীয়া আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট কোন কাজে পাঠালেন। আমি যখন তাঁর দরবারে এলাম, তখন একজন লেখক তাঁর পাশে বসে কিছু লিখছিলেন। আমি "اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ" বললাম। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ "وَعَلَيۡكُمُ السَّلَام" বললেন এবং লিখককে বিধানাবলী লিখানোতে ব্যস্ত রইলেন। যখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর কাজ হতে অবসর হলেন, তখন আমাকে ছাড়া উপস্থিত সকলকে বাইরে যেতে আদেশ দিলেন। তখন ছিলো শীতকাল, আমার গায়ে ছিলো একটি উলের জুব্বা। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমার সামনে বসে গেলেন আর বললেন: "ওয়াও ভাই! তুমি শীতকালে গরম জুব্বা পরে কতই শান্তি পাও।" এরপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমার নিকট মদীনাবাসী নেককার লোক, শিশু, মহিলা ও পুরুষদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, এমনকি প্রতিটি মানুষ সম্পর্কেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। এরপর মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا প্রশাসনিক অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমি সব বিষয়ে বিস্তারিত বললাম তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রতিটি বিষয় মনোযোগ সহকারে শুনতে রইলেন, অতঃপর বললেন: "হে ইবনে যিয়াদ! তুমি দেখতেই পাচ্ছো, আমি

কী বিপদেই না ফেঁসে গেছি।” আমি বললাম: “হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার সম্পর্কে মঙ্গলই কামনা করি।” কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বিনয়ের সুরে বলতে রইলেন: “আফসোস! হায় আফসোস! কিরূপ মঙ্গল আর কিসের কল্যাণ? আমি লোকদের শাসাই, কিন্তু আমাকে কেউ শাসায় না, আমি লোকদের কষ্ট দিই, কিন্তু কেউ আমাকে কষ্ট দেয় না।” তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه কথাগুলো বারবার বলতে লাগলেন আর কান্না করতে লাগলেন, এক পর্যায়ে তাঁর জন্য আমার মায়া হতে লাগলো। অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه আমার চাহিদা মিটিয়ে দিলেন আর আমার মুনিবের নিকট লিখে পাঠালেন: “এই গোলামটি তুমি আমার নিকট বিক্রি করে দাও।” অতঃপর বিছানার নিচ হতে ২০ দীনার বের করে আমাকে দিয়ে বললেন: “এগুলো নাও, তুমি খরচ করিও, যদি গনীমতের মালে তোমার কোন রূপ অংশ থাকতো তবে তাও তোমাকে অবশ্যই দিতাম, কিন্তু কী আর করার, তুমি গোলাম তাই গনীমতের মালে তোমার জন্য কোন অংশ নাই।” আমি দীনার নিতে অস্বীকার করলে বললেন: “এগুলো আমি আমার ব্যক্তিগত টাকা থেকেই দিচ্ছি।” আমি আবারও অস্বীকার করলাম কিন্তু তাঁর বারংবার জোরাজোরিতে বাধ্য হলেই সেই দীনার নিতে হলো। অতঃপর আমি ফিরে এলাম। আমার মুনিব যখন “এই গোলামটিকে আমার নিকট বিক্রি করে দাও” প্রস্তাবটি পেলেন, তখন তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে আমাকে বিক্রি করার স্থলে একেবারে মুক্তই করে দিলেন। এভাবে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর বরকতে আমার স্বাধীনতা অর্জিত হল। (উয়ূনুল হিকায়াত, ৪০১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সর্বজনপ্রিয় খলিফা

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ اِذَا اَحَبَّ اللهُ عَبۡدًا نَادٰى جِبۡرَئِيۡلَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبَّهٗ فَيُحِبُّهٗ جِبۡرَئِيۡلُ فَيُنَادِىۡ جِبۡرَئِيۡلُ فِىۡ اَهۡلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوۡهُ فَيُحِبُّهٗ اَهۡلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوۡضَعُ لَهُ الۡقَبُوۡلُ فِىۡ اَهۡلِ الۡاَرۡضِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** যখন কোন বান্দাকে

www.dawateislami.net

ভালবাসেন, তখন জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে বলেন: আমি অমুক বান্দাটিকে ভালবাসি, তোমরাও তাকে ভালবাসো, অতএব, হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام তাকে ভালবাসেন, অতঃপর আসমানে অবস্থানকারীদের আহ্বান করে বলেন: **আল্লাহ পাক** অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাসো, অতএব আসমানে অবস্থান কারীরাও তাকে ভালবাসতে শুরু করে, এরপর **আল্লাহ পাক** সেই বান্দাকে সকলের প্রিয় পাত্র বানিয়ে দেন।” (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬০৪০)

গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনপ্রিয় হওয়াও একটি বড় মর্যাদা। স্বচ্চরিত্র, ন্যায় পরায়নতার কারণে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই মর্যাদা অর্জিত হয়েছিলো, যেমনটি একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হজ্বের সময় আরাফাতের ময়দানে গমন করতেই লোকজনের মনোনিবেশের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেন। হযরত সায়্যিদুনা সোহাইল বিন আবি সালিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি উক্ত হাদীস শরীফের বর্ণনাকারী, তিনিও সেই জমায়েতে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি যখন এ অবস্থা দেখলেন তখন পিতাকে বললেন: আমার মনে হয় স্বয়ং **আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) কে ভালবাসেন। তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: লোকদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা রয়েছে, অতঃপর তিনি হাদীস শরীফটি বর্ণনা করলেন। (তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাঝি-মাল্লাদের হিতাকাঙ্ক্ষী

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মিশরের গভর্ণরের নিকট পত্র লিখলেন: “নীল নদীর তীরে যেনো বৃক্ষাদি না লাগানো হয়, কেননা এতে মাঝিদের নৌকার নোঙর করতে অসুবিধা হবে।” (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৭ পৃষ্ঠা)

সফরের ব্যয় দান করেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার হামসের বাজারে গেলেন, সেখানে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি এমন কোন নির্দেশ জারি করেছেন যে, মজলুমরা যেনো আপনার নিকট চলে আসে? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হ্যাঁ। সে বললো: তবে মনে করুন অনেক দূর হতে একজন মজলুম ব্যক্তি আপনার দরবারে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলেন: কোথাকার লোক? লোকটি বললো: আদনের। বললেন: তোমার উপর কী ধরনের অত্যাচার হয়েছে? সে আবেদন করলো: এক ব্যক্তি জোর পূর্বক আমার জমি ছিনিয়ে নিয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আদনের গভর্ণর উরওয়াহ বিন মুহাম্মদকে লিখলেন: এই লোকটির দাবী কী তা শুনবেন এবং সাক্ষীর ভিত্তিতে তার অধিকার তাকে আদায় করে দিবেন। অতঃপর সীল মেরে পত্রখানি সেই লোকটিকে দিলেন। সে যখন যাচ্ছিল তখন বললেন: তুমি অনেক দূর হতে এখানে এসেছো, বলো! তোমার যাতায়াত খরচ কত? সে হিসাব করে বললো: এগার দীনার। সাথে সাথে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত টাকা থেকে এগার দীনার উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৭২৩২)

ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কর্মকর্তাদের লিখলেন: ঋণগ্রস্তদের ঋণ বাইতুল মাল থেকে পরিশোধ করে দিবেন, কর্মীরা ব্যাখ্যা চাইলো যে, ঋণগ্রস্তরা যদি এমন হয় যে, তাদের রিকট বসতবাড়ী, খাদেম, বাহন এবং ঘরের আসবাব-পত্র সব কিছু রয়েছে, তার ঋণও কি বাইতুল মাল থেকে পরিশোধ করা হবে? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: মুসলমানদের বসবাসের ঘর থাকা আবশ্যক, যাতে তারা মাথা গুঁজতে পারে, একটি খাদেমেরও দরকার যেনো তার হাত ধরতে পারে আর একটি ঘোড়ারও প্রয়োজন যা দিয়ে সে জিহাদ করতে পারে, ঘরের আসবাবপত্রও যা তার প্রয়োজনে লাগবে, এসব কিছু থাকা সত্বেও যদি কোন মুসলমান ঋণগ্রস্ত হয় তবে তার ঋণ বাইতুল মাল থেকে পরিশোধ করে দিবেন।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৪০ পৃষ্ঠা)

মৃত ব্যক্তিদের ঋণও বাইতুল মাল থেকে পরিশোধ

গভর্ণর আবু বকর বিন হাযমকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এও লিখেছিলেন: কোন লোক যদি মারা যায় আর তার দায়িত্বে ঋণ থাকে, তবে তার ঋণ বাইতুল মাল থেকে পরিশোধ করে দিবেন। তবে শর্ত হলো, তা যেনো তার নির্বুদ্ধিতার কারণে না হয়ে থাকে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

জনগণের সুখ-শান্তি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه প্রায় আড়াই বৎসর অর্থাৎ ৩০ মাস খলিফা ছিলেন, কিন্তু অবৈধ আমদানী বন্ধ করে দেওয়া, অত্যাচার-নির্যাতন প্রতিহতকরণ এবং সম্পদে বিশ্বস্ততার সহিত পরিবণ্টনের ফল স্বরূপ এক বৎসরের মধ্যেই জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, কোন লোক বড় অংকের টাকা নিয়ে এসে গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তিকে বলতো, আপনার দৃষ্টিতে কোন অভাবী থাকলে তাকে এগুলো দিয়ে দিবেন। অনেক খোঁজাখোঁজির পরও এমন কোন লোক পাওয়া যেতো না, যাকে এই সম্পদগুলো দেয়া যায়। অবশেষে তাকেই তার সম্পদ ফিরিয়ে নিতে হতো। (সীরাতে ইবনে আবদির হিকম, ১০৬ পৃষ্ঠা। সীরাতে ইবনে জওযী, ৯৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুখ-শান্তির কয়েক ঝলক

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর খেলাফত কালে রাজ্যে কিরূপ সুখ-শান্তি বিরাজ করছিলো, তার কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো। যেমনটি;

যাকাত গ্রহণকারীরা যাকাত প্রদানকারী হয়ে গিয়েছিলো

তবকাতে ইবনে সা'আদে মোহাম্মদ বিন কায়স হতে বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আদেশ দিলেন: উপযুক্ত ব্যক্তিদের

উপর যাকাত পরিবণ্টন করে দিন, কিন্তু আমি পরের বৎসরই দেখতে পেলাম যে, যেসব লোক যাকাত গ্রহণ করতো, তারা সবাই যাকাত প্রদান করার যোগ্যতায় পৌঁছে গেছে। (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা)

যাকাত দেয়ার জন্য কোন ফকির পাওয়া গেলো না

ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে আফ্রিকায় পাঠান যাকাত সংগ্রহের জন্য, আমি যাকাত সংগ্রহ করে সেগুলো পরিবণ্টন করে দেয়ার জন্য ফকির খুঁজতে থাকি, কিন্তু আমি কোন ফকিরই পেলাম না, কেননা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জনগণকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন, অতএব আমি যাকাতের টাকা দিয়ে গোলাম ক্রয় করে তাদের মুক্ত করে দিলাম। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৯ পৃষ্ঠা)

আমরা এখন আর পশুর খাদ্য বিক্রি করি না

একবার মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে কোন লোক এলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার নিকট মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: সেই ফকিরদের এখন কী অবস্থা যারা অমুক অমুক জায়গায় বসতো? লোকটি বললো: এখন তারা সেখানে আর বসে না, তারা এমন লোক ছিলো যারা জীবন ধারণের জন্য মুসাফিরদের পশুর খাদ্য বিক্রি করতো। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুগে যখন তাদের নিকট খাদ্য চাওয়া হলো তখন তারা বললো: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অবদানের কারণে এখন আমাদের এসব ক্ষুদ্র ব্যবসা আর করতে হয় না।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৯৪ পৃষ্ঠা)

ধন-সম্পদে বরকত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গভর্ণর আব্দুল হামীদ বিন আব্দুর রহমানকে লিখলেন: বাইতুল মাল থেকে জনগণের ভাতা দিয়ে দিন।

তিনি লিখে পাঠালেন: আমি ভাতা দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু বাইতুল মালে এখনো সম্পদ অবশিষ্ট আছে। তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখলেন: যাদের ঋণ মূর্খতার কারণে করা হয়নি, সেই ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায় করে দিন। তিনি উত্তরে লিখলেন: আমি ঋণও আদায় করে দিয়েছি, কিন্তু সম্পদ আরো রয়ে গেছে। বললেন: সেসব যুবকদের খুঁজে বের করুন, যারা মিসকিন, তাদের বিয়েতে ব্যয়ের ব্যবস্থা করুন। তিনি এরপরও লিখলেন: আমি বিয়েরও ব্যবস্থা করে দিয়েছি, কিন্তু সম্পদ এখনো রয়ে গেছে। (তারিখে দামেশক, ৫ম খন্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা)

প্রজাদের সুখ-শান্তিতে আনন্দ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অভ্যাস ছিলো যে, বাহনে করে শহরের বাইরে চলে যেতেন আর চলাচলরত কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের নিকট বিভিন্ন এলাকার অবস্থাদি জেনে নিতেন। একই উদ্দেশ্যে একবার তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খাদিম ও বিশেষ উপদেষ্টা মুযাহিমকে সাথে নিয়ে আরোহীর বেশে বের হয়ে পড়লেন। তাঁরা এক মুসাফির দেখতে পেলেন যিনি মদীনা থেকে আসছিলেন, তার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: সেখানকার লোকজনের অবস্থা কেমন? মুসাফির বললো: আপনি বললে সংক্ষিপ্তাকারে এক কথায় বলতে পারি আর যদি বলেন বিশদ ভাবে বলতে তাও বলতে পারি। বললেন: ব্যস! সংক্ষেপেই বলুন। সে বললো: আমি পবিত্র মদীনাকে এমতাবস্থায় রেখে এসেছি যে, সেখানকার অত্যাচারীরা এখন অসহায় পরাজিত আর মজলুমেরা উৎকণ্ঠাহীন স্বাচ্ছন্দ্যময়, সম্পদশালীদের নিকট সম্পদের শেষ নাই, কিন্তু সম্পদহীনরাও সুখ-শান্তিতে রয়েছে, তাদের প্রয়োজনাদি এখন একের পর এক পূর্ণ হতে চলেছে। এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অত্যন্ত খুশি হলেন আর বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! সবগুলো শহরই যদি এমন হয়ে যায়, তবে সেটিই আমার নিকট ঐ সকল জিনিষের চেয়ে বেশি প্রিয়, যাদের উপর সূর্যের কিরণ পড়ে।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১১ পৃষ্ঠা)

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন

আদী বিন আরতাত হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট পত্র লিখলেন: লোকজনের সুখ-শান্তি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অবস্থা এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আমার ভয় হয় যে, এর দ্বারা যেনো ঝগড়া-বিবাদ কিংবা অহংকার সৃষ্টি হয়ে না যায়। তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তরে লিখলেন: যখন **আল্লাহ পাক** জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদরেকে জাহান্নামে দিয়ে দিবেন, তখন জান্নাতবাসীদের এই উক্তিটির প্রতি **তিনি** খুশি হয়ে যাবেন: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ صَدَقَنَا وَعۡدَهٗ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য কৃতজ্ঞতা যিনি আমাদেরকে নিজের ওয়াদা সত্যরূপে পরিণত করে দেখালেন।

সুতরাং আপনাদের সেখানকার লোকদেরকে বলুন: তারা যেনো **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায় করে (অর্থাৎ কৃতজ্ঞতার বরকতে অহংকার থেকে পরিত্রাণ পাবে اِنۡ شَآءَ الله)। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৭ পৃষ্ঠা)

নেয়ামতকে হেফাজত করার পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: اَيُّهَا النَّاسُ قَيِّدُوا النِّعَمَ بِالشُّكۡرِ অর্থাৎ হে লোকেরা! নেয়ামতের হেফাজত কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে আদায় করো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

নেয়ামতের আলোচনা করাও কৃতজ্ঞতা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ذِكۡرُ النِّعَمِ شُكۡرٌ অর্থাৎ নেয়ামতের আলোচনাও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

কৃতজ্ঞতার তৌফিক অর্জিত হওয়াও সৌভাগ্যের বিষয়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক চিঠিতে লিখেন: اِنَّ اللهَ لَمۡ يُنۡعِمۡ عَلٰى عَبۡدٍ نِعۡمَةً فَحَمِدَ اللهَ عَلَيۡهَا اِلَّا كَانَ حَمۡدُهٗ اَفۡضَلَ مِنۡ نِعۡمَتِهٖ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**

যখন কোন বান্দাকে **তাঁর** নেয়ামত দান করেন আর সেই বান্দা যদি **তাঁর** প্রশংসা করে, তবে তার এই প্রশংসা সেই নেয়ামত থেকেও উত্তম। (দুররে মনছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

কৃতজ্ঞতা কীভাবে করবে?

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: شُكۡرُ اللهِ تَرۡكُ الۡمَعۡصِيَةِ। অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায়ের পদ্ধতি হলো, বান্দা তার অবাধ্যতা পরিহার করবে। (দুররে মনছুর, ১ম খন্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠা)

নেক আমল করতে পারায় আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: مَنۡ اَحۡسَنَ مِنۡكُمۡ فَلۡيَحۡمِدِ اللهَ وَمَنۡ اَسَاءَ فَلۡيَسۡتَغۡفِرِ اللهَ অর্থাৎ কোন নেক আমল করার পর **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং কোন গুনাহ হয়ে গেলে **তাঁর** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

কৃতজ্ঞতার কারণে নেয়ামত বৃদ্ধি হয়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক চিঠিতে লিখেন: আমি আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি, কেননা কৃতজ্ঞতার কারণে নেয়ামত বৃদ্ধি হয় এবং অকৃতজ্ঞতার কারণে তা ধ্বংস হয়ে যায়, আপনারা ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত একে মূর্খতার উপর প্রাধান্য দিবেন না, অনুরূপভাবে আপনারা সত্যকেও পেতে পারেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাতিলকে পরিহার করবেন না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা)

বোনের জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন নাফে رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বোন ইন্তিকাল করলেন, তাঁর দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর লোকজন তাঁর সাথে তাঁর ঘর পর্যন্ত গেলো, দরজায় পৌঁছে তাদের

কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তিনি বললেন: আপনারা তো আপনাদের হক আদায় করলেন, **আল্লাহ পাক** আপনাদের সাওয়াব দান করুক। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুজাদ্দিদ রূপে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَاْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীর শুরুর দিকে এমন একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যে এই দ্বীনকে সংস্কার করবে।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪২৯১, ৪র্থ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

শায়খুল ইসলাম বদরুদ্দীন আবদাল رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: "সাধারণতঃ এমনই হয়ে থাকে যে, শতাব্দী শেষ হতে না হতেই উম্মতের আলিমরাও শেষ হয়ে যান। দ্বীনের চর্চা হ্রাস পেতে থাকে, বদ-মযহাবী ও বেদআত প্রকাশ পায়, সেই কারণেই দ্বীনের সংস্কারের প্রয়োজন হয়। তখন **আল্লাহ পাক** এমন আলিমকে প্রকাশ করে দেন যিনি এই সকল অপকর্মগুলো দূরীভূত করে দেন আর এই সকল অপকর্মগুলো সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে তুলে ধরে দ্বীনকে নতুন সূত্রে জাগরিত করে তোলেন। তিনি সালফে সালিহীনদের শ্রেষ্ঠ বিনিময়, খাইরুল খলফ (অর্থাৎ উত্তম উত্তরসূরী) এবং বিকল্প হয়ে থাকেন।" (হায়াতে আ'লা হযরত, ৩য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা) দ্বীনের সংস্কারের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আলা হযরতের খলিফা, মালিকুল উলামা, হযরত আল্লামা মুহাম্মদ যাফরুদ্দীন বিহারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: "সংস্কার শব্দের অর্থ হলো, এর মাঝে একটি বা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এমন পাওয়া যাবে, যেগুলো দ্বারা **উম্মতে মুহাম্মদী** عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দ্বীনি উপকার লাভ করবে। যেমন; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ওয়াজ-নসিহত, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে বারণ, মানুষের থেকে অপছন্দনীয় বিষয়াদি বিতাড়িত করণ, হকপন্থীদের সাহয্য-সহযোগিতা।" (হায়াতে আ'লা হযরত, ৩য় খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)

সোলায়মান বিন আব্দুল মালিকের যুগ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের পূর্ণ এক শতাব্দীকাল অতিক্রম হয়ে গিয়েছিলো, এই সুদীর্ঘ সময়ে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার সংস্কারের প্রয়োজন ছিলো, যে কারণে একজন মুজাদ্দিদের দরকার পড়েছিলো, তাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা প্রথম শতাব্দী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম, দেখা গেলো সেই মুজাদ্দিদ হলেন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এবং দ্বিতীয় শতাব্দী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলাম তখন দেখা গেলো তিনি হলেন ইমাম শাফেয়ী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৭৪ পৃষ্ঠা) এমনিতেই তো সুন্নাতের পূণরুজ্জীবন ও ইসলামের নব জাগরণের জন্য আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রচেষ্টার ব্যক্তিত্ব প্রতি শতাব্দীতেই আপন ফয়েয দিয়ে সবাইকে ধন্য করে থাকেন, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পার্থক্যটা এখানে যে, খলিফা হওয়ার সুবাদে ইসলামের সর্ব দিকের ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ ধর্মীয়, চারিত্রিক, রাজনৈতিক সহ তামাদ্দুনের উপর তাঁর সম্পূর্ণ নেতৃত্ব ছিলো, এ কারণেই তিনি প্রত্যেক বিষয়েরই সংস্কার ও সংশোধন করেন।

হাদীস শরীফ সংকলনে ব্যবস্থাপনা

পবিত্র কোরআনের পরে শরীয়াতের বিধি-বিধানের উৎস হলো, সেই পবিত্র বাণীসমূহ যা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জবান থেকে নির্গত হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সবচেয়ে মহান শিক্ষামূলক কর্ম হলো **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস শরীফ সংরক্ষণ ও প্রচার। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যদি এদিকে দৃষ্টি না দিতেন, তবে হয়ত হাদীস শরীফের অসংখ্য কিতাবাদি অস্তিত্ব পেতো না, যা আজ বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মুয়াত্তা শরীফ ইত্যাদি রূপ নিয়ে আমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন দেখলেন, সময়ের পরিক্রমার সাথে সাথে ইলমে হাদীস জানা ব্যক্তিত্বগণও ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকবে। ফলে শরীয়াতের ইলম সমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাজী আবু বকর বিন হাযমকে যিনি ছিলেন

তাঁর পক্ষ থেকে মদীনার গভর্ণর, লিখলেন: " اُنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلْ اِلَّا حَدِيْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم অর্থাৎ হাদীসে নববীগুলো খুঁজে খুঁজে সেগুলো লিপিবদ্ধ করে নিন, কেননা ইলম মিটে যাবার এবং আলিমে দ্বীন বিলীন হয়ে যাওয়ার ভয় হচ্ছে আমার আর কেবল **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস শরীফই গ্রাহ্য হবে।

(ফতহুল বারী, বাবু কাইফা ইউক্ববাদুল ইলম, ২য় খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

সব গভর্ণরকেই হাদীস শরীফ সংকলন করার দায়িত্ব অর্পন করলেন

এই নির্দেশ কেবল মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا জন্য এবং মদীনার গভর্ণরের জন্যই বিশেষায়িত ছিলো না বরং হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সমস্ত বিভাগের গভর্ণরদের নিকট অনুরূপ বার্তা পৌঁছে দেন। যাই হোক! এই নির্দেশ পালিত হয়েছে এবং সংকলিত হাদীসের সংকলনগ্রন্থ তৈরি পূর্বক অধীনস্থ সমস্ত রাষ্ট্রে বণ্টনও করা হয়। হযরত সাআদ বিন ইব্রাহীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِجَمْعِ السُّنَنِ فَكَتَبْنَا هَادَفْتَرًا دَفْتَرًا فَبَعَثَ اِلٰى كُلِّ اَرْضٍ لَهٗ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ دَفْتَرًا অর্থাৎ আমদেরকে ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস শরীফ সংকলনের নির্দেশ দিয়েছেন আর আমরাও অসংখ্য হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ করেছি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক একটি গ্রন্থ তাঁর শাসনাধীন সমস্ত জায়গায় পৌঁছিয়ে দেন।

(জামেয়ে বয়ানুল ইলমে ওয়া ফদ্বলিহি, বাবু জিকরির রুখছি ফি কিতাবিল ইলম, ১০৭ পৃষ্ঠা)

সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি তাগাদা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও **তাঁর** সাহাবায়ে কিরামের رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن অসংখ্য সুন্নাত রয়েছে, সেগুলোর উপর আমল করা মানে **আল্লাহ পাকের** কিতাবকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, সেগুলোতে পরিবর্তন করার কারো কোন অধিকার নাই, যে ব্যক্তি সেসব সুন্নাত থেকে হেদায়ত অর্জন করবে, সে হেদায়ত প্রাপ্ত হবে আর যারা সেগুলো থেকে সাহায্য নেবে, সাহায্য প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে যারা সেগুলো পরিহার করবে এবং ঈমানদারদের পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথ ধরবে তারা যেদিকেই যাবে

আল্লাহ পাক তাদেরকে সেদিকে যেতে দিবেন এবং তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রায় বলতেন: সুন্নাতকে পূণরুজ্জীবন দান করার ব্যাপারে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দৃঢ় সংকল্প আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৩৫ পৃষ্ঠা)

সুন্নাতের গুরুত্ব

নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করা দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য মঙ্গল অর্জনের একমাত্র মাধ্যম। হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ اَحَبَّ سُنَّتِیۡ فَقَدۡ اَحَبَّنِیۡ وَمَنۡ اَحَبَّنِیۡ کَانَ مَعِیۡ فِی الۡجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, (মূলত) সে আমাকে ভালবাসলো আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে।

(জামে তিরমিরযী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং: ২৬৮৭, ৪র্থ খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

একশত শহীদের সাওয়াব

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِیۡ عِنۡدَ فَسَادِ اُمَّتِیۡ فَلَهٗ اَجۡرُ مِأَةِ شَهِیۡدٍ অর্থাৎ আমার উম্মতের মাঝে ফিতনা-ফাসাদের যুগে যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে, তাকে একশত শহীদের সাওয়াব দান করা হবে। (কিতাবুয যুহদিল কবীর লিল বয়হাকী, হাদীস নং: ২০৭, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)

দেতা হোঁ তুঝে ওয়াসেতা মে পেয়ারে নবী কা, উম্মত কো খোদায়া রাহে সুন্নাত পে চলা দেয়।
আত্তার সে মাহবুব কি সুন্নাত কি লে খেদমত, ডঙ্কা ইয়ে তেরে দ্বীন কা দুনিয়া মেঁ বাজা দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এরূপ স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে যখন সমগ্র দুনিয়া জুড়ে গুনাহে ছড়াছড়ি, উচ্চ পর্যায়ের অশ্লীলতার ছড়াছড়ি, ফ্যাশনপূজার হিড়িক ইত্যাদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে বে-আমল বানিয়ে দিয়েছে, তাছাড়া দ্বীনের শিক্ষা থেকে উদাসীন বানিয়ে দিয়েছে, সকল মানুষের কেবল দুনিয়াবী শিক্ষার প্রতি

প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে এবং দ্বীনি মাস্‌আলা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সর্বত্র মুর্খতারই ছড়াছড়ি, আমাদের জীবনকে সুন্নাতের আদলে গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিৎ, তাই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হওয়া বিশেষ উপকারী। আপনাদের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করা হচ্ছে।

মদ্যপায়ীর তাওবা

বাবুল মদীনার (করাচী) খারাদার এলাকার অধিবাসী এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য তার নিজের ভাষায় শুনুন: আমাদের এলাকায় একজন খুবই দুশ্চরিত্র লোক ছিলো, তার আচার ব্যবহারে এলাকায় তার খুবই বদনাম ছিলো, লোকেরা তাকে অনেক করে বুঝাতো, কিন্তু সে কারো কোন কথাই মানতো না, অন্যান্য মন্দ চরিত্রের পাশাপশি সে দিন-রাত মদ পান করে মাতাল হয়ে থাকতো, তার দিন আর রাত কাটতো কেবল গুনাহে, একদিন কোন ইসলামী ভাই তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক ইজতিমায় যোগ দেয়ার জন্য দাওয়াত দিলো, তার সৌভাগ্য যে, সে ইজতিমায় যোগ দিলো। যখনই ইজতিমায় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা বয়ান শুরু হলো, লোকটি আপাদমস্তক বিভোর হয়ে গেলো। হৃদয়কড়া বয়ানের শব্দগুলো যখন তার কর্ণকূহর ভেদ করে অন্তরে গিয়ে ঢুকল, দেখা গেলো সেখান থেকে তার লজ্জাবোধের অনুভূতি প্রকাশ পেতে লাগলো। তার দু'চোখের অশ্রুর ধারা এর প্রমাণ দিচ্ছিলো, **আল্লাহ পাকের** ভয়ের কারণে তার মনের মাঝে এমন এক ভাব সৃষ্টি হয় যে, বয়ান শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ সে মাথা নিচু করে রেখে অঝোর নয়নে কাঁদছিলো। অতঃপর সে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে হুযুর গাউছে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর গোলামীর শিকল আপন গলায় পরিধান করে নিলো। সে তার বিগত গুনাহ থেকে তাওবা করে মদকে সব সময়ের জন্য ত্যাগ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলো, হঠাৎ মদ পান ত্যাগ দেওয়ার ফলে তার মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে

গেলো, কেউ পরামর্শও দিলো যে, মদ হঠাৎ করেই ত্যাগ করা যায় না, তাই এখন সামান্য পান করে নাও, একটু শান্তি পাবে, এরপর থেকে ধীরে ধীরে কমাতে কমাতে একেবারে বাদ দিয়ে দিও, কিন্তু সে মদ পান করতে সরাসরি অস্বীকার করলো। কষ্ট সহ্য করে হলেও মদ পান বাদই দিয়ে দিলো। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাআত সহকারে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুললো, চেহারায় সুন্নাত অনুযায়ী দাঁড়িও সাজিয়ে নিলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ সেই ইসলামী ভাইটির জীবনকে পরিবর্তন করে দিলো। সারা দিন সুন্নাতি সাদা পোশক পরতে দেখা যেতো, সপ্তাহে একদিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী দাওরায় যোগ দিতো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের বরকতে সে এতই মিশুক হয়ে উঠলো যে, যেই ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করতো, তার সাথে মিশে যেতো।

হঠাৎ একদিন তার শরীর খারাপ হয়ে গেলো, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো, অধিকহারে বমি ও ডায়রিয়া হওয়ার কারণে দুর্বল হয়ে পড়লো, তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো সে হয়ত আর সুস্থ হয়ে উঠবে না। সন্ধ্যার সময় হঠাৎ করে বড় আওয়াজে কলেমা শরীফ 'لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰه' পাঠ করলো, অতঃপর তার রূহ তার দেহ হতে পৃথক হয়ে গেলো, তার ইন্তিকালের কথা যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো, তখন তার গুণগ্রাহী ইসলামী ভাইয়েরা অত্যন্ত শোকাহত ও চিন্তিত হয়ে গেলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই মুবাল্লিগটির জানাযায় অসংখ্য ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করে, তার জানাযার নামায পড়ান তার পীর ও মুর্শিদ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه। ইসলামী ভাইয়েরা মুরিদের জানাযায় মুর্শিদের স্বয়ং আগমনে আবেগে অশ্রুসজল হয়ে গেলো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইলমে দ্বীনের প্রচার

হাদীস শরীফের সংকলন ও বিন্যাসের পর তাঁর অপর কাজ ছিলো হাদীস শরীফের প্রসার ও প্রচার করা। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه

আপন শাসনামলে ইলম প্রসারে বিশেষ মনোনিবেশ দিয়েছিলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একটি পত্রে কাজী আবু বকর বিন হাযমকে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক লিখেছিলেন: وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا অর্থাৎ লোকদের উচিত ইলমের প্রসার করা এবং দরসের বৈঠকে বসা, এতে যারা জানে না, জানতে পারবে, কেননা ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত বিলীন হয়ে যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত গোপন রাখা হবে না। (ফতহুল বারী, বাবু কাইফা ইউক্ববাদুল ইলম, ২য় খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

আলিমদের প্রতি খলিফার নির্দেশ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জাফর বিন বুরকানকে চিঠির মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন: "আপনার এলাকার আলিমে দ্বীন ও ফকিহগণের দরবারে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে আবেদন করবেন: **আল্লাহ পাক** আপনাকে যে ইলম দান করেছেন, সে ইলম আপনি নিজস্ব ইজতিমা এবং মসজিদে প্রচার করুন।"

(জামেয়ে বয়ানিল ইলম ওয়া ফদ্বলিহি লিইবনি আব্দুল বর, ১ম খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫৫৬)

ইলম বিহীন আমল করা বিপজ্জনক

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: مَنْ عَمِلَ عَلٰى غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ اَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইলম বিহীন (অর্থাৎ না জেনে) আমল করে সে গড়ে কম ভাঙ্গে বেশি।

(মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ৮ম খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৯)

ইলম শিখার জন্য প্রশ্ন করাতে লজ্জাবোধ করবে না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতেন: "অনেক ইলম আমি অর্জন করেছি, কিন্তু যেসব বিষয়ে প্রশ্ন করতে আমি লজ্জাবোধ করেছিলাম সেসব বিষয়ে আমি আজও অজ্ঞ রয়ে গেছি।" (জামেয়ে বয়ানুল ইলম ওয়া ফদ্বলিহি, ১ম খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩১৪) অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করাতে ইলম বাড়ে, সুতরাং ইলমের ব্যাপারে প্রশ্ন করাতে লজ্জাবোধ করা উচিৎ নয়।

মুহাদ্দিসগণের খেদমত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শিক্ষাদান ও ইলম প্রসারে ব্যস্ত ওলামায়ে কিরামদের জন্য বাইতুল মাল থেকে মোটা অংকের ভাতার ব্যবস্থা করে তাঁদেরকে দুনিয়াবী চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন মুখাইমিরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন মুহাদ্দিস ছিলেন, যিনি খুবই অভাবে জীবন কাটাতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এলেন, তাঁর পক্ষ থেকে খলিফা ৯০ দীনার ঋণ পরিশোধ করে দেন, থাকার ঘর এবং একটি খাদেম দিলেন আর তাঁর জন্য ৬০ দীনার বেতন নির্ধারণ করলেন। যাতে তিনি একাগ্রতা সহকারে দ্বীনের খেদমত করতে পারেন। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা)

৩০ দিরহাম পেশ করলেন

একদা হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আগমন করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে ত্রিশ দিরহাম দিলেন আর বললেন: এই দিরহাম আমি নিজস্ব তহবিল থেকে দিয়েছি।

(তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেককে একশত দীনার করে দিন

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হামছের গভর্ণরকে চিঠি দিলেন: আপনি সাধারণ মানুষের মধ্যে সেসব লোকদের খুঁজে বের করুন যারা নিজেদেরকে ইলমে ফিকাহ্ অর্জন করার জন্য নিয়োজিত করে রেখেছে এবং দুনিয়া অন্বেষণ করা থেকে বিমুখ হয়ে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে, আমার এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে তাদের প্রত্যেককে বাইতুল মাল থেকে একশত দীনার করে দিয়ে দিবেন, যাতে ফিকাহ্র জ্ঞান অর্জন করাতে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। (তারিখে দামেশক, ৪৬তম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইলমের মারকায (কেন্দ্র সমূহ) প্রতিষ্ঠা করেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অন্যান্য দেশে মানুষের শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম প্রেরণ করেন। ✲ হযরত সায়্যিদুনা নাফে رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে (যিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গোলাম এবং মদীনার ফকীহ ছিলেন) মিশরে পাঠান সেখানকার লোকদের হাদীসের শিক্ষা দেয়ার জন্য, অতএব হযরত সায়্যিদুনা নাফেয়ে رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অনেক দিন যাবৎ সেখানে ছিলেন। (হুসনুল মুহাজিরা, ১ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

✲ হযরত সায়্যিদুনা জুছুল বিন হাআন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে (যিনি ছিলেন একজন ক্বারী) মিশরের পশ্চিমে (অর্থাৎ ইউরোপ) প্রেরণ করেন, সেখানে গিয়ে তিনি মানুষকে ক্বিরাতের শিক্ষা দেন। (হুসনুল মুহাজিরা, ১ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

✲ গ্রাম্য লোকদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের জন্য হযরত সায়্যিদুনা এজিদ বিন আবি মালিক দামেশকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এবং হযরত সায়্যিদুনা হারেছ বিন মাজীদ আশআরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে নিযুক্ত করলেন এবং তাঁদের জন্য বেতন ধার্য করলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৯২ পৃষ্ঠা)

✲ শিক্ষা ছাড়াও মানুষের সংশোধনের জন্য সকল করায়ত্ব রাষ্ট্রগুলোতে ওয়ায়েজ ও মুফতি নিয়োগ দেন। যেমনটি; হযরত হাল্লাজ আবু কসির উমবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে (যিনি ছিলেন তাঁর পিতার আযাদকৃত গোলাম) ইসকান্দারিয়ার ওয়ায়েজ নিযুক্ত করলেন। (হুসনুল মুহাজিরা, ১ম খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

✲ হিজাযে যে ওয়ায়েজ নিয়োজিত ছিলেন তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিলো যে, তৃতীয় দিবসে লোকদের ওয়াজ-নসিহত করবেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৯০ পৃষ্ঠা)

✲ ফতোয়ার খেদমতে অনেক লোক নিয়োগ দেন, যাঁরা ছিলেন সমসাময়িক যুগের জন্য সেরা। যেমন; মিশরে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো হযরত সায়্যিদুনা এজিদ বিন আবি হাবীব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপর আর তিনি সেই মনীষী যিনি সর্বপ্রথম মিশরকে ফিকাহ্ ও হাদীস শরীফ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। যেমননটি আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **হুসনুল মুহাজিরায়** লিখেন:

هُوَ اَوَّلُ مَنْ اَظْهَرَ الْعِلْمَ بِمِصْرٍ وَالْمَسَائِلَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَقَبْلَ ذٰلِكَ كَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فِي التَّرْغِيْبِ وَالْمَلَاحِمِ وَالْفِتَنِ وَهُوَ اَحَدُ ثَلَاثَةٍ جَعَلَ اِلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَلْفُتْيَا অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা এজিদ বিন আবি হাবীব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মিশরে ইলম প্রচার করেন, হালাল-হারামের বিষয়াদি প্রসার করেন, এর পূর্বে সেখানকার লোকজন কেবল যুদ্ধ বিষয়ক কথাবার্তাই বলতো। ইনি হলেন সেই তিন জনেরই একজন যাদেরকে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোয়ার খেদমতের জন্যই পাঠিয়েছিলেন। (হুসনুল মুহাজিরা, ১ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

ওলামাদের প্রভাব

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাসনামলের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর যুগে ওলামাদের প্রভাব ও নেতৃত্ব অনেক বেশি উন্নতি লাভ করেছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সর্বদা ওলামাদের নিকট পরামর্শ নিতেন, ওলামাদের সাথে উঠাবসা করতেন, ওলামাদেরকে দরবারে তাঁর কাছাকাছি স্থান দিতেন। বিশেষ কতিপয় আলেম তাঁর বিশেষ লোক হিসাবে ছিলেন। যেমন; যিনি সর্বদা শরয়ী বিষয়াদিতে তাঁর পরামর্শ নিতেন, সেই আদী বিন আরতাতকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছিলেন: শীত-গ্রীষ্ম সকল ঋতুতে আপনি একজন ব্যক্তিকে কষ্ট দেন যে, আমার নিকট সুন্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই পন্থায় আপনি আমাকে সম্মান করেন, **আল্লাহ পাকের** শপথ! হযরত হাসান বসরী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) আপনার জন্য যথেষ্ট। এ চিঠি পৌঁছা মাত্র আমার জন্য, আপনার জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য তাঁর নিকট থেকেই জেনে নিন। **আল্লাহ পাক** হযরত হাসান বসরী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) কে রহমত করুক, কেননা তিনি ইসলামের একজন বড় মাপের ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তাঁকে আমার এই চিঠিখানি দেখাবেন না। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাযওয়া ও সাহাবাগণের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বলিত শিক্ষা ও প্রচার-প্রসার

গাযওয়া সমূহের বর্ণনা ও সাহাবায়ে কিরামের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বলিত বিষয়ের প্রতি তখনও ইলমী ব্যাপারে কেউ মনোনিবেশ করেননি, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বিশেষভাবে সেদিকে দৃষ্টি দান করলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আছিম বিন ওমর বিন ক্বাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে (যিনি গাযওয়া ও সীরাত বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন) আবেদন করেন দামেশকের মসজিদে বসে গাযওয়া ও সাহাবায়ে কিরামের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین বৈশিষ্টাবলী সম্পর্কে দরস দেয়ার।

(তারিখে দামেশক, ২৫তম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

ইউনানী বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মূল উদ্দেশ্য যদিও সুন্নাহর কিতাব প্রচার-প্রসারে নিবদ্ধ ছিলো আর তিনি তাঁর সর্বময় প্রচেষ্টায় তা করেও ছিলেন, তা সত্ত্বেও ভিনজাতির উপকারী বিদ্যা ও বিষয়াবলী থেকে তিনি মুসলমানদেরকে বঞ্চিতও করেননি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক ইউনানী কবিরাজ **‘আহরন লাক্স’**-এর এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিলো, যা অনুবাদ করেছিলেন **‘মেসার জিস’**, মেওয়ান বিন হিকমের যুগে আরবি ভাষায়। এই গ্রন্থটি সিরিয়ার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যখন তা দেখলেন চল্লিশ দিন ধরে ইস্তেখারা করলেন, অতঃপর তা রাষ্ট্রে প্রকাশ করে দিলেন।

(উয়ূনুল আম্বা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নামাযের তাগাদা

আকীদার পরবর্তী স্তর হলো আমলের আর আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম নামায, পূর্বেকার প্রশাসকেরা নামাযের সাথে যে উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন, তার ফল স্বরূপ সাহাবায়ে কিরামের رِضۡوَانُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن যুগে নামাযের যে নিয়মানুবর্তিতাকে অত্যন্ত জরুরী বিষয় বলে মনে করা হতো, তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। হযরত

সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সমস্ত আমলাদের নিকট একটি ফরমান পাঠিয়ে দিলেন: " اِجۡتَنِبُوا الۡاَشۡغَالَ عِنۡدَ حُضُوۡرِ الصَّلٰوةِ فَمَنۡ اَضَاعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا مِنۡ شَرَائِعِ الۡاِسۡلَامِ اَشَدُّ تَضۡيِيۡعًا অর্থাৎ নামাযের সময় সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিন কেননা যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করলো, সে নামায ব্যতীত ইসলামের অপরাপর ফরযগুলোকে আরও বেশি করে নষ্ট করারই লোক। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা)

কোরআনে ৯০ বারেরও অধিক নামাযের কথা উল্লেখ রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায ইসলামের সমস্ত ইবাদতের সমন্বয়কারী কেননা নামাযে তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য প্রদান করা, কেবলার দিকে মুখ করা, পানাহার পরিহার করা, নফসের চাহিদা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি কর্ম রয়েছে। এসব কর্মের মধ্যে হজ্ব ও রোযার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এতে রয়েছে কোরআন শরীফের তিলাওয়াত, **আল্লাহ পাকের** হামদ, তাসবীহ্ ও সম্মান। আরো রয়েছে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান ও আদব। শেষে সালাম প্রদানের মাধ্যমে মুসলমানদের শুভ কামনা, নিজের ও অন্যের জন্য দোয়া। নামাযে রয়েছে একনিষ্টতা, **আল্লাহ পাক**-ভীতি, সমস্ত মন্দ কার্যাদি থেকে বিরত থাকা, শয়তান হতে বাঁচা, নফসের চাহিদা ও নিজের শরীরের বিরুদ্ধে জিহাদ, এতিকাফ, **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতসমূহের বর্ণনা, নিজের গুনাহের স্বীকৃতি, তাওবা, ইস্তিগফার, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিতি, মুরাকাবা, মুজাহাদা, মুশাহাদা। নামায হলো মুমিনের মেরাজ, পবিত্র কোরআন করীমে ৯০ বারেরও অধিক বার নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের সর্বপ্রথম ইবাদত হল নামায, নামাযের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো তা ধনী-গরীব, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, সুস্থ-অসুস্থ সকলেরই জন্য একই ফরয। এটি এমন এক ইবাদত যা কোন অবস্থাতেই দায়িত্বমুক্ত করে না, দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে বসে, বসেও যদি না পারে তবে শুয়ে শুয়ে হলেও পড়তে হবে। যুদ্ধ বা সফরকালে বাহন থেকে না নামতে পারলে বাহনেই পড়ে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

নামাযে অসংখ্য রোগের প্রতিকার রয়েছে

নামায মানুষের যে কোন অবস্থার উন্নতি ঘটায়, মন্দ কাজ থেকে বাঁচায়, এ তো পরীক্ষিত বিষয় যে, বড় বড় গুনাহগার লোকেরা যখন সত্য ও বিশুদ্ধ মনে নামায পড়া শুরু করে দেয়, **আল্লাহ পাকের** দয়ায় সমস্ত গুনাহ হতে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে, নামায অসংখ্য রোগের চিকিৎসাও বটে। বর্তমান সময়কার চিকিৎকরাও বলে থাকেন যে, যারা অযু করে তারা মস্তিষ্কের রোগে কমই ভোগে থাকে। নামাযী ব্যক্তিরা বেশির ভাগই প্লীহার যাবতীয় রোগ এবং পাগল হওয়া থেকে মুক্তি পায়, তাছাড়া নামাযীর অঙ্গগুলো দিনে পাঁচবার ধৌত হয়ে থাকে, পোশক-পরিচ্ছদ পবিত্র থাকে, তার ঘরও পুতঃপবিত্র থাকে, তাই সে ময়লা ও নোংরা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, তাছাড়া ময়লা অনেক রোগেরই মূল। নামায যে কোন মুসিবতের মহৌষধ, তাই যে কোন মুসিবতের সময় ইসলাম নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছে, বৃষ্টি না হলে ইস্তিস্কার নামায পড়ো, সূর্য বা চন্দ্র-গ্রহণ হলে খুসূফের নামায পড়ো, কোন প্রয়োজন এলে হাজতের নামায পড়ো, মোট কথা নামায যে কোন মুসিবতের সময় কাজে আসে এমন জিনিস। (তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

গুনাহোঁ সে মুঝকো বাঁচা ইয়া ইলাহী! আমল কা হো জযবা আতা ইয়া ইলাহী!
হো তৌফিক এয়ছী আতা ইয়া ইলাহী! মেঁ পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়োঁ বা জামাআত,
হোঁ সারা নাওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহী! পড়োঁ সুন্নাতে কবলিয়া ওয়াক্ত হি পর,

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুমার নামায পড়ে যান

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে মানুষকে নামাযের প্রতি মনোযোগি করেন। যেমনটি এক ব্যক্তিকে কোন একটি দায়িত্ব দিয়ে মিশর পাঠাতে চাইলেন, তিনি যেতে বিলম্ব করলেন, তাই তাকে ডেকে পাঠালেন, তিনি যখন এলেন, ইনফিরাদী কৌশিশ করে বললেন: ভয় পেয়ো না, আজ জুমার দিন, জুমা না পড়ে এখান থেকে যাবেন না, আমি আপনাকে এক

www.dawateislami.net

জরুরি কাজে পাঠাচ্ছি, কিন্তু এই দ্রুততা আপনাকে যেনো 'নামায পরে পড়ে দেব' এই মনোভাব না এনে দেয়, যে জাতি নামায ছেড়ে দিয়েছে এবং যৌন উত্তেজনার অনুসরন করেছে **আল্লাহ পাক** সে জাতি সম্পর্কে বলছেন:

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য' এর জঙ্গল পাবে।

তারা একেবারেই নামায বাদ দিয়ে দেয়নি বরং শুধু সময়ের নিয়মানুবর্তিতা ছেড়ে দিয়েছিলো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১০৬ পৃষ্ঠা)

মুয়াজ্জিনদের জন্য বেতন ধার্য্য করেন

এসব হেদায়ত ছাড়াও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাজ্যের প্রত্যেক স্থানে নামাযের বাস্তবিকপক্ষে ব্যবস্থা নেন এবং মুয়াজ্জিনদের বেতন ধার্য্য করেন। **তারিখে দামেশকে** কছীর বিন যাইদ হতে বর্ণিত: قَدِمْتُ خُنَاصِرَةَ فِيْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَرَأَيْتُهُ يَرْزُقُ الْمُؤَذِّنِيْنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ অর্থাৎ আমি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেলাফতকালে হুনাছিরা এসে দেখলাম যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুয়াজ্জিনদেরকে বাইতুল মাল থেকে বেতন দিচ্ছেন। (তারিখে দামেশক, ৫ম খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা)

যাকাত ও সদকা

যদিও হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাসনামলের এই বরকত ছিলো যে, লোকজন যখন তাঁর খলিফা হওয়ার কথা জানতে পারলো তখন খুব তড়িঘড়ি করে দ্বীনদারির সহিত সদকায়ে ফিতর আদায় করা শুরু করে দিলো, এমনকি তাঁর এক আমলা লিখে পাঠালেন: এখন অনেক সদকায়ে ফিতর জমা হয়ে গেছে, আপনি মতামত দিন, এগুলো কী করতে পারি? (সীরাতে ইবনে জওযী, ১০৫ পৃষ্ঠা) তা সত্ত্বেও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই অত্যন্ত কঠোরতা সহকারে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। একবার হুনাছিরায় ঈদের একদিন পূর্বে জুমার খুৎবা দিলেন, খুৎবায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লোকজনকে ঈদের আগেই সদকায়ে ফিতর দিয়ে দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন, তখন লোকজন সদকায়ে ফিতর হিসাবে ছাতু নিয়ে আসা

শুরু করে দিলো আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেগুলো গ্রহণ করতে থাকলেন। (তবকাতে ইবনে সা'আদ, ৫ম খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খেলাধুলা ও শোকগাঁথার নিষেধাজ্ঞা

শরীয়াতে যেসব বিষয় নিষেধ করা হয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেগুলো কঠোরতার সহিত বারণ করে দিয়েছিলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার জানতে পারলেন যে, অনেক মুসলমান খেলাধুলায় লিপ্ত হয়ে গেছে, মহিলারা মৃতের সহিত চুল খুলে দিয়ে শোকগাঁথা ও বিলাপ করতে করতে বেরিয়ে পড়ছে। তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমলাদের নিকট পত্র পাঠিয়ে দিলেন। চিঠির মূল কথাগুলো হলো: "আমি জানতে পেরেছি যে, অজ্ঞ-মুর্খদের স্ত্রীগণ কেউ মারা গেলে চুল খুলে জাহেলিয়্যতের যুগের মহিলাদের ন্যায় বিলাপ করে মৃতের সহিত বেরিয়ে পড়ে, অথচ যখন থেকে মহিলাদের পর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই থেকে তাদের উড়না ফেলে দেওয়ার অনুমতি আর নাই, সুতরাং এসব বিলাপ বন্ধ করে দিন আর মুসলমানদেরকে খেল-তামাশা ও গান-বাজনা ইত্যাদি থেকে বারণ করুন। তারপরও যে ব্যক্তি তা থেকে বিরত থাকবে না, তাকে ন্যায় বিচার প্রদর্শন পূর্বক শাস্তি দিন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৮৯ পৃষ্ঠা)

মদ্যপান প্রতিরোধ

মদকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আখ্যা দিয়েছেন اُمُّ الْخَبَائِث অর্থাৎ সকল গুনাহের মূল এবং **আল্লাহ পাক** কোরআনে পাকে একে হারাম বলেছেন ও হাদীস শরীফেও অধিকহারে এর হারাম হওয়া এবং বিরোধিতার কথা উল্লেখ রয়েছে। কোরআন শরীফে রয়েছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿۹۱﴾

(পারা: ৭, সূরা: মায়েদা, আয়াত: ৯০,৯১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর অপবিত্রই, শয়তানী কাজ। সুতরাং তা থেকে বিরত থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো। শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে **আল্লাহর** স্মরণ ও নামাযে বাঁধা দিবে। অতএব তোমরা কি ফিরে আসেব?

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মদের বিষয়ে **আল্লাহ পাক** দশ জন ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। যথা: (১) মদ যে তৈরি করে, (২) মদ যে তৈরি করায়, (৩) মদ যে পান করে, (৪) মদ যে বহন করে, (৫) যার জন্য মদ নিয়ে যাওয়া হয়, (৬) মদ যে পান করায়, (৭) মদ বিক্রির টাকা যে ভোগ করে, (৮) মদ যে বিক্রি করে, (৯) মদ যে ক্রয় করে আর (১০) মদ যার জন্য ক্রয় করা হয়। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং: ১২৯৯, ৩য় খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা। সুনানে ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং: ৩৩৮১, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ মদ পান বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। যেমন; মদ্যপায়ীদের শাস্তি দেন এবং যিম্মী কর্তৃক নগরবাসীদের প্রতি মদ আনা-নেওয়া বন্ধ করে দেন।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৮৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মহিলাদেরকে গোসলখানায় যাওয়া বন্ধ করে দিলেন

ধর্মীয় এবং চরিত্র সম্পর্কীত আরও অনেক বিধি-বিধান ছিলো যেগুলোর অন্যথা করলে কুফল ভোগ করতে হয়, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ সেসব শাখা বিষয়গুলোতেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং সেগুলো হতে

মুসলমনাদেরেকে বারণ করেন। অনারবদের সংশ্রবের কারণে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে গোসলখানার প্রচলন হয়ে গিয়েছিলো, নারী-পুরুষ নির্ভয়ে সেখানে গিয়ে গোসল করতো কিন্তু সেগুলোতে সতর ঢাকার ব্যবস্থাপনা থাকতো না। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মহিলাদের গোসলখানায় যেতে একেবারেই নিষেধ করে দিলেন আর পুরুষদের প্রতি প্রজ্ঞাপন জারী করলেন যে, লুঙ্গী না পরে যেনো গোসলখানায় কেউ গোসল না করে। অতএব তাঁর নির্দেশটি এমন কঠোর ভাবে কার্যকর হয় যে, এক ব্যক্তি বলেন: আমি গোসলখানার মালিক এবং গোসলখানা ব্যবহারকারী উভয়কে দেখলাম যে, তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। অনুরূপভাবে গোসলখানার দেয়ালগুলোতে ছবি ইত্যাদি আঁকা হতো, যা ছিলো শরীয়াতের পরিপন্থি, একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন এক গোসলখানায় এ ধরনের ছবি দেখতে পেয়ে তা মুছে দেয়ার নির্দেশ দিলেন আর বললেন: "لَوْ عَلِمْتُ مَنْ عَمِلَ هٰذَا لَاَوْجَعْتُهٗ ضَرْبًا অর্থাৎ আমি যদি জানতাম যে, তা কে করেছে, তবে আমি তাকে শাস্তি দিতাম।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ৯৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীন ও ইসলামের দাওয়াত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ইসলামের দাওয়াতকেই আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এতে সব ধরনের মৌলিক ও চারিত্রিক শক্তি নিয়োগ করেন, যে অফিসারটি কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাকে লিখেছিলেন: لَا تَقْتُلَنَّ حِصْنًا مِّنْ حُصُوْنِ الرُّوْمِ وَلَا جَمَاعَةً مِّنْ جَمَاعَاتِهِمْ حَتّٰى تَدْعُوَهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ রোমানদের কোন দূর্গ বা কোন দলের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবেন না। (তবকাতে ইবনে সা'আদ, ৫ম খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা) মানুষের মনতুষ্টির জন্য বড় অংকের

টাকা দিয়ে ইসলামের প্রতি ধাবিত করতেন, অতএব একবার কোন ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে তিনি এক হাজার আশরাফী পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছিলেন।

(তবকাতে ইবনে সা'আদ, ৫ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)

অন্যান্য বাদশাহদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

নদীর অপর তীরের বাদশাহগণকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছিলেন, তাদের কেউ কেউ ইসলাম কবুলও করেছেন। যেমনটি **ফতহুল বুলদানে** রয়েছে: كَتَبَ اِلٰى مُلُوْكِ مَاوَرَاءَ النَّهْرِ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَاَسْلَمَ بَعْضُهُمْ অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নদীর অপর তীরের বাদশাহদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নেন।

(ফতুহুল বুলদান, ৩য় খন্ড, ৫৩৪ পৃষ্ঠা)

সিন্ধুর প্রশাসকদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত প্রদান

সিন্ধুর প্রাশসকদের প্রতিও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন, যেহেতু তারা তাঁর সুন্দর চরিত্রের কথা আগে থেকেও জানতেন, তাই অনেক বাদশাহ ইসলাম কবুল করে নিয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে আছীর লিখেন: “তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বাদশাহগণকে এই শর্তে ইসলামের দাওয়াত দেন যে, তাদের বাদশাহীতে কোনরূপ ব্যতিক্রম আসবে না বরং মুসলমানদের যে অধিকারগুলো রয়েছে সেগুলো যুক্ত হবে মাত্র আর মুসলমানদের যিম্মাদারদের উপর যে বিধান আরোপিত হয়, তা কেবল তাদের উপর আরোপিত হবে। যেহেতু সকল বাদশাহই তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতেন, তাই হাশবা ও অপর এক বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করে নেন এবং নিজেদের আরবী নাম রাখেন। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

চার হাজার যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করে নেন

জারাহ বিন আব্দুল্লাহ হিকমীকে (যিনি ছিলেন খোরাসানের আমলা) লিখলেন: “যিম্মীদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দিন, কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার জিযিয়া (কর) ক্ষমা করে দিবেন।” তিনি সেই আদেশ পালন করেন আর

তাঁর হাতে চার হাজার যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করে নেন। জারাহের উত্তম চরিত্রের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে তাঁর নিকট তিব্বত থেকে একটি দল এসে বললো: তাদের নিকট যেনো কিছু মুবাল্লিগ পাঠানো হয়, অতএব তিনি সালীত বিন আব্দুল্লাহ আল মুনাক্কীকে সেই উদ্দেশ্যে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

পশ্চিমাদের (ইউরোপীয়দের) প্রতি ইসলামের দাওয়াত

ইসমাঈল বিন আব্দুল্লাহ বিন আবিল মুহাজির (যিনি ছিলেন ইউরোপের আমলা) যদিও তিনি নিজেও একই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, অনন্তর অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করায় রত ছিলেন, কিন্তু যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দাওয়াতনামা পৌঁছালো এবং ইসমাঈল পড়ে শুনালেন, তখন তার এমন এক প্রভাব হলো যে, ইউরোপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লো। আল্লামা বেলাযুরী লিখেন: পরে যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাসনামল এলো তখন তিনি ইসমাঈল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আবিল মুহাজিরকে ইউরোপের গভর্ণর নিযুক্ত করলেন। তিনি খুবই উন্নত পন্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং বর্বর জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, এরপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বয়ং তাদের নামে দাওয়াতনামা পাঠিয়ে দেন, ইসমাঈল দাওয়াতনামাটি তাদেরকে পাঠ করে শোনালেন, ফলে ইউরোপে ইসলামের সাড়া পড়ে যায়। (ফতহুল বুলদান, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩) তাঁর যুগে ইসলামের প্রচার-প্রসারের সবচেয়ে বড় রহস্যময় প্রভাব এই ছিলো যে, হাজ্জাজের অত্যাচারী চরিত্র অনুযায়ী মুসলমানদের নিকট হতে তখনও পর্যন্ত যে টেক্স উসূল করা হতো তিনি তাদেরকে তা থেকে একেবারে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। যার ফলে লোকজন অধিক হারে ইসলাম গ্রহণ করে।

আমাদের অবস্থা কৃষকদের ন্যায়ই রয়ে যাক

একবার আদী বিন আরতাত হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে লিখলেন: “এত অধিক হারে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে যে, কর খাত

পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা পরিলক্ষিত হচ্ছে।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন: “আমার বাসনা এই যে, সমস্ত লোক মুসলমান হয়ে যাক আর আমি ও আপনি কেবল কৃষকের মতই রয়ে যাই, নিজের হাতের উপার্জন খেয়ে চলি।
(সীরাতে ইবনে জওযী, ১২০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সু-ধারণা রেখো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اَحْسِنْ بِصَاحِبِكَ الظَّنَّ مَالَمْ يَغْلِبْكَ অর্থাৎ নিজের ভাইয়ের বিষয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাল ধারণা রাখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ধারণা প্রবল হবে না। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

শরীয়াতের প্রতি আমলের উৎসাহ প্রদান

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক চিঠিতে লিখেন: নিঃসন্দেহে ইসলামের কিছু দন্ডবিধি রয়েছে আর রয়েছে কিছু বিধি-বিধান এবং সুন্নাত, অতএব যে ব্যক্তি এসবে আমল করবে, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিলো আর যে ব্যক্তি আমল করবে না, তার ঈমান অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো। সুতরাং আমি যদি জীবিত থাকি এসব বিষয় আমি তোমাদের শিক্ষাও দিবো এবং আমলের প্রতি উৎসাহিতও করবো, কিন্তু এর পূর্বেই যদি আমার যাবার সময় এসে যায়, তবে আমি তোমাদের সাথে থাকারও লোভ করি না। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৪ পৃষ্ঠা)

সংশোধনের ধরন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার আরয করেন: “হুজুর! আমি দেখছি যে, আপনি কিছু কাজ বিলম্বে করছেন, যেগুলো সম্পর্কে আমার ধারণা ছিলো যে, এক

মুহুর্তের জন্যও যদি আপনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে যান, সেগুলো দ্রুতই করে ফেলবেন। আমার পরামর্শ হচ্ছে ফলাফল যাই হোক আপনি কাজগুলো আগে ভাগেই করে ফেলুন। এই আন্তরিক পরামর্শে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন পুত্রের খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন: "মূল কথা হলো লোকদেরকে দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা আমার সামর্থের মধ্যে নাই, যতক্ষণ না আমি এর সাথে কিছু দুনিয়াও না মিশিয়ে দেই। আমি তাদের অন্তরগুলোকে কোমল করে তারপর পরিশুদ্ধ করতে চাই। অন্যথায় আমার ভয় হয় যে, এমন ফিতনার সৃষ্টি হয়ে যাবে, যা দূরীভূত করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১২ পৃষ্ঠা)

অন্যের সংশোধনের জন্য নিজের আখিরাত নষ্ট করো না

এমনিভাবে একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: مَنْ لَّمْ يُصْلِحْهُ اِلَّاالْغَشْمُ فَلَا يُصْلَحْ، وَاللهِ لَااُصْلِحُ النَّاسَ بِهَلَاكِ دِيْنِيْ অর্থাৎ যে ব্যক্তির সংশোধন অত্যাচার করা ব্যতিত হতে পারে না, তার সংশোধন নাই হোক, কিন্তু আমি আমার দ্বীন নষ্ট করে অন্যের সংশোধনের জন্য উদগ্রীব হবো না। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১২ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক বাণীতে সৎকাজের প্রতি আহ্বান সর্বময় চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহী মুবাল্লিগদের জন্য মহান এক মাদানী ফুল রয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে সংশোধন করার চেষ্টায় নিজেকে গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত, যেমন; যদি কেউ তার বারংবার উদ্বুদ্ধ করার পরও নামায না পড়ে, তবে এখন সে অন্যের সামনে তার গীবত করে গুনাহ্গার ও জাহান্নামের যোগ্য যেনো না হয়। যথা; এভাবে বলবে না যে, 'অমুক লোকটি বড়ই গোঁয়ার, হাজারো বার বললাম: নামায পড়, কথাগুলো তার কানেই যায় না।' ইত্যাদি।

সংশোধনের কাজে বাধা সমূহ

হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান বিন দাউদ খাওলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আহ! আমি যদি

তোমাদের ব্যাপারে **কিতাবুল্লাহ্**র উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করতে পারতাম আর তোমরাও যদি এর উপর আমল করতে। এখন তো অবস্থা এমন যে, আমি তোমাদের মাঝে একটি সুন্নাত প্রচলন করি, মনে হয় যেন আমার শরীরের একটি অংগ ঝড়ে পরছে, অবশেষে এতেই আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১২৫ পৃষ্ঠা)

চোগলখুরীর সংশোধন

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে এক ব্যক্তি এসে কারো সম্পর্কে কোনরূপ কটু মন্তব্য করলো। তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: তুমি চাইলে তোমার বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে পারো, তুমি যদি মিথ্যা প্রমাণিত হও, তবে এই আয়াতের অনুরূপ বলেই বুঝতে হবে:

اِنۡ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوۡۤا

(পারা: ২৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যদি কোন ফাসিক্ব তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনে, তবে তা যাচাই করে নাও।

আর তুমি যদি সত্য প্রমাণিত হও, তবে এই আয়াতের অনুরূপ বলেই বুঝবে:

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيۡمٍ ﴿۱۱﴾

(পারা: ২৯, সূরা: ক্বলম, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: খুব নিন্দুক, এদিকের কথা ওদিকে লাগিয়ে খুব বিচরণকারী।

আর তুমি যদি বলো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। সে বললো: হে আমীরুল মুমিনীন! ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে এমন (গীবত ও চোগলখুরী) আর করবো না। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভালবাসার চোর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের মাঝে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তাদের কথাগুলো অন্যের নিকট পৌঁছানো চোগলখুরী। (শরহে মুসলিম লিন নাওয়াবী, ১ম খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা) চোগলখুরেরা ভালবাসারই চোর। বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বলেন: জ্ঞানের শত্রু ও ভালবাসার চোরদের কাছ থেকে বেঁচে থাকো, এরা মন্দ বক্তা এবং চোগলখুর এবং অন্য সব চোরেরা তো সম্পদ চুরি করে, পক্ষান্তরে এসব চোর (গীবতকারী ও চোগলখুর) ভালবাসা চুরি করে থাকে। (আল মুস্তাতরাফ, ১ম খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা) আজকাল আমাদের সমাজে ভালবাসায় ভাটা পড়ার একটি বড় কারণ হলো চোগলখুরী, মানুষের মাঝে চোগলখুরীর মাধ্যমে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে নিজের মনে ঠান্ডা অনুভবকারীদের কাল জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুনে জ্বলতে হবে। যেমনটি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "চার প্রকারের জাহান্নামী যারা 'হামীম' ও 'জাহীম' এর মাঝখানে পলায়নপূর্বক 'ওয়াইল' ও 'ছবুর' (ধ্বংস) কামনা করতে থাকবে, তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এমন হবে যে, সে নিজের মাংস নিজেই ভক্ষণ করতে থাকবে। জাহান্নামীরা বলবে: এই দূর্ভাগার কী হলো যে, আমাদের যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। বলা হবে: এই দূর্ভাগা মানুষের মাংস ভক্ষণ করতো (অর্থাৎ গীবত করতো) এবং চোগলখুরী করতো। (উম্মুল গীবাহ্ লিইবনে আবিদ দুনিয়া, পৃষ্ঠা ৮৯, নম্বর-৪৯) **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জীবনে যদি কখনও এই গুনাহ্ হয়ে থাকে, তবে তাওবা করে নিয়্যত করে নিন যে, আমি চোগলখুরী করবোও না, শুনবোও না। اِنْ شَآءَ الله

সুনোঁ না ফাহাশ কালামী না গীবত ও চুগলি
তেরি পছন্দ কি বাতেঁ ফকত সুনা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দেওয়ালে কোরআন লেখা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; একবার **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন এক জায়গা দিয়ে গমন কালে মাটিতে কিছু লেখা

দেখতে পেলেন, এক যুবকের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কী? সে বললো: এটা হল **কিতাবুল্লাহ্**, একজন ইহুদী এটি লিখেছে। **নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি এরূপ করে তার উপর **আল্লাহ পাকের** অভিশাপ, **আল্লাহ পাকের** বাণীকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দাও।" মুহাম্মদ বিন যোবাইর বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর এক সন্তানকে দেওয়ালের উপর কোরআন শরীফ লিখতে দেখে তাকে পিটিয়েছিলেন।

(তাফসীরে কুরতুবী, ১ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)

মাদানী ফুল: ফকীহে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতি জালাল উদ্দীন আহমদ আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মসজিদের দেওয়ালগুলোতে পবিত্র কোরআন শরীফের আয়াতসমূহ লেখা জায়িয, কিন্তু না লিখাই উত্তম, কেননা কোরআনের সেসব আয়াতগুলোতে নাপাক জায়গা হতে ধূলি-বালি ইত্যাদি উড়ে আসবে, তাছাড়া মাটি ও চুনা যা দেওয়ালের উপর লাগানো হয়েছে মাটিতে পড়বে আর পায়ের নিচে পড়বে, যা দ্বারা কোরআন শরীফের সাথে বে-আদবী হবে।

(ফতোয়ায়ে ফকীহে মিল্লাত, ১ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিজের পরিবার-পরিজনকে হালাল রিযিকই খাওয়ান

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জাওনা বিন হারিছকে বললেন: তুমি কি জানো যে, তোমার পরিবার তোমার নিকট কী চায়? আবেদন করলো: তারা আমার মঙ্গল চায়। বললেন: না! তারা তোমার সেই সম্পদকেই ভালবাসে, যা তারা ভোগ করে। কিন্তু সব কিছু বোঝা হয়ে তোমার মাথায়ই পড়বে, সুতরাং **আল্লাহ পাককে** ভয় করো এবং তাদেরকে শুধু পবিত্র ও হালাল রিযিক খাওয়াও। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

তুমি কান্না করছো কেন?

এক ব্যক্তি খুবই অসুস্থ ছিলো, মনে হচ্ছিলো, দুনিয়ায় সে আর সামান্য সময়ই বাঁচবে, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, মাতা-পিতা সবাই তার চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে চোখের

পানি ফেলছিলো, সে তার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করলো: বাবা আপনি কান্না করছেন কেন? বললো: আমার কলিজার টুকরার বিদায়ের ভাবনা আমাকে কাঁদাচ্ছে। তোমার মৃত্যুর পরে আমার কী অবস্থা হবে? সে তার মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করলো: মা, আপনি কেন কাঁদছেন? মা বললো: হে আমার প্রাণ প্রিয় সন্তান। দুনিয়া হতে তুমি চলে যাবে এই ভেবে আমার কান্না আসছে। আমি তোমাকে ছাড়া কীভাবে থাকবো? এরপর নিজের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি কেন কাঁদছো? সে বললো: হে আমার মাথার মুকুট, তুমি ব্যতীত আমার জীবন ব্যর্থ, তাই তোমার শেষ মুহূর্ত কল্পনা করে আমি কাঁদছি। তোমার অবর্তমানে আমার অবস্থা কেমন হবে? অতঃপর সে কান্না-করা সন্তানদের কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো: হে আমার সন্তানেরা! তোমাদের কান্নার কারণ কী? সন্তানেরা বললো: আপনার মৃত্যুর পর আমরা এতিম হয়ে যাবো, আমাদের মাথা থেকে পিতার ছায়া উঠে যাবে। আপনার মৃত্যুর পর আমাদের কী অবস্থা হবে? সকলের কথাগুলো শুনে সে বললো: তোমরা সবাই তো তোমাদের দুনিয়ার জন্যই কান্না করছো, তোমরা কেউ আমার জন্য কান্না করছো না বরং নিজেদের উপকার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়েই কান্না করছো। তোমাদের কেউ কি এমনও আছো যাকে এই বিষয়টি কাঁদিয়েছে যে, মৃত্যুর পর কবরে আমার কী অবস্থা হবে? কিছুক্ষণের মধ্যেই কবর নামের অন্ধকার ঘরে আমাকে রেখে আসা হবে, তোমাদের কেউ কি এ বিষয়টি নিয়েও কান্না করেছো যে, মৃত্যুর পর আমাকে মুনকির-নকীর ফিরিশতাদ্বয়ের মুখোমুখি হতে হবে, তোমরা কি কেউ এই ভয়েও কান্না করেছো যে, আমাকে আমার মহান প্রতিপালকের সম্মুখে হিসাব-নিকাশের জন্য দাঁড় করানো হবে, আহ! তোমরা কেউই আমার আখিরাতের দুরাবস্থার কথা নিয়ে কান্না করোনি, প্রত্যেকেই নিজের দুনিয়া নিয়েই কান্না করেছো, এই কথাবার্তার কিছুক্ষণ পরেই লোকটি ইন্তিকাল করলো। (উয়ূনুল হিকায়াত, ৯৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত ঘটনাটিতে আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা আর শিক্ষা। সেসব পরিবার-পরিজন, যাদের আরাম-আয়েশর জন্য আমরা নিজেদের ঘুমকে হারাম করে দিই, যাদের আনন্দ দেয়ার জন্য আমরা হাসিমুখে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে নিই, যাদের প্রশান্তির জন্য আমরা নিজেদেরকে মনোবেদনাকর

পরিস্থিতিতেও নিক্ষেপ করে থাকি, উত্তরে তারাও দুনিয়ায় আমাদের খেয়ালে রাখে, কিন্তু যখনই আমরা পার্থিব জীবন শেষ করে আখিরাতের দিকে পাড়ি জমাই, সাথে সাথেই আমাদের জন্য নয়; বরং তাদের নিজেদেরই চিন্তা-ভাবনা তাদের লিপ্ত করে তোলে, তারা ভাবে এর মৃত্যুর পর আমার কী অবস্থা হবে? সে যদি এ কথা ভাবতো, মৃত্যুর পর তার কী অবস্থা হবে! আর যদি তারা আমাদের জন্য (অর্থাৎ মৃত্যুপথযাত্রীদের জন্য) মাগফিরাত ও ইছালে সাওয়াব কামনা করতো!

জবকেহ্ পাইকে আজল রূহ লে জায়েগা, জিসমে বে জাঁ তড়প কর ঠেহ্‌র জায়েগা।
লাহাদ মেঁ কোয়ী তেরি নেহিঁ আয়েগা, তুঝকো দাফনা কে হার এক পলট জায়েগা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬২৯ পৃষ্ঠা)

আমল যেনো কাজে আসে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অপরের দুনিয়াকে আলোকোজ্জ্বল করার জন্য নিজের কবরকে অন্ধকারময় করতে যাবেন না, ধন-সম্পদ আর পরিবার-পরিজনের ভালবাসায় নেক আমল বাদ দিয়ে গুনাহে লিপ্ত থাকবেন না, কেননা চোখ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই তো তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, অপরদিকে নেক আমল কবর ও আখিরাতে বরং দুনিয়াতেও কাজে আসবে, সুতরাং শীঘ্র করুন আর **আল্লাহ পাকের** ভয় এবং **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা পাওয়ার জন্য, অন্তরে সাহাবায়ে কিরাম رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِين এর ভালবাসা অর্জনের জন্য, নেককারদের সহচর্য লাভ করার জন্য, নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আশিকানে রাসুলের মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর করুন। সফল জীবন কাটানোর জন্য এবং আপনার আখিরাত সুন্দর করার জন্য দৈনিক ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের ১ম তারিখেই আপনার এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সর্বজন প্রিয় মাদানী চ্যানেলের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানগুলো দেখতে থাকুন اِنْ شَآءَ اللّٰه আপনারা আপনাদের হৃদয়ে **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যশীলদের ভালবাসা দিন দিন বৃদ্ধি হতে অনুভব

করবেন। **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে সেসব পবিত্র মনিষীগণের ফয়য এবং তাঁদের নেক দৃষ্টি আপনাদের উপর পড়বে। আপনাদের উদ্বুদ্ধ করণের উদ্দেশ্যে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি। যেমনটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখেন:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মুশতাককে বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন

সানাখানে রাসুলে মকবুল, বুলবুলে রওযায়ে রাসূল, মাদ্দাহে সাহাবা ও আলে বতুল, গুলযারে আত্তারের সুবাসিত ফুল মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আলহাজ্ব ক্বারী হাজী আবু ওবাইদ মুশতাক আহমদ আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের কয়েক মাস পূর্বে আমাকে (সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ) কোন ইসলামী ভাই একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি শপথ পূর্বক নিজের একটি ঘটনা লিখেন। তিনি লিখেছিলেন: স্বপ্নে দেখলাম আমি সোনালী জালীর সামনাসামনি অবস্থান করছি, জালী মোবারকে বানানো তিনটি ছিদ্রের একটি দিয়ে আমি যখন উঁকি মারলাম, দেখতে পেলাম এক অবর্ণনীয় দৃশ্য, আমি দেখলাম **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে বিদ্যমান রয়েছেন এবং সাথে আছেন শায়খাঈনে করীমাইন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا। এমন সময় হাজী মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজী মুশতাক আত্তারীকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন অতঃপর কিছু ইরশাদও করলেন: কিন্তু আমি তা মনে রাখতে পারিনি, ইত্যবসরে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

আপ কে কদমোঁ সে লাগ কর মওত কি ইয়া মুস্তফা,
আরযু কব আয়ে গি বর বেকস ও মজবুর কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অপবাদ লেপনকারীদের পরিণতি

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ওয়ালিদ বিন হিশাম মুঈতীকে কিন্নাসিরীনের সেনাপ্রধান এবং ফোরাত বিন মুসলিমকে সেখানকার রাজস্ব প্রধান পদে নিয়োগ দিলেন। তাঁরা উভয়ের মাঝে কিছু ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়ে গেলো, ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়ালো যে, ওয়ালিদ এলাকার কিছু বয়স্ক লোকজনকে এই বিষয়ে প্রস্তুত করে নিলো যে, তারা হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট ফোরাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে, (১) তিনি নামায আদায় করেন না, (২) সুস্থ ও মুকীম অবস্থায়ও তিনি রমজান মাসের রোযা রাখেন না, (৩) ফরয গোসল পর্যন্ত তিনি করেন না, (৪) ঋতুকালীন সময়েও তিনি স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন। তারা সবাই হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট এসে এই চারটি বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। তিনি সব কথা শুনে বললেন: তোমরা নিজের চোখে হয়তো দেখেছো যে, ফোরাত নামায পড়েনি, কিন্তু **আল্লাহ পাকই** জানেন যে, তিনি কি তা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছেন না কি ভুলবশত। তোমরা এও দেখতে পারো যে, বাহ্যিক কোন অসুখ না থাকা সত্ত্বেও তিনি রোযা রাখেননি, কিন্তু তোমরা আমাকে এই কথা বলো যে, তোমরা কীভাবে জানতে পারলে যে, তিনি ফরয গোসল করেননি কিংবা ঋতুকালীন সময়ে তিনি স্ত্রীর নিকট গমন করেন, এমন প্রশ্ন শুনে তারা সকলেই হতবাক হয়ে গেলো, অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! ফোরাতের ন্যায় আমানতদার ও পবিত্র চরিত্রের একজন ব্যক্তি নিয়ে এসব বিষয় কল্পনাই করা যায় না। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেসব অপবাদ লেপনকারী বয়স্ক লোকদেরকে পুলিশ অফিসারের হাতে সোপর্দ করে দিলেন, প্রত্যেককে বিশ ঘা করে বেত্রাঘাত করিয়েছেন, অতঃপর তাদের এই শর্তে জামিন দেওয়া হয় যে, ফোরাত নিজেই তাদের নিকট হতে তাঁর হক উসুল করবেন নতুবা ক্ষমা করে দিবেন। এই ঘটনার পর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ওয়ালিদ এবং ফোরাতের মাঝখানে সন্ধি করিয়ে দেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৩০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অপবাদ লেপনকারীদের কীভাবে পাকড়াও করেন,

কোন ব্যক্তির উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনাকে অপবাদ বলা হয়ে থাকে। (আল হাদীকাতুন্নদীয়া, ২য় খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা) সোজা কথায় বলতে গেলে কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও কারো অনুপস্থিতিতে কিংবা সামনাসামনি কোন দোষ তার প্রতি সম্পৃক্ত করে দেওয়াকে অপবাদ বলা হয়ে থাকে। যেমন; অনুপস্থিতিতে কিংবা সামনাসামনি কাউকে রিয়াকার বলে দিলো, অথচ সে রিয়াকার নয় কিংবা হয়ে থাকলেও উক্তিকারীর নিকট তার কোন প্রমাণ নেই, কেননা রিয়ার সম্পর্ক বাতিনের সাথে বা গোপনই থাকে। তাই কাউকে রিয়াকার বলার কারণে অপবাদ হয়ে যাবে। অপবাদ লেপনকারীগণ দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনার শিকার হবে। যেমন;

দোযখীদের পুঁজের মধ্যে তাদের অবস্থান করতে হবে

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيْهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের এমন কোন দোষ বর্ণনা করলো, যা মূলতঃ তার মাঝে পাওয়া যায় না, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার উক্ত বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করবে না ততক্ষন পর্যন্ত **আল্লাহ পাক** তাকে দোযখীদের নোংরা-ময়লা, পুঁজ, রক্ত ইত্যাদিতে রাখবেন।

(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ৩৫৯৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক না করুন, যদি কখনো আপনার অপবাদ লেপনের মত গুনাহ হয়ে যায়, তবে অতি শীঘ্রই তা থেকে তাওবা করে নিন, অপবাদের তাওবায় তিনটি বিষয় থাকতে হবে: (১) ভবিষ্যতে আর অপবাদ না দেওয়ার সংকল্পবদ্ধ হতে হবে, (২) যার হক নষ্ট করা হয়েছে সম্ভব হলে তার নিকট গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে, যেমন; হকদার জীবিত এবং বিদ্যমান আছে, তাছাড়া ক্ষমা চেয়ে নেওয়াতে কোন ঝগড়া বা শত্রুতা সৃষ্টি হবে না, (৩) যেসব লোকদের সামনে অপবাদ করা হয়েছিলো তাদের সামনে সেই অপবাদের কথা স্বীকার করতে হবে অর্থাৎ এভাবে বলবেঃ আমি যে অপবাদ দিয়েছিলাম মূলতঃ তা ছিলো একেবারেই ভিত্তিহীন। (আল হাদীকাতুন্নদীয়া ওয়াত তরিকতিল মোহাম্মদিয়া, ২য় খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **বাহারে শরীয়াত** ১৬তম অংশের ১৮১ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: অপবাদ লেপনের জন্য তাওবাও করতে হবে, ক্ষমাও চাইতে হবে, বরং যাদের সম্মুখে অপবাদ দেওয়া হয়েছিলো তাদের নিকট গিয়ে এই কথা বলতে হবে যে, আমি মিথ্যা বলেছিলাম, আমি অমুকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলাম। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ১৮১ পৃষ্ঠা) ব্যক্তিসত্তার পক্ষে কাজটি অবশ্য খুবই কঠিন ও দুরূহই বটে কিন্তু দুনিয়ার সামান্য লজ্জাবোধ আখিরাতের তুলনায় খুবই নগন্য। **আল্লাহ পাকের** শপথ! দোযখের আযাব সহ্য করার ক্ষমতা কারো নেই।

(গীবত কি তাবাহকারিয়াঁ, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا হতে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দোযখীদের মধ্য হতে যার শাস্তি সবচেয়ে কম হবে, তাকে আগুনের জুতো পরানো হবে, যার কারণে তার মাথার মগজ সিদ্ধ হতে থাকবে।" (সহীহ বুখারী, বাবু ছিফতিল জন্নতি ওয়ান নার, হাদীস নং: ৬৫৬১, ৪র্থ খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা)

আমাদের নাজুক শরীর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভেবে দেখুন তো, শাস্তি স্বরূপ আমাদেরকে যদি শুধুমাত্র এই হালকা শাস্তিই প্রদান করা হয়ে থাকে, তাও আমরা সহ্য করতে পারবো না, কেননা আমাদের পাগুলো এতই নাজুক যে, এই পা যদি কোন উতপ্ত কয়লায় গিয়ে পড়ে সমস্ত শরীরকেই কাঁপিয়ে তুলবে, সামান্য মাথাব্যথাই আমাদের হুঁশ হারিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে যে শাস্তি মাথার মগজ টগবগিয়ে ফুটাতে থাকবে, সেরূপ শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা কার রয়েছে? আমরা **আল্লাহ পাকের** দরবারে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

মুঝে নারে দোযখ সে ডর লগ রাহা হে   হো মুঝ না-তাওয়াঁ পর করম ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب!   صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী হতে দূরে থাকুন

হযরত মাইমুন বিন মেহরান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে বললেন: لَا تُوَاخِيَنَّ قَاطِعَ رَحِمٍ فَاِنِّيۡ سَمِعۡتُ اللهَ لَعَنَهُمۡ فِيۡ سُوۡرَتَيۡنِ فِيۡ سُوۡرَةِ الرَّعۡدِ وَسُوۡرَةِ مُحَمَّدٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে কখনও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলবে না, কেননা সূরা রা'আদ ও সূরা মুহাম্মদে **আল্লাহ পাক** আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন।

(দুররে মনছুর, ৪র্থ খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)

কোন আমলটি উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা আবু রাবিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: اَفۡضَلُ الۡاَعۡمَالِ مَا اُكۡرِهَتۡ عَلَيۡهِ النُّفُوۡسُ অর্থাৎ সেই আমলটিই উত্তম, যা নিজের নফসের জন্য কষ্টকর অনুভূত হয়।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

দাঁড়ির লোম উপড়ানোর কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট এমন এক ব্যক্তি কোন ঘটনার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত হলো, যার নিচের ঠোঁট এবং থুথুনির মধ্যখানের লোম উপড়ানো ছিলো। তা দেখে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! নিচের ঠোঁটের সাথে লাগানো লোম বা দাঁড়ি উপড়ানোর কারণে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি। এই ঘটনা থেকে সেসব সাজ-সজ্জাকারীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা نَعُوۡذُ بِاللهِ সমস্ত দাঁড়িই মুন্ডিয়ে ফেলে।

দাঁড়ি লম্বা করুন

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَحْفُوْا الشَّوَارِبَ، وَاَعْفُوا اللِّحَى وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُوْدِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গোঁফগুলো ছোট করো এবং দাঁড়িগুলোকে বাড়তে দাও; আর ইহুদীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করিও না।

(শরহে মাআনিল আছার লিত তাহাবী, ৪র্থ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আপন রিসালা 'কালো বিচ্ছু'তে উক্ত হাদীস শরীফটি উদ্ধৃতি করার পর লিখেন:

মৃত্যুর পর হৃদয়বিদারক দৃশ্য

ওহে অলস! ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন! মৃত্যুর পর আপনার কিছুই চলবে না, আপনাকে যারা আনন্দ দিত তারা আপনার কাপড় চোপড় পর্যন্ত খুলে নিবে, আপনি যত মর্যাদাশালীই হোন না কেন, আপনাকে সেই কাফনই পরানো হবে যা পরানো হয়ে থাকে ফুটপাতে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ লাশদেরকে, আপনার গাড়ি আছে, সেটি গ্যারেজেই দাঁড়িয়ে থাকবে, আপনার দামী দামী পোশক সিন্দুকেই রয়ে যাবে, আপনার ধন-সম্পদ, আপনার রক্তে উপার্জিত ঘামঝরা পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ আপনার ওয়ারিশরা দখল করে নেবে, আপনজনরা চোখের পানি ফেলতে থাকবে আর অনাত্মীয়রা আনন্দ করতে থাকবে, আপনাকে যারা আনন্দ দিত তারা আপনার লাশ কাঁধে উঠিয়ে রওয়ানা দিবে, আপনাকে নিয়ে আসবে এমন এক বিরাণ ভূমিতে যেই ভয়ঙ্কর জায়গায় আপনি কখনও আসেননি, বিশেষ করে রাতে আপনি এক মুহুর্তের জন্যও সেখানে একাকী আসেননি, কখনও আসতে পারতেনও না বরং সেই স্থানের নাম শুনতেই আপনি ভয়ে কেঁপে উঠতেন, এখন গর্ত খুঁড়ে আপনাকে বুক সমান মাটির নিচে দাফন করে আপনার সব বন্ধু-বান্ধব ফিরে যাবে, আপনার পাশে এক রাত তো দূরের কথা এক ঘণ্টা সময়ের জন্যও কেউ থাকতে রাজি হবে না, সে আপনার প্রাণপ্রিয় পুত্রই হোক না কেন, সেও পালিয়ে দূরে সরে যাবে, এবার এই অন্ধকারের ছোট কবরে জানা নেই কত হাজার কোটি বছর আপনাকে থাকতে

হবে, আপনি চিন্তিত হবেন, দুঃখিত হবেন, আপনার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে, এদিকে কবর চাপ দিতে থাকবে আর আপনি চিৎকার করতে থাকবেন, করুণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকবেন আপনার বন্ধু-বান্ধবদের চোখের আড়াল হওয়ার দৃশ্য, আপনার মন ভেঙ্গে চুরমার হতে থাকবে, ইত্যবসরে কবরের দেওয়ালগুলো ভূমিকম্পের ন্যায় দুলতে আরম্ভ করবে, দেখতে দেখতে দুইজন ভয়ানক আকৃতির ফিরিশতা (মুনকার ও নকীর) লম্বা লম্বা দাঁত নিয়ে কবরের দেওয়ালগুলো ভেদ করে আপনার সামনে এসে উপস্থিত হবে, তাদের চোখ দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হতে থাকবে, ভয়ঙ্কর কালো কালো চুল আপাদমস্তক ঝুলতে থাকবে, আপনাকে তারা হুঙ্কার দিয়ে ধমক মেরে বসাবে, অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আপনাকে প্রশ্ন করবে: مَنْ رَّبُّكَ؟ "তোমার রব কে?" مَا دِيْنُكَ؟ "তোমার ধর্ম কী?" ইত্যবসরে আপনার ও মদীনা শরীফের মাঝে যত পর্দা প্রতিবন্ধক হয়ে ছিল, সবগুলো উঠিয়ে দেয়া হবে, কারো যেন মনোমুগ্ধকর, সুপ্রিয় চেহারা আপনার সামনে ফুটে উঠবে অথবা সে মহান সত্তা আপনার সামনে স্বয়ং আগমন করবেন, আশ্চর্যের কী যে, আপনার চক্ষুদ্বয় লজ্জায় অবনত হয়ে যাবে, হতে পারে আপনি চিন্তায় পড়ে যাবেন যে, এ চোখ উঠাই কোন্ সাহসে? নিজের বিকৃত কুৎসিৎ চেহারা দেখাই কিভাবে? ইনিই তো সেই মহান সত্তা **যিনি আমার প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি যাঁর কলেমা পড়তাম, নিজেকে **তাঁর** গোলাম বলেও দাবী করতাম, কিন্তু আমি এ কী করলাম? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো আদেশ দিয়েছিলেন, দাঁড়ি লম্বা করো, গোঁফ ছোট করো, ইহুদীদের মত আকৃতি বানিওনা। কিন্তু হায়! আমার দুর্ভাগ্য! কয়েকদিনের পার্থিব সৌন্দর্য্যের জন্য নিজের জীবনটাকে খুইয়ে দিয়েছি, ফ্যাশন আমাকে ধ্বংস করে দিলো। **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আমি আমার চেহারা ইহুদীদের মত অর্থাৎ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের ন্যায় বানিয়ে রেখেছিলাম। হায়! এখন কী অবস্থা হবে আমার! আর এমন যেন না হয় যে, আমার বিকৃত এই চেহারা দেখে আমার **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নেন আর এই ঘোষণা দেন যে, এ তো আমার শত্রুদের চেহারা, গোলামদের মত তো নয়।" **আল্লাহ** না করুক, এমন যদি হয়ে থাকে তাহলে একটু ভাবুন, তখন আপনার কী অবস্থা হতে পারে?

না উঠ্ সাকে কিয়ামত তলক খোদা কি কসম
আগর নবী নে নজর ছে গিরা কে ছোড় দিয়া

এমন হবে না, اِنْ شَآءَاللہ কখনও হবে না! আপনি তো এখনও জীবিত আছেন, সবকিছু মেনে নিন! নিজের দুর্বল শরীর নিয়ে একটু ভাবুন, মনে সাহস সঞ্চয় করুন, ইংরেজ ফ্যাশন, ইংরেজ কৃষ্টি-কালচারকে তিন তালাক দিন আর আপনার চেহারাকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সুন্নাত দ্বারা সাজিয়ে নিন এবং এক মুষ্ঠি দাঁড়ি সাজিয়ে নিন, কখনও শয়তানের এই প্রতারণায় পড়বেন না, শয়তানের এরূপ কুমন্ত্রণায় মন দিবেন না যে, "এখনও তো আমার দাঁড়ি রাখার সময় হয়নি, আমার বয়সই বা আর কত? আমার এতো জ্ঞানও বা কোথায়? কেউ যদি দ্বীন ধর্মের বিষয়ে কোন প্রশ্ন করে বসে তবে আমি তো এর উত্তর দিতে পারবো না, সুতরাং আমি যখন বড় হব, যোগ্য হব, তখনই দাঁড়ি রাখব।" মনে রাখবেন! এটা হলো শয়তানের সরাসরি আক্রমণ যে, মানুষ নিজের ব্যাপারে এমনই ভাবতে থাকুক যে, হ্যাঁ! আমি এখন যোগ্য হয়ে গেছি।" মনে রাখবেন! নিজেকে নিজে যোগ্য মনে করাই অযোগ্যতার বড় প্রমাণ। নিজেকে ছোট ভাবুন, যেখানে বড় বড় আলিমগণও সকল প্রশ্নের উত্তর দেননা, সেখানে আপনি কি সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন? নফসের প্রতারণার শিকার হবেন না, নিজের অপারগতাকে স্বীকার করে নিন, আনুগত্যে আসুন, আপনার মাতা আপনাকে বাধা দিক, পিতা আপনাকে নিষেধ করুক, সমাজ আপনাকে ধিক্কার দিক, বিয়েতে বাধা আসুক, যা-ই হোক না কেন, **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদেশ আপনাকে মানতেই হবে। মনে পূর্ণ আশা রাখুন! পবিত্র লওহে মাহফুযে যদি আপনার জোড়া লিখা হয়ে থাকে, তবে বিয়ে আপনার হবেই হবে আর যদি আপনার জোড়া লিখা না থাকে, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি আপনাকে বিয়ে করাতে পারবে না। জীবনের ভরসা কোথায়?

দাঁড়ি মুন্ডাতেই মৃত্যু

কোন ব্যক্তি সগে মদীনা عُفِیَ عَنۡہُ কে (লিখককে) এ ধরনের একটি ঘটনা শুনান যে, বাংলাদেশের এক যুবক দাঁড়ি রেখেছিলো, যখন তার বিয়ের সময় ঘনিয়ে

আসে, তার মা-বাবা তাকে দাঁড়ি মুন্ডাতে বাধ্য করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে নাপিতের নিকট গিয়ে দাঁড়ি মুন্ডিয়ে ঘরে আসার পথে রাস্তা পার হচ্ছিলো, হঠাৎ দ্রুতগামী একটি গাড়ি এসে তাকে চাপা দিয়ে চলে গেলো আর তৎক্ষণাত তার মৃত্যু হলো, তার বিয়ের সাধ মাটি হয়ে গেলো, এখন মা-বাবা তার কী কাজে আসবে? না বিয়ে হলো, না দাঁড়ি থাকলো, অতএব **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সাবধান হয়ে যান, **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা করে আজই সংকল্প করুন যে, এখন থেকে আমি **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় গর্দান দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমার মুখের দাঁড়ি পৃথিবীর কোন শক্তি ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সাবাশ! ধন্য! ধন্য!! (কালো বিচ্ছু, ৫-১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সরদার কে হন?

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন: مَنۡ سَيِّدُ قَوۡمِكَ অর্থাৎ তোমাদের গোত্রের সর্দার কে? সে বললো: اَنَا অর্থাৎ আমি। তখন বললেন: لَوۡ كُنۡتَ سَيِّدَهُمۡ مَاقُلۡتَ অর্থাৎ তুমি যদি সত্যিই তাদের সর্দার হয়ে থাকো, তবে তুমি অবশ্যই 'হ্যাঁ' বলতে না (অর্থাৎ বিনয় করে চুপ থাকতে)।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘটনাটিতে সেসব ইসলামী ভাইদের জন্য বড় শিক্ষা রয়েছে, যারা কোন না কোন যিম্মাদারী বা পদপ্রাপ্ত হয়ে যায় তখন কেউ জিজ্ঞাসা করুক না করুক নিজের পরিচিতিতে বিনা প্রয়োজনে নিজের পদমর্যাদা উল্লেখ করে থাকে, হওয়া তো এমনই উচিত ছিলো যে, যদি কোন নিগরানও হয়ে থাকে, তবু একান্ত প্রয়োজনে নিজেকে একজন সেবক হিসাবেই পরিচয় দেয়া, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর বিনয়কে সাধুবাদ! কেননা লোকেরা তাঁকে আমীরে আহলে সুন্নাত বলে থাকে, অথচ তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه নিজেকে ফকীরে আহলে সুন্নাত বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং এর ব্যাখ্যা এভাবে করে থাকেন: "আমি আহলে সুন্নাতের মধ্যে নেকীর দিক থেকে খুবই গরীব, তাই আমি হলাম ফকীরে আহলে সুন্নাত।" **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও প্রকৃত বিনয় দান করুক।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রিযিক পাবেই

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَۃُ اللهِ عَلَيْه বলেন: اَیُّهَا النَّاسُ! اِتَّقُوا اللهَ وَاَجْمِلُوْا فِی الطَّلَبِ فَاِنَّهٗ اِنْ کَانَ لِاَحَدِکُمْ رِزْقٌ فِیْ رَاْسِ جَبَلٍ اَوْ حَضِیْضِ اَرْضٍ یَاْتِیْهِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো আর হালাল মাধ্যমে উপার্জন করো, কেননা তোমাদের রিযিক যদি কোন পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা কোন মাটির নিচেও রাখা হয়ে থাকে, তা তোমরা পাবেই। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মহান বাণীতে আমাদের জন্য নিহিত রয়েছে **আল্লাহ পাকের** প্রতি নির্ভরশীলতার শিক্ষা। আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللهِ عَلَيْه বলেন: তাওয়াক্কুল বা **আল্লাহ পাকের** উপর নির্ভরশীলতা বস্তু বা মাধ্যম এড়িয়ে চলার নাম নয়; বরং বস্তুর ও মাধ্যমের প্রতি নির্ভরশীলতাকে এড়িয়ে চলারই নাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ বস্তু বা মাধ্যমকেই বাদ দিয়ে দেওয়ার নাম তাওয়াক্কুল নয়। তাওয়াক্কুল হলো কোন বস্তু বা মাধ্যমের উপর নির্ভর না করা। যেমন; রোগী ঔষধ সেবন করা বাদ দিবে না; বরং ঔষধ সেবন করবে আর দৃষ্টি রাখবে ঔষধের স্রষ্টার প্রতি অর্থাৎ আমার **প্রতিপালক** ইচ্ছা করলেই এই ঔষধ আমার রোগ দূর করে দিবে।

তাওয়াক্কুল কিরূপ হতে হবে?

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَوْ اَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَوَکَّلُوْنَ عَلَی اللهِ حَقَّ تَوَکُّلِهٖ لَرُزِقْتُمْ کَمَا یُرْزَقُ الطَّیْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا অর্থাৎ তোমরা যদি **আল্লাহ পাকের** উপর এমন ভাবে নির্ভরশীল হও যেমনিভাবে **তাঁর** উপর নির্ভরশীল হওয়ার হক রয়েছে, তবে **তিনি** তোমাদের এমন রিযিক দান করবেন, যেমনি **তিনি** পাখিদের

দিয়ে থাকেন, যে পাখি সকালে ক্ষুধা নিয়ে বের হয় আর সন্ধ্যায় পেট ভরে বাসায় ফিরে। (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৩৫১)

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উক্ত বাণী থেকে সেসব মুর্খদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা রিযিক উপার্জন করার জন্য হারাম উপায় অবলম্বনে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করে না। আহ! আমাদের যদি সত্যিকারের তাওয়াক্কুল নসিব হতো!

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বদ-মাযহাবদের সহচর্য থেকে বিরত থাকো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: لَاتُجَالِسۡ ذَهَوٰى فَيُلۡقِىۡ فِىۡ نَفۡسِكَ شَيۡئًا يَسۡخَطُ اللهُ بِهٖ عَلَيۡكَ অর্থাৎ বদ-মাযহাবীদের সহচর্য থেকে বিরত থাকো, কেননা তারা তোমাদেরকেও এমন সব কাজে জড়িত করিয়ে দিবে যেসব কাজে **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

ভাল ও মন্দ সঙ্গীর উপমা

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "উত্তম এবং মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ হলো, সুগন্ধি বিক্রেতা ও আগুনের চুল্লী চালনাকারীর ন্যায়. কস্তুরী বিক্রেতা তোমাকে উপহার দিক বা তুমি তা থেকে ক্রয় করো অথবা তোমার তা থেকে উন্নত সুগন্ধি আসবেই, পক্ষান্তরে চুল্লী চালনাকারী হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে, নয়তো তুমি এর থেকে মারাত্মক দুর্গন্ধ পাবে।"

(মুসলিম, ১১১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৬২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই সহচর্য কোন না কোন প্রভাব রাখেই, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আপনি যদি হঠাৎ কোন মৃতের ঘরে যান, তবে সেখানকার কান্নার পরিবেশ আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও শোকাতুর করে তুলবে আর কোন বিয়ে-বাড়িতে যদি আপনার আগমন হয়, তবে সেখানকার আনন্দঘন পরিবেশ আপনাকেও কিছুক্ষণের জন্য আনন্দিত করবে। ঠিক তেমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি অলসতার শিকার গুনাহে নিমজ্জিত কোন লোকের সহচর্য গ্রহণ করে, তবে দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, সেও অতি শীঘ্রই তারই ন্যায় হয়ে যাবে আর যদি কোন ব্যক্তি

এমন উত্তম আক্বীদা সম্পন্ন লোকের সহচর্য গ্রহণ করে, যার হৃদয় **আল্লাহ পাকের** ভয়ে ভীত, যার চোখ **আল্লাহ পাকের** ভয়ে অশ্রুসজল থাকে, তবে নিঃসন্দেহে এরূপ অবস্থা সেই ব্যক্তিটির হৃদয়েও সৃষ্টি হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

صُحْبَتِ صَالِحْ تُرَا صَالِحْ كُنَدْ

صُحْبَتِ طَالِحْ تُرَا طَالِحْ كُنَدْ

(অর্থাৎ সৎসঙ্গ সৎ এবং অসৎসঙ্গ অসৎ বানিয়ে দিবে)

আমাদের কী করা উচিত?

আমাদের উচিত দ্বীনি ও দুনিয়াবী প্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে অবসর হয়ে একাকীত্ব গ্রহণ করা কিংবা শুধুমাত্র সেসব মার্জিত ও সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী ভাইদের সহচর্য গ্রহণ করা যাদের কথাবার্তা **আল্লাহ পাক**-ভীতি ও নবীপ্রেম বৃদ্ধির মাধ্যম হয়, যারা মাঝে মাঝে বাহ্যিক মন্দ বিষয়াদি এবং বাতেনী রোগ-বালাই ইত্যাদির দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন এবং সেসবের প্রতিকারও জানিয়ে থাকেন। সৎসঙ্গ সম্পর্কিত **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবন করুন: (১) সেই ব্যক্তিই উত্তম বন্ধু, যখন তুমি **আল্লাহ পাকের** কথা স্মরণ করবে, সে তোমাকে সাহায্য করবে আর যখন তুমি **আল্লাহ পাক**কে ভুলে যাবে, সে তোমাকে **আল্লাহ পাকের** কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। (মাওসূআতুল ইমাম লিইবনি আবিদ দুনিয়া, ৮ম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪২) (২) উত্তম বন্ধু সেই, যাকে দেখলে তোমার **আল্লাহ পাকের** কথা স্মরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার আমল বৃদ্ধি পায় আর যার আমল তোমাকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৯৪৪৬) (গীবত কি তাবাহকারিয়াঁ, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভূমিকম্প, সদকা ও দোয়া

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিভিন্ন এলাকায় লিখিত ফরমান জারি করে দিলেন: ভূমিকম্প এমন এক ব্যাপার যার মাধ্যমে **আল্লাহ**

পাক বান্দাদের জন্য শাস্তিবার্তা প্রেরণ করে থাকেন, আপনারা সবাই অমুক দিন বের হবেন আর তাওবা ও ইস্তিগফার করবেন। যারা সদকা করার সামর্থ রাখেন, সদকা করবেন, কেননা **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ" (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় লক্ষ্য বস্তু পর্যন্ত পৌঁছেছে, যে পবিত্র হয়েছে) (পারা: ৩০, সূরা: আল আ'লা, আয়াত: ১৪) আর আপনাদের পিতা হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর এই দোয়াটি পাঠ করবেন:

رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا ٚ وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۲۳﴾

(পারা: ৮, সূরা: আরাফ, আয়াত: ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের **রব**! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। সুতরাং যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

আর হযরত নূহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর এই দোয়াটি পাঠ করবে:

وَ اِلَّا تَغْفِرْ لِیْ وَ تَرْحَمْنِیْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۴۷﴾

(পারা: ১২, সূরা: হুদ, আয়াত: ৪৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো ও দয়া না করো, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো।

আর হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর দোয়াটি পাঠ করবে:

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ

(পারা: ২০, সূরা: কিসাস, আয়াত: ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার **রব**! আমি আমার উপর সীমাতিক্রম করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৫৮ পৃষ্ঠা)

ভূমিকম্প কীভাবে আসে?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত '**যালযালা অওর উসকে আসবাব**' কিতাবটির ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: "আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নিয়ামত, আযীমুল বরকত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত,

মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইর ও বরকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব হাফেয ক্বারী ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** সমস্ত পৃথিবীকে পরিবেষ্টনকারী একটি পর্বত সৃষ্টি করলেন, যার নাম হলো '**কোহে কাফ**', পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নাই যাতে কোহে কাফের মূল বিস্তৃত নাই, গাছের শেকড় যেমন মাটির ভিতরে বিস্তার লাভ করে আর সেই শেকড়ের কারণে গাছ দাঁড়িয়ে থাকে, ঝড়-তুফান বা প্রবল বাতাসও একে উপড়াতে পারে না। সূত্র হলো, বৃক্ষ যত বড় হবে তত দূর পর্যন্ত তার শেকড় বিস্তার লাভ করবে, **কোহে কাফ** যেহেতু অনেক বড়, এত বড় যে, এত বড় যে, এত বড় যে, সমস্ত পৃথিবীকেই সে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তাই সেটি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তেমনি অনেক বড় জায়গারও প্রয়োজন, অতএব এর শেকড়গুলো **আল্লাহ পাকের** আদেশে সমস্ত জমিনে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে রয়েছে, কোথাও কোথাও এর শেকড় জমিনের উপরের অংশেও দৃশ্যমান রয়েছে। যেমন; বট বৃক্ষের শেকড় কোথাও কোথাও মাটির উপর ভাসমান হতে দেখা যায়, যেখানে যেখানে সেই **কোহে কাফে**র শেকড় উপরে ভাসমান রয়েছে, সেখানে সেখানে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও মাটির উপরে পর্যন্ত এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন তাকে শিলাভূমি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই শেকড় কখনো মাটির নিচে কখনো মাটির উপর দিয়ে গিয়ে এমনকি সমুদ্রের তলদেশেও এগুলো বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, সমুদ্রেও কম্পন বা ভূমিকম্প হতে পারে। প্রথম প্রথম এ কথা আমরা কখনও শুনিনি, এখন কিন্তু আমরা সুনামি বা সমুদ্রের তলদেশের কম্পনের কথাও শুনতে পাই, যা ঘটেছিলো ২৬/১২/২০০৪ ইং সালে। তা ধ্বংসাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে ইন্দোনেশিয়ার আচা অঞ্চলের রাজধানি বান্দা আচাকে। সম্ভবতঃ সেই একটিমাত্র শহরেই এক লাখেরও বেশি মানুষ মৃত্যু বরণ করে, শোনা যায় যে, বিশেষ করে সেসব অঞ্চলগুলোই এর কবলে পড়েছিলো যেসব অঞ্চলে গুনাহের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। সমুদ্রের উতাল-পাতাল করা ঢেউগুলো সেসব এলাকাগুলোকে আপন গ্রাসে নিয়ে তছনছ করে দিয়ে গিয়েছিলো। মোট কথা **কোহ কাফের** শেকড়গুলো মাটির তলদেশ দিয়েও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, যেসব স্থানে এর শিকড় বিদ্যমান থাকে সেসব স্থানের উপরিভাগের

মাটিগুলো টলটলে প্রকৃতির হয়ে থাকে। যেসব স্থানে ভূমিকম্প দেওয়ার ইচ্ছা **আল্লাহ পাক** পোষণ করে থাকেন, (**আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসুলে**র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি) **কোহে কাফ**কে হুকুম প্রদান করেন যে, সে যেন সেই স্থানের শিকড়টিকে নাড়া দেয়, তখন সেখানেই ভূমিকম্প হয়, অতঃপর যেখানে মৃদু ভূমিকম্প হওয়ার হুকুম হবে সেখানকার শেকড়টিকে হালকাভাবে নাড়া দেওয়া হয়, পক্ষান্তরে যেখানে প্রবলভাবে ভূমিকম্প দেওয়ার নির্দেশ হবে সেখানকার শেকড়টিকে খুব জোরে নাড়া দেয় **কোহে কাফ**। কোথাও কোথাও শুধুমাত্র হালকাভাবে ভূমিকম্প অনুভূত হয়, সব **আল্লাহ পাকে**রই ইচ্ছা যে, কোথায় মৃদুভাবে কম্পন দেওয়া হবে, কোথায় প্রবলভাবে, কোথাও ঘরবাড়ি কেবল হেলে যায়, আবার কোথাও এর দরজা-জানালার কাঁচগুলোও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, কোথাও **আল্লাহ পাক** না করুক জমিনও ফেঁটে যায় আর তা দিয়ে পানিও বেরিয়ে আসে, কোথাও কোথাও **আল্লাহ পাক** ক্ষমা করুক আগুনের ফুলকিও বেরিয়ে আসে আর ভয়ঙ্কর আওয়াজও শোনা যায়, কোথাও কোথাও কুন্ডলি পাকানো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৭তম খন্ড, ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা)

ভূমিকম্প আসে গুনাহের কারণে

আমার আক্বায়ে নেয়ামত, আযীমুল বরকত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে প্রশ্ন করা হয়: ভূমিকম্পের কারণ কী? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: “মূল কারণ তো সেই **আল্লাহ পাকে**রই ইচ্ছা, অন্য কারণ দেখতে গেলে এর ‘মূল কারণ’ স্বরূপ বলতে হয় বান্দার গুনাহ্।[(১)] (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৭তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা)

নীমে জাঁ কর দিয়া গুনাহোঁ নে,
মরদ্বে ইছইয়াঁ সে দেয় শিফা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. ভূমিকম্প সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৮০ পৃষ্ঠাসম্বলিত ‘যালযালা অওর উসকে আসবাব’ নামক কিতাবটি পাঠ করুন।

www.dawateislami.net

ফরয সমূহ আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শুধুমাত্র দিনে রোযা রাখা আর রাত জেগে নামায পড়ার নামই তাকওয়া নয় বরং ফরয সমূহ আদায় করা ও হারামসমূহ পরিহার করার নামই তাকওয়া। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

তাকওয়ার দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাকওয়া দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয়ে থাকে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

উত্তম ইবাদত

একদা তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اِنَّ اَفْضَلَ الْعِبَادَةِ اَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ অর্থাৎ ফরযসমূহ আদায় করা এবং হারাম সমূহ পরিহার করে চলাই হলো উত্তম ইবাদত।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

গুনাহের তিনটি মূল শেকড়

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "গুনাহের মূল শেকড় তিনটি। যথা; (১) লোভ, (২) হিংসা আর (৩) অহংকার। উদাসীনতা সৃষ্টিকারী বিষয় ছয়টি। যথা; (১) অধিক ভোজন করা, (২) অধিক ঘুমানো, (৩) যে কোন ধরনের আরাম-আয়েশে থাকার বাসনা করা, (৪) সম্পদের মোহ, (৫) সম্মান অর্জনের লোভ এবং (৬) প্রশাসনের বাসনা।" কখনো কখনো সম্পদ ও প্রশাসনের বাসনায় মানুষ কাফিরও হয়ে যায়। ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এটাও বলেছেন: "গুনাহ অন্তরে কালো দাগ সৃষ্টি করে আর কোরআন শরীফের তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ, **আল্লাহ পাকের** যিকির, মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এসব অন্তরকে পবিত্র করে, যা দ্বারা সেই কালো দাগগুলো দূর হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অধিকহারে হাসা অন্তরকে রোগাক্রান্ত করে তোলে, এর প্রতিকার হলো **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কান্নাকাটি করতে থাকা। যে ব্যক্তি গুনাহের পাশাপাশি নেক আমলও করে থাকে, তার অন্তর

ময়লাও হতে থাকবে, ধৌতও হতে থাকবে (আর এই নিয়্যতে গুনাহ করে না যে, পরে নেক আমল করে গুনাহ্গুলো ধৌত করে নিবো) কিন্তু যে ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত থাকে, নেক আমলের দিকে ফিরে আসে না, তার অন্তরের কালো দাগ বাড়তে বাড়তে একদিন পুরো অন্তরকেই কালো করে দিবে, যে ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে: "ঐসকল অন্তরসমূহে লোহার ন্যায় জং ধরতে থাকে আর এর পবিত্রতা হলো কোরআন তিলাওয়াত।" সেই কালো অন্তরকে পরিস্কার করার জন্য একটি সময় ধরে যথেষ্ট মেহনত করতে হবে। অবশ্য কোন **আল্লাহ** ওয়ালা বুযুর্গের নেক দৃষ্টি যদি তার উপর পড়ে যায়, তবে তা তার কালো অন্তরকে তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার ও পবিত্র করে দেয়। মনে রাখবেন! গুনাহের কারণে অন্তর ক্রমশ ময়লা হতে থাকে, পক্ষান্তরে ময়লা অন্তর ইবাদত ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রমশ পরিস্কার ও পবিত্র হতে থাকে। কিন্তু **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে শত্রুতা পোষণ করার কারণে কখনো একেবারেই মোহর লেগে যায়। শয়তানের অন্তরে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি ঘৃণা থাকার কারণে হঠাৎ মোহর লেগে যায় আর হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জাদুকরদের ময়লা অন্তরগুলো কলীমী দৃষ্টির কারণে আকস্মিক উজ্জ্বল হয়ে যায়। বুঝা গেলো, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি শত্রুতা নিকৃষ্টতর কুফরি আর **আল্লাহ পাকের** ওলীর কৃপাদৃষ্টি উৎকৃষ্টতর নেয়ামত। (তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা)

গুনাহোঁ কি আ'দম বাড়ি জা রহি হে,
করম ইয়া ইলাহী করম ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া উপকার কম দেয় অপকার করে বেশি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক খোৎবায় বলেন: اِنَّ الدُّنۡيَا لَاتُسِرُّ بِقَدۡرِ مَاتَضُرُّ اِنَّهَاتُسِرُّ قَلِيۡلًا وَتَجُرُّ حُزۡنًا طَوِيۡلًا অর্থাৎ নিঃসন্দেহে দুনিয়া এতো আনন্দ দেয় না, যতটুকু ক্ষতি করে থাকে, এটি খানিক আনন্দ দেয় কিন্তু সুদীর্ঘ দুশ্চিন্তায় লিপ্ত করে দেয়। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

দশ প্রকারের মানুষ প্রতারণার শিকার

বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বলেন: "দশ রকমের মানুষ অত্যন্ত প্রতারণার শিকার: (১) যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাককে** খালিক জেনেও (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জানা সত্ত্বেও) **তাঁর** ইবাদত করে না, (২) যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাককে** রিযিকদাতা হিসাবে মান্য করা সত্ত্বেও **তাঁর** উপর ভরসা রাখে না, (৩) যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নশ্বর জানা সত্ত্বেও তার উপর নির্ভর করে থাকে, (৪) যে ব্যক্তি জানে যে, তার ওয়ারিশরা তার শত্রু (অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পদের জন্য যারা আমার মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে) তবুও সে তাদের জন্য সম্পদ আহরণ করে থাকে, (৫) যে ব্যক্তি মৃত্যুকে সত্য ও অনিবার্য জেনেও তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, (৬) যে ব্যক্তি জানে যে, তার আসল গন্তব্যস্থল হলো কবর, তবুও সে একে আবাদ (আমল) করে না, (৭) যে ব্যক্তি জানে যে, **আল্লাহ পাক** হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন, কিন্তু তবুও নিজের হিসাব পরিচ্ছন্ন রাখে না, (৮) যে ব্যক্তি জানে যে, তাকে পুলসিরাত দিয়ে গমন করতে হবে, কিন্তু নিজের (গুনাহের) বোঝা হালকা করে না, (৯) যে ব্যক্তি জানে যে, জাহান্নাম হলো গুনাহগারদের জায়গা, কিন্তু সে তা থেকে (অর্থাৎ গুনাহ থেকে) বিরত থাকে না, (১০) আর যে ব্যক্তি জানে যে, জান্নাত নেককারদের ঠিকানা, কিন্তু এর দিকে আগমন করে না।" **আল্লাহ পাক** আমাদের প্রত্যেককে আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

না-মুহরিম (বেগানা) মহিলার সাথে একাকীত্বে অবস্থান করা থেকে দূরে থাকো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এক ব্যক্তিকে নসিহত করলেন: اِيَّاكَ اَنْ تَخْلُوَ بِاِمْرَاَةٍ غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ وَاِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ اَنْ تُعَلِّمَهَا الْقُرْاٰن অর্থাৎ না-মুহরিম (বেগানা) মহিলার সাথে একাকীত্বে অবস্থান করা থেকে দূরে থাকো, যদিও তোমার মন তোমাকে এরূপ ধোঁকা দেয় যে, তুমি তাকে পবিত্র কোরআন শরীফের শিক্ষা দিচ্ছো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২২০ পৃষ্ঠা)

তৃতীয়জন শয়তান হয়ে থাকে

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطٰنُ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি (বেগানা) কোন মহিলার সাথে একাকীত্বে অবস্থান করলে সেখানে তৃতীয় জন শয়তান হয়ে থাকে।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২১৭২) প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীস শরীফের টীকায় **মিরআতে**র ৫ম খন্ডের **২১** পৃষ্ঠায় লিখেন: অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন (বিয়ে করা বৈধ এমন) কোন মহিলার সাথে একাকীত্বে অবস্থান করে, তারা উভয়ই যতই পবিত্র চরিত্রের অধিকারীই হোক না কেন এবং কোন নেক উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, শয়তান তাদের উভয়কে মন্দ কাজের প্রতি অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করে থাকে আর দু'জনের মনে অবশ্যই কুকর্মের ভাব সৃষ্টি করে দেয়, ভয় যে, তাদের মাঝে যেনা ঘটিয়ে দিবে। তাই এমন একাকীত্বের প্রতি অধিক সাবধান থাকা প্রয়োজন, কেননা গুনাহ্ সংগঠিত হতে পারে এমন কিছু থেকেও দূরে থাকা আবশ্যক, জ্বর থেকে বাঁচতে চাইলে সর্দি ও কাশি প্রতিরোধ করো।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৫ম খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা আব্দুর রঊফ মুনাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হাদীস শরীফটির টীকায় লিখেন: কোন মহিলা যখন পর পুরুষের সাথে একাকীত্বে সাক্ষাতে আসে, ব্যাপারটি শয়তানের জন্য একটি উপযুক্ত সুযোগ হয়ে যায়, সে তখন উভয়ের মনে কুমতলব সৃষ্টি করিয়ে দেয়, তাদের যৌন উত্তেজনাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে, লাজ-লজ্জা ও শ্লীলতা ত্যাগ করে কুকর্মে জড়িত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

(ফয়জুল কদীর শরহু জামিউছ ছগীর, ৩য় খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, ২৭৯৫ নং হাদীসের পাদটিকা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত **'বাহারে শরীয়াত'** ৩য় খন্ডের **১৬**তম অংশের **৪৪৯** পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: পর নারীর সাথে একাকীত্বে অর্থাৎ উভয়ের একই ঘরে অবস্থান করা হারাম, সে যদি একেবারেই বৃদ্ধা এবং যৌন উত্তেজনার ব্যাপারে অপারগ হয়ে থাকে তবে একাকীত্বে অবস্থান হতে পারে। নিজের স্ত্রীকে বায়িন তালাক দেওয়ার পর তার সাথে ঘরে একাকীত্বে অবস্থান করা না-জায়িয। অন্য কোন ঘরের ব্যবস্থা না থাকলে তারা উভয়ের

মাঝখানে পর্দার ব্যবস্থা করে নিতে হবে, তারা উভয়ে নিজ নিজ জায়গায় থাকবে, এরূপ ব্যবস্থা তখনই নেবে স্বামী যদি ফাসিক না হয়ে থাকে আর যদি সে ফাসিক হয়ে থাকে, তবে সেখানে এমন একজন মহিলাও থাকতে হবে যে স্বামীকে তার স্ত্রীর প্রতি গমন করতে বাঁধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে। পক্ষান্তরে মুহরিমদের (যাদের সাথে বিয়ে করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ) সাথে একাকীত্বে অবস্থান করা জায়িয রয়েছে অর্থাৎ উভয় এক ঘরে একাকী থাকতে পারবে কিন্তু দুধ-বোন ও শ্বশুরের সাথে একাকীত্বে অবস্থান করা জায়িয নাই, যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর অন্য সংসারের প্রাপ্তবয়স্ক কন্যার সাথেও একাকীত্বে অবস্থান করারও এই হুকুম।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৬তম অংশ, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

অজ্ঞতার চেয়ে বড় কোন দুঃখ ও গুনাহ্র চেয়ে বড় কোন রোগ নাই

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদা মিম্বরে দাঁড়িয়ে হামদ ও সানার পর ঘোষণা করলেন: "হে লোকেরা! অজ্ঞতার চেয়ে বড় কোন দুঃখ ও গুনাহের চেয়ে বড় কোন রোগ নাই আর মৃত্যুর ভয়ের চেয়ে বড় কোন ভীতি নাই।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

গুনাহের পর গুনাহ্ করতে থাকা ধ্বংসাত্মক

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদা এক খোৎবায় ঘোষণা করেন: "হে লোকেরা! যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজ করলো, সে যেন **আল্লাহ পাকের** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবা করে নেয়, আবারো গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করে নেয়, আবারো হলে আবারো তাওবা করে, কিন্তু মনে রাখবে যে, গুনাহের পর গুনাহ করতে থাকা নিকৃষ্টতর ধ্বংসাত্মক বিষয়। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহের পরিণাম ধ্বংস আর লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়, মৃত্যু এবং প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে দুনিয়ার সব ধরনের ভোগ-বিলাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কবরের ভয়াবহ অন্ধকার গর্তে একাকী গিয়ে শুয়ার পূর্বে আমাদের উচিত সেই গুনাহগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এজন্য আবশ্যক যে, আমরা যেনো মহান **আল্লাহর**

দরবারে তাওবা করি, কেননা সত্যিকার তাওবা এমন যে, যা যেকোন ধরনের গুনাহকে মানুষের আমলনামা থেকে ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করে দেয়। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ অর্থাৎ গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি এমন যে, যেনো যে কোন গুনাহই করেনি।"

(আস সুনানাল কুবরা, কিতাবুশ শাহাদাত, নম্বর- ২০৫৬১, ১ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

তাওবার দরজা বন্ধ হয় না

কোন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে জিজ্ঞাসা করলো: এক ব্যক্তি গুনাহ করলো, তার জন্য কি তাওবার কোন ব্যবস্থা রয়েছে? হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। অতঃপর পুনরায় এদিকে দৃষ্টি ফিরাতেই দেখা গেলো, তাঁর দুখানি চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে, বললেন: জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, সব কটি খুলে আর বন্ধ হয়, কিন্তু তাওবার দরজা ছাড়া, এ কারণেই যে, তাওবার দরজায় একজন ফিরিশতা নিযুক্ত আছেন, তাই নেক আমল করতে থাকো আর নিরাশ হয়ো না।[১]

(মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুস সাবি আশর ফি বাবিল আমানাতি ওয়াত তাওবাতি, ৬১-৬২ পৃষ্ঠা)

গুনাহোঁ সে ভরপুর নামা হে মেরা
মুঝে বখশ দেয় কর করম ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেয়ামতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উত্তম ইবাদত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযীয বিন আবু দাঊদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলেন: اَلْفِكْرَةُ فِىْ نِعَمِ اللهِ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ নেয়ামতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উত্তম ইবাদত। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৩ পৃষ্ঠা)

১. তাওবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা 'নদীর আওয়াজ' এবং ১৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'তাওবা কি রেওয়ায়াত ও হিকায়াত' কিতাবটি অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

দারিদ্রতার ক্রন্দনরতকে অনন্য নসিহত

এক ব্যক্তি কোন বুযুর্গের খেদমতে নিজের দারিদ্রতার অভিযোগ করলো, তখন তিনি তাকে **আল্লাহ পাক** কর্তৃক প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে বললেন: তুমি কি তোমার চোখ দুটো দিয়ে দিতে প্রস্তুত? বিনিময়ে দশ হাজার দিরহাম পাবে। সে বললো: কখনোই তা হবে না। তিনি বললেন: তবে না হয় তোমার জ্ঞান দিয়ে দাও, বিনিময়ে নাও দশ হাজার দিরহাম। সে বললো: কখনো না। বললেন: তোমার হাত দিয়ে দাও, নাও দশ হাজার দিরহাম! সে বললো: কোন ভাবেই হবে না। বললেন: তোমার কানটা না হয় দিয়ে দাও, দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে? সে বললো: এটা কখনও হতে পারে না। বললেন: তবে তোমার পা দুইখানি দিয়ে দাও, তোমাকে দেওয়া হবে দশ হাজার দিরহাম। সে বললো: তাও হবে না। এখন তিনি বললেন: পঞ্চাশ হাজার দিরহামের সম্পদ তো তোমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে, তবুও কি তুমি দারিদ্রতার অভিযোগ করতে পারো।

(কীমিইয়ায়ে সাআদত, ২য় খন্ড, ৮০৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই আমরা যদি আমাদের অস্তিত্ব এবং আশপাশের পরিবেশের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমরা বুঝবো যে, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে কত নেয়ামতরাজি দিয়ে ধন্য করে রেখেছেন।

কে কাকে দেখবে?

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তির মাঝে দু’টি অভ্যাস থাকবে, তাকে **আল্লাহ পাক** কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল হিসাবে পরিগণিত করে নেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে বড় কাউকে দেখলে তার অনুসরণ করে আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে নিচের কাউকে দেখলে **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এই কারণে যে, **আল্লাহ পাক** তাকে ঐ লোকের চেয়ে মহত্ব দান করেছেন, তখন **আল্লাহ পাক** তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের দলভূক্ত করে নেন আর যে ব্যক্তি দ্বীনের ক্ষেত্রে নিজের তুলনায় নিচে দেখবে এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিজের তুলনায় বড়কে দেখবে তবে না পাওয়া দুনিয়ার দুর্ভাবনা ও আক্ষেপ করে, **আল্লাহ পাক** তাকে অকৃতজ্ঞ ও অধৈর্য্য হিসাবে পরিগণিত করবেন।”

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৫২০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেসব ব্যক্তি নেক আমল করার ক্ষেত্রে দুর্বল তারা যেন নেকীতে অগ্রসর ব্যক্তিদের দেখে ঈর্ষা করে, তাদের ন্যায় নেক আমল বৃদ্ধির চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যায় আর রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের উচিত নিজের চাইতে বেশি অসুস্থদের প্রতি তাকিয়ে **আল্লাহ পাকের** দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যে, আমি অমুকের তুলনায় কম কষ্টে আছি। যেমন; জোড়ার ব্যথার রোগী পেটের ব্যথার রোগীর কথা ভাববে যে, সে আমার চেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করছে, টিবি রোগী ক্যান্সার রোগীর কথা ভাববে যে, সে বেচারা আমার চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে। যার একটি হাত কাটা গেছে, সে ভাববে উভয় হাত যার নাই তার কথা, যার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, সে ভাববে যার দুচোখই নাই তার কথা। কম উপার্জন করা লোক বেকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, ফ্ল্যাটে থাকা লোকেরা দালানে থাকা লোকদের প্রতি বরং ঘর-বাড়ীহীন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। মনে মনে হয়ত কেউ ভাবতে পারে যে, অন্ধ আর ক্যান্সার রোগী কাদের প্রতি তাকাবে। তারাও নিজের তুলনায় বেশি কষ্ট যারা ভোগ করছে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। যেমন; অন্ধরা তাদের প্রতি তাকাবে, যারা অন্ধও আবার বিকলাঙ্গও। অনুরূপভাবে ক্যান্সারের রোগী তাদের প্রতি তাকাবে, যার ক্যান্সারও রয়েছে আবার হৃদরোগও। মোটকথা এই দুনিয়ায় যেকোন আপদের চাইতে বড় আরেকটি আপদ পাওয়া যাবেই। **আল্লাহ পাকের** শপথ! সব চাইতে বড় আপদ হলো কুফরি, কোন মুসলমান যত বড় রোগেই আক্রান্ত হোক না কেন, সে **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে যে, **তিনি** আমাকে ঈমানের নেয়ামত দান করেছেন আর কুফরের গুনাহ্ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

আছল বরবাদ কুন আমরায গুনাহোঁ কে হেঁ,
ভাই কিউঁ উস কো ফরামোশ কিয়া জাতা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আপন বুযুর্গদের আঁচল ধরে রাখুন

ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমাদের বুযুর্গদের মতামতকে সুদৃঢ়ভাবে মেনে নাও,

তাদের পরিপন্থি চলা থেকে বিরত থাকো, কেননা তারা তোমাদের তুলনায় উত্তম ও সেরা জ্ঞানী। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে বুযুর্গানে দ্বীনদের আঁচলকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখাতে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের বযুর্গদের সাথে বরকত নিহিত রয়েছে।"

(আলমুস্তাদরিক লিল হাকিম, কিতাবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ২১৮)

তিনটি উপদেশ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সিরিয়ায় মাটির বানানো মিম্বরে উঠে খোৎবা দান করেন, খোৎবায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হামদ ও সানার পর বলেন: (১) হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের ভিতরের পরিশুদ্ধি করে নাও, তবেই তোমাদের বাইরের সংশোধন হয়ে যাবে। (২) তোমরা তোমাদের আখিরাতের জন্য কাজ করে যাও, তা তোমাদের দুনিয়ার জন্যও যথেষ্ট হয়ে যাবে। (৩) এ কথা সত্য জানবে, যে ব্যক্তির পিতা থেকে শুরু করে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পর্যন্ত কেউই জীবিত নাই, মৃত্যু তার কাছে আসবেই।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

অন্তরের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মনে রেখো! শরীরে এক মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন তা বিশুদ্ধ হয়ে যায় তখন পুরো শরীর বিশুদ্ধ হয়ে যায়, যদি তা বিগড়ে যায়, তবে পুরো শরীরই বিগড়ে যায়। শোনে রেখো! তা হলো অন্তর।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নংঃ ৫২. ১ম খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উক্ত হাদীস শরীফের টীকায় লিখেন: অর্থাৎ অন্তর হলো রাজা আর শরীর হলো তার প্রজা। রাজার সংশোধন হয়ে গেলে যেমন সমস্ত রাজ্যই সংশোধন হয়ে যায়, তেমনিভাবে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়ে গেলে সমস্ত শরীর ঠিক হয়ে যায়, অন্তর কোন

কিছুর ইচ্ছা পোষণ করে আর শরীর তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, তাই সূফীগণ অন্তরের পরিশুদ্ধির প্রতি বেশি জোর দিয়ে থাকেন। (মিরআতুল মানাজীহ, ৪র্থ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: তোমাদেরকে এর নিরাপত্তা, এর সংশোধন এবং একে পরিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করা আবশ্যক, কেননা অন্তরের ব্যাপারটি অন্যসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় অধিক ভয়াবহ আর এর প্রভাব অন্যসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে বেশি। (তিনি আরও লিখেন) মানুষের জাহেরী আমলের সাথে বাতেনী বৈশিষ্ট্যাবলীর একটি বিশেষ সম্পর্ক অবশ্যই রয়েছে। যদি বাতিন খারাপ হয়ে থাকে, তবে জাহেরী আমলগুলোও খারাপই হবে, বাতিন যদি হিংসা, রিয়া এবং অহংকার ইত্যাদি দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র হয়ে থাকে, তবে জাহেরী আমলও পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কেউ যদি নিজের ভাল ভাল আমলগুলোকে **রব তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহ বলে মনে করে তবে ভাল কথা, পক্ষান্তরে সেগুলোকে যদি তার নিজের দক্ষতা ও অর্জন বলে মনে করে তবে আত্মপ্রশংসার কারণে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে, এ কারণেই যতক্ষণ পর্যন্ত বাতেনী ব্যাপারগুলোর সাথে জাহেরী আমলগুলোর সম্পর্ক, বাতেনী গুণাবলীর জাহেরী আমলে প্রভাব এবং বাতেনী গুণাবলী দ্বারা জাহেরী আমলের নিরাপত্তার ধরন ইত্যাদি বুঝা না যায়, তবে জাহেরী আমলগুলোও পরিশুদ্ধ হতে পারে না।

(মিনহাজুল আবেদ্বীন, ১৩, ৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষমা চাইতে হয় এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকো

হযরত সায়্যিদুনা মুইমুন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বলেছিলেন: اِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ অর্থাৎ এমন কাজ থেকে বিরত থাকো, যাতে ক্ষমা চাইতে হয়। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই যেকোন কাজের পূর্বে সে কাজটির পরিণতি কী হবে সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা আমাদের অনেক ব্যর্থতা আর লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে।

উপদেশের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কোন ব্যক্তি উপদেশমূলক একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, এর উত্তরে লিখেছিলেন: "পরসমাচার! আপনার চিঠিটি আমি পেয়েছি, যাতে আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করেছেন এবং সেই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যা আমার অংশ (অর্থাৎ মনোযোগ দিয়ে শোনার) আর যা আপনার দায়িত্বে হকও বটে (অর্থাৎ উপদেশ প্রদান করা)। আপনি সেই উপদেশনামার মাধ্যমে উত্তম প্রতিদান পেয়ে গেছেন, উপদেশ অবশ্যই সদকাস্বরূপ, বরং প্রতিদান ও সাওয়াবের দিক থেকে তার চেয়েও বেশি, কেননা এর উপকার সর্বাধিক স্থায়ী আর তা অপরটির তুলনায় উত্তম সঞ্চয়স্থলও এবং মুমিনের জন্য এরচেয়েও বড় হক। কোন মুমিন কর্তৃক আপন ভাইকে উপদেশ স্বরূপ একটি কথা বলে দেওয়া যা দ্বারা তার হেদায়ত লাভের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, সেই সম্পদ থেকে নিঃসন্দেহে উত্তম যা তার আপন ভাইকে সদকা করে, চাই সে সেই সদকার মুখাপেক্ষীও হয়ে থাকে আর তোমাদের ভাইয়ের ওয়াজ-নসিহত দ্বারা যা উপদেশ পাবে, তা এই দুনিয়া থেকে অনেক গুণে উত্তম যা তোমাদের সম্পদ থেকে তারা পাবে আর তোমার ভাই তোমার ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ পাবে এটি তার জন্য তোমার সদকার মাধ্যমে নিজের সম্পদহীনতা দূর করতে পারা থেকে অনেকাংশে উত্তম। সুতরাং যাকে উপদেশ দেবে নিজের উপর হক মনে করে তা করবে। কিন্তু আপনি যখন অপর কাউকে উপদেশ দিবেন তার উপর নিজেও আমল করবেন, আপনার উপমা সেই বিজ্ঞ ডাক্তারের মতই হওয়া উচিত যিনি ভালভাবেই জানেন যে, ঔষধ ভুল ভাবে প্রয়োগ হলে রোগীর অবস্থা উল্টো মারাত্মক রূপ ধারণ করবে, নিজেকেও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে তুলবে আর যদি যথাযথ ঔষধ প্রয়োগে গড়িমসি করে তবে মুর্খতায় পর্যবসিত হবে এবং তিনি যখন কোন পাগলের চিকিৎসা করবেন তখন এমন খোলাখোলি ভাবে চিকিৎসা শুরু করবেন না, বরং তার হাত-পা বেঁধে করবে, কেননা তিনি ভয় করবেন যে, এই ভাল কাজটি করতে গিয়ে কখন জানি এর মন্দ আচরণ শুরু হয়ে যায়, সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তার কাজের মূল চাবিকাঠি। মনে রাখতে হবে, দরজায় তালা এই কারণেই লাগানো হয় না যে,

তালাটি সর্বদা বন্ধ থাকারই জিনিস, কখনো খুলবার বস্তু নয়। এ কারণেও নয় যে, সর্বদা খোলা থাকবে, বন্ধ হবে না, বরং এ কারণেই লাগানো হয় যে, সেটি সময় মত বন্ধ করা হবে, আবার সময় মত খোলাও যাবে। وَالسَّلَام (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১১৩ পৃষ্ঠা)

আমল কা হো জযবা আতা ইয়া ইলাহী!
গুনাহোঁ সে মুঝ কো বাঁচা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তর নাড়া দেয়ার মতো উপদেশ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কারো ইন্তিকালের সংবাদ পেলেন, অতঃপর পুনরায় সংবাদ পেলেন যে, প্রথম সংবাদটি ভুল ছিলো (অর্থাৎ লোকটি জীবিত আছে)। এতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে চিঠি লিখেন: আমরা এমন এক সংবাদ পেয়েছিলাম, যা শুনে তোমার সমস্ত ভাইয়েরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, পরে আবার সংবাদ পেলাম যে, প্রথম সংবাদটি ভুল ছিলো। এতে আমরা খুশি হয়েছি, যদিও এই আনন্দটি অতি অল্প সময়ের জন্যই, কিছুদিন পর একই সংবাদ আসবে, যা দিয়ে প্রথম আসা সংবাদের সত্যায়ন হয়ে যাবে (অর্থাৎ এখন হোক আর পরে মৃত্যু তো আসবেই)। হে আমার ভাই! তোমার উদাহরণ সেই ব্যক্তিরই ন্যায় যে ব্যক্তি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে নিয়েছে, পরে আবার (দুনিয়ায়) ফিরে আসার আবেদন করেছে আর জীবিত থাকার অনুমতিও পেয়ে গেছে। প্রকাশ্য যে, এমন ব্যক্তি কাল বিলম্ব না করে (আখিরাতের) প্রস্তুতি গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যাবে আর যতদূর সম্ভব নিজের সর্বনিকৃষ্ট সম্পদ দিয়ে হলেও চিরস্থায়ী আবাসের (আখিরাতের) পাথেয় তৈরিতে আত্মনিয়োগ করবে এবং সে বুঝবে যে, তার সম্পদগুলোর মধ্য থেকে সেগুলোই কেবল তার যা সে পূর্বে পাঠিয়ে দিয়েছে, কেননা এমন লোকের বেলায় তো দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতিই হয়ে থাকে যার নিকট সামান্য কিছু সম্পদ থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের জন্য কিছুই থাকে না (অর্থাৎ তার আখিরাতের জন্য কিছুই পাঠায়নি)। রাতদিন কেবল জীবনের দিনগুলো কাটতে এবং অমূল্য আয়ূকে অতিবাহিত করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে আর এই

দিন আর রাত এমনিভাবে আবর্তন করতে থাকবে আর মানুষজনকে ধ্বংস করে ছাড়বে, এই দিন আর রাত অনেক উম্মতের সঙ্গী ছিলো, কিন্তু তারা সবাই আপন আপন **রবের** নিকট গিয়ে পৌঁছেছে এবং নিজ নিজ ভালমন্দের পরিণাম ভোগ করেছে কিন্তু রাত আর দিন আগের মতই নিত্য নতুন রয়েছে, যা তাদেরকে ধ্বংস করেছে, তাদের কেউ আবার এই দিন আর রাতকে ধ্বংস করতে পারেনি আর যাদের উপর এই দিন আর রাত অতিবাহিত হয়েছে তাদের কেউ এগুলোকে ধ্বংস করতে পারেনি, এই দিন আর রাত যথারীতি বিগত লোকদের ন্যায় অবশিষ্ট সকল লোকদের সাথে একই আচরণ করার জন্য সদা প্রস্তুত, যে আচরণ পূর্বের লোকদের সাথে করেছে, তোমরা আজ নিজেদের অনেক সমবয়সী ও সমগোত্রীয় লোকদের মাঝে সম্মানিত হয়ে আছো, কিন্তু তোমাদের উপমা সেসব লোকদেরই ন্যায় যাদের এক একটি জোড়ার বাঁধন কেটে দেওয়া হয়েছে আর তাদের মাঝে কেবল জীবনের গতিই রয়ে গেছে এবং তারা সকাল-সন্ধ্যা আহ্বানের অপেক্ষাতেই রয়েছে, তাই আমরা সবাই নিজেদের মন্দ আমলের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করি। **আল্লাহ পাকের** গজব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমাদের নফসের শিক্ষা হওয়া উচিত। وَالسَّلَام

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১০৭ পৃষ্ঠা)

তু আপনি মওত কো মত ভুল কর সামান চলনে কা, জমিঁ কি খাক পর সোনা হে ইঁটোঁ কা সরহানা হে।
না বায়লী হো সেকে ভাই না বেটা বাপ তে মাঈ, তু কিউঁ ফিরতা হে সওদায়ী আমল নে কাম আনা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীনের পুত্রকে উপদেশ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফা হওয়ার পর নিজের পুত্র হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে একটি পত্র লিখেন: “আমি আমার পরবর্তীতে আমার উপদেশ ও অসিয়তের সব চেয়ে উপযুক্ত তোমাকেই মনে করছি আর তুমিই হচ্ছো সেগুলো রক্ষা করার সব চেয়ে বড় হকদার। **আল্লাহ পাক** আমার উপর বড়ই দয়া করেছেন আর যে সব নেয়ামত এখনো দান করা হয়নি সেগুলো আগামীতে দানও করবেন, তুমি **আল্লাহ পাকের** সেসব দয়ার কথা স্মরণ করো, যা **তিনি** তোমার এবং তোমার পিতার উপর করেছেন

আর তুমি তোমার পিতাকে সাহায্য করবে সেসব ব্যাপারে, যেগুলোতে সে সক্ষমতা রাখে এবং যেগুলোতে সে সক্ষমতা রাখে না।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৯৮ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই উপদেশ কঠোরভাবে পালন করেন আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মে সর্বদা সহায়তা প্রদান করেন। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিনিয়ে নেওয়া সম্পদসমূহ বনু উমাইয়ার ফিতনা ও ফ্যাসাদের ভয়ে ধীরে ধীরে তাদের মূল মালিকদের মাঝে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরই পরামর্শে তিনি সে কাজ সর্বপ্রথম সমাপ্ত করেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১২৬ পৃষ্ঠা)

সন্তানের মৃত্যু থেকে শিক্ষা গ্রহণ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সন্তানদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি ভালবাসতেন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে, বরং সিরিয়ার কতিপয় মাশায়িখ বলেন: আমাদের ধারণা মতে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইবাদতের আগ্রহ নিজ পুত্র হযরত আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইবাদত দেখে আরও বৃদ্ধি পেতো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৯৭ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলেন এবং রোগ ভয়াবহ আকার ধারণ করলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আগমন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: বাবা! তুমি কেমন আছো? তিনি সরাসরি বলে দিলেন: আমি ভাল আছি। তিনি নিজের বাস্তব অবস্থা পিতার নিকট প্রকাশ করলেন না, তিনি যেন মনে ব্যথা না পান। বললেন: বাবা! তোমার অবস্থার কথা সঠিক করে বলো, তুমি জানই যে, আমি তোমার ব্যাপারে **আল্লাহ পাকের** ইচ্ছার উপরই সন্তুষ্ট রয়েছি। সন্তান বললেন: আব্বাজান! সত্য কথা হলো, আমি নিজেকে দুনিয়া হতে বিদায় নেওয়ার সময় এসে গেছে বলে মনে করছি, এই কুশল বিনিময়ের পর পিতা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের জায়নামাযে গিয়ে বসলেন, তিনি তখন নামাযে, এদিকে হযরত আব্দুল মালিক ইন্তিকাল করলেন, মুযাহিম তাঁকে এ খবর দিলেন, সাথে সাথে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বেহুশ

www.dawateislami.net

হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুযাহিমকে তাকিদ করে রেখেছিলেন যে, তুমি যদি আমার থেকে স্বভাব বিরুদ্ধ কোন বিষয় দেখে থাকো, তবে আমাকে জানিয়ে দিবে। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাফন-দাফন সম্পন্ন করার পর মুযাহিম বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আজ আপনার একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করেছি, তা হলো, আপনি আব্দুল মালিকের নিকট এসে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি আপনার নিকট নিজের অবস্থা গোপন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁকে জোর করেছিলেন, তিনি যেনো তাঁর অবস্থার কথা আপানাকে সঠিকভাবে বলেন, কেননা তাঁর ব্যাপারে তকদীরের যে ফয়সালা হবে আপনি সেটিকে সর্বান্তকরণে মেনে নিবেন। অতঃপর তিনি যখন ইন্তিকাল করলেন আর আমি আপনাকে সংবাদ দিই, তখন আপনি বেহুশ হয়ে পড়ে যান। আপনি যদি তকদীরের ফয়সালায় সন্তুষ্টই থাকেন, তবে আপনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন কেন? আমীরুল মুমিনীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: কথা তো এটাই ছিলো যে, আমি **আল্লাহ পাক** কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে সন্তুষ্ট আছি, কিন্তু আমি যখন জানতে পারলাম যে, মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام আমার ঘরে এসে আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রকে নিয়ে যান তখনই আমি ভয় পেয়ে যাই। সে কারণে তখন আমার ওই অবস্থা হয়েছিলো, যা তুমি দেখেছো, বলতে পারো, মনোবেদনার কারণে ছিলো না বরং **আল্লাহ পাকের** ভয়ের কারণেই ছিলো সেই বেহুশ অবস্থা। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৯৬ পৃষ্ঠা)

আমরাও তোমাদের পরে আসছি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই এ কথা মনে করা মুর্খতা যে, আমরা কেবল অপরের মৃত্যুই দেখতে থাকবো। মনে রাখবেন! একদিন এমনও আসবে যে, আমাদেরও মৃতদেহ উঠানো হবে। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: “رُوْحُوْا فَإِنَّا غَادُوْنَ অর্থাৎ যাও! আমরাও তোমাদের পরে আসছি।” (আল হিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ম খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা) আসলেই রোজ উঠানো মৃতদেহ আমাদের জন্য ‘**নীরব মুবাল্লিগ**’ এর মতই।

জানাযা আগে আগে কেহ্ রাহা হে এ্যয় জাহাঁ ওয়ালো,
মেরে পিছে চলে আও তোমহারা রেহনুমা ম হোঁ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধোকায় পড়ে থেকো না

যতই দিন, মাস, বৎসর অতিক্রান্ত হতে রয়েছে, সেই সাথে দুনিয়াও আমাদের নিকট হতে দূরে সরে যাচ্ছে আর আখিরাত নিকটবর্তী হচ্ছে, কিন্তু আমরা দূরে সরে যেতে থাকার অভ্যর্থনায় লেগে আছি আর আসন্ন আখিরাতকে স্বাগতম জানানোর জন্য আমাদের কোন প্রস্তুতিই নেই, আপনি আপনার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে গনীমত বলে মনে করুন, গুনাহ্ থেকে তাওবা করে নেক আমল করাতে লিপ্ত হয়ে যান, এমন অনেক লোক রয়েছে যারা আগামী কালের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে লিপ্ত থাকে যে, এটি করবো ওটি করবো, পরে সেই 'আগামী কাল' তো আসে, কিন্তু সে তখন তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা কবরেরই বাসিন্দা হয়ে যায়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মনছুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক যুবককে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: "হে যুবক! তোমার যৌবন যেনো তোমাকে ধোঁকায় ফেলে না দেয়, কতো যুবকই না এমন ছিলো, যারা তাওবা করতে বিলম্ব করেছিলো আর দীর্ঘ আশা-ভরসা নিয়ে ছিলো, মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে তারা এ বলতো যে, আগামী কাল না হয় তাওবা করে নিবো, না হয় পরশু তাওবা করে নিবো। এমনকি সেই অলস অবস্থাতেই তারা মৃত্যুর মুখে পতিত হয়ে যায়, অন্ধকার কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। তাদেরকে তাদের সম্পদ, গোলাম, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা কোন উপকার করতে পারেনি। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾
اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾
(পারা: ১৯, সূরা: শুআরা, আয়াত: ৮৮, ৮৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যেদিন না ধন-সম্পদ কাজে আসবে, না পুত্রগণ; কিন্তু ওই ব্যক্তি, যে **আল্লাহর** সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, বাবু ফিল ইশক, ৩৪ পৃষ্ঠা)

আহ! হার লামহা গুনাহ কি কসরত ও ভরমার হে,
গালাবায়ে শয়তান হে অওর নফস বদ আতওয়ার হে।
জিন্দেগী কি শাম ঢলতি জা রাহি হে হায় নফস!
গরম রোজ ও শব গুনাহোঁ কা হি বস বাজার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধৈর্যের অনন্য উদাহরণ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পুত্রের ইন্তিকালেও ধৈর্যের এমন অনন্য উদাহরন প্রদর্শন করেছেন যে, লোকেরা আশ্চর্য হয়ে যান। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের পর তিনি যে খোতবা দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেন: "আব্দুল মালিক ছোটবেলা থেকে ওফাত পর্যন্ত আমার অন্তরের প্রশান্তি এবং আমার দু'নয়নের শীতলতা ছিলো, কিন্তু আজকের চেয়ে বেশি কোন দিন সে আমার দু'চোখে শীতলতা প্রদান করেনি।" অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সমস্ত রাজ্যে ঘোষণা পাঠিয়ে দিলেন যে, কেউ যেনো প্রলাপ না করে। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে যখন দাফন করা হচ্ছিলো তখন এক ব্যক্তি বাম হাতে ইশারা করে বলেছিলো: আমীরুল মুমিনীনকে **আল্লাহ পাক** এই ধৈর্যের প্রতিদান দান করুক। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছিলেন: কথাবার্তায় বাম হাত ব্যবহার করবে না, ডান হাতে করবে। ব্যক্তিটি নিজের অজান্তে বলে উঠলো: আমি আজ পর্যন্ত এর চাইতে আশ্চর্য কোন ঘটনা দেখিনি যে, কেউ তার পুত্রকে নিজ হাতে দাফন করছে, অথচ এরূপ শোকের মূহুর্তেও তার ডান আর বাম হাতের কথা খেয়াল রয়েছে। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৩০৩, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

পুত্রকে দাফন করার পর বক্তব্য

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদাকে যখন দাফন করা হয়ে গেলো, তখন তিনি আপন পুত্রের কবরের পাশে কিবলামুখি হয়ে বসে গেলেন, লোকেরা তাঁর চতুষ্পার্শে দাঁড়িয়ে গেলো, তিনি বললেন: "বাবা! **আল্লাহ পাক** তোমার প্রতি দয়া করুক, তুমি নিশ্চয় তোমার পিতার সাথে সদ্ব্যবহার

করতে, **আল্লাহ পাকের** শপথ! তুমি যখন **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে আমার পুত্র হয়েছিলে আমি তোমাকে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম, তার চেয়ে বেশি খুশি আজকের এই **আল্লাহ পাকের** নিকট নিজের অংশ পাওয়ার আশায় হচ্ছি যখন আমি নিজ হাতে তোমাকে এই ধাপে বা ঘরে রাখলাম, যা তোমার জন্য **আল্লাহ পাক** বানিয়েছেন, **আল্লাহ পাক** তোমার প্রতি দয়া করুক, তোমাকে ক্ষমা করে দিক, তোমার আমলের উত্তম প্রতিদান দিক, আমি **আল্লাহ পাকের** সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট, **তাঁর** আদেশ মেনে নিয়েছি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ, অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কবরস্থান থেকে ফিরে আসেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

সমবেদনার প্রতিক্রিয়া

লোকেরা সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতে সমবেদনার যতই শোকার্ত বাক্য ব্যবহার করতো, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের উত্তরে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করতেন। রবী বিন সামুরা তাঁর নিকট এসে বললেন: **আল্লাহ পাক** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক, আপনি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিকে কিছু দিনের ব্যবধানে এত বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে আমি আর দেখিনি, যার পুত্র, ভাই ও প্রিয় গোলাম একের পর এক ওফাত পেতে, **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি আপনার সন্তানের মতো সন্তান, গোলামের মতো গোলাম কোথাও দেখিনি। এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাথা নত করে নিলেন, লোকেরা রবীকে বললো: তুমি আমীরুল মুমিনীনকে অস্থির করে দিয়েছো। কিছুক্ষণ পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাথা তুলে বললেন: রবী! তুমি আবার বলো, যা তুমি এখন বললে। তিনি আবারও একই কথাগুলো বললেন। তখন তিনি বললেন: আমার পছন্দ নয় যে, তারা মারা না যাক। (অর্থাৎ আমি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট)। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত ঘটনা থেকে আমাদের মাদানী ফুল অর্জিত হলো, আমাদেরও উচিৎ, সমবেদনা জ্ঞাপনের বিপরীতে শুধুমাত্র ধৈর্যই প্রদর্শন করা। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের বুঝাতে গিয়ে

www.dawateislami.net

লিখেন: নিঃসন্দেহে মানুষের মৃত্যুর পর তার পরবর্তীদের জন্য খুব বড় পরীক্ষার বিষয় হয়ে থাকে, এমন সময় ধৈর্য ধারণ করা বিশেষ করে কথা বলাতে সতর্ক থাকা আবশ্যক, অধৈর্য হওয়াতে ধৈর্যের প্রতিদান তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্ত মৃত লোক তো পুনরায় ফিরে আসবে না। আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ হাদায়িকে বখশিশ শরীফে লিখেন:

আঁখে রো রো কে সু'জানে ওয়ালে,
জানে ওয়ালে নেহিঁ আনে ওয়ালে।

(কুফরিয়্যা কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ৪৯২ পৃষ্ঠা)

কিন্তু করার কী আছে, এমন মুর্খ লোকও দুনিয়ায় রয়েছে, যারা নিজের কোন নিকটজন যেমন; পিতা, মাতা, সন্তান, ভাই, বোনদের মৃত্যুতে ধৈর্যের আঁচল হাত থেকে ছেড়ে দেয়, তারা **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** ফিরিশতাদের উদ্দেশ্যে এমন সব অপমানজনক বাক্যও বলে দেয় যে, যার কারণে তাদের ঈমানও আর অবশিষ্ট থাকে না, এমন কিছু উদাহরন লক্ষ্য করুন, মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত '**কুফরিয়া কলেমাত কে বারে মেঁ সাওয়াল জাওয়াব**' কিতবাবের ৪৮৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

কারো মৃত্যুতে বলা কুফরি বাক্য সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

'আল্লাহ পাকের এমন করা উচিত হয়নি' বলা কেমন?

প্রশ্ন: ছোট ভাইয়ের মৃত্যুতে বড় ভাই মনের দুঃখ সইতে না পেরে বললো: '**আল্লাহ পাকের** এমন করা উচিত হয়নি'। এ ক্ষেত্রে বড় ভাইয়ের জন্য শরীয়াতের হুকুম কী?

উত্তর: এরূপ বলা কুফরি, কেননা উক্তিকারী **আল্লাহ পাকের** বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।

‘নেককার লোকদের আল্লাহরও প্রয়োজন হয়’ বলা কেমন?

প্রশ্ন: একজন নেককার নামাযী লোক মারা গেলো, এতে প্রতিবেশীরা বললো: ‘নেককার লোকদের **আল্লাহ পাক** তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে যান, কেননা তাদের **আল্লাহ পাকের**ও প্রয়োজন হয়।’ প্রতিবেশীর এ ধরনের উক্তি করা কেমন?

উত্তর: প্রতিবেশীর এই বাক্য কুফরি। ইসলামী আকীদা হলো, **আল্লাহ পাক** কারো মুখাপেক্ষী নন, **তিনি** অমুখাপেক্ষী। যেমনটি ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: কেউ মৃত সম্পর্কে বললো: “হে লোকেরা! **আল্লাহ পাকের** নিকট এর প্রয়োজন তোমাদের চেয়ে বেশি।” এরূপ বলা কুফরি। (মিনহুর রওজ, ৩১৮ পৃষ্ঠা)

‘তাকে হয়তো আল্লাহর প্রয়োজন ছিলো’ বলা কেমন?

প্রশ্ন: এক ফুটফুটে শিশু ছাদ থেকে পড়ে মারা গেলো, সমবেদনা জানাতে গিয়ে এক মহিলা বললো: ‘আপনার ফুলের মত শিশুটি হয়তো **আল্লাহ**র প্রয়োজন ছিলো, তাই **তিনি** তাকে নিয়ে গেছেন।” মহিলাটির এরূপ বলা কেমন?

উত্তর: মহিলাটি কুফরি উক্তি করেছে। ফুকহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: কারো পুত্র সন্তান মারা গেলো, সে বললো: “হয়তো **আল্লাহ পাকের** নিকট তার প্রয়োজন ছিলো।” এই বাক্যটি কুফরি। কেননা উক্তিকারী **আল্লাহ পাক**কে মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করেছে। (আল বাযযাযিয়া আলা হামিশিল ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা)

‘হে আল্লাহ! তোমার কি শিশুদের প্রতিও মায়া হলো না!’ বলা কেমন?

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি মারা গেলো। তার বিধবা স্ত্রী খুবই কান্নাকাটি করতে লাগলো এবং চিৎকার করে করে বলতে লাগলো: “হে **আল্লাহ!** তোমার কি আমার ছোট ছোট শিশুদের প্রতিও মায়া হলো না!” বিধবাটির জন্য শরীয়াতের হুকুম কী?

উত্তর: বিধবা মহিলাটি উপর কুফরির হুকুম বর্তাবে, কেননা সে **আল্লাহ পাক**কে অত্যাচারী সাব্যস্ত করেছে।

‘হে আল্লাহ! তোমার কি ভরা যৌবনের প্রতিও দয়া হলো না’ বলা

প্রশ্ন: কোন যুবক মারা গেলো। তার শোকার্ত মা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো: “হে **আল্লাহ!** তার ভরা যৌবনের প্রতিও কি তোমার দয়া হলো না! যদি তোমার নিতেই হতো তবে তার বুড়ো দাদী বা বুড়ো নানাকে নিয়ে যেতে!” শোকার্ত মায়ের এই উক্তিটি কেমন?

উত্তর: এরূপ উক্তি কুফরিতেই ভরপুর।

‘হে আল্লাহ! আমরা তোমার কী ক্ষতি করেছি’ বলার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন: এক ঘরে সামান্য সময়ের ব্যবধানে দু’জন মারা গেলো। এতে ঘরের বড় বৌ বিড়বিড় করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো: “হে **আল্লাহ!** আমরা তোমার কী ক্ষতি করেছি! শেষ পর্যন্ত মালাকুল মওতকে আমাদের ঘরের পেছনেই কেন লেলিয়ে দিয়েছো!” বড় বৌয়ের এরূপ উক্তিতে শরীয়াতের বিধান কী?

উত্তর: বড় বৌয়ের উক্তি **আল্লাহ পাককে** অপমান এবং **তাঁর** বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বলিত এবং **আল্লাহ পাকের** অপমান এবং **তাঁর** বিরুদ্ধে অভিযোগ করা কুফরি। (কুফরিয়া কলেমাত কে বারে মেঁ সাওয়াল জাওয়াব, ৪৮৯ পৃষ্ঠা)

ভালবাসার মানদন্ড

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ইন্তিকালের পর যখন একবার আমীরুল মুমিনীনের মুখ থেকে তাঁর সম্পর্কে ভাল ভাল কথা বের হয়, তখন মুসলিমা বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! তিনি যদি জীবিত থাকতেন তবে তাঁকে কি আপনি খেলাফতের দায়িত্ব দান করতেন? উত্তরে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: না। তিনি বললেন: না কেন? আপনি তো তাঁর অনেক প্রশংসা করছেন। বললেন: আমার ভয় ছিলো যে, সে অত্যধিক ভালবাসার কারণে প্রিয় হচ্ছে না তো! (তারিখুল খুলাফা, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্কের কারণে মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি বা কোন আত্মীয়কে ভালবাসা প্রদর্শন করাও সাওয়াবের কাজ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এতে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি পাওয়ার নিয়্যত থাকবে না। প্রসিদ্ধ

মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোন বান্দাকে শুধু এই কারণেই ভালবাসবেন, **আল্লাহ পাক** যেন আপনার উপর সন্তুষ্ট হন, সেই ভালবাসায় দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য কিংবা রিয়া (লোক দেখানো ভাব) থাকতে পারবে না, এই ধরনের ভালবাসায় মাতা-পিতা, সন্তান-সন্তুতি, আত্মীয়-স্বজনসহ মুসলমানদের সহিত ভালবাসা সবই অন্তর্ভুক্ত, যদি সেই ভালবাসা হয়ে থাকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বার্তা

আবু হাম্মাম নামের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন; আমি হজ্বের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম, হেরম শরীফ পৌঁছে আমি হজ্বের আনুসাঙ্গিকতাগুলো আদায় করলাম, হারামাইনে তাইয়্যেবাইন থেকে বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলে আমি নফল আদায় করার জন্য '**আবতাখে**'র নিকট গমন করলাম। নফল পড়ার পর সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বসতেই আমার তন্দ্রাভাব এসে যায়, কপালের চোখ বন্ধ হতেই অন্তরের চোখ খুলে গেলো, আমি **নবীদের সর্দার, উভয় জাহানের তাজেদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নূরানী চেহারা আর মুচকি হাসি মাখা অবয়বে স্বপ্নে দেখলাম, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে সৌভাগ্যবান! **আল্লাহ পাক** তোমার প্রচেষ্টা কবুল করে নিয়েছেন, তুমি ওমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট গমন করে তাকে বলবে: আমার নিকট তোমার তিনটি নাম রয়েছে: (১) ওমর বিন আব্দুল আযীয (২) আমীরুল মুমিনীন (৩) আবুল ইয়াতামা (এতিমদের রক্ষণাবেক্ষণকারী)। হে ওমর বিন আব্দুল আযীয! সাম্প্রদায়িক সর্দারদের উপর এবং টেক্স সংগ্রহকারীদের প্রতি কঠোর থাকবে।" এই কথাগুলো বলে **সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন, রহিমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফিরে গেলেন, আমি জাগ্রত হয়ে আমার বন্ধু-বান্ধবদের নিকট গিয়ে বললাম: যাও! **আল্লাহ পাকের** বরকত সহকারে স্বদেশে ফিরে যাও! আমি কোন কারণে তোমাদের সাথে যেতে পারছি না, অতঃপর আমি সিরিয়াগামী কাফেলার সাথে শরিক হয়ে যাই, দামেশকে এসে

আমীরুল মুমিনীনের বাসস্থান জেনে নিই, সূর্য স্থির হওয়ার কিছুক্ষণ পর আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছি, বাইরের দরজার পাশে এক লোক বসা অবস্থায় ছিলো, আমি তাকে বললাম: আমীরুল মুমিনীনের নিকট আমার উপস্থিতির অনুমতি নিয়ে আসুন, তিনি বললেন: তাঁর নিকট যাবার সময় আপনাকে কেউ বাধা দিবে না, কিন্তু তিনি এখনো লোকজনের সমস্যাদি সমাধানে ব্যস্ত রয়েছেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাই ভাল হবে, তিনি যখনই বিরতি পাবেন আমি আপনাকে বলবো আর যদি এক্ষুনি যেতে চান তা আপনার মর্জি। আমি অপেক্ষা করতে রইলাম, কিছুক্ষণ পর বলা হলো, আমীরুল মুমিনীন লোকজনের সমস্যাদি সমাধানের কাজ শেষ করেছেন, এবার আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম আরয করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কে?" আমি বললাম: "আমি **আল্লাহ**র **রাসুলে**র একজন দূত, আপনার নিকট **তাঁর** বার্তা নিয়ে এসেছি।" এ কথা শুনতেই তিনি আমার দিকে তাকালেন, সে সময় তিনি পানি পান করছিলেন, তৎক্ষণাৎ পেয়ালাটি একদিকে রেখে দিলেন, আমাকে তিনি মঙ্গলের দোয়া করলেন, অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসতে দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কোত্থেকে এসেছেন?" আমি বললাম: "আমি বসরার অধিবাসী।" জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কোন গোত্রের লোক?" আমি বললাম:" অমুক গোত্রের।" বললেন: "সেখানে এই বৎসর গমের ফলন কেমন হয়েছে? আপনাদের যব চাষের খবর কী? সেখানকার আঙ্গুর কেমন? সেখানকার খেজুরগুলো কেমন? ঘৃত কেমন? সেখানকার চাষাবাদের হাতিয়ার আর বীজের কী অবস্থা?" মোট কথা তিনি বেচা-কেনা হয় এমন সব বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সেসব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা শেষে তিনি প্রথমোক্ত বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করলেন, বললেন: "আপনার মঙ্গল হোক! আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহান বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন।" আমি বললাম: "হুযুর! স্বপ্নে আমি যে বার্তা পেয়েছি, তা নিয়েই আমি আপনার নিকট এসে উপস্থিত হয়েছি।" অতঃপর আমি **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারসহ এখানে আসা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা তাঁকে খুলে বললাম। আমার মনে হলো, তিনি আমার উপর ভরসা করতে পেরেছেন আর তাঁর নিকট আমার সমস্ত কথাই সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তিনি বললেন: "আপনি আমার

www.dawateislami.net

নিকট রয়ে যান, আমি আপনার ভাল-মন্দ দেখবো।” আমি বললাম: “হুযুর! আমি বার্তা নিয়েই এখানে এসেছিলাম, এবার আমি আমার দায়িত্ব শেষ করেছি, আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক।” তিনি আমাকে সেখানে রেখে ভিতরে গেলেন, ফিরে এসে তিনি চল্লিশ দ্বীনারের একটি থলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: “এখন এ কয়টি দীনার ছাড়া আর কিছু নাই, আপনি এটি উপহার স্বরূপ গ্রহণ করে নিন।”

আমি বললাম: **“খোদার কসম!** আমি কখনেই **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বার্তা নিয়ে আসার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করবো না।” অনেক জোর করা সত্ত্বেও আমি সে দীনারে হাতটাও স্পর্শ করলাম না, আমি শুধু চলে আসার জন্য অনমুতি চাইলাম এবং বিদায়ী সালাম দিয়ে উঠতে লাগলাম এমন সময় হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আমাকে তাঁর বুকের সাথে লাগিয়ে নিলেন, তিনি দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিলেন এবং অশ্রুসজল চোখে আমাকে বিদায় দিলেন। এই কামিল ওলীর সাথে সাক্ষাতের পর আমার অন্তরে তাঁর প্রেম ও শ্রদ্ধা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। বসরা পৌঁছার কিছু দিন পরেই আমার নিকট হৃদয়-বিদারক সংবাদ আসে যে, ওলীয়ে কামিল, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কোটি কোটি অন্তরকে শোকাহত করে এই দুনিয়া হতে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছেন।” اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ তাঁর বিরহে সকলেই অশ্রুসজল ছিলো।

আরশ পর ধূমেঁ মাচেঁ, উয় মুমিনে সালেহ মিলা
ফরশ সে মাতম উঠে, উয় তৈয়্যব ও তাহের গেয়া

অতঃপর আমি মুজাহিদদের সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে রোম চলে গেলাম। সেখানে আমি সেই ব্যক্তিকে পেলাম যিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর দরজায় বসা অবস্থায় ছিলেন এবং যার মাধ্যমে আমি অনুমতি নিয়েছিলাম। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি কিন্তু তিনি আমাকে চিনে নিলেন, তিনি আমার নিকটে এসে সালাম করলেন এবং বললেন: হে **আল্লাহর** বান্দা! **আল্লাহ পাক** আপনার স্বপ্নকে সত্যে রূপদান করেছেন। আমীরুল মুমিনীনের পুত্র আব্দুল মালিক

অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। আমি রাতের বেলায় তাঁর সেবা করার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। আমি যতক্ষণ তাঁর পাশে থাকতাম, আমীরুল মুমিনীন চলে যেতেন, নামায পড়তে থাকতেন। যখন তিনি নিজের সন্তানের নিকট আসতেন আমি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমি যেতেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরজা বন্ধ করে দিতেন এবং নামাযে লিপ্ত হয়ে যেতেন। **আল্লাহ পাকের** শপথ! একদিন আমি আমীরুল মুমিনীনের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বড় দুঃখ নিয়ে উচ্চ স্বরে কান্না করছিলেন। আমি ভয়ে দরজার দিকে লাফয়ে গেলাম, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। আমি বললাম: "হে আমীরুল মুমিনীন! আব্দুল মালিকের কি কোন সমস্যা হলো?" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বরাবরই কান্না করতে রইলেন এবং আমার কথায় একেবারেই ভ্রূক্ষেপ করলেন না। যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বস্তি ফিরে পান দরজা খুলে বললেন: "হে **আল্লাহ**র বান্দা! জেনে নাও! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** সেই বসরাবাসী লোকটির স্বপ্নকে বাস্তব করে দেখিয়েছেন। এখনই আমার **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হয়েছে। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে সে কথাই ইরশাদ করেছেন, যা সেই বসরাবাসী লোকটি আমাকে বলেছিলেন।" (উয়ূনুল হিকায়াত, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরুল মুমিনীনের মৃত্যুর ভাবনা

হযরত সায়্যিদুনা সালিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার রোম রাজ্য থেকে কিছু লোক (দূত) হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আগমন করেছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের বলেন: "আপনারা যখন কাউকে বাদশাহ সাব্যস্ত করেন, তখন তাঁর অবস্থা কেমন হয়?" তারা বললো: "আমরা যখন কাউকে আমাদের বাদশাহ ঘোষণা দিই, তখন তার নিকট একজন কবরখননকারী এসে বলে যে, হে বাদশাহ! আপনার পূর্বের বাদশাহ যখন সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন, তখন তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, আমার কবরটি এমন করে বানাবে আর

আমাকে এমন ভাবে দাফন করবে, অতএব কবর তৈরি করা হয়েছিলো, অতঃপর তার নিকট কাফন-বিক্রেতা এসে বলে, হে বাদশাহ্! আপনার পূর্বের বাদশাহ্ যখন সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন, তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই নিজের কাফন, সুগন্ধি এবং কাফুর ইত্যাদি ক্রয় করে নিয়েছিলেন, অতঃপর কাফন সেই জায়গাতেই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যেখানে সর্বদা চোখে পড়ে এবং মৃত্যুর কথা মনে আসে। হে মুসলমানদের আমীর! আমাদের বাদশাহ্রা তো এমনিভাবেই মৃত্যুকে স্মরণ করে থাকেন।” রোম দূতের এই কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: দেখুন যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাতের আশাও রাখে না, সে মৃত্যুকে কীভাবে স্মরণ করে, তার নিকট মৃত্যুর ভাবনা কীরূপ! এই ঘটনার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। (উয়ূনুল হিকায়াত, ৪২৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

মৃত্যুর জন্য দোয়া করালেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিরিয়ার বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ আবি যাকারিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর নিকট আগমনের দাওয়াত দিলেন। তিনি এলে তাঁকে বললেন: আপনি কি জানেন যে, আমি কেন আপনাকে কষ্ট দিলাম? উত্তরে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: না, আমি তো জানি না। বললেন: জরুরি একটি কাজ রয়েছে, কিন্তু আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তা বলবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি শপথ করবেন না যে, সে কাজটি আপনি অবশ্যই করবেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক করে বুঝিয়ে বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যা আদেশ দিবেন তা পালন করবো, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বরাবরই বলতে রইলেন, আগে শপথ করুন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন শপথ করলেন, তখন বললেন: আপনি দোয়া করুন! **আল্লাহ পাক** যেনো আমাকে মৃত্যু দেন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ আবি যাকারিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লাফিয়ে উঠে বললেন: তবে তো আমি একজন অতিশয় নিকৃষ্ট মুসলমান

হয়ে যাবো আর উম্মতে মুহাম্মদীর জঘন্য ঘৃনিত শত্রু হয়ে যাবো! বললেন: অনেক ভাল! হযরত! আপনি কিন্তু শপথ করেছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জন্য মৃত্যুর দোয়া করলেন। কিন্তু সাথে সাথে তিনি এও বললেন: হে **আল্লাহ পাক**! তুমি তাঁর পরে আমাকেও আর রাখবে না। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এক শিশু সন্তান সেখানে এসে পৌঁছায়। তখন তিনি বললেন: একেও, কেননা তাকে আমি খুবই ভালবাসি। তিনি শিশুটির জন্যও দোয়া করেলেন। অতএব পরক্ষণেই তাঁরা তিন জনেরই ওফাত লাভ করেন। (সীরাতে আব্দুল হিকম, ৯৫ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর আগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওফাতের কিছুদিন পূর্বে তাঁর ভাই সাহল, পুত্র আব্দুল মালিক এবং গোলাম মুযাহিমের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিলো। তাঁরা খেলাফতের দায়িত্ব পালনে তাঁকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন, একদিন জুমায় তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খোৎবা দেয়ার জন্য আগমন করলেন, লোকদের তিনি সংশোধন ও সাফল্যের প্রতি আহ্বান করলেন, কিন্তু লোকেরা এতে মনে কষ্ট অনুভব করলেন, তিনি এতে বিশেষ ভাবে দুঃখিত হলেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ঘরে চলে গেলেন, নিয়ম ছিলো যে, প্রতি জুমাবারে জুমার পরে তাঁর সাহেবজাদাগণ তাঁর নিকট কোরআন শরীফ পাঠ করতেন, অতএব তাঁরা নিত্যদিনকার ন্যায় কোরআন শরীফ পড়তে এলেন, সর্বপ্রথম যিনি তিলাওয়াত আরম্ভ করলেন, তিনি নিচের আয়াতগুলো পাঠ করলেন:

تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ ﴿۲﴾ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفۡسَكَ اَلَّا يَكُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۳﴾ اِنۡ نَّشَاۡ نُنَزِّلۡ عَلَيۡهِمۡ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتۡ اَعۡنَاقُهُمۡ لَهَا خٰضِعِيۡنَ ﴿۴﴾

(পারা: ১৯, সূরা: শুআরা, আয়াত: ২-৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এগুলো উজ্জ্বল কিতাবের আয়াত। এমন যেনো না হয় যে, আপনি আপন প্রাণ-বিনাশী হয়ে যাবেন এ দুঃখে যে, তারা ঈমান আনেনি! যদি আমি ইচ্ছা করি তবে আসমান থেকে তাদের উপর কোন নিদর্শন অবতারণ করবো, যাতে তাদের উঁচু উঁচু গ্রীবাগুলো সেটার সামনে বিনত হয়ে থেকে যাবে।

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমার এই পুত্রের মুখের পাঠ আমাকে শান্তনা দিলো। এতে তাঁর মনোবেদনা অনেকাংশে লাঘব হয়ে গেলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! ঐসব লোকেরা আমার বিরুদ্ধে বিগড়ে গেছে এবং আমিও তাদের বিরুদ্ধে বিগড়ে গেছি, অতএব আমাকে তাদের থেকে এবং তাদেরকে আমার থেকে শান্তি দিয়ে দাও। এই ঘটনার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বিতীয়বার মিম্বরে উঠার সুযোগ পাননি। এমনকি আখিরাতের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুযাহিম সেরা মন্ত্রী

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের পুত্র, আব্দুল মালিক, ভাই সাহল এবং আপন গোলাম মুযাহিমকে কিছু দিনের ব্যবধানেই কবরস্থ করেন, তখন সিরিয়ার কোন অধিবাসী তাঁকে বলেছিলো: পুত্রের মৃত্যুশোকে পেয়েছে আমীরুল মুমিনীনকে। **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি এমন কোন পুত্রই দেখিনি, যে পুত্র পিতার এতোই অনুগত ও সেবক হয়। এরপর আমীরুল মুমিনীন ভাইয়ের মৃত্যুশোকে পতিত হন। **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি এমন কোন ভাই দেখিনি, যে আপন ভাইয়ের প্রতি তার চাইতে বেশি উপকারী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি মুযাহিমের কথা উল্লেখ করেননি, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: কী ব্যাপার! আপনি যে মুযাহিমের কথা উল্লেখই করলেন না? অথচ তিনি আমার দৃষ্টিতে উক্ত দুই জনের চাইতে কম মর্যাদা রাখেন না, অতঃপর দুই কি তিনবার বললেন: মুযাহিম! **আল্লাহ পাক** তোমাকে রহমত করুক, তুমি আমাকে অনেক দুনিয়াবী চিন্তা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছো আর তুমি ছিলে আখিরাতের বিষয়ে সেরা একজন মন্ত্রী। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১০২ পৃষ্ঠা)

নিরাপদ মৃত্যুর ফরিয়াদ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে গেলে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পানির পাত্রের দিকে অগ্রসর হলেন, ভালভাবে অযু

করলেন, এরপর জায়নামাযে গিয়ে পৌঁছালেন, দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন, অতঃপর দোয়া করলেন: “হে **আল্লাহ!** তুমি আমার সাহায্যকারী সাহল, আব্দুল মালিক এবং মুযাহিমকে উঠিয়ে নিয়েছো, কিন্তু তাতে আমার ভালবাসা তোমার প্রতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে; কমেনি আর আমি তোমার নেয়ামতসমূহ পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছি, এবার তুমি আমাকেও নিরাপদ মৃত্যু দান করো। কারণ আমি কোন হক বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে চাই না আর না চাই এতে উদাসীনতা প্রদর্শন করতে।” অতএব তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই রোগ থেকে আর আরোগ্য লাভ করেননি, অবশেষে তিনি ওফাত লাভ করেন।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৯৭ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর জন্য ফরিয়াদ করা কেমন?

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: “দুনিয়াবী কোন বিপদে অতিষ্ট হয়ে মৃত্যু কামনা করবে না।” (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫৬৭১) আর মূলতঃ দুনিয়াবী দুঃখ-দুর্দশার কারণে অতিষ্ট হয়ে মৃত্যু কামনা করা ধৈর্য, সন্তুষ্টি, আনুগত্য ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি এবং না-জায়িয, পক্ষান্তরে দ্বীনি ক্ষতির ভয় থাকলে জায়িয। আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেন: “হাসিমুখে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে, এমনভাবে যে, মৃত্যু এলে অসম্মতি প্রকাশ করবে না, সে সময়ের অসম্মতি প্রকাশ অত্যন্ত জঘন্য, نَعُوْذُ بِاللهِ এতে মন্দ পরিণতির আশঙ্কা রয়েছে। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهٗ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ لِقَاءَهٗ’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সাক্ষাত পছন্দ করবে, **আল্লাহ পাক** তার সাক্ষাত পছন্দ করবেন এবং যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাত করা অপছন্দ করবে, **আল্লাহ পাকের** তার সাক্ষাত পছন্দ করবেন না।” হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا আরয করলেন: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে মৃত্যুকে অপছন্দ করে না?” **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মর্ম তা নয়; বরং যেই সময় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, সে সময়ের কথাই বলা হচ্ছে, সে সময়ে যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাতে মিলিত

হওয়াকে পছন্দ করবে, **আল্লাহ পাক** তার সাক্ষাতকে ভালবাসবে আর যদি অপছন্দ করে, তবে অপছন্দ।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১০৬৯) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা) হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: “নেক আমলের উপর ভরসা না থাকলে তোমাদের কেউ যেনো মৃত্যু কামনা না করে।” (মুসনাদে আহমদ, ৩য় খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৮৬১৫) আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: “মোট কথা এই যে, দুনিয়াবী অপকারিতা ও ক্ষতি থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে মৃত্যু কামনা করা না-জায়িয, কিন্তু দ্বীনি অপকারিতা ও ক্ষতির ভয় থাকলে মৃত্যু কামনা করা জায়িয রয়েছে।”

(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৯১ পৃষ্ঠা) (ফাযায়িলে দোয়া, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাঁকে কি জাদু করা হয়েছিলো?

রোগের প্রারম্ভে সকলের এই ধারণা ছিলো যে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জাদু করা হয়েছে, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই নিজের রোগের মূল কারণ সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। যেমন; একবার তিনি হযরত মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: “আমার ব্যাপারে লোকজনের কী ধারণা?” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তরে বলেছিলেন: “লোকজন মনে করে যে, আপনাকে জাদু করা হয়েছে।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন: “আমাকে জাদু করা হয়নি, আমার সেই সময়ের কথা মনে আছে যে, আমাকে বিষ দেওয়া হয়েছিলো।” অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন গোলামকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে বিষ প্রয়োগের কথা স্বীকার করে। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “তুমি আমাকে বিষ প্রয়োগে কেনো উৎসাহী হয়েছিলে?” সে বললো: “আমাকে এক হাজার দীনার প্রদানপূর্বক মুক্ত করে দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছিলো।” হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই দীনার নিয়ে বাইতুল মালে জমা করিয়ে দেয়ালেন এবং আপন হত্যাকারীকে বলে দিলেন: “তুমি এমন কোন স্থানে চলে যাও, যেখানে কেউ তোমাকে খুঁজে পাবে না।” (তারিখুল খুলাফা, ১৯৭ পৃষ্ঠা) ডাক্তার আনা হলে তিনিও রোগের কারণ স্বরূপ একই কথা বলেন এবং

চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩১৭ পৃষ্ঠা)

তাঁকে বিষ দেওয়া হয়েছিলো কেন?

ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ আত্মসাৎমূলক ভাবে মুসলমানদের যেসব জায়গা-জমি নিজেদের হস্তগত করে নিয়েছিলো, সেগুলো হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফা নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই অত্যন্ত কঠোর হস্তে ফিরিয়ে দেন, এতে করে তাদের মনে চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় কিন্তু তাদের এই অসন্তোষ শুধু ভাষা ও লেখায় সীমিত থাকলো না বরং তা এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের রূপ ধারণ করে আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত এই ষড়যন্ত্রেরই ফল ছিলো, অতএব তাঁর এক গোলামকে দিয়ে এক হাজার দিনারের বিনিময়ে তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়।

লোকজনের প্রতি সমবেদনা

আব্দুল হামিদ বিন সোহাইল বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চিকিৎসকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি আজ তাঁর প্রশ্রাব টেস্ট করেছেন? চিকিৎসক বললেন: লোকজনের প্রতি একান্ত সমবেদনা ব্যতীত তাঁর মাঝে আমি আর কোন রোগই দেখতে পাচ্ছি না। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

জামাবিহীন থাকতে হবে

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসুস্থ ছিলেন, মাসলামা বিন আব্দুল মালিক তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি দেখলেন তাঁর জামায় অনেক ময়লা, তিনি তাঁর সহোদরা এবং খলিফার স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিককে বললেন: তাঁর জামাটি ধুয়ে দাও, পরের দিনও তিনি তাঁকে দেখতে এসে তাঁর জামার এই অবস্থা দেখতে পেলেন, তাই তিনি আপন বোনের উপর অসন্তুষ্ট হলেন আর বললেন: ফাতেমা! আমি তোমাকে আমীরুল মুমিনীনের জামাটি ধুয়ে

দিতে বলিনি? লোকজন তাঁকে দেখতে আসেন। বোন তাঁকে উত্তর দিলেন: "وَاللهِ! مَالَهٗ قَمِيۡصٌ غَيۡرُهٗ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** শপথ! তাঁর নিকট ব্যস এই একটি জামাই রয়েছে।" অর্থাৎ এটি যদি তাঁর গা হতে খুলে নিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়, তবে সেটি শুকানো পর্যন্ত তাঁকে জামা ছাড়াই থাকতে হবে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ১৮২ পৃষ্ঠা)

সন্তানদের অসিয়ত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর ভাই সম্পর্কীত হযরত মাসলামা বিন আব্দুল মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁকে দেখতে এসে আবেদন করলেন: আমীরুল মুমিনীন! আপনি তো এসব সম্পদ সম্পর্কে আপনার সন্তানদের মুখ বন্ধই করে রেখেছেন, সে ব্যাপারে অন্তত পক্ষে আমাকে এবং অন্যদেরকে অসিয়ত হলেও করে যাবেন। যাতে আমরা আপনার পরবর্তীতে তাদের জীবন যাপনের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এ কথা শুনে তিনি বললেন: আমাকে বসাও। তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হলো, এবার তিনি বললেন: মাসলামা! আমি তোমার কথা শুনলাম, তুমি বললে: আমি সম্পদ সম্পর্কে তাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছি, **আল্লাহ পাক** সাক্ষী, আমি আমার সন্তানদের হক কখনো রুদ্ধ করে রাখিনি, কিন্তু আমি অন্যের হকগুলো ছিনিয়ে এনে তাদেরকে বিলিয়ে দিতে পারিনা। বাকি রইলো, তাদের দেখাশোনার জন্য কাউকে অসিয়ত করার বিষয়টি, তবে শোন! ওমরের সন্তানদের মধ্যে দুই ধরনের সন্তানই থাকতে পারে, হয় নেককার, না হয় গুনাহগার। যদি তারা নেককার হয়ে থাকে, তবে তাদের নিয়ে চিন্তা করার আমার কোনই প্রয়োজন নাই, কেননা **আল্লাহ পাক** নিজেই তাদের হিফাজত করবেন আর যদি তারা গুনাহগার হয়, তবে আমি কেনো সম্পদ দান করে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় তাদেরকে সাহায্য করবো?

অতঃপর বললেন: আমার সন্তানদের আমার নিকট নিয়ে এসো। তাঁরা এলে তাদের দেখে তাঁর চোখে পানি এসে গেলো, বললেন: আমি কোরবান হয়ে যাবো, এরা ছোট ছেলে, আমি যাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাদের নিকট তো কিছুই বলতে নাই। অতঃপর কান্না করতে করতে তিনি বললেন: হে আমার সন্তানেরা! আমার

সামনে দু'টিই পথ ছিলো, হয়তো তোমরা সম্পদশালী হয়ে যেতে আর আমি হয়ে যেতাম জাহান্নামের ইন্ধন, নয়তো তোমরা সারা জীবনের জন্য অভাবী হয়ে থাকবে আর আমি চলে যাবো জান্নাতে। আমার ধারণায় আমার জন্য এই দ্বিতীয় পথই উত্তম ছিলো, যাও! **আল্লাহ পাকই** তোমাদের হিফাজতকারী ও রক্ষনাবেক্ষনকারী, যাও! **আল্লাহ পাকই** তোমাদের হিফাজতকারী ও রক্ষনাবেক্ষনকারী, যাও! **আল্লাহ পাক** তোমাদের রিযিক দান করবেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৯৮ পৃষ্ঠা। সীরাতে ইবনে জওযী, ৩২১ পৃষ্ঠা)

আমীরুল মুমিনীনের মাদানী চিন্তাধারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! নিজের সন্তানের ব্যাপারে আমাদের দ্বীনের বুযুর্গদের মাদানী মনোভাব কী ধরনের ছিলো। কিন্তু আফসোসের বিষয়! আমাদের সমাজে আজ বেশির ভাগ লোকেরই মানসিকতায় সম্পদ আর সম্পদ জমা করার ভূত চেপেছে, এই দূর্গম পথে যতই চরাই-উতরাই যদি পার হতে হয়, তার কোন ভ্রুক্ষেপ নাই, সর্বদা দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের লোভ কাজ করে তাদের মাঝে, আখিরাতের মঙ্গলের জন্য নেক আমল অর্জনের প্রতি তাদেরকে কখনো আগ্রহান্বিত করাও যদি হয়, চাকুরি বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে চলে, সন্তানদের দুনিয়াবী ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার চেষ্টায় নিজের আখিরাতের ভবিষ্যৎকে ভুলে থাকে, সন্তানদের দুনিয়াবী লেখাপড়া, তাদের বিবাহ ইত্যাদি চিন্তা-ভাবনা অন্যদিকে তাদের মনও যেতে দেয় না। **আল্লাহ পাক** আমাদের সংশোধন করিয়ে নিক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বরকতের বহিঃপ্রকাশ

খলিফা মনছুর হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন কাসেম বিন আবি বকর رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর নিকট আবেদন করলেন: আমাকে কিছু উপদেশ দিন। এতে তিনি বলেন: উপদেশ কি সেই বিষয়েরই দিবো যা আমি দেখেছি, না কি সেই বিষয়ের দিবো যা আমি শুনেছি? তিনি বললেন: আপনি যা দেখেছেন সে বিষয়েরই

দিন। তখন তিনি বললেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এগারজন পুত্র রেখে ইন্তিকাল করেন, অথচ তাঁর সর্বমোট পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে ছিলো মাত্র ১৭ দীনার, তন্মধ্যে কিছু দীনার তাঁর কাফন-দাফন বাবদ ব্যয় হয়, অবশিষ্টগুলো পুত্রদের মাঝে বণ্টন হয়, প্রত্যেকে মাত্র ১৯ দিরহাম করে পায়। হিশাম বিন আব্দুল মালিকও এগার জন পুত্র রেখে মারা যান আর যখন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন হয়, প্রত্যেকে দশ লক্ষ করে পায়, কিন্তু আমি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এক পুত্রকে দেখি যে, এক দিনেই একশতটি ঘোড়া জিহাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন। অপরদিকে হিশামের এক সন্তানকে দেখলাম যে, লোকজন তাকে সদকা দিচ্ছে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

সেখানেই ফিরিয়ে দাও

মাসলামা বিন আব্দুল মালিক হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মৃত্যু রোগে তাঁকে দেখতে এলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁকে অসিয়ত করলেন: “আমার ওফাতের পর আমার পাশে থাকবেন, আপনি নিজেই আমার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবেন, আমার সাথে কবর পর্যন্ত যাবেন আর কবরে স্বয়ং আপনি নামবেন।” অতঃপর মাসলামার দিকে তাকিয়ে বললেন: “মাসলামা! একটু ভেবে দেখেন তো! আপনি আমাকে কোথায় রেখে দিয়ে চলে আসবে আর দুনিয়া আমাকে কোন অবস্থায় কবরে দিয়ে আসবে।” মাসলামা আরয করলেন: “আমীরুল মুমিনীন! আপনার সম্পদের কোন অসিয়ত থাকলে করুন।” বললেন: “আমার নিকট কোন সম্পদই নাই, যে সম্পদের অসিয়ত করতে হয়।” আবেদন করলেন: “আমার নিকট এক লক্ষ দীনার রয়েছে, আপনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী অসিয়ত করুন।” বললেন: “এগুলো যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন, সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।” মাসলামা অশ্রুসজল চোখে বললেন: “হে আমীরুল মুমিনীন! **আল্লাহ পাক** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক, **আল্লাহ পাকের** শপথ! আপনি আমাদের পাষাণ হৃদয়গুলোকে কোমল করে দিয়েছেন।” (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১০৫ পৃষ্ঠা। সীরাতে ইবনে জওযী, ৩২০ পৃষ্ঠা)

পরবর্তী খলিফার প্রতি অসিয়ত

কোন ব্যক্তি আরয করলেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার পরবর্তী খলিফা এজিদ বিন আব্দুল মালিকের উদ্দেশ্যে অসিয়ত ও নসিহতপূর্ণ কিছু লিপি লিখিয়ে দিন।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন লেখককে নির্দেশ দিলেন: লেখো! "পর সমাচার এই যে, হে এজিদ! উদাসীন সময়ে ভুল থেকে বেঁচে থাকবেন, কেননা তা কখনো সংশোধন করা যায় না, প্রত্যাবর্তনেরও কোন সুযোগ থাকে না, দেখুন! আপনি সব কিছু সেসব লোকদের জন্যই রেখে যাবেন যারা আপনাকে ভালভাবে স্মরণও করবে না, আপনাকে সেই মহান **সত্তার** দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে **যাঁর** নিকট আপনার কোনরূপ আপত্তি করার সুযোগ থাকবে না। وَالسَّلَام" (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১০৩ পৃষ্ঠা) এও লিখেন: "আপনি জানেন যে, খেলাফতের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, **আল্লাহ পাক** আমার নিকট এর হিসাব নিবেন, আমিও **তাঁর** নিকট থেকে কিছু গোপন করতে পারবো না, আমার প্রতি যদি **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে আমি সফল হবো এবং সুদীর্ঘ সময়ের আযাব থেকে রক্ষা পাবো আর যদি **তিনি** আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমার পরিণতি হবে নির্মম, আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট ফরিয়াদ করছি, **তিনি** যেন আমাকে আপন রহমত সহকারে আগুন থেকে মুক্তি দেন এবং আপন সন্তুষ্টি সহকারে জান্নাত দান করেন। আপনার উচিত তাকওয়া অবলম্বন করা এবং প্রজাদের প্রতি খেয়াল রাখা, কেননা আপনিও কিছু দিন পর কবরের অধিবাসী হয়ে যাবেন, সুতরাং আপনি অলসতায় নিমজ্জিত হয়ে এমন কোন ভুল কখনো করে বসবেন না, যার প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ আপনার আর থাকবে না, সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক **আল্লাহ পাকের** একজন বান্দা ছিলেন, যিনি ইন্তিকাল হওয়ার পূর্বে আমাকে খলিফা বানিয়েছেন এবং আমার জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেছেন আর আমার পরে আপনাকে দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, আমীরুল মুমিনীনের পদ আমি এজন্য পাইনি যে, আমি অনেক স্ত্রী নির্বাচন করবো আর অগাধ সম্পদ অর্জন করবো, কেননা **আল্লাহ পাক** খেলাফতের পূর্বেই আমাকে এসব থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ উপকরণাদি দান করেছেন। কিন্তু আমি কঠোর হিসাব-নিকাশ এবং স্পর্শকাতর জিজ্ঞাসাবাদকে ভয় করছি। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩১৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

একদিন আপনাদেরও এরূপ হতে হবে

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি উপস্থিত জনগণকে অসিয়ত করলেন: “আমি আপনাদেরকে এই (প্রত্যাবর্তনের) সময় সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি, কেননা একদিন আপনাদেরও এরূপ হতে হবে।” (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নিজের উক্ত অসিয়তে কতিপয় উপকারিতা ও ফযীলত অর্জনের উপায় উল্লেখ করেছেন। যেমন; মৃত্যুর স্মরণ গুনাহ থেকে পরিত্রাণ দেয়, অন্তরকে আলো দান করে, দুনিয়া-প্রীতি থেকে বাঁচিয়ে রাখে, বিচক্ষণতা দান করে এবং দুনিয়ার প্রতি মোহিত হওয়া থেকে বাঁচায়। আহ! আমরা যদি সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ রাখি এবং মৃত্যুর জন্য সদাপ্রস্তুত হয়ে থাকি, মৃত্যু যে আসবে তা তো সবাই বিশ্বাস করে, কিন্তু এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে গুটি কতেক লোক। হযরত সায়্যিদুনা শকীক বিন ইব্রাহীম رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: “লোকজন তো বলেই থাকে যে, মৃত্যু আসবেই, কিন্তু তাদের আমলগুলো এমন যে, তারা যেন কখনো মরবেই না।” (তাম্বীহুল গাফিলীন, ১৭ পৃষ্ঠা)

আমি নিজেকে এর যোগ্য মনে করি না

অন্তিম রোগে লোকজন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে পরামর্শ দিলো, আপনি যদি মদীনা শরীফ গিয়ে ওফাত গ্রহণ করেন, তবে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর সাথে দাফন হতে পারতেন, সেই পবিত্র কবরস্থানে আরেকটি কবরের জায়গা রয়েছে। তিনি বললেন: “আমি নিজেকে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাশে দাফন হওয়ার যোগ্য বলে মনে করি না।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ২০৫ পৃষ্ঠা)

কবরে তাবাররুক রাখার জন্য অসিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কয়েকটি চুল মোবারক এবং নখ মোবারক চেয়ে নিয়ে কাফনে রাখার জন্য অসিয়তও করেন। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা)

কবরের জায়গা কিনে নিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কবরের জায়গা বিশ দীনারের বিনিময়ে, কারো কারো মতে দশ দীনারের বিনিময়ে কিনে নিয়েছিলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩২৩ পৃষ্ঠা। সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৯৫ পৃষ্ঠা) যেমনটি আবু উমাইয়া বলেন: আমীরুল মুমিনীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তিকালের পূর্বে আমাকে কিছু দীনার দিয়ে বলেন: যাও! গ্রামের লোকজন থেকে আমার কবরের জন্য জায়গা কিনে নাও, তারা যদি বিক্রি করতে অস্বীকার করে সোজা চলে আসবে, আমি লোকদের কাছে গেলাম, যেই জায়গা কিনতে চাইলাম, তারা বললো: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আপনার পুনরায় ফিরে যাওয়ার সন্দেহ যদি আমাদের না হতো, তবে এই দীনার আমরা গ্রহণ করতাম না। (তারিখুল খুলাফা, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

সাধারণ কাফন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রোগ যখন বৃদ্ধি পেয়ে গেলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাসলামা বিন আব্দুল মালিককে নির্দেশ দিলেন: "আমার সম্পদ থেকে দু'টি দীনার নিয়ে আমার জন্য কাফন কিনে নাও।" তিনি আবেদন করলেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার মত ব্যক্তিত্বকে কি দুই দীনার দামের কাফন দেওয়া যাবে?" তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "হে মাসলামা! **আল্লাহ পাক** যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তবে এই কমদামী কাফনকে এর চেয়ে উত্তম কাফন দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন আর যদি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে তা তো আগুনেরই ইন্ধন হয়ে যাবে।" কথিত আছে, তাঁকে মোটা সুতায় বোনা কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়, অন্য বর্ণনায় তা ছিলো ইয়ামেনী চাদর। (আর রওজুল ফায়িক, ২০৫ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া হতে কী নিয়ে যাচ্ছি?

ওমর বিন কায়েস বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ওফাতের পূর্বে সেখানকার উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: "আপনারা আমার অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন, কারণ আপনাদেরকেও একদিন

মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে আর আপনারা যখন আমাকে কবরে রাখবেন তখন দেখে নেবেন যে, আমি আপনাদের দুনিয়া হতে কী নিয়ে যাচ্ছি?” (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩২২ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর কঠোরতার উপকারিতা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন “আমি চাই না যে, আমার উপর মৃত্যুর কঠোরতা সহজ করে দেওয়া হোক, কেননা এটিই তো সেই সর্বশেষ বিষয় যা কোন মুমিন বান্দাকে সাওয়াব ও প্রতিদান দিয়ে করে থাকে।” (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর সময় কাঁদতে লাগলেন

মৃত্যু শয্যায় খলিফাকে কাঁদতে দেখে আবেদন করা হলো: “হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার তো খুশি হওয়ারই কথা, কারণ **আল্লাহ পাক** আপনার মাধ্যমে অনেক সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, ন্যায় বিচারের শিরকে উন্নত করেছেন।” এ কথা শুনতেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** ভয়ে আরো বেশি করে কান্না জুড়ে দিলেন আর বললেন: “আমাকে কি তবে গণমানুষের ব্যাপারে জবাবদিহিতার জন্য দাঁড় করানো হবে না? **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমার প্রতি যদি ন্যায় বিচার করা হয়ে থাকে, তবে আমি ভয় করছি যে, আমি ফেঁসে যাবো এবং **তাঁর** প্রমাণাদির সম্মুখে বলার জন্য কিছুই পাবো না।”

(তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

কলেমা শরীফ পাঠ করলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিদিন ফরিয়াদ করতেন: “হে **আল্লাহ পাক**! আমার মৃত্যুকে আমার জন্য সহজ করে দাও।” যেমনটি তাঁর সম্মানিত স্ত্রী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বর্ণনা করেন: তাঁর মৃত্যুর সময় আমি তাঁর তাঁবু থেকে বের হয়ে ঘরে বসে গেলাম, তখন আমি তাঁকে নিচের আয়াতটি পাঠ করতে শুনলাম:

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۸۳﴾

(পারা: ২০, সূরা: কিসাস, আয়াত: ৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এটা আখিরাতের আবাস, আমি তাদেরই জন্য নির্ধারিত করি যারা ভূ-পৃষ্ঠে অহঙ্কার চায় না এবং না অশান্তি; আর পরকালের শুভ পরিণাম খোদাভীরুদেরই।

এরপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একেবারেই নীরব হয়ে গেলেন, কিছু বললেনও না, নড়াচড়াও করলেন না, তখন আমি সেবিকাকে বললাম: একটু দেখো তো, আমীরুল মুমিনীনের অবস্থা কেমন? সে দৌঁড়ে গেলো, তখন তিনি ওফাত লাভ করেছিলেন। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩২৫ পৃষ্ঠা) কেউ কেউ বলেন: একেবারে মৃত্যুর সময় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছিলেন: আমাকে বসিয়ে দাও, লোকেরা যখন তাঁকে বসালেন, তিনি এই কথাগুলো বললেন: "হে **আল্লাহ পাক**! তুমি আমাকে কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছো, কিন্তু আমি অলসতা প্রদর্শন করেছি, তুমি আমাকে কিছু বিষয়ে নিষেধ করেছো, কিন্তু আমি অবাধ্যতা করেছি।" কথাগুলো তিনি তিনবার করে বলেছিলেন। অতঃপর কলেমায়ে তৈয়্যবা 'لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ' পাঠ করলেন, অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন, লোকেরা বললো: "আপনি কী দেখছেন?" তিনি বললেন: "আমি কয়েকজন সবুজ পোশক পরা লোক দেখতে পাচ্ছি, যারা মানবও না দানবও না।" এ কথা বলতেই তাঁর রূহ উড়াল দিলো। (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৮০৪, ৯০৪ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুকালে কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করার ফযীলত

আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি, সেই মুসলমান সৌভাগ্যবান, মৃত্যুকালে যার কলেমা পাঠ করার সুযোগ হয়, আখিরাতে তার তরী পার হয়ে গেছে। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির শেষ বাক্য 'لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ' হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং: ৩১১৬, ৩য় খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)

ফযল ও করম জিস পর ভি হুয়া, লব পর মরতে দম কলেমা,
জারি হুয়া জান্নাত মেঁ গেয়া, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিদায়কালে কোরআন তিলাওয়াত করেন

ওবাইদ বিন হাস্‌সান বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মৃত্যুর সময় যখন একেবারে ঘনিয়ে এলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সবাইকে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এবং ভাই সম্পর্কীয় মাসলামা দরজায় বসে গেলেন, তাঁরা শুনতে পেলেন যে, খলিফা উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন: মারহাবা! খোশ আমদেদ! স্বাগত সেসব চেহারার যারা না মানব না দানব। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিচের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন:

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۸۳﴾

(পারা: ২০, সূরা: কিসাস, আয়াত: ৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এটা আখিরাতের আবাস, আমি তাদেরই জন্য নির্ধারিত করি যারা ভূ-পৃষ্ঠে অহঙ্কার চায় না এবং না অশান্তি; আর পরকালের শুভ পরিণাম খোদাভীরুদেরই।

(তারিখুল খুলাফা, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

ওফাত কালে তাঁর বরকতময় বয়স

প্রায় ২০ দিন ধরে অসুস্থ থাকার পর ২৫ রজব, ১০১ হিজরি সনে বুধবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه পার্থিব জীবন সমাপ্ত করে আপন সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাতে গমন করেন। তখন তাঁর বয়স মোবারক ছিলো মাত্র ৩৯ বৎসর আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه প্রায় আড়াই বৎসর কাল খলিফা ছিলেন। তাঁকে সমাহিত করা হয় সিরিয়ার হালবের নিকট দাইরে সামআন নামক স্থানে। (কোন কোন বর্ণনায় তাঁর ওফাতের তারিখ ২০ রজব এবং বয়স ৪০ বৎসর বলেও উল্লেখ করা হয়)।

(তবকাতে ইবনে সা'আদ, ৫ম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

শ্রেষ্ঠ মানবের ইন্তিকাল হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ওফাতের সংবাদ পেলেন বললেন: مَاتَ خَيْرُ النَّاس অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মানবের ইন্তিকাল হয়ে গেলো। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৫ পৃষ্ঠা)

গুণাবলী বর্ণনা কারীর জন্য ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: اِذَا رَاَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَيَذْكُرُ مَحَاسِنَهُ وَيَنْشُرُهَا فَاعْلَمْ اَنَّ مِنْ وَّرَاءِ ذٰلِكَ خَيْرًا اِنْ شَاءَ اللهُ অর্থাৎ তোমরা যখন দেখবে যে, কোন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার আর তা প্রসার করার উদ্যোগ নেয়, তবে তার পরিণাম কল্যাণই কল্যাণ, اِنْ شَآءَ الله ।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৭৪ পৃষ্ঠা)

চারিত্রিক গুণাবলী

আব্দুল মালিক বিন উমাইর একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর চারিত্রিক গুণাবলী এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: আমীরুল মুমিনীন! **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রতি দয়া করুন, তিনি দৃষ্টিকে নত রাখতেন, পূতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, দানশীল ছিলেন, হাসি-ঠাট্টা করতেন না, কারো দোষ বর্ণনা করতেন না, কারো গীবত করতেন না। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

জাতির অভিজাত ব্যক্তি

মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসাইনের নিকট হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: আপনারা কি জানেন না যে, জাতির মধ্য হতে একজন 'নজীব' (অর্থাৎ বেলায়তের একটি মর্যাদা) হয়ে থাকেন এবং বনু উমাইয়ার নজীব হলেন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

ওফাতের পর চেহারা ঝলমল করে উঠলো

হযরত সায়্যিদুনা রজা বিন হাইওয়াত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর মৃত্যুশয্যায় আমাকে বলেছিলেন: আপনি আমাকে গোসল দিবেন, কাফন পরাবেন, কবরে শুইয়ে দেয়া লোকদের সাথে

আপনিও থাকবেন, লোকজন যখন আমাকে কবরে রাখবে, কাফনের গিট খুলে দিয়ে আপনি আমার চেহারাটি দেখে নিবেন। তিনি যখন ওফাত লাভ করলেন, তাঁর গোসলদাতাদের মধ্যে আমিও অংশ নিয়েছিলাম, তাঁকে কবরে রাখার পর আমি কাফনের গিট খুলে দিয়ে যখনই তাঁর চেহারা মোবারক দেখলাম, চেহারা ছিলো কিবলামুখি আর তা ছিলো পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল আলো বিচ্চুরণকারী, এ দৃশ্য দেখে আমার খুবই আনন্দ অনুভুত হলো। (আর রওজুল ফায়িক, ২০৪ পৃষ্ঠা)

আসমানী চিরকুট

হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ বিন মাহিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমরা যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কবরের মাটি ভরাট করছিলাম, তখন আসমান হতে একটি চিরকুট আমাদের উপর এসে পড়লো, তাতে লেখা ছিলো: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، اَمَانٌ مِّنَ اللهِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ এটি **আল্লাহ পাকের** পক্ষ হতে ওমর বিন আব্দুল আযীযের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদপত্র

যায়েদ বিন তামীম মুয়ায মাওলা বর্ণনা করেন: বনু তামীমের এক ব্যক্তি আসমান হতে অবতরণ হওয়া একটি খোলা কিতাব স্বপ্নে দেখলেন, যাতে স্পষ্ট লেখা ছিলো: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এটি হলো অতিশয় প্রজ্ঞাশীল **রব তায়ালার** পক্ষ থেকে ওমর বিন আব্দুল আযীযের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে পরিত্রাণের সনদ।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বৃদ্ধ পাদ্রীর ভক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সাহেবজাদা আব্দুল্লাহ কোন দ্বীপে এক বৃদ্ধ পাদ্রীর ধর্মশালার নিকটবর্তী কোন পল্লীতে আগমন করলে পাদ্রীটি তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য নিচে নেমে আসলো, ইতোপূর্বে তাকে কারো জন্য নিচে নামতে দেখা যায়নি। বৃদ্ধ পাদ্রীটি বললো: আপনি কি জানেন যে, আমি কেন নিচে নেমে এসেছি? আব্দুল্লাহ্ বললেন: না তো। পাদ্রীটি বললো: لِحَقِّ اَبِیۡكَ اِنَّا نَجِدُهٗ مِنۡ اَئِمَّةِ الۡعَدۡلِ بِمَوۡضِعِ رَجَبٍ مِنَ الۡاَشۡهُرِ الۡحُرُمِ অর্থাৎ আপনার পিতার হক আদায় করার জন্যই, নিঃসন্দেহে আমি আপনার পিতাকে ন্যায়পরায়ণ ইমামদের মধ্যে এমনই জানি, যেমন জানি সম্মানিত মাসসমূহের মধ্যে রজব মাসকে।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৫৭ পৃষ্ঠা)

সিদ্দীকের কবর

হযরত সায়্যিদুনা সালিহ বিন আলী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: আমি যখন সিরিয়া গমন করি, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মাজার শরীফে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম, কিন্তু আমি এমন কোন ব্যক্তি পেলাম না যে, আমাকে তাঁর মাজারের ঠিকানা বলতে পারে, অবশেষে আমি একজন পাদ্রীকে পেলাম, তার নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: আপনি কি 'সিদ্দীক'-এর কবর খুঁজছেন? তা অমুক স্থানে। (সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

সিমআন ভূ-খন্ডের সৌভাগ্য

হযরত আবু বকর বিন আয়াশ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: দাইরে সিমআন ভূ-খন্ড হতে এমন এক মর্দে কলন্দরের (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর) হাশর হবে যিনি আপন **রবের** প্রতি সর্বাদিক ভীত ছিলেন।

(তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা)

খেলাফত থেকে ওফাত পর্যন্ত সফর

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ খেলাফতের পর নতুন কোন বাহনও খরিদ করেননি, কোন মহিলাকেও বিয়ে করেননি, কোন দাসীও রাখেননি, এমনকি তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এই অবস্থাতেই ওফাত লাভ করেন এবং খেলাফতের পর থেকে তাঁকে কখনো প্রাণ খুলে হাসতে দেখা যায়নি। তাঁর শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী বলেন: খেলাফতের পর তিনি তিনবার ছাড়া কখনো জনাবতের গোসল করেননি।

(সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৪৪ পৃষ্ঠা)

খেলাফতের পূর্বে ও খেলাফতের পরে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হাযিম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন খলিফা নিযুক্ত হন, তখন একদা আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করলাম। তিনি তখন লোকজনের সাথে বসা ছিলেন বলে আমি তাঁকে চিনতে পারছিলাম না, কিন্তু তিনি আমাকে চিনে নিলেন এবং বললেন: "হে আবু হাযিম, আমার পাশে এসো।" আমি তাঁর নিকটে গেলাম এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি কি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আমিই ওমর বিন আব্দুল আযীয।" আমি বললাম: "আপনি যখন মদীনায় আমাদের আমীর ছিলেন, সে সময় আপনার সৌন্দর্য ছিলো ক্রমবর্ধমান, চেহারা ছিলো খুবই চমকপ্রদ ও উজ্জ্বল, আপনার অনেক উন্নত পোশক আর উৎকৃষ্ট বহু বাহন ছিলো, আপনার অনেক সেবক ছিলো আর আপনার বসবাসের ঘর ছিলো অত্যন্ত উন্নত, এখন আপনাকে কোন বিষয়টি এমন অবস্থায় এনে দিলো? অথচ বর্তমানে আপনি তো একজন স্বয়ং আমীরুল মুমিনীনই, এখন তো আপনার নিকট আরো বেশি বিলাসিতা থাকা দরকার।" এ কথা শুনে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ কান্না করতে লাগলেন এবং বললেন: "আবু হাযিম! সে সময় আমার কী অবস্থা হবে, যখন আমি পৌঁছে যাবো অন্ধকার কবরে, আমার চোখ গড়িয়ে পড়বে গন্ডদেশে, আমার পেট ফেঁটে যাবে, জিহ্বা শুকিয়ে যাবে আর আমার সমস্ত শরীরে কীট-পতঙ্গ কিলবিল করতে থাকবে।" আবার তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ কান্না করতে করতে

বলতে লাগলেন: "আমাকে সেই হাদীস শরীফটি শুনান, যেটি আপনি মদীনায় শুনিয়েছিলেন।" আমি তখন বললাম: "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বলতে শুনেছি যে, **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের সম্মুখে দুর্গম একটি ঘাটি রয়েছে, যা দিয়ে শুধুমাত্র দুর্বল আর ক্ষীণ লোকেরাই গমন করতে পারবে।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, মুসনাদে ওমর বিন আব্দুল আযীয, নম্বর ৮৯২৭, ৫ম খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা) হাদীস শরীফটি শ্রবন করে আমীরুল মুমিনীন অনেকক্ষণ যাবৎ কাঁদতে থাকেন, অতঃপর বললেন: "হে আবু হাযিম! আমার জন্য এটি কি উত্তম নয় যে, আমি আমার শরীরটাকে দুর্বল ও ক্ষীণ বানিয়ে নেবো, তবে সেই ভয়াবহ উপত্যকা দিয়ে গমন করতে পারবো, কিন্তু আমাকে এই খেলাফতের পরীক্ষায় লিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, আমি জানি না যে, আমার মুক্তি হবে কি না।"

এতটুকু বলার পর তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বেহুশ হয়ে গেলেন, এতে লোকেরা নিজ নিজ মতামত দিতে শুরু করলো, কিন্তু আমি লোকদের বললাম: "আপনারা কি জানেন! তিনি কোন পরীক্ষায় এমনভাবে কাতর হয়ে আছেন।" হঠাৎ আমীরুল মুমিনীন কাঁদতে শুরু করলেন এবং এতো জোরে কাঁদলেন যে, আমরা সবাই তাঁর শব্দ শুনতে পেলাম, অতঃপর মুচকি হাসতে লাগলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "আমীরুল মুমিনীন! আমরা আপনাকে খুবই আশ্চর্যজনক অবস্থায় দেখেছি, প্রথমে আপনি অনেক কেঁদেছেন, অতঃপর মুচকি হাসতে শুরু করলেন, এর রহস্য কী?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনারা কি আমাকে এই অবস্থাতেই দেখে নিয়েছেন?" আমি বললাম: "জী, হ্যাঁ! আমরা সবাই আপনার সেই আশ্চর্যজনক অবস্থা অবলোকন করেছি।" তিনি বলতে লাগলেন: "আসল কথা হলো, আমি যখন হুশ হারিয়ে ফেলি, তখন আমি স্বপ্নে দেখি যে, কিয়ামত সংগঠিত হয়ে গেছে, সমস্ত মানব আপন আপন হিসাব-নিকাশের জন্য হাশরের ময়দানে সমবেত হয়েছে, সকল উম্মতের ১২০টি কাতার রয়েছে, তন্মধ্যে ৮০টি কাতার উম্মতে মুহাম্মদীর عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام, আহ্বান করা হলো: "আব্দুল্লাহ ইবনে ওসমান আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোথায়?" অতএব হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ফিরিশতারা

আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত করলেন। তাঁর নিকট সংক্ষিপ্ত ভাবে হিসাব গ্রহণ করা হলো এবং তাঁকে ডান দিকে জান্নাতের দিকে যাওয়ার আদেশ দেয়া হলো। অতঃপর সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ডাকা হলো? তাঁকেও **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত করা হলো এবং সংক্ষিপ্ত হিসাব গ্রহণের পর তাঁকেও জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দেওয়া হলো, এরপর হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কেও সংক্ষিপ্ত হিসাব নেওয়ার পর জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ শুনিয়ে দেওয়া হলো, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা کَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم কে আহ্বান করা হলো, অতএব তিনিও **আল্লাহ পাকের** নির্দেশে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং তিনিও সংক্ষিপ্ত হিসাব গ্রহণের পর জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে গেলেন। যখন দেখলাম যে, দ্রুত আমার পালাও আসছে, তখন আমি মুখ নিচের দিকে দিয়ে পড়ে গেলাম, আমি জানি না যে, চার খলিফার رِضۡوَانُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن পরবর্তীদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে? অতঃপর ডাকা হলো: ওমর বিন আব্দুল আযীয কোথায়? আমার অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেলো এবং আমি ঘামে ভিজে গেলাম, যাই হোক আমাকে **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত করা হলো আর আমার নিকট হিসাব-নিকাশ নেওয়া শুরু হয়ে গেলো এবং সেসব বিচারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো যা আমি করেছিলাম, এমনকি বীচি ও এর খোসা সম্পর্কেও আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, অতঃপর আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো। (উয়ূনুল হিকায়াত, ৭১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

পাখির ন্যায় ছটফট করতে লাগলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওফাতের পর কিছু কিছু ফোকাহায়ে কিরাম শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে খলিফার সম্মানিতা স্ত্রী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا এর নিকট আগমন করলেন এবং মাগফিরাতের দোয়া ইত্যাদির পর তাঁর জীবন যাপন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন তিনি

رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا উত্তরে বলেন: "**আল্লাহ পাকের** শপথ! তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আপনাদের ন্যায় বেশি নামায রোযা আদায় তো করেননি, কিন্তু আমি তাঁর চেয়ে অধিক **আল্লাহ পাকের** ভীতি পোষণকারী হিসাবে আর কাউকে দেখিনি, কখনো কখনো এমনও হতো যে, আমরা দু'জন একটি লেপে থাকতাম, হঠাৎ তাঁর মনে এমনভাবে **আল্লাহ পাকের** ভীতি সৃষ্টি হয়ে যেতো যে, তিনি কোন পাখি পানিতে পড়লে যেভাবে ছটফট করতে থাকে তেমনি ছটফট করতে থাকতেন, অতঃপর তিনি আহাজারি করতে থাকতেন আর আমাকে ছেড়ে তিনি লেপ থেকে বেরিয়ে যেতেন, আমি ভয় পেয়ে বলতাম: আহ! এই পদ (খেলাফত) আর আমাদের মাঝখানে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব হতো, কেননা এ পদ প্রাপ্তির পর থেকেই আমাদের আনন্দের একটি মূহুর্তও আমি কখনো দেখতে পাইনি। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গরীব ইসলামী বোনের মঙ্গল কামনা

যেসব লোক সাহায্যের শরণাপন্ন হতেন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যতদূর সম্ভব তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। যেমনটি একদা এক ইরাকী মহিলা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ঘরে এলেন, তিনি যখন তাঁর দরজায় এসে পৌঁছান তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "আমীরুল মুমিনীনের গেইটে কি কোন দারোয়ান থাকেন না?" তাকে বলা হলো: "এখানে কোন দারোয়ান নাই, ভিতরে যেতে চাইলে যেতে পারেন।" মহিলাটি মহিলাদের ঘরে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিতা স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর নিকট গমন করলেন, তিনি ঘরে তুলা ঠিক করছিলেন, সালাম-দোয়ার পর তিনি তাকে বসতে বললেন, কিছুক্ষণ পর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ঘরে এলেন এবং ঘরের কূপ হতে বালতিতে পানি বের করে নিয়ে ঘরে পড়ে থাকা মাটিতে ঢালছিলেন আর বার বার তাঁর দৃষ্টি পড়ছিলো তাঁর স্ত্রীর দিকে। মহিলাটি ফাতেমাকে বললেন: এই মজদুরটির সামনে একটু পর্দা তো করুন, সে আপনার দিকেই বার বার দেখছে।

ফাতেমা বললেন: লোকটি মজদুর নয়, আমীরুল মুমিনীন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কাজ শেষে হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর নিকট এলেন, সালাম করলেন, তাঁর নিকট মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন: মহিলাটি অমুক। তিনি শাহদান উঠালেন, তথায় কিছু আঙ্গুর ছিলো, সেখান থেকে বেছে বেছে নিয়ে মহিলাটিকে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কী প্রয়োজন নিয়ে এসেছেন?" মহিলাটি বললো: "আমি ইরাক থেকে এসেছি, আমার পাঁচজন অনাথ অসহায় কন্যা সন্তান রয়েছে, আমি আপনার নিকট কিছু সাহায্যের জন্য এসেছি।" খলিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অনাথ অসহায় কথাগুলো বার বার আওড়াতে আওড়াতে কাঁদতে লাগলেন, অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কাগজ-কলম নিলেন, ইরাকের প্রশাসকের নিকট পত্র লিখতে শুরু করলেন, মহিলাটির নিকট তার বড় কন্যাটির নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি নাম বললেন, অতঃপর খলিফা তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন, মহিলাটি বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কন্যার নাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং একেক করে প্রত্যেকের নামে ভাতা নির্ধারণ করে যাচ্ছিলেন। মহিলাটি প্রত্যেকের ভাতা নির্ধারণের সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে যাচ্ছিলেন, যখন চতুর্থ মেয়েটির ভাতা নির্ধারণ হলো তখন মহিলাটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো এবং খলিফাকে দোয়া করতে লাগলো, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মহিলাটি جَزَاكَ الله বললেন। এরপর খলিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হাত রুখে নিলেন এবং বললেন: আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায় করছিলেন, আমি একে একে ভাতা নির্ধারণ করতে থাকি, কিন্তু পরে যখন আপনি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন, এখন থেকে তো ভাতা নিজের আনন্দের কারণেই হবে, অতএব এই চারজন কন্যাকে বলবেন: তাদের ভাতা থেকে পঞ্চমটিকেও যেন ভাগাভাগি করে দিয়ে দেওয়া হয়। মহিলাটি এই লিপিটি নিয়ে ইরাক এসে পৌঁছালেন এবং সেটি ইরাকের প্রশাসকের নিকট পেশ করলেন, তিনি চিঠিটি পাঠ করেই কাঁদতে লাগলেন, পরে নিজেকে কিছু সামলিয়ে নিয়ে বললেন: "**আল্লাহ পাক** এই চিঠির লেখককে দয়া করুক।" মহিলাটি বললেন: "কী হলো? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কি ইন্তিকাল করেছেন?" উত্তর এলো: "জী হ্যাঁ।" একথা শুনে মহিলাটি চিৎকার করে উঠলেন এবং বিলাপ

শুরু করে দিলেন আর ফিরে আসার ইচ্ছা করলেন। ইরাকের প্রশাসক বললেন: “দাঁড়ান! চিন্তা করবেন না, আমি কোনভাবেই তাঁর লেখা চিঠি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।” অতঃপর চিঠির নির্দেশ পালনপূর্বক তাঁর কন্যাদের ভাতা দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক মুসলমান কয়েদীর ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রোম সম্রাটের নিকট একজন দূত প্রেরণ করলেন, এই দূতটি একদা বাদশাহর নিকট থেকে উঠে ঘুরা-ফেরা করতে করতে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো যেখানে কারো কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ এবং যাঁতা পিষার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো, সে তাঁর নিকট গিয়ে সালাম করে তাঁর অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করলো। তিনি উত্তরে বললেন: “আমাকে অমুক স্থান থেকে গ্রেফতার করে রোম সম্রাটের নিকট সমর্পন করা হয়েছিলো, বাদশাহ আমাকে খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলে, কিন্তু আমি সরাসরি অস্বীকার করি, বাদশাহ আমাকে হুমকি দিলো যে, তুমি যদি এমন না করো তবে তোমার চোখ দু’টি তুলে নেয়া হবে, আমি আমার দ্বীন ইসলামকে আমার চোখের চেয়ে বড় মনে করি, তাই সুঁই দিয়ে আমার দুই চোখ নষ্ট করে দেওয়া হয় আর এখানে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়। দৈনিক কিছু গম পিষি, এর বিনিময়ে আমাকে খাবার দেওয়া হয়।” দূতটি যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট পৌঁছালেন, সেই বন্দীর কথাও তাঁকে বললেন। দূতটি বলেন: আমি তখনও ঘটনাটি তাঁকে সম্পূর্ণ বলতে পারিনি, অথচ তাঁর দু’চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করলো, সেই অশ্রুতে তাঁর সম্মুখভাগ ভিজে গেলো, সাথে সাথে তিনি রোম সম্রাটের নিকট পত্র লিখলেন: “সমাচার এই যে, আমি অমুক বন্দীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি, আমি **আল্লাহ পাকের** নামে শপথ করছি, আপনি যদি

তাকে মুক্ত করে আমার নিকট পাঠিয়ে না দেন, তবে আমি আপনার বিরুদ্ধে এমন সৈন্য পাঠাব যাদের প্রথম অংশ থাকবে আপনার সামনে আর শেষ অংশ আমার এখানে।”

দূতটি রোম সম্রাটের নিকট গমন করলে তিনি বললেন: “এত শীঘ্র আবার এলেন!” দূতটি হযরত ওমরের লিপিটি পেশ করলেন। সম্রাট লিপিটি পাঠ করে বললেন: “আমি একজন সৎ ব্যক্তিকে সৈন্য-সামন্তের ঝামেলায় ফেলবো না, আমি সেই বন্দীটিকে ফিরিয়ে দেবো।” দূতটি বলেন: “বন্দীটির মুক্তির অপেক্ষায় কিছুদিন সেখানে থাকতে হয়, একদিন আমি সম্রাটের সভায় গিয়ে আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখলাম, সম্রাট তাঁর সিংহাসনের নিচে বসে আছেন, চেহারায় ফুটে উঠেছে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার ভাব।” আমাকে দেখতেই তিনি বললেন: “আপনি কি জানেন যে, আমি এভাবে কেন বসে আছি?” আমি বললাম: “আমি তো জানি না, কিন্তু আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি।” সম্রাট বললেন: “বিভিন্ন এলাকা থেকে আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, সেই সৎ লোকটি (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) ইন্তিকাল হয়ে গেছেন, তাঁর চিন্তায় আমার এই অবস্থা হয়েছে।” দূতটি বলেন: “এই কথা শুনে বন্দীটির মুক্তি নিয়ে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো।” আমি সম্রাটকে বললাম: “আমাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন।” তিনি বললেন: “এ কথা তো হতেই পারে না যে, জীবিত অবস্থায় আমি তাঁর কথা মান্য করেছি আর মৃত্যুর পরে তাঁকে ভুলে যাবো।” অতএব সেই বন্দীটিকে মুক্ত করে দিয়ে আমার সাথে পাঠিয়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

যখন খলিফার দূত মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে পৌঁছেন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দূত যখন বসরা আসতেন তখন যখনই লোকেরা তার আগমনের সংবাদ জানতে পারতো তারা সবাই আগ্রহান্বিত হয়ে তাকে স্বাগতম জানানোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসতো। কোন দূতের আগমন ঘটতো সাধারণত ভাতা বৃদ্ধি, সম্পদ বিতরণ, কোন মঙ্গলজনক নির্দেশ কিংবা কোন মন্দ কাজের নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি নিয়েই। লোকজন দূতকে সাথে নিয়ে

মসজিদে যেতো, যেখানে তিনি খলিফার নির্দেশনামা পাঠ করে শোনাতেন। যেদিন দূতটি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকালের সংবাদ নিয়ে আগমন করলেন, লোকেরা যথারীতি তাকে স্বাগতম জানানোর উদ্দেশ্যে বের হলো, কিন্তু আজ তিনি কোন আনন্দের সুসংবাদের বার্তা নয় বরং কাঁদতে কাঁদতে খলিফার ইন্তিকালের বিষয়টি বলছিলেন। লোকেরা এই মহা দুঃখজনক সংবাদে কাঁদতে কাঁদতে মসজিদে প্রবেশ করতে লাগলো আর দূতটি তাঁর ওফাতের সংবাদটি যথারীতি পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৫৭ পৃষ্ঠা)

রোম সম্রাটের দুঃখ-বেদনা

মুহাম্মদ বিন মা'হাদ বলেন: আমি রোম সম্রাটের নিকট গমন করলাম, তাকে দেখতে পেলাম মাটির উপর অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় বসে আছেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "কী অবস্থা?" তিনি বললেন: "কী হয়েছে তা তোমরা কি জানো না?" আমি বললাম: "কী হয়েছে?" বললেন: "সৎ লোকটির ইন্তিকাল হয়ে গেছে।" আমি বললাম: "তিনি কে?" বললেন: "ওমর বিন আব্দুল আযীয।" অতঃপর বললেন: "আমি এমন কোন পাদ্রীর কর্মকান্ডে আশ্চর্যবোধ করি না, যে নিজের দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে দুনিয়াকে বাদ দিয়ে ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গেছে, আমি সেই ব্যক্তিটিকে নিয়ে আশ্চর্য অনুভব করি, যার পায়ের নিচে ছিলো দুনিয়া আর তিনি সেই দুনিয়াকে পদদলিত করে দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তির ন্যায় জীবনাচার গ্রহণ করেন।"

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

'নাবাতী'র অশ্রু

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জানাযায় অংশগ্রহণ করার পর ফিরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় এক পাদ্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন?" আমি বললাম: "হ্যাঁ।" আমার এই উত্তর শুনে তার চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো। আমি বললাম: "আপনি তাঁর জন্য কান্না করছেন কেন? তিনি তো

আপনাদের ধর্মের লোক ছিলেন না?” তিনি বললেন: اِنِّیْ لَسْتُ اَبْکِیْ عَلَیْهِ وَلٰکِنْ اَبْکِیْ عَلٰی نُوْرٍ کَانَ فِی الْاَرْضِ فَطُفِئَ অর্থাৎ আমি তাঁর জন্য কান্না করছি না, আমি কান্না করছি সেই নূরের জন্য যা পৃথিবীতে বিরাজ করছিলো আর তা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

তাঁর ওফাতে জ্বীনদের দুঃখ প্রকাশ

এক রাতে কূফায় এক মহিলা আপন কন্যার সাথে অট্টালিকায় চরকা কাটছিলেন, হঠাৎ তার মেয়ের কোন জিনিস নিচে পড়ে যায়, সে নিচে তাকাতেই দুঃখভারাক্রান্ত কিছু মহিলার একটি বৈঠক দেখতে পেলো, মাঝখানে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে শে’র পাঠ করছিলেন, শে’রটির অনুবাদ হলো: হ্যাঁ, জ্বীনদের মহিলাদের গিয়ে বলো, তারা যেনো এখন দুঃখের কান্না করতে থাকে। রেশমী পোশকে খুশি-আহ্লাদে না চলে বরং তারা যেনো পাটের ছালা পরিধান করে আর বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন ঘোড়ার স্থলে ধীর গতিসম্পন্ন পশুর বাহনে করে চলে।

মহিলাটি এই শে’রটি পড়ছিলেন আর বৈঠকে উপস্থিত সকলে ‘হায় আমীরুল মুমিনীন! হায় আমীরুল মুমিনীন!’ বলে বলে তাকে সমর্থন করছিলো। কন্যা ভয় পেয়ে মাকে বললো: মা! দেখো দেখো! নিচে কী হচ্ছে? বৃদ্ধা নিচে তাকাতেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলো। পরে বুঝতে পারলো যে, সেই রাতেই আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তিকাল করেছেন। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হাকম, ৯৯ পৃষ্ঠা)

একটি জ্বীনের কবিতাগুচ্ছ

একটি জ্বীন এরূপ শব্দমালা দিয়ে তাঁর ওফাতে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন:

عَنَّا جَزَاكَ مَلِيْكُ النَّاسِ صَالِحَةً ۔۔۔ فِیْ جَنَّةِ الْخُلْدِ وَالْفِرْدَوْسِ یَا عُمَرُ!

اَنْتَ الَّذِیْ لَا نَرٰی عَدْلًا نُسَرُّ بِهٖ ۔۔۔ مِنْ بَعْدِهٖ مَا جَرٰی شَمْسٌ وَلَا قَمَرُ

অনুবাদ: (১) হে সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! মানবদের মহান বাদশাহ (**আল্লাহ পাক**) আপনাকে জান্নাতুল ফিরদৌস ও জান্নাতুল খুলদে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। (আমীন)

(২) যতদিন ধরে সূর্য আর চন্দ্র উদিত হতে থাকবে, আমরা আপনার পরে আর এমন কোন ন্যায় পরায়ণ খলিফা পাবো না, যাকে দিয়ে আমরা খুশি থাকতে পারি। **(আখবারে মক্কা লিল ফাকিহী, হাদীস নং: ১৩৩৯, ২য় খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা)**

শহীদদের জানাযায় যোগদান

কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তির পুত্র শহীদ হয়ে গেলো, তাঁর পিতা তাঁকে কখনও স্বপ্নে দেখেননি, শুধুমাত্র সেই দিনই তিনি তাঁর পিতার সাথে স্বপ্নে সাক্ষাতে এলেন, যেদিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত হয়। তিনি তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: "পুত্র আমার! তোমার কি মৃত্যু সংঘটিত হয়নি?" তিনি উত্তরে বললেন: "আমি মৃত নই বরং আমি শাহাদত প্রাপ্ত হয়েছি আর আমি **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যশীল বান্দা আর জীবিত, বিভিন্ন ধরনের রিযিক প্রাপ্ত হই।" পিতা জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি এদিকে কেন আসলে?" তিনি বললেন: "আজ সমস্ত আসমানবাসীদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে যে, আজ সমস্ত নবী-রাসূল এবং শহীদগণ যেনো হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জানাযায় যোগদান করেন, তাই আমিও তাঁর জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এদিকে এসেছিলাম।" **(তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

মুক্তির সনদ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার শাবানের পনের তারিখ রাতে অর্থাৎ শবে বরাতের রাতে ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন, মাথা তুলতেই তিনি একটি সবুজ চিরকুট দেখতে পেলেন, যার নূর বিস্তৃত ছিলো আসমান পর্যন্ত, তাতে লেখা ছিলো: هٰذِهٖ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ مِنَ الْمَلِكِ الْعَزِيْزِ لِعَبْدِهٖ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ অর্থাৎ **প্রতিপত্তি ও মহা পরাক্রমশালী বাদশাহের** পক্ষ থেকে এটি হলো

www.dawateislami.net

"জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির সনদ" যা **তাঁরই** বান্দা ওমর বিন আব্দুল আযীযকে দান করা হলো। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, ৮ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

জান্নাতের দরজায় মুক্তির সনদ

এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন, জান্নাতের দরজায় লেখা রয়েছে: بَرَآءَةٌ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ **মহা পরাক্রমশালী সুমহান দয়াময় আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে **তাঁর** বান্দা ওমর বিন আব্দুল আযীযের জন্য কিয়ামতের ভয়াবহ দিবস থেকে মুক্তির সনদ। (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৯০ পৃষ্ঠা)

আমি জান্নাতুল আদনে

হযরত সায়্যিদুনা মাসলামা বিন আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: "আহ! আমি যদি জানতাম যে, ওফাতের পর আপনি কোন অবস্থায় আছেন?" তখন তিনি বললেন: "**আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি অত্যন্ত আরামে আছি।" জিজ্ঞাসা করলেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কোন মর্যাদায় আছেন?" বললেন: "আমি আয়িম্মায়ে হুদাগণের সাথে অর্থাৎ হেদায়তের ইমামগণের সাথে জান্নাতুল আদনে অবস্থান করছি।" (সীরাতে ইবনে জওযী, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মাকহুলের অভিমত

একদা হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ দাবিক নামক স্থান থেকে ফিরে এসে কোন এক জায়গায় সফর বিরতি করলেন এবং দূরে এক দিকে বেরিয়ে গেলেন, লোকজন জিজ্ঞাসা করলেন: "জনাব! আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?" বললেন: "পাঁচ মাইল দূরে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর

কবর ছিলো, আমি সেখানে গিয়েছিলাম, **আল্লাহ পাকের** শপথ! তাঁর যুগে তাঁর চেয়ে অধিক কোন **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভীতি সম্পন্ন লোক ছিলো না, **আল্লাহ পাকের** শপথ! তাঁর যুগে তাঁর চেয়ে বড় কোন ইবাদত গুজার লোক ছিলো না।”

(সীরাতে ইবনে জওযী, ৩৭ পৃষ্ঠা)

তাকওয়া ও পরহেযগারীর কসম করা যাবে

হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি যদি এই কথায় শপথ করি যে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন অতিশয় নেককার ও **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভীতি পোষণকারী লোক, তবে আমার শপথ মিথ্যা হবে না। (তারিখুল খুলাফা, ১৯১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের পুরস্কার

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: فَلَمَّا كَانَ فِيْ رَأْسِ الْمِأَةِ مَنَّ اللهُ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمَّةِ بِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ অর্থাৎ শতাব্দী যখন শেষ হয়ে গেলো, তখন **আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ রূপে এই উম্মতকে দয়া করেন। (দুররে মনছুর, ১ম খন্ড, ৭৬৮ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর পরও সম্মান

হিশাম বিন আব্দুল মালিক যখন খলিফা হলেন, তখন তাঁর নিকট কোন ব্যক্তি এসে বলতে লাগলো: “হে আমীরুল মুমিনীন! আব্দুল মালিক আমার দাদাকে (পিতামহকে) একটি জায়গা দান করেন, যা ওয়ালিদ ও সোলায়মান বহাল রাখেন আর যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফা হলেন, তখন তিনি তা ফিরিয়ে নিলেন।” হিশাম তাকে বললেন: “তোমার কথাগুলো আবার বলো।” সে বললো: “হে আমীরুল মুমিনীন! আব্দুল মালিক আমার দাদাকে (পিতামহকে) একটি জায়গা দান করেন, যা ওয়ালিদ ও সোলায়মান বহাল রাখেন আর যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফা হলেন, তখন তিনি তা ফিরিয়ে নিলেন।” হিশাম বললেন: “তুমি তো দেখি এক আশ্চর্য লোক?”

যারা তোমার দাদাকে জায়গা দান করেছিলো, তাদের নাম নিচ্ছো কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন ব্যতিত আর যিনি তা ছিনিয়ে নিলেন, তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করছো! অবশ্য আমি সেই নির্দেশই জারি করি যা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ করেছিলেন।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা, নম্বর ৭৪৭৬)

প্রিয় নবীর দরবারে হাজিরী

হযরত মাজেশূন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি (স্বপ্নে) **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের সূধা পান করি, **তাঁর** ডানে-বামে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর এবং সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বিদ্যমান ছিলেন এবং এক যুবক **তাঁর** সম্মুখে ছিলো, আমি কারো নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: ইনি কে? উত্তর পেলাম: ইনি হলেন ওমর বিন আব্দুল আযীয (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)। আমি বললাম: ইনি কি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এতোই কাছের? উত্তর এলো: কেন হবেন না? কারণ তিনি অত্যাচার-নীপিড়নের সময়েও সত্য ও ন্যায়কেই উর্ধ্বে তুলে ধরেন। (শরহুস সুদূর, ৮৪ পৃষ্ঠা)

শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যে ন্যায়ভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এজিদ বিন আব্দুল মালিক যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তা কেবল চল্লিশ দিন পর্যন্তই রক্ষা করে রাখতে পেরেছিলেন। এরপর তিনি এই ন্যায়ের পথ থেকে আলাদা হয়ে যান, মোট কথা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যে শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা তাঁর ওফাতের কিছু দিনের মধ্যেই নস্যাৎ হয়ে যায় আর সমগ্র বিশ্ব প্রায় আড়াই বৎসর সময়কালই হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ উপকার ভোগ করে।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তথ্যসূত্র

নং	কিতাবের নাম	রচয়িতা	প্রকাশনা
১	কানযুল ঈমান তরজুমায়ে কোরআন	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান	বারাকাত রযা খান, ভারত
২	তাফসীরে কবীর	ইমাম মুহাম্মদ বিন ওমর ফখরুদ্দীন রাযী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
৩	তাফসীরে দুররে মনসুর	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সূয়ুতী	দারুল ফিকির, বৈরুত
৪	তাফসীরে রুহুল বয়ান	শায়খ ইসমাইল হাক্কী বারুসী	কোয়েটা
৫	তাফসীরে কুরতুবী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী	দারুল ফিকির, বৈরুত
৬	তাফসীরে হাসান বসরী	সম্পাদনা	বাবুল মদীনা করাচী
৭	তাফসীরে নঈমী	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, লাহোর
৮	তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, লাহোর
৯	সহীহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
১০	সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুরাইশী	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত
১১	সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত
১২	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ সাজাসতানী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
১৩	সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ	দারুল মারেফা, বৈরত
১৪	সুনানে নাসায়ী	ইমাম আব্দুর রহমান বিন আহমদ শুয়াইব নাসায়ী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
১৫	আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	দারুল ফিকির, বৈরুত
১৬	আল ইহসান বিতারতিবি সহীহ ইবনে হাব্বান	আল্লামা আমীর আলাউদ্দীন আল বিন বলবান ফারসী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
১৭	মু'জামুল কবীর	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারনী	দারু ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত
১৮	মু'জামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারনী	দারুল ফিকির, বৈরুত

১৯	মুস্তাদরিক	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল হাকেম নিশাপূরী	দারুল মারেফা, বৈরুত
২০	সুনানে কুবরা	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
২১	মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা	ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবী শায়বা	দারুর ফিকির, বৈরুত
২২	আল মুসনাদ	ইমাম আবু ইয়ালা আহমদ বিন আলী মাওসলা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
২৩	জমউল জাওয়ামেয়ে	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সুয়ুতী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
২৪	শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
২৫	আত তারগীব ওয়াত তারহীব	ইমাম যাকিউদ্দীন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাভী মুনযারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
২৬	আল মওসুআতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া	হাফিয ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ কুরাইশী	মাকতাবাতুল আসরীয়া, বৈরুত
২৭	মজমুয়ায যাওয়ায়িদ	ইমাম নূরুদ্দীন আলী বিন আবী বকর	দারুল ফিকির, বৈরুত
২৮	কাশফুল খফা	শায়খ ইসমাইল বিন মুহাম্মদ আজলুতী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
২৯	কানযুল উম্মাল	আলী বিন হিসামুদ্দীন হিন্দী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৩০	মিশকাতুল মাসাবিহ	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতীব তীবরীযি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৩১	শরহে মাআনী আল আসার	ইমাম আবু জাফর বিন মুহাম্মদ তাহাভী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৩২	শরহে সহীহ মুসলিম	ইমাম ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৩৩	ওমদাতুল কারী শরহে সহীহ বুখারী	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী	দারুল ফিকির, বৈরুত
৩৪	ফতহুল বারী শরহে সহীহ বুখারী	ইমাম আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৩৫	ফয়যুল কদীর শরহে জামেউস সগীর	ইমাম মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৩৬	মিরাতুল মানাজিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ	হাকীমুল উম্মদ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
৩৭	জামেউল উলুম ওয়াল হুকুম	আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শাহাবুদ্দীন	মক্কায়ে মুকাররমা

৩৮	দুররে মুখতার	আল্লামা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলী হাসকফী	দারুল মারেফা, বৈরুত
৩৯	রদ্দুল মুহতার	আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন শামী	দারুল মারেফা, বৈরুত
৪০	আল বাযাযিয়াতু আলা হামিশুল ফতোয়াভিল হিন্দিয়া	আল্লামা মুহাম্মদ শাহাবুদ্দীন বিন বাযায কারদারী	দারুল ফিকির, বৈরুত
৪১	আল ফতোয়াল হিন্দিয়া	আল্লামা নিযামুদ্দীন ও ওলামায়ে হিন্দ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৪২	ফতোয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযর ইমাম আহমদ রযা বিন নকী আলী খান	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
৪৩	বাহারে শরীয়ত	আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
৪৪	ফতোয়ায়ে ফিকহিয়া মিল্লাত	মুফতী জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী	শাব্বির ব্রাদার্স, লাহোর
৪৫	হিলইয়াতুল আউলিয়া	ইমাম আবু নাইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসবাহানি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৬	আল আকদুল ফরীদ	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দু রিবাহ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৭	আল মুস্তাতরফ	ইমাম মুহাম্মদ বিন আবু আহমদ আল বাশীহি	দারুল ফিকির, বৈরুত
৪৮	তাযকিরাতুল হাফিয	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৯	তাদরিবুর রাওয়া ফি শরহে তাকরীবুন নবভী	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সূয়ুতী	দারুল ফিকির, বৈরুত
৫০	আল আসাবাতু ফি তামিযিস সাহাবাতি	ইমাম আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৫১	আত তাবকুতল কুবরা	ইমাম মুহাম্মদ বিন সা'আদুল বসরী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৫২	দালায়িনুন নবুয়াহ	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৫৩	নিসাবুর রিয়ায়া ফি তাখরিজি আহাদীসিল হিদায়া	ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল হানফী	পেশাওয়ার
৫৪	মাসালিকুল হানফাআ	ইমাম কাস্তালানি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৫৫	বিদায়িস সালিক ফি তাবয়িল মালিক	ইবনুল আযরক	মাকতাবাতুশ শা'মলাতি
৫৬	জামেউল বয়ান আল ইলম ওয়া ফদলাহু	ইমাম আবু ওমর ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ কুরতুবী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত

৫৭	আত তাবরিল মাসবুক ফি নাসিহাতুল মুলুক	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	মাকতাবতুশ শা'মলাতি
৫৮	সীরাতু ইবনে আব্দুল হাকম	আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকম	মাকতাবাতুল ওয়াহবিয়া
৫৯	সীরাতু ইবনে জাওযী	আল্লামা আব্দুর রহমান বিন জাওযী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৬০	তারিখে দামেশক	আবুল কাসেম আলী বিন আল হাসান আল মারুফ ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
৬১	তারিখুল খোলাফা	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সুয়ুতী	বাবুল মদীনা, করাচী
৬২	তারিখে তাবরী	ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জরীর তাবরী	দারু ইবনে কসির, বৈরুত
৬৩	আল কামিলু ফিত তারিখ	ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৬৪	তারিখে ইয়াকুবী	আহমদ বিন ইসহাক	মাকতাবতুশ শা'মলাতি
৬৫	আল মারিফা ওয়াত তারিখ	আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল ফাসভী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৬৬	আল ইস্তিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব	ইমাম আবু ওমর ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৬৭	আসাদুল গা'বাতি	ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ জাযরী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
৬৮	তাযকিরাতুল আউলিয়া	শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার নিশাপুরী	ইন্তিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান
৬৯	আত তুহফাতুল লিতায়ফাতি তারিখিল মদীনাকিশ শরীফাতি	মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ সাখাভী	মাকতাবাতুশ শা'মলাতি
৭০	আখবারে মক্কাতি	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাকুল ফাকহী	দারু হাযর, বৈরুত
৭১	আল বাদায়াতি ওয়ান নাহায়াতি	ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন আমর ইবনে কসীর	দারু ফিকির, বৈরুত
৭২	উয়ুনুল আম্বিয়া ফি তাবকাতিল আতবাআ	আহমদ বিন আল কাসিম ইবনে আসিবাতি	মাকাতবাতুশ শা'মলাতি
৭৩	আর রিসালাতুল কুশাইরিয়াতি	ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল করীম বিন হাওয়াযিনিল কুশাইরী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৭৪	তাম্বিহুল মুগতারিন	ইমাম আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শাআরানী	দারুল বশীর, দারুল মারেফা, বৈরুত
৭৫	তাম্বিহুল গাফেলিন	ইমাম আবুল লাইস নসর বিন মুহাম্মদ সমরকন্দী	পেশাওয়ার

৭৬	রউযুর রায়াহীন	ইমাম আবুস সাআদাত আব্দুল্লাহ বিন আসাদ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৭৭	রউযুল ফায়েক	মুবাল্লিগে ইসলাম শায়খ শুয়াইব হারীফিশ	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
৭৮	মিনহুর রউয	আলী বিন সুলতান (প্রকাশ মুল্লা আলী কারী)	দারুল বাশাইরিল ইসলামীয়া, বৈরুত
৭৯	উয়ুনুল হিকায়াত	আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলী ইবনুল জাওযী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৮০	হুসনুল মুহাদ্বেরা	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সূয়ুতী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৮১	কু'তুল কুলুব	ইমাম আবু তালেব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী	মারকাযে আহলে সুন্নাত, ভারত
৮২	হাদীকাতুন নাদীয়া	আরিফ বিল্লাহ সৈয়দী আব্দুল গনী নাবলূসী হানফী	পেশাওয়ার
৮৩	ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	দারু সাদের, বৈরুত
৮৪	মুকাশাফাতুল কুলুব	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৮৫	কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	তেহরান, ইরান
৮৬	মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৮৭	মিনহাজুল কাসেদীন	আল্লামা আব্দুর রহমান বিন জাওযী	
৮৮	শরহুস সুদুর	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সূয়ুতী	মারকাযে আহলে সুন্নাত, বারাকাত রযা, ভারত
৮৯	মা'দানে আখলাক	আল্লামা ডক্টর খলিল আহমদ কাদেরী	যিয়াউদ্দীন পাবলিকেশন্স, করাচী
৯০	মাগনীয়িল ওয়ায়েযীন		
৯১	আল মাওয়ায়েযু ওয়াল এ'তেবার	আহমদ বিন আলী আব্দুল কাদীর আল মাকরীযি	মাকতাবাতুশ শা'মলাতি
৯২	ইত্তিহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন	সৈয়্যদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হুসাইনী যুবাইদী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৯৩	যম্মুল গাবাতি (আল মওসুআতু)	হাফিয আবী বকর আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ প্রকাশ ইবনে আবীদ দুনিয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৯৪	কিতাবুয যুহুদুল কবীর	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী	মওসুআতুল কিতাবুস সাকাফিয়্যাতু, বৈরুত
			দারুল কুতুবুল ইলমিয়া,

৯৫	কিতাবুয যুহুদ	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক	বৈরুত
৯৬	আ'কামুল মারজান ফি আহকামুল জান	আল্লামা বদরুদ্দীন শীবলি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৯৭	মলফুযাতে আলা হযরত	শাহজাদায়ে আলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
৯৮	তা'লিমুল মুতাআল্লিম	ইমাম বুরহানুল ইসলাম যারনূজী	বাবুল মদীনা, করাচী
৯৯	আদাবুশ শরইয়্যা	মুহাম্মদ বিন মুফলিহ হাম্বলি	
১০০	মু'জামুল বালদান	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইয়াকুত বিন আব্দুল্লাহ	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
১০১	ফতহুল বালদান	আহমদ বিন ইয়াহইয়া বিন জাবির বিন দাউদ বালাযরী	মাকতাবাতুশ শা'মলাতি
১০২	আত তারিফাত	আল্লামা আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী জুরজানি	বাবুল মদীনা, করাচী
১০৩	ফাযায়িলে দোয়া	লেখক: রইসুল মুতাকাল্লিমিন মাওলানা নকী আলী খান ব্যাখ্যা: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা বিন নকী আলী খান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১০৪	হায়াতে আলা হযরত	মুলকুল ওলামা মাওলানা মুহাম্মদ জাফরুদ্দীন বাহারী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১০৫	ফয়যানে সুন্নাত (১ম খন্ড)	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১০৬	কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১০৭	গীবত কে তাবাকারিয়া	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১০৮	পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১০৯	যালযালা অউর ইস কে আসবাব	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১১০	জুলুমের পরিনতি	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১১১	রহস্যময় ভিক্ষুক	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১১২	কারামাতে ফারুকে আযম	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১১৩	পুলসিরাতের ভয়াবহতা	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১১৪	১০১ মাদানী ফুল	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা

১১৫	কিয়ামতের পরীক্ষা	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১১৬	অশ্রুর বারিধারা	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১১৭	কালো বিচ্ছু	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১১৮	জান্নাতী মহল ক্রয়	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১১৯	তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত (৫ম অংশ)	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১২০	হাদায়িকে বখশীশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা বিন নকী আলী খান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১২১	ওসায়িলে বখশীশ	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
১২২	আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	মওসুআতুর রিসালাতু, বৈরুত

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্যঃ "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنۡ شَآءَ اللّٰہ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৫০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net